দুয়ারে মৃত্যুর ফাঁদ

ষাট টাকা মাত্র
Rupees Sixty Only

দুয়ারে মৃত্যুর ফাঁদ

আগাথা ক্রিস্টি

ভাষান্তর

অসিত মৈত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ■ কলকাতা

DUARE MITUR FAND
By Agatha Christie
Translated by Asit Maitra

পরিবেশনায় :
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদের ছবি :
রঞ্জন দত্ত

বর্ণসজ্জায় :
প্রিন্ট-এন্ পাবলিকেশন

মুদ্রণে :
ভাগীরথী প্রেস

উৎসর্গ

শ্রী অজিত মৈত্র

ও

শ্রীমতী ছন্দা মৈত্র

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি হাঁপাতে হাঁপাতে মোটবাহককে অনুসরণ করে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মোটবাহকের ডানহাতে তাঁর সুটকেসটা ধরাছিল। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি ঈষৎ বেঁটেখাটো শক্তপোক্ত চেহারার মহিলা। অপর দিকে তাঁর মোটবাহকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ'ফুটের কাছ বরাবর। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটাচলা করাই ওর সহজাত অভ্যেস। তার ওপর ম্যাকগিলিকাডির দু'বগলের ফাঁকে নানান সাইজের একরাশ প্যাকেট। দিনভর দোকানে দোকানে ঘুরে আসন্ন ক্রিস্‌মাসের কেনাকাটা করে বেড়িয়েছেন তিনি। সেগুলো সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছিল তাঁকে। তাই মোটবাহকের হাঁটার সঙ্গে ঠিকমতো তাল রাখতে পারছিলেন না। এই অসম প্রতিযোগিতায় শেষমেশ তাঁকেই হার স্বীকার করে নিতে হল। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মোটবাহক যখন ডানদিকে বাঁক নিয়ে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তখনও তিনি সোজা পথ ধরে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলেছেন।

এই মুহূর্তে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিশেষ ভিড় নেই। কারণ সবেমাত্র একটা ট্রেন সেখান থেকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু পেছনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গায় অসংখ্য নারী-পুরুষ ইতস্ততবিক্ষিপ্তভাবে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। কেউ ছুটছে মাটির নীচে সুড়ঙ্গপথের উদ্দেশে, অনেকে যাচ্ছে মালপত্র জমা রাখার অফিসঘরের দিকে। চা-কফির রেস্তোরাঁতেও বেশ কিছু মানুষ জমা হয়েছে। কেউ-কেউ যাচ্ছে অনুসন্ধান কাউন্টারের দিকে। কোন ট্রেন ক'টার সময় কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রওনা হবে তারও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে একটা প্রমাণ সাইজের বোর্ডের গায়ে। সেখানেও ভিড় জমিয়েছে অনেকে। তা ছাড়া প্ল্যাটফর্মের ভেতরে ঢোকার এবং বাইরে বেরুবার জন্যে যে দুটো গেট রয়েছে সেখান দিয়েও বহু লোকে যাতায়াত করছে।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডির বগলের ফাঁকে আটকে থাকা নানান সাইজের প্যাকেটগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছিল। তবু তিনি অকুতোভয়ে সবগুলোকে সাপটে ধরে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের মুখে এসে পৌঁছোলেন। এক হাতের সমস্ত প্যাকেট পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ব্যাগ হাতড়ে টিকিট বের করলেন তিনি। চেকারকে টিকিট দেখিয়ে তবেই ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাথার ওপরের মাইক থেকে ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ভেসে এল ঃ চারটে বেজে পঞ্চাশ মিনিটে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যে গাড়িটা ছাড়বে সেটা ব্র্যাকহ্যাম্পটন, মিলচেস্টার, ওয়াভারটন, ক্যাভিল জংশন, রক্সেটার হয়ে চ্যাডমাউথে যাত্রা শেষ করবে। ব্র্যাকহ্যাম্পটন এবং মিলচেস্টারের যাত্রীরা ট্রেনের পেছন দিকের কামরায় বসুন। ভ্যানেকোয়ের যাত্রীরা রক্সেটারে গাড়ি বদল করবেন। ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা থেমে গেল। দু'সেকেণ্ড বিরতির পর ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মে বার্মিংহ্যাম থেকে উলভারহ্যামটন হয়ে চারটে বেজে পঁয়ত্রিশে যে গাড়িটা এসে পৌঁছেছে তার আগামী যাত্রাপথের ফিরিস্তি শোনাতে লাগল ঘোষক।

চেকার টিকিট পাঞ্চ করার পর ভেতরে ঢুকলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি। কোনদিকে এগোতে হবে সে-বিষয়েও নির্দেশ দিলেন চেকার। থপ থপ করে এগিয়ে গিয়ে অবশেষে বৃদ্ধা তাঁর মোটবাহককে খুঁজে পেলেন। ব্যাজার মুখে তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরার সামনে সুটকেস রেখে দাঁড়িয়েছিল লোকটা।

এই যে ম্যাডাম, আমি এখানে।

আমার তো প্রথম শ্রেণীর টিকিট।—বৃদ্ধা জানালেন।

কথাটা আমাকে আগে বলেননি কেন?—মোটবাহক গজগজ করতে লাগল। নতুন চোখে মিসেস ম্যাকগিলিকাডির দিকে তাকিয়ে দেখল একঝলক।

মহিলা তখন হাঁফ নিতে ব্যস্ত। তাই আর মোটবাহকের সঙ্গে কোনও রকম বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে গেলেন না। সুটকেসটা তুলে নিয়ে লোকটা সামনের এক কম্পার্টমেন্টের দিকে পা বাড়াল। অন্যান্য কম্পার্টমেন্টের তুলনায় চাকচিক্য কিছু বেশি। গোটা কামরায় যাত্রী বলতে তিনি একা। চারটে পঞ্চাশের এই গাড়িটার দিকে কর্তৃপক্ষের বিশেষ একটা নজর নেই। তাই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা সকালের দ্রুতগামী এক্সপ্রেস বা ছ'টা চল্লিশের ডাইনিংকারযুক্ত গাড়িটাই বেশি পছন্দ করে।

কামরায় উঠে মোটবাহকের হাতে বকশিশ গুঁজে দিলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি। বকশিশের অঙ্কটা মোটবাহককে আদৌ খুশি করতে পারল না। এত কম বকশিশ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই দিয়ে থাকে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের তো একটা আভিজাত্য থাকা দরকার! গত রাতটা মিসেস ম্যাকগিলিকাডির ট্রেনেই কেটেছে। আজ দিনভর দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়িয়ে ক্রিস্‌মাসের কেনাকাটা করেছেন। তার ফলে অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তাই একটু আরামে যাবার জন্যে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটেছিলেন। নইলে বেহিসেবিভাবে খরচ করার পাত্রী তিনি নন। মোটবাহকের যা ন্যায্য প্রাপ্য সেটাই তিনি তাকে দিয়েছেন। তাতে সে খুশি হল বা না-হল তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না।

প্যাকেটগুলো গুছিয়ে রেখে ভেলভেটে মোড়া নরম গদির ওপর গা এলিয়ে দিলেন তিনি। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব্যাগ থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। ম্যাগাজিনটা পড়ে গেল তাঁর হাত

থেকে। মাথাটা একপাশে কাত হয়ে ঝুঁকে পড়ল গদির ওপর। মিনিট তিনেকের মধ্যেই পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। একটানা পঁয়ত্রিশ মিনিট ঘুমোনোর পর তাঁর ঘুম ভাঙলো। এবারে বেশ কিছুটা তরতাজা মনে হল নিজেকে। মাথার ওপর টুপিটা একদিকে হেলে পড়েছিল হাত দিয়ে ঠিক করে নিলেন সেটা। তারপর সোজা হয়ে বসে চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। তাঁর দু'চোখের ওপর দিয়ে ইংল্যাণ্ডের কুয়াশা-ঘেরা গ্রামাঞ্চল দ্রুতগতিতে সরে সরে যাচ্ছে। এখন রীতিমতো অন্ধকার বলা চলে। ডিসেম্বরের বিষণ্ণ ধোঁয়াটে সন্ধ্যা। ক্রিস্‌মাসের আর পাঁচদিন মাত্র বাকি। সারা লণ্ডন জুড়েও এখন ধোঁয়াটে অন্ধকার। গ্রামগঞ্জের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। তবু কোনও কোনও স্টেশন পেরিয়ে যাবার সময় আনন্দোজ্জ্বল আলোর ঝলকও উঁকি দিচ্ছে।

করিডর দিয়ে যেতে যেতে আলতোভাবে দরজা ঠেলে একজন পরিচারক মুখ বাড়াল।—চা....ম্যাডাম? আজ রাতে শেষবারের মতো আমরা চা সার্ভ করছি।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি নেতিবাচক মাথা নাড়লেন। ট্রেনে ওঠার আগেই একটা বড় রেস্তোরাঁ থেকে তিনি চা-পর্ব শেষ করে এসেছেন। নৈশভোজটাও আজ বেশ জমিয়ে সারা হয়েছে। এখন তাঁর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। পরিচারক নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে পাশের কামরায় টুঁ মারল। তারপর অন্য কামরায়। প্রতিটি কামরায় ঢুকে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলল সে। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি এবার নড়েচড়ে বসে পাশের তাকে রাখা সদ্য-কেনা উপহার সামগ্রীর প্যাকেটগুলোর দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে তাকালেন। তাঁর চোখ-মুখও এবার বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মার্গারেটের জন্যে মুখ মোছার যে নরম তোয়ালেগুলো কিনেছেন সেগুলো নিশ্চয় তার মনে ধরবে। রবির জন্য কিনেছেন মেশিনগান। ট্রিগারে চাপ দিলেই কট কট শব্দ হয়, আর আলো ঝলকায়। জিনের জন্যে ধবধবে শাদা একটা খরগোশ। দম দিলেই এধার-ওধার ছুটে বেড়ায়। এ-দুটো দেখলেই ওরা লাফালাফি শুরু করে দেবে। নিজের জন্যে যে ওভারকোট আর হেকটরের জন্যে যে পুলওভার কিনেছেন সে দুটোও ভীষণ পছন্দ হয়েছে তাঁর। মোটের ওপর এবারের কেনাকাটায় তিনি মনে মনে দারুণ খুশিই হয়েছেন বলা চলে।

তিনি এবার অলস মন্থর ভঙ্গিতে তাক থেকে চোখ সরিয়ে জানলার দিকে তাকালেন। বিপরীত দিক থেকে একটা ট্রেন তীব্রগতিতে ছুটে এসে সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেশ খানিকটা চমকে উঠলেন তিনি। ট্রেনের জানলাগুলোও থরথর করে কেঁপে উঠল সেই সুবাদে। তাঁদের ট্রেনটা খটাখট শব্দ করতে করতে একটা স্টেশন পার হয়ে এল।

তারপরই শ্লথ হয়ে গেল ট্রেনের গতি। সম্ভবত সামনের সিগন্যালের নির্দেশ মেনেই এটা করতে হয়েছে। মিনিট কয়েক ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল গাড়িটা। একসময় পুরোপুরি থেমে গেল। আধমিনিটের মধ্যেই আবার চলতে শুরু করল ধীরে ধীরে। আর একটা আপ-ট্রেন পেরিয়ে গেল গাড়িটাকে পেছনে ফেলে। তবে এর গতি আগেরটার মতো এত দ্রুত নয়। চারটে পঞ্চাশের গাড়িটা আবার তার

পুরোনো গতি ফিরে পেল। এই মুহূর্তে আরও একটা ডাউন-ট্রেন পেছন থেকে এসে প্রথম গাড়িটার পাশাপাশি চলতে শুরু করল। দুটো গাড়ি এখন একই সমান্তরাল রেখায় চলছে। কখনও প্রথমটা একটু এগিয়ে চলেছে, কখনও দ্বিতীয়টা। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে খোলা জানলা দিয়ে পাশের ট্রেনের কামরাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওই ট্রেনের জানলাগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। তবে মাঝেমধ্যে ভেতরকার লোকজনদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেনটার যাত্রী সংখ্যাও খুব কম। অনেক কামরাই বিলকুল খালি।

পাশাপাশি দুটো ট্রেন যদি একই গতিতে একই দিকে যায় তখন একটার থেকে অন্যটার দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় দুটো ট্রেনই দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এইরকম এক দুর্লভ মুহূর্তে দ্বিতীয় ট্রেনের একটা বন্ধ জানলা ঝপাং করে খুলে গেল। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি জানলা দিয়ে পাশের কামরার দিকে তাকালেন। দুটো কামরার মধ্যে দূরত্ব মাত্র কয়েক ফুট। এবং এটাও প্রথম শ্রেণীর একটা কামরা।

পরমুহূর্তেই তাঁর দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল। নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি।

সামনের কামরায় তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শক্তসমর্থ একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার ঠিক সামনে একজন যুবতী তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। শক্তসমর্থ লোকটা প্রাণপণ শক্তিতে টিপে ধরেছে যুবতীর গলা। মেয়েটির চোখদুটো কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গাঢ় বেগুনি হয়ে উঠেছে মুখের রংটা। মিসেস ম্যার্কগিলিকাডির স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনেই ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল অসহায় মেয়েটি। লোকটা সেই নিথর দেহটাকে ধরে রইল শক্তহাতে। গোটা কামরায় ওই দু'জন ছাড়া তৃতীয় আর কেউ ছিল না।

ঠিক এই সময় মিসেস ম্যাকগিলিকাডির ট্রেনের গতি কমে এল, আর একই সঙ্গে অন্য ট্রেনটা জোরে ছুটতে শুরু করল। দু'-চার সেকেণ্ডের মধ্যেই এই ভয়ংকর দৃশ্যটা পুরোপুরি মিলিয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে।

নিজের অজান্তেই ম্যাকগিলিকাডি চেন টেনে গাড়িটাকে থামাতে গেলেন। কিন্তু চেন টানার জন্যে হাত বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালেন। এতে কোনও ফল হবে না। শুধু তাঁর গাড়িটাই দাঁড়িয়ে পড়বে, অন্য গাড়িটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। এত কাছ থেকে তিনি এখন যে পৈশাচিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন সেটাই তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ করে দিয়েছে। এক্ষুনি কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করবেন?

পুনরায় কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল। এবারে টিকিট কালেকটর দর্শন দিলেন।—দয়া করে আপনার টিকিটটা একবার দেখান....ম্যাডাম।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি তীব্র দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিবে ফিরে তাকালেন। —এইমাত্র একটি মেয়েকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে।—ব্যস্ত ভঙ্গিতে তিনি বললেন।—যে ট্রেনটা পেছন থেকে এসে আমাদেব পেরিয়ে চলে গেল, সেই ট্রেনে। গোটা ব্যাপারটা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

টিকিট কালেকটরের দু'চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ঝিলিক দিয়ে উঠল।—মাপ করবেন.....ম্যাডাম, আপনার এ-কথার অর্থ...?

একজন লোক একটি যুবতীকে গলা টিপে খুন করেছে। ট্রেনের কামরার মধ্যেই এই নৃশংস ঘটনাটা ঘটেছে। পাশের এই জানলা দিয়ে সবকিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি।—আঙুল তুলে খোলা জানলাটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

টিকিট কালেকটরের চোখে-মুখে সন্দেহের ছায়া আরও ঘনীভূত হল।— গলা টিপে খুন?—তাঁর গলায় অবিশ্বাসের সুর।

'হ্যাঁ, খুনটা গলা টিপেই করা হয়েছে। আমি তো আপনাকে আগেই বললাম, ঘটনাটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর বেশি সময় নষ্ট হবার আগে এ-সম্পর্কে আপনাদের কিছু করা উচিত।

মৃদু কেশে কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার করে নিলেন টিকিট কালেকটর। তারপর বিনীতভাবে বললেন—আমি বলছিলাম, ইতিমধ্যে আপনি ঘুমিয়ে পড়েননি তো...ম্যাডাম? ঘুমের ঘোরে হয়তো স্বপ্নটপ্ন কিছু দেখে থাকবেন!—ঠিক জায়গা মতোই কথা থামিয়ে মুখ বন্ধ করলেন তিনি।

হ্যাঁ, আমার দু'চোখে একটু তন্দ্রার ঘোর ঘনিয়ে এসেছিল ঠিকই, তাই বলে যদি ভেবে থাকেন আমি এখন আপনাকে স্বপ্নে-দেখা ঘটনার কথা বলছি তা হলে কিন্তু মস্ত ভুল করবেন। আমার এই বক্তব্যের মধ্যে ছিটেফোঁটাও কল্পনার স্পর্শ নেই। পুরোটাই বাস্তব। নির্ভেজাল কঠিন বাস্তব।

টিকিট কালেকটর আড়চোখে বৃদ্ধার আসনের পাশে-পড়ে থাকা ম্যাগাজিনের মলাটের দিকে এক-ঝলক তাকিয়ে দেখলেন। একটা রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা। কভারের ওপর রঙিন ছবিটাও বেশ জব্বর। জনৈক দুর্বৃত্ত এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী তরুণীকে গলা টিপে খুন করতে উদ্যত, আর খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন সুদর্শন যুবক সেই দুর্বৃত্তের দিকে একটা রিভলভার তাক করে ধরে আছে।

শান্তভঙ্গিতে বৃদ্ধাকে বোঝাব চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।—দেখুন ম্যাডাম, খানিক আগে আপনি একটা রোমহর্ষক রহস্য-কাহিনী পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর হঠাৎ আপনার ঘুমের চটক ভেঙে যায়। তার ফলে জেগে উঠে আপনি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই হয়তো...

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

আমি নিজের চোখে দেখেছি!—ঝাঁজের সুরে তিনি বললেন।—এবং সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়। আপনি এখন যেমন জেগে আছেন আমিও ঠিক সেই রকমই জেগে ছিলাম। এই খোলা জানলা দিয়ে সামনের ট্রেনের জানলাগুলো লক্ষ করছিলাম আমি। তখনই দেখলাম দশাসই চেহারার একজন লোক একটা যুবতী মেয়েকে গলা টিপে খুন করেছে। এখন আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই এ-ব্যাপারে আপনি কী করবেন বলে ঠিক করেছেন?

না,...মানে আসল কথাটা হচ্ছে, ম্যাডাম...

বুঝেছি, আপনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা নেবেন, তাই না?

হতাশ ভঙ্গিতে নিশ্বাস ফেলে নিজের হাতে-বাঁধা ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন টিকিট কালেকটর।

আর মিনিট সাতেকের মধ্যেই ব্র্যাকহ্যাম্পটনে পৌঁছে যাব। সেখানে গিয়েই এই ঘটনার কথা রিপোর্ট করে দেব। ট্রেনটা কোনদিকে যাচ্ছিল বললেন?

এখন আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকেই। যদি বিপরীত দিকে যেত, তবে চলন্ত ট্রেন থেকে এক ঝলকে এতসব খুঁটিয়ে দেখা কারুর পক্ষে সম্ভব হতো বলে নিশ্চয় আপনি মনে করেন না?

টিকিট কালেকটর এমন দৃষ্টিতে মিসেস ম্যাকগিলিকাডির দিকে ফিরে তাকালেন যাতে মনে হয়, এই মহিলা যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও জায়গায় নিজের খেয়ালখুশিমতো যে-কোনও দৃশ্য দেখে ফেলতে পারেন। অন্তত পক্ষে তাঁর মনে এই রকম একটা ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেল। তবু তিনি যথাসম্ভব সংযত রাখলেন নিজেকে।

আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন, ম্যাডাম।—ভদ্রলোক জানালেন। —আপনার দেখা এই ঘটনার কথা আমি যথাস্থানে জানিয়ে দেব। সেক্ষেত্রে আপনার নাম এবং ঠিকানাটা...মানে, হঠাৎ যদি দরকার পড়ে...

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি আগামী কয়েকদিন যেখানে থাকবেন তার ঠিকানা দিলেন। সেইসঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে তাঁর স্থায়ী বাসস্থানের কথাটাও জানালেন। এবার তাঁকে বেশ সন্তুষ্ট দেখাল। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিশেবে তিনি তাঁর কর্তব্য যথেষ্ট সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন। ট্রেনের এই সমস্ত কর্মচারীদের বোঝানো কি সহজ কথা!

টিকিট কালেকটর বিদায় নেব্যর পরই আবার তাঁর মনে অস্বস্তির কালো ছায়া উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল। ভদ্রলোক সত্যিই কি এই ঘটনার কথা ঠিকমতো রিপোর্ট করবেন? নাকি শুধু তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যে স্তোকবাক্য শুনিয়ে গেলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তাঁর বয়সী মহিলারা সচরাচর একটু বেশিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ হয়ে থাকেন। সারাক্ষণই তাঁদের মনে হয়, তাঁরা যেন এক ভয়ংকর পরিমণ্ডলের মধ্যে দিন যাপন করছেন। তাঁর পাশে বসা অচেনা ব্যক্তিটিই হয়তো সন্ত্রাসবাদী দলের কোনও সদস্য, কিংবা জেল থেকে পালিয়ে আসা কোনও খুনের আসামি। এই টিকিট কালেকটর ভদ্রলোকটিও যদি মিসেস ম্যাকগিলিকাডিকে এই দলেরই একজন বলে ভাবেন...

ধীরে ধীরে ট্রেনের গতি কমে এলো। সামনেই কোনও বড় শহর আসছে। চারপাশের আলো দেখেই সেটা বুঝে নেওয়া যায়। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়ে এক টুকরো কাগজের খোঁজ করলেন। শেষে একটা ক্যাশমেমো হাতে পেয়ে তাব উলটো পিঠে বল পয়েন্ট পেন দিয়ে সংক্ষেপে সদ্য-দেখা ঘটনাটা দ্রুত লিখে ফেললেন। সৌভাগ্যবশত একটা বাড়তি খামও খুঁজে পেলেন ব্যাগের ভেতর। চিরকুটটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে খামের মুখ বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ভিড়ে ঠাসা একটা প্ল্যাটফর্মে এসে ট্রেন থামল। আগের মতোই মাইকে ঘোষকের একঘেয়ে গম্ভীর কণ্ঠস্বরও ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে। এখান থেকে ট্রেনটা আর কোথায়

কোথায় যাবে তার লম্বা ফিরিস্তি দিতে লাগলেন ঘোষক। কোন কোন যাত্রীদের ট্রেন বদল করতে হবে সে-কথাও জানিয়ে দিলেন তিনি। এসব ব্যাপারে মিসেস ম্যাকগিলিকাডির কোনও আগ্রহ ছিল না। উৎকণ্ঠিত চিত্তে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন বৃদ্ধা। স্টেশনে যাত্রী অনেক, কিন্তু ধারেকাছে একটা কুলিরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে একজনের দর্শন মিলল। তিনি তাকে ডেকে তার হাতে খামটা তুলে দিলেন। একটা শিলিংও দিলেন সেইসঙ্গে। বললেন—তুমি নিজের দায়িত্বে এখানকার স্টেশন মাস্টারের কাছে এটা পৌঁছে দিও। দেখো, ভুলে যেও না আবার!

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সেখান থেকে চলে গেল লোকটা। এতক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ স্বস্তি পেলেন মনে মনে। বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো কী একটা চেপে বসেছিল। এখন ভারমুক্ত হলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর একার পক্ষে যতদূর যা করা সম্ভব তা সবই তিনি করেছেন। অবশ্য শিলিংটার জন্যে মনের মধ্যে একটা খচখচানি রয়ে গেল। ছ'পেনির একটা কয়েন পেলেই ও নিশ্চয় হাসিমুখে কাজটা করে দিতে রাজি হত।

শিলিংয়ের শোক চাপা পড়ে একটু আগে দেখা দৃশ্যটা নতুন করে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। বীভৎস!...সত্যিই সাংঘাতিক ধরণের বীভৎস! তিনি যদিও দুর্বল চিত্তের মহিলা নন, তবুও তাঁর সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠছে। এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবার কথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। ঠিক চরম মুহূর্তে হঠাৎ করে যদি পাশের ট্রেনের ওই জানলাটা না খুলে যেত...কিন্তু, কিন্তু একেই তো বলে ভবিতব্য!

ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, তিনি...এল্‌সপেথ ম্যাকগিলিকাডি একটা জঘন্য অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হবেন। কথাটা ভাবতে গিয়েই তাঁর মুখের রেখায় কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠল।

একটু বাদেই অজস্র চিৎকার-চেঁচামেচি আর ব্যস্ততার মধ্যেই হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশন থেকে তাঁর গন্তব্যস্থল মিলচেস্টারে পৌঁছোতে সময় লাগল ঠিক একঘণ্টা পাঁচ মিনিট। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি তাঁর প্যাকেটগুলো এবং সুটকেসটা হাতে নিয়ে ধীরেসুস্থে ট্রেন থেকে নামলেন। তিনি যে-রকমটা ভেবেছিলেন বাস্তবেও তাই ঘটল। এই সমস্ত স্টেশনে কুলির দর্শন পাওয়া বেশ দুর্লভ ব্যাপার। তবে এতসব মালপত্র তিনি একা বয়ে নিয়ে যেতে রাজি নন। তাই ধৈর্য ধরে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে একজন কুলি এসে সামনে দাঁড়াল।

আপনি কি ট্যাক্‌সিতে যাবেন, ম্যাডাম?

হ্যাঁ।—মহিলা মাথা নাড়লেন।—খুব সম্ভবত আমার জন্যে একটা ট্যাক্‌সি অপেক্ষা করে থাকবে।

স্টেশনের বাইরে বেরুতেই একজন ট্যাক্‌সি-চালক তাঁর দিকে এগিয়ে এল। —আপনিই মিসেস ম্যাকগিলিকাডি? সেন্ট মেরী মিড যাবেন তো?

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে সায় জানাতেই কুলি মালপত্রগুলো ট্যাক্সিতে তুলে দিল। লোকটার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে তিনি ট্যাক্সি চেপে বসলেন। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি এবং তাঁর মালপত্র সমেত রাতের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলল। স্টেশন থেকে জায়গাটার দূরত্ব পুরো ন'মাইল। শিরদাঁড়া সোজা করে নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে রইলেন তিনি, কিন্তু কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারছিলেন না। অন্তরের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার জন্যে তাঁর ভেতরটা ছটফট করছিল। একসময় শহরের পাকা রাস্তা ছেড়ে ট্যাক্সিটা তাঁর বহুপরিচিত গ্রামের পথ ধরল। অবশেষে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গাড়ি থামল। ট্যাক্সি থেকে নেমে ইট-বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে সামনের বাড়ির ফটকের দিকে পা বাড়ালেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি। একজন বয়স্কা পরিচারিকা এসে গেট খুলে দিল। তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন বৃদ্ধা। ট্যাক্সি-চালক তাঁর মালপত্রগুলো দরজার পাশে রেখে দিল। মহিলা ততক্ষণে হল পেরিয়ে বসার ঘরে পৌঁছে গেছেন। গৃহকর্ত্রী দুর্বল চেহারার এক বৃদ্ধা। তাঁর জন্যেই তিনি অপেক্ষা করছিলেন ডিভানে বসে।

এল্‌সপেথ!

জেন!

দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু দীর্ঘদিন বাদে দু'জনকে আবেগে জড়িয়ে ধরলো। তারপর কোনরকম ভূমিকা বা বাগাড়ম্বর না করেই মিসেস ম্যাকগিলিকাডি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—জানো...জেন, খানিক আগেই আমি আমার চোখের সামনে একটা মেয়েকে খুন হতে দেখেছি!

।।২।।

মা এবং ঠাকুমার কাছ থেকে মিস মারপল এই শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, সম্ভ্রান্ত বংশের একজন মহিলার পক্ষে মানসিক আঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়া বা অপ্রত্যাশিত কোনও খবর শুনে মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা শোভন নয়। তাই তিনি তাঁর পুরোনো বন্ধুর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে শুধু মৃদুমন্দ ঘাড় দোলালেন।

এটা নিশ্চয় তোমার কাছে নিদারুণ বেদনাদায়ক একটা ঘটনা, এল্‌সপেথ? তা ছাড়া ঘটনা হিশেবে অসাধারণ তো বটেই! তুমি বরং এখনই আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলো।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি এতক্ষণ ধরে ঠিক এটাই চাইছিলেন। তাপচুল্লির কাছে বসে প্রথমে দু'হাতের দস্তানা খুললেন তিনি। তারপর নিখুঁতভাবে সদ্য-দেখা ঘটনার বিবরণ শোনালেন বন্ধুকে। তাঁর বর্ণনার মধ্যে কোথাও একচুল ফাঁক ছিল না।

মিস মারপাল খুব মনোযোগ সহকারেই বন্ধুর কাহিনী শুনলেন। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তখন মিস মারপল বেশ দৃঢ় গলায় বন্ধুকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। বললেন—তুমি আগে ওপরে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে পোশাকটা পালটে নাও। তারপর আমরা

নৈশভোজ সারব। তখন কিন্তু এ-প্রসঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনা চলবে না। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে আমার আবার বিভিন্ন দিক থেকে ঘটনাটা খুঁটিয়ে দেখব। এ-সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করব।

বন্ধুর প্রস্তাবেই সম্মত হলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি। নৈশভোজের টেবিলে সেন্ট মেরী মিডের দৈনন্দিন জীবনধারার নানান বৈচিত্র্য নিয়ে কথাবার্তা বললেন তাঁরা। জনৈক অর্গান-বাদকের সঙ্গে স্থানীয় ওষুধের দোকানের মালিকের যুবতী স্ত্রীর যে একটা অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারও উল্লেখ করলেন মিস মারপল। এখানকার স্কুল শিক্ষিকার সঙ্গে বর্তমান গ্রাম-সভার জোর কাজিয়া বেধে গেছে, সে-কথাও জানাতে ভুললেন না। তা ছাড়া বাগান তৈরির ব্যাপারেও দুই বন্ধু ভীষণ রকম আগ্রহী। নিজেদের ফুলের বাগান সম্পর্কেও অনেক কথা বললেন তাঁরা।

ঘাসফুল হচ্ছে—টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে মারপল বললেন,—সবচেয়ে রহস্যময়। কিছুতেই তুমি এর রহস্যের হদিশ খুঁজে পাবে না। ঘাসফুলের এই গাছগুলো সহজে ধরতে চায় না, কিন্তু একবার ধরে গেলে জীবনভর তোমার বাগান ফুলে ফুলে ভরে রাখবে। আর এর ফুলও হয় নানান রঙের। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়!

নৈশভোজ সাঙ্গ হবার পর আবার তাঁরা বসার ঘরে তাপচুল্লির সামনে এসে বসলেন। মিস মারপল উঠে গিয়ে কোণের দিকের একটা কাবাড থেকে সাবেক আমলের দুটো ওয়াটারফোর্ড গেলাশ আর পাশের কাবাড থেকে একটা বোতল এনে টেবিলের ওপর রাখলেন।

আজ রাতে তোমায় কফি দেব না, এল্‌সপেথ।—মারপল বললেন।—ইতিমধ্যেই তুমি অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। অবশ্য তার পেছনে কারণও আছে যথেষ্ট। এত বেশি উত্তেজনা নিয়ে কারুর পক্ষে ঘুমোনো সহজসাধ্য নয়। তাই তোমার জন্যে আমি আমার হালকা কাউস্লিপ ওয়াইন প্রেসক্রাইব করছি। পরে তেমন প্রয়োজন বুঝলে এক পেয়ালা সুগন্ধী ক্যামামাইল চা তুমি পেতে পার।

বন্ধুর এই ব্যবস্থাপনা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি। মিস মারপল দুটো গেলাশে ওয়াইন ঢাললেন বোতল থেকে। তারপর নিজের কাছে একটা রেখে দ্বিতীয়টা বাড়িয়ে দিলেন বন্ধুর দিকে।

জেন,—নিজের গেলাশে লম্বা করে একটা চুমুক দিয়ে ম্যাকগিলিকাডি বললেন— তুমি নিশ্চয় ভাবছ না যে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি, বা তন্দ্রার ঘোরে অলীক কিছু কল্পনা করেছি?

অবশ্যই না!—মিস মারপলের কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার ছোঁয়া।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডির বুক ঠেলে স্বস্তির নিশ্বাস উঠে এল।—টিকিট কালেকটর লোকটা কিন্তু এইরকমই কিছু একটা সন্দেহ করছিল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহারের মধ্যে যদিও কোনও ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও...

দেখো...এল্‌সপেথ, তার পক্ষে এমন একটা ধারণা করা মোটেই কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিশেষত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিটার কথাও আমাদের

মাথায় রাখতে হবে। অচেনা কারুর মুখ থেকে এ-ধরনের কাহিনী শুনলে প্রথমেই কি সেটা অবাস্তব বলে মনে হয় না? ট্রেনের ওই টিকিট কালেকটরের কাছেও তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন যাত্রী ছাড়া আর কিছুই নও। সে তোমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে চিনি। তাই তুমি যে কাহিনীটা এখন শোনালে সেটা যে একশো ভাগ সত্যি, আমি নিজেও তা বিশ্বাস করি। তোমার এই কাহিনী খুবই অদ্ভুত হতে পারে, তবে আদৌ অসম্ভব নয়। পাশাপাশি দুটো ট্রেন মোটের ওপর একই গতিতে চললে, একটা গাড়ির কামরা থেকে অন্য গাড়ির দু'-একটা কামরার ভেতরকার দৃশ্য যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়, আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তা বুঝতে পারি। একবার দেখেছিলাম, অন্য গাড়ির এক কামরায় ছোট্ট মিষ্টি একটা মেয়ে পশমের তৈরি ভালুক নিয়ে আপন মনে খেলা করছিল। আর সেই কামরার কোণের দিকে মোটাসোটা চেহারার একজন পুরুষ নিজের সিটে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় মেয়েটি ইচ্ছে করে তার হাতের খেলনাটা ঘুমন্ত মানুষটার গায়ে ছুঁড়ে মারল। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ধড়মড় করে উঠে বসে কটমট দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল লোকটা। কামরার অন্য যাত্রীরা এই ঘটনায় হাসিতে ফেটে পড়ল। সমস্ত ঘটনাটা আমার নিজের চোখের সামনে ঘটেছিল। এবং এতদিন বাদেও ওই কামরার প্রত্যেক যাত্রীর মুখগুলো আমি আলাদাভাবে স্মরণ করতে পারি।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়লেন।—আজও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল।

লোকটা তোমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই তুমি তার মুখ দেখতে পাওনি?

না।

আর মেয়েটা? তুমি কি তার সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে? অল্প বয়সী না বয়স্কা?

মোটের ওপর যুবতীই বলা চলে। আমার অনুমান, তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। সামান্য কম বেশি হতে পারে।

সুদর্শনা?

এ-বিষয়েও আমি নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। কেননা, বুঝতেই পারছ... তখন তার সারা মুখটা এমনভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল...

বুঝেছি...বুঝেছি, আর বলতে হবে না!—মিসেস মারপল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে পরের প্রশ্ন করলেন।—তার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?

পশমের কোট ছিল গায়ে, রংটা কেমন ফ্যাকাশে, ম্যাড়ম্যাড়ে। টুপি ছিল না। মাথার চুল সোনালি।

এ ছাড়া আর কোনও বৈশিষ্ট্যের কথা তোমার মনে পড়ে না?

প্রশ্নের জবাব দেবার আগে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।

লোকটার গড়ন একটু লম্বা ধাঁচের বলেই আমার মনে হয়। গায়ের রংটা গাঢ় বাদামি। পুরু কোট পরেছিল বলে চেহারাটা কেমন, ঠিক বোঝা যায়নি।— একটু থেমে দম নিলেন তিনি। তারপর হতাশ গলায় বললেন—এর সাহায্যে খুব বেশিদূর এগোনো যাবে না, তাই না?

না...না, এখনই এতটা হতাশ হবার কিছু নেই।—বন্ধুকে আশ্বস্ত করলেন মিস মারপল।—এগোবার মতো কয়েকটা সূত্র তো আমরা হাতে পেয়েছি।—সামান্য চিন্তা করে আবার বললেন—মেয়েটা যে সত্যিই মারা গেছে, সে-ব্যাপারে তুমি মনে মনে সম্পূর্ণ নিশ্চিত তো?

হ্যাঁ, মেয়েটার মৃত্যু সম্পর্কে আমার মনে লেশমাত্র সংশয় নেই। জিবটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছিল, চোখদুটো কোটর ছেড়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল... দৃশ্যটা মনে পড়লেই...

ঠিক আছে...ঠিক আছে, তোমাকে আর এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।— আবার হাত নেড়ে বন্ধুকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন মিস মারপল।—আশাকরি কাল সকালেই আমবা এ-সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারব।

কাল সকালে?

কাল সকালের কাগজেই খবরটা বেরুবে বলে আমার বিশ্বাস। লোকটা মেয়েটিকে খুন করাব পর একটা দেহ তো তার হাতে থাকবে। তখন সে কী করবে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেন থেকে সরে পড়তে চাইবে। এবং সেটা নিশ্চয় পবের স্টেশনেই। হ্যাঁ...ভালো কথা, ওটা কি করিডর ট্রেন ছিল? এ-বিষয়ে তুমি কি কিছু লক্ষ করেছিলে?

না, করিডর ট্রেন নয়। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

তা হলে বুঝতে হবে গাড়িটা খুব দূরে কোথাও যাচ্ছিল না। সেক্ষেত্রে ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনে ট্রেনটা থামার কথা। খুনি নিশ্চয় ওই স্টেশনেই ট্রেন থেকে নেমে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করবে। তার আগে মৃতদেহটা কোনও কোণের দিকের আসনে বসিয়ে তার মুখটা এমনভাবে পশমের কোটের আড়ালে ঢেকে রাখবে, যাতে কেউ সহজে বুঝতে না পারে যে সে মৃত। যদিও এভাবে বেশিক্ষণ ঘটনাটা চাপা দিয়ে বাখা যাবে না। খুব শীগগিরই সমস্ত কিছু জানাজানি হয়ে যাবে। সকালের কাগজেই আমরা যাবতীয় খবর পেয়ে যাব।

সকালের সংবাদপত্রে গত রাতের ওই ঘটনার কোনও হদিশই পাওয়া গেল না।

মিস মারপল এবং মিসেস ম্যাকগিলিকাডি দু'জনেই সারা কাগজটা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে পড়লেন। প্রাতরাশের সময়ও কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথা বললেন না। দু'জনেই গভীরভাবে চিন্তামগ্ন।

প্রাতরাশ শেষ করে কিছুক্ষণ তাঁরা বাগানে পায়চারি কবে বেড়ালেন। এই বেড়ানোটা খুবই চিত্তাকর্ষক হবার কথা, তবে আজ যেন সবকিছুই কেমন

খাপছাড়া। মারপল অবশ্য তাঁর সংগৃহীত দু'-এক ধরনের দুর্লভ প্রজাতির ফুলগাছের দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন, কিন্তু আলোচনাটা ঠিকমতো জমে উঠল না। প্রত্যুত্তরে মিসেস ম্যাকগিলিকাডিরও তাঁর অর্জিত নতুন ফুলগাছের তালিকা পেশ করার কথা, যদিও তিনি নীরব থাকলেন।

বাগানটা আর আগের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না!—অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মিস মারপল কথাবার্তার খেই ধরে রাখার চেষ্টা করলেন।—ড. হেডকের কড়া নির্দেশ, আমি হেঁট হয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসে কোনও কাজ করতে পারব না। এর ফলে গাছগাছালির পরিচর্যা করা আমার পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এডওয়ার্ড অবশ্য আছে। তবে ও হচ্ছে কুঁড়ের বাদশা। বিশেষ করে বাগানের ব্যাপারে ওর কোনও আগ্রহই নেই। ওকে দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হয় না।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি।—সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন মিসেস ম্যাগগিলিকাডি।—আমার যদিও হেঁট হতে বা হাঁটু গেড়ে বসার ব্যাপারে কোনও বাধা-নিষেধ নেই, কিন্তু শরীরটা দিন দিন এত ভারী হয়ে পড়ছে...

মাঝপথে থেমে গিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।

বাগানের দক্ষিণ দিকে একটা কাঠের বেঞ্চ রাখা ছিল। অবশেষে দুই বৃদ্ধা সেখানে গিয়ে বসলেন। কয়েক মিনিট নীরবে কেটে যাবার পর আবার মুখ খুললেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।

তা হলে?

কথাটা ছোট্ট হলেও এ-প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে নিতে মিস মারপলের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।

আমিও তাই ভাবছি!—মারপল মাথা নাড়লেন।

দুই বৃদ্ধা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

আমার মনে হয়, থানায় গিয়ে সার্জেন্ট কর্নিশের সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত।—মন্তব্য করলেন মিস মারপল।—ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান, আর ধৈর্য ধরে সব কথা শোনে। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। ও-ও আমাকে চেনে। আমাদের কথা ও মন দিয়ে শুনবে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং এই খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যাপারেও কোনওরকম ইতস্তত করবে না।

এই সিদ্ধান্ত নেবার পর মিস মারপল এবং মিসেস ম্যাকগিলিকাডি পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই থানায় গিয়ে সার্জেন্ট কর্নিশের সঙ্গে দেখা করলেন। সার্জেন্টকে এখনও যুবক বললেই চলে। বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। ভদ্রলোকের চোখেমুখে একট তাজা চনমনে ভাব আছে, তার সঙ্গে গাম্ভীর্যের ছাপও বেশ প্রকট।

যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই সার্জেন্ট ফ্র্যাংক কর্নিশ স্বাগত জানালেন মিস মারপল এবং মিসেস ম্যাকগিলিকাডিকে। দুটো খালি চেয়ার দেখিয়ে তিনি বসতে বললেন তাঁদের।—আপানদের জন্যে আমি কী করতে পারি, মিস মারপল?

আমি চাই,—মারপল বললেন—অনুগ্রহ করে তুমি আমার বন্ধু মিসেস ম্যাকগিলিকাডির কাহিনী মন দিয়ে শোনো।

মিস মারপলের অনুরোধ মতো সার্জেন্ট কর্নিশ ধৈর্য ধরে আগাগোড় কাহিনীটা শুনলেন। শোনার পর মিনিট খানেক স্থির হয়ে বসে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—ঘটনা হিশেব সত্যিই খুব অস্বাভাবিক!—তবে মিসেস ম্যাকগিলিকাডি যখন তাঁর কাছে এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে চোখ তুলে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। এই বয়স্কা মহিলার মানসিক গতিপ্রকৃতি বুঝে নেওয়াটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

মোটামুটিভাবে এই কাহিনীটা তাঁর ওপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারল। একজন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মহিলা, যিনি স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য বলে যেতে পারেন। অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ বা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের কথাবার্তার মধ্যে নানারকম অসংলগ্নতা লক্ষ করা যায়। তার ওপর মিস মারপলও তাঁর বন্ধুর কাহিনীর ওপর পুরোপুরি আস্থাশীল। এবং মিস মারপলকে তিনি খুব ভালো করেই চেনেন। শুধু তিনি কেন, সেন্ট মেরী মিডের প্রত্যেকেই মিস মারপল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় নাদুসনুদুস চেহারার দোনামোনা স্বভাবের মহিলা, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি শাণিত ক্ষুরের মতোই ধারালো এবং তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতাও অপরিসীম।

মৃদুকেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন সার্জেন্ট। তারপর আত্মরক্ষার সুরে বললেন—হয়তো আপনার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোথাও কোনও ভুল থেকে গেছে। ...মানে আমি বলতে চাই, ঘটনাটাকে আপনি সম্ভবত অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। আসলে এটা হয়তো কোনও রহস্য-নাটকের মহড়া। খেলাচ্ছলেও অনেকে পথে-ঘাটে এ-ধরনের নাটক করে থাকে।

আমি যা দেখেছি তার মধ্যে ভুলভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই।—গম্ভীরগলায় জবাব দিলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।

এই মহিলা তাঁর বক্তব্য থেকে একচুলও নড়তে রাজি নন। মনে মনে চিন্তা করলেন ফ্র্যাংক কর্নিশ। এবং মহিলার ধারণা যে সত্যি, এ-বিষয়েও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল।

আপনি তো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনাটা রিপোর্ট করে তারপর আমার কাছে এসেছেন?—মিসেস ম্যাকগিলিকাডিকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন। —এটাই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি। আপনি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন...ম্যাডাম, আমি এই ঘটনার যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করব।

সার্জেন্টের কথায় সন্তুষ্ট চিত্তে ঘাড় দোলালেন মিস মারপল। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি অবশ্য পুরোপুরি আশ্বস্ত না হলেও তিনি আর কোনও মন্তব্য করলেন না। কর্নিশ এবার মিস মারপলের দিকে ফিরে তাকালেন। মহিলার সঙ্গে পরামর্শ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, এ-সম্পর্কে তিনি কি বলেন সার্জেন্ট শুধু সেটাই জেনে নিতে চান।

আমার কাছে যা রিপোর্ট করা হল সেটা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়,—কর্নিশ জানতে চাইলেন—সেক্ষেত্রে মৃতদেহটার কী অবস্থা ঘটল বলে আপনার মনে হয়?

দুটো মাত্র সম্ভাবনার কথাই আমি ভাবতে পারি।—কোনও রকম ইতস্তত না করে মারপল জবাব দিলেন।—সবচেয়ে যে সম্ভাবনার কথা প্রথমে মাথায় আসে তা হচ্ছে, খুনি দেহটাকে ট্রেনের কামরায় ফেলে রেখে নিঃশব্দে সরে পড়েছে। কিন্তু তা হলে কেউ-না-কেউ সেটা দেখতে পেত। এখনো পর্যন্ত যখন এই ধরনের কোনও মৃতদেহের হদিশ পাওয়া যায়নি, তাই এ-সম্ভাবনাটা আমরা বাতিল করে দিচ্ছি।

ফ্র্যাংক কর্নিশও সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, খুনি মৃতদেহটা কামরা থেকে ঠেলে বাইরে কোথাও ফেলে দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেহটা হয়তো এখনও রেল লাইনের ধারে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে। যদিও এটাও খুবই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু ওই দুটো ছাড়া আমি তো আর নতুন কোনও পথের হদিশ ভেবে পাচ্ছি না!

ট্রাঙ্কের মধ্যে মৃতদেহ ভরে রাখা আছে, এ ধরনের খবর আগে সংবাদপত্রে অনেক দেখা যেত।—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন।—আজকাল আর ট্রাঙ্কের চলন নেই। এখন সকলেই সুটকেস ব্যবহার করে। আস্ত একটা মৃতদেহ তো সুটকেসে ভরে রাখা যাবে না!

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।—কর্নিশ সায় দিলেন।—মিস মারপলও ভুল বলেননি। যথার্থই যদি কোনও মৃতদেহ থেকে থাকে তা হলে ইতিমধ্যেই হয়তো সেটা খুঁজে পাওয়া গেছে, না হলে খুব শীগগিরই আমরা তার হদিশ পাব। এবং এ-বিষয় নতুন কোনও খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের কাছে তা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। তবে আমার বিশ্বাস তার আগেই আপনারা সংবাদপত্রে বিস্তারিত খবরাখবর পেয়ে যাবেন। আবার নতুন একটা সম্ভাবনার কথাও এখন আমার মাথায় আসছে। ট্রেনের ওই ভদ্রমহিলা সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত মারা যাননি। তিনি অন্য কোনও স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।

ওইভাবে আক্রান্ত হবার পর কারুর পক্ষে নিজের পায়ে হেঁটে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।—মিস মারপলের গলায় দৃঢ়তার সুর।—কোনও অসুস্থ মহিলাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে কেউ তাকে ধরে ধরে স্টেশনের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, এমন একটা দৃশ্য অনেকেরই নজরে পড়ার কথা।

তা তো বটেই!—স্বীকার করলেন কর্নিশ।—এমন কী ট্রেনের কামরায় কোনও মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেলেও তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। সেক্ষেত্রেও তার একটা রেকর্ড থাকবে। আশা করছি আপনারা নিশ্চন্ত থাকতে পারেন। আজকালের মধ্যেই আসল তথ্যটা আমি আপনাদের জানাতে পারব।

কিন্তু সেদিন এবং তারপরের দিনটাও নির্বিবাদে কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন সন্ধে বাগাদ সার্জেন্ট কর্নিশের কাছ থেকে একটা হাতে লেখা চিরকুট পেলেন মিস মারপল। কর্নিশ জানিয়েছেন ঃ

> যে-ঘটনা সম্পর্কে আপনারা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন সে-ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে,

কিন্তু কোনও লাশ হয়নি। কোনও মহিলার মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রতিটি হাসপাতালেই আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। কিন্তু ওইরকম অসুস্থ কোনও মহিলার হদিশ তারা দিতে পারেনি। অন্য কারুর সাহায্যে কোনও অসুস্থ মহিলাকে স্টেশন থেকে বাইরে বেরুতে কেউ দেখেনি। সমস্ত রকম তদন্তই আমরা করেছি, সে-বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার ধারণা, আপনার বন্ধু ট্রেন থেকে ওই দৃশ্যটা দেখেছিলেন ঠিকই—তবে তিনি এই ঘটনার ওপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আসল ঘটনাটা হয়তো তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

॥ ৩ ॥

ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়? বাজে বকার আর জায়গা পেল না!—রাগে গরগর করে উঠলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।—আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে ওটা একটা জলজ্যান্ত খুনের ঘটনা। এ ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না।

রণং দেহী মূর্তিতে বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। মিস মারপলও তাঁর হাবভাব লক্ষ করছিলেন।

তুমিও বলো...জেন,—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন—বলো, আমি সমস্তটাই ভুল দেখেছি। এ-সবই আমার মনের আজগুবি কল্পনা! তুমিও তো এই কথাই ভাবছ, তাই না?

মানুষ মাত্রেরই ভুল হতে পারে।—শান্ত গলায় জবাব দিলেন মিস মারপল।—যে-কোনও মানুষের, এমন কী তোমারও—এল্‌সপেথ। আমি মনে করি এ-কথাটা তোমার মাথায় রাখা উচিত। তবু আমার বিশ্বাস, এই ব্যাপারে তোমার কোনও ভুল হয়নি। পড়তে গেলে তোমার চশমার দরকার হয়, কিন্তু দূরের জিনিশ দেখার সময় তোমার চশমা লাগে না। সেদিন তুমি যা দেখেছিলে, সেই দৃশ্যটা তোমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। আমার এখানে এসে পৌঁছোবার পরও তোমার চোখে-মুখে প্রচণ্ড একটা উৎকণ্ঠার ছাপ লক্ষ করেছিলাম।

সেদিনের দেখা ওই দৃশ্যটা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।—বলতে বলতে ঈষৎ কেঁপে উঠলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।—কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, এ-ব্যাপারে আমি কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!

আমারও মনে হয় না,—চিন্তান্বিত চিত্তে মিস মারপল জানালেন,—যে এই বিষয়ে তোমার আর বিশেষ কিছু করণীয় আছে।—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি যদি সচেতন থাকতেন, তা হলে তাঁর বন্ধু যে 'তোমার' কথাটার ওপর সামান্য বেশি জোর দিলেন সেটা বুঝতে পারতেন।—তুমি যা দেখেছ, সেই ঘটনাটা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করেছ। পুলিশকেও সব খুলে বলেছ। এরপরে আর তোমার কিছু করার থাকতে পারে না।

তোমার এ-কথায় মানসিক দিক থেকে তবু খানিকটা আশ্বস্ত হলাম।—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন।—কারণ তুমি জানো ক্রিস্‌মাসের পরই আমি সিংলোন যাত্রা করবো। রডরিকের সঙ্গে হপ্তা দু'-তিন কাটিয়ে আসব বলে অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক করা আছে। আমি নিজেও ব্যাকুল আগ্রহে আগামী ওই দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করে আছি। তবু বৃহত্তর কর্তব্যের তাগিদে আমি আমার নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতেও রাজি আছি।—শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর কিছুটা বিবেক-তাড়িত শোনাল।

তোমার কাছে কর্তব্যই যে সবচেয়ে বড় কথা আমি তা জানি...এলস্‌পেথ। তবে আগেই বলেছি, আমার বিবেচনায় তোমার পক্ষে যা করণীয় তার সবই তুমি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছ।

এখন অবশ্য যাবতীয় দায়িত্ব পুলিশের ওপর গিয়ে বর্তেছে।—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন।—আর সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পরও পুলিশ যদি নির্বোধের মতো আচার-আচরণ করে....

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘাড় দোলালেন মিস মারপল।

না...না, পুলিশকে এত বেশি নির্বোধ ভাবা উচিত হবে না।—মিসেস মারপলের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, চিন্তামগ্ন।—আর সেই কারণেই সমস্ত ব্যাপারটা ভীষণ আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে, তাই নয় কি?

বন্ধুর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তিনি তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন। কিন্তু মিসেস ম্যাকগিলিকাডি যে সত্যিই একজন বাস্তব বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মহিলা, সে-বিষয়ে মিস মারপলের মনে কোনও সংশয় ছিল না। সে-কথাও তিনি আবার নতুন করে জানিয়ে দিলেন তাঁর বন্ধুকে।

লোকে জানতে চাইবে,—মিস মারপল বললেন—আসলে ঠিক কী ঘটেছিল?

মহিলাকে খুন করা হয়েছিল।

তা না হয় বুঝলাম। তবে কে খুন করেছে, কেন খুন করেছে, খুনের পর দেহটাই বা গেল কোথায়—এই সমস্ত প্রশ্নগুলোও পর পর এসে পড়বে। আস্ত একটা দেহ তো আর হাওয়ায় উবে যেতে পারে না?

সেটা পুলিশের কাজ। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার দায় শুধু পুলিশের।

খুবই খাঁটি কথা,—যদিও এ-পর্যন্ত তারা একটি প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজে পায়নি। এর অর্থ হচ্ছে, লোকটা খুবই ধূর্ত, অসম্ভব রকমের ধূর্ত। আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না,—বলতে বলতে মিস মারপলের ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল,—কী উপায়ে দেহটার হাত থেকে সে রেহাই পেল!...ঝোঁকের মাথায় কেউ হয়তো একজনকে খুন করে বসতে পারে, সে খুনটা হচ্ছে অপরিকল্পিত, অনিচ্ছাকৃত। কেননা, আট-দশ মিনিট বাদেই একটা বড় স্টেশন আসছে, সেকথা জেনেশুনে চলন্ত ট্রেনের কামরায় কেউ খুনের মতো এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে যাবে না। বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে বা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অথবা অন্য কোনও কারণে একজন পুরুষ হয়তো তার সঙ্গিনীকে খুন করে বসল। তারপর মৃতদেহটার হাত

থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে কীভাবে। বিশেষ করে খুব শীগগিরই ট্রেনটা তখন একটা বড় স্টেশনে গিয়ে থামবে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমেই সে দেহটা কামরার এক কোণে বসিয়ে রেখে মুখটা কোট বা টুপির আড়ালে এমনভাবে ঢাকা দিয়ে রাখবে যাতে প্রথম দর্শনে মনে হয় মহিলা সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুনি ট্রেন থেকে কেটে পড়ার ধান্দা করবে। এ ছাড়া অন্য সম্ভাবনার কথা আমি ভাবতে পারিনি। এখন দেখা যাচ্ছে আমি ভাবতে না পারলেও নিশ্চয় অন্য কোনও সম্ভাব্য পথও.....

মাঝপথে থেমে গেলেন মিস মারপল। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বার দুয়েক তাঁর নাম ধরে ডেকেও কোনও সাড়া পেলেন না।

কী ব্যাপার...জেন, তুমি হঠাৎ কালা হয়ে গেলে নাকি?

বোধহয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মাঝে মাঝে লোকে আমাকে ভুল ভাবে। তারা ভাবে আমি তাদের কথায় কান দিচ্ছি না। তাদের কথা আমার কানে গিয়ে পৌঁছোয় ঠিকই। কিন্তু সব কথায় আমি সমান মনোযোগ দিতে পারি না।

আমি তোমার কাছে আগামীকাল লণ্ডন যাবার ট্রেনের কথা জানতে চাইছিলাম। বিকেলের ট্রেন ধরাটা কি ঠিক হবে? কাল আমার মার্গারেটের কাছে যাবার কথা। আমি তার চায়ের আসরে যোগ দেব। সেই রকমই ঠিক করা আছে।

আমি ভাবছি...এল্‌সপেথ, কাল বেলা সওয়া বারোটার ট্রেন ধরলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে কিনা? সেক্ষেত্রে লাঞ্চটা অবশ্য একটু আগে সেরে নিতে হবে।

না...না, এতে আর অসুবিধের...

কিছু থাকতে পারে না।—বন্ধুর কথার রেশ ধরে মিস মারপল বললেন—এবং আমি আরও ভাবছি, তুমি যদি চায়ের সময় না গিয়ে সন্ধে সাতটা নাগাদ মার্গারেটের বাসায় পৌঁছোও, তা হলেই বা কী এমন এসে যায়?

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চোখ তুলে তাকালেন।—তোমার মতলবটা কী, খুলে বলো তো?

কাল আমি তোমার সঙ্গে লণ্ডন যাব বলে ঠিক করেছি, এল্‌সপেথ। এবং তুমি যে-ট্রেনে আমার এখানে আসার জন্যে রওনা হয়েছিলে, সেই ট্রেন ধরেই আমরা দু'জনে আবার ব্র্যাকহ্যাম্পটন পর্যন্ত ফিরে আসব। তারপর ব্র্যাকহ্যাম্পটন থেকে তুমি আবার লণ্ডনের ট্রেন ধরবে। আমি আমার নিজের ডেরায় ফিরব।—একটু জোর দিয়েই বাকিটা শেষ করলেন তিনি।—এর জন্যে যে খরচপাতি হবে তার পুরো দায়িত্ব কিন্তু আমার।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির দিকটা পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন। —তুমি কি আশা করছ...জেন, যে এর ফলে আমরা নতুন একটা খুনের ঘটনার সাক্ষী হতে পারব?

অবশ্যই না।—সবেগে ঘাড় দোলালেন মিস মারপল।—আসল কথা হচ্ছে, তোমার নেতৃত্বে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিটা আমি একবার নিজের চোখে যাচাই করে দেখে নিতে চাই। কীভাবে যে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করব...মানে, ঠিক যে-অঞ্চলে সেদিন ওই খুনের ঘটনাটা ঘটেছিল....

সেই অনুযায়ী পরেরদিন বিকেল চারটে পঞ্চাশের প্যাডিংটন গাড়ি ধরে দুই বৃদ্ধাকে লণ্ডন থেকে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের দিকে রওনা হতে দেখা গেল। গত শুক্রবারের চেয়ে গাড়িতে ভিড় যথেষ্ট বেশি ছিল, কারণ ক্রিস্‌মাসের আর দু'দিন মাত্র বাকি। তবে পেছন দিকের প্রথম শ্রেণীর কামরাটা আগের মতোই বিলকুল ফাঁকা। দু'জনে একটা জানলার ধার ঘেঁষে মুখোমুখি বসলেন।

এবার কিন্তু কোনও ট্রেনকে এই গাড়িটার পাশাপাশি যেতে দেখা গেল না। মাঝে মাঝে দু'একটা ট্রেন তাঁদের পাশ কাটিয়ে লণ্ডনের দিকে ছুটে গেল। পেছন থেকে দু'-একটা ট্রেন এসে তাঁদের গাড়িটাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুতবেগে। কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর নিজের হাতঘড়ির দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।

ঠিক কোন সময় যে ঘটনাটা ঘটেছিল...তখন সবেমাত্র একটা স্টেশন পেরিয়ে এসেছিলাম বলে আমার স্পষ্ট মনে আছে।—কিন্তু একটার পর একটা স্টেশন তাঁরা পেরিয়ে চলে গেলেন।

আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা ব্র্যাকহ্যাম্পটনে পৌঁছে যাব।—স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন মিস মারপল।

আলতো হাতে দরজা ঠেলে একজন টিকিট কালেকটর ভেতরে ঢুকলেন। মিস মারপল ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালেন। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি ইশারায় জানিয়ে দিলেন এই ভদ্রলোক সেদিনকার সেই টিকিট কালেকটর নন। তিনি তাঁদের টিকিট দুটো পাঞ্চ করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ট্রেনটা তখন সবেমাত্র একটা বড় ধরনের বাঁক নিল, গাড়ির গতিও কমে গেল যথেষ্ট পরিমাণে।

মনে হচ্ছে, এবার আমরা ব্র্যাকহ্যাম্পটনে ঢুকছি।—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন।

হ্যাঁ, সম্ভবত এটা শহরতলি অঞ্চল। এরপরই আমরা মূল শহরে গিয়ে পৌঁছোব।—সায় দিলেন মিস মারপল।

মাঝে মাঝে জানলার বাইরে আলোর ঝলকানি নজরে পড়ল। বড় বড় পাকা বাড়িও দেখা গেল দু'-চারটে। কখনো-সখনো রাস্তার ওপর দিয়ে চলমান ট্রামও দেখতে পাওয়া গেল। পুনরায় ট্রেনের গতি কমে এল। গাড়িটা এবার একটা বড় স্টেশনের মধ্যে ঢুকছে।

আর এক মিনিটের মধ্যেই ট্রেনটা ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনে এসে থামবে। —মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন।—তবে আমাদের আজকের এই অভিযানে কোনও লাভই হল না! তোমার মাথায় কি নতুন কোনও ধারণার উদয় হয়েছে...জেন?

হয়নি বলেই আমি আশঙ্কা করছি।—কিছুটা সংশয়ের সুরে জবাব দিলেন মিস মারপল।

অনর্থক কতকগুলো টাকার অপচয় করা হল!—মিসেস ম্যাকগিলিকাডির কণ্ঠস্বরে আফশোসের ছোঁয়া। যদিও টাকাটা নিজের হলে অনুতাপ যতটা প্রকট হত, এখন ঠিক ততখানি হল না।

মিস মারপল কিন্তু নিজের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একগুঁয়ে মনোভাব প্রকাশ করলেন। বললেন—তা সত্ত্বেও ঘটনাটা ঠিক যেখানে ঘটেছিল সেই জায়গাটা স্বচক্ষে দেখে নেওয়া খুবই জরুরি। আজ দেখছি ট্রেনটা কয়েক মিনিট লেট আছে। গত শুক্রবারে কি সঠিক সময়ে পৌঁছেছিল?

আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু ঘড়ি দেখে সময় মিলিয়ে নেবার কথা মাথায় আসেনি।

ধীরে ধীরে ট্রেনটা ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনে এসে থামল। সবার মধ্যেই একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব। সেইসঙ্গে লাউডস্পীকারে ঘোষকের ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। অনেকগুলো কামরার দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ। অসংখ্য যাত্রী ওঠানামা করছে। চারদিক লোকে লোকারণ্য। সব মিলিয়ে একটা কর্মব্যস্ত স্টেশনের দৃশ্য।

একজন খুনি অতি সহজেই এই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, মনে মনে চিন্তা করলেন মিস মারপল। এমন কী কামরা বদল করে সেই ট্রেনেই নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছোনো তার পক্ষে মোটেই অসাধ্য নয়। কিন্তু তাই বলে একটা গোটা মৃতদেহকে সে তো আর অদৃশ্য করে দিতে পারে না। কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয় তার হদিশ পাওয়া যাবে।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি ইতিমধ্যে কামরা থেকে নেমে গিয়ে বাইরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। বন্ধুকে সতর্ক করে দিলেন তিনি।—খুব সাবধানে থেকো...জেন! দেখো, আবার হুট করে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বোসো না। বছরের এই সময়টাকে ঠিক ভরসা করা যায় না। তুমিও আর আগের মতো অতটা শক্তপোক্ত নও।

হ্যাঁ, আমি তা জানি।—মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন মিস মারপল।

আর একটা কথা, এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের বেশি চিন্তা-ভাবনা করারও বিশেষ প্রয়োজন দেখছি না। এ-বিষয়ে যতদূর যা করার তার সবই আমরা করেছি। কোনও দিক থেকেই চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি।

আবার মারপল ইতিবাচক মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন—তুমি যদি এভাবে আর বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো...এল্‌সপেথ, তা হলে আমার বদলে তোমারই ঠাণ্ডা লাগার বেশি সম্ভাবনা। তুমি এখন রিফ্রেশমেন্ট রুমে গিয়ে আগে এক পেয়ালা গরম চা নাও। লণ্ডনে যাবার ট্রেন আসতে এখনও বারো মিনিট বাকি আছে। তাই তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন নেই।

দুই বন্ধু পরস্পরকে শুভ বিদায় জানালেন। হুইস্‌ল বাজিয়ে মারপলের গাড়ি স্টেশন ছেড়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস মারপল নিজের আসনে সোজা হয়ে বসলেন। শুধুমাত্র একটা চিন্তাই এখন তাঁকে অস্থির করে তুলছে। বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে কিছুটা অবিন্যস্ত এবং খাপছাড়া প্রকৃতির মহিলা বলে মনে হয়। তবে যারা তাঁকে চেনে তারা জানে গোবেচারি চেহারার এই মহিলার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কত গভীর, এবং বুদ্ধিও কত ক্ষুরধার। বর্তমানে তিনি একটা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, এর সমাধানও খুব জরুরি। এই দুর্জ্ঞেয় সমস্যাটাই তাঁর

ভবিষ্যতের চলার পথ নির্ধারণ করবে। মিসেস ম্যাকগিলিকাডির মতো তাঁর কাছেও এই সমস্যার সমাধান করা একটা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে হল।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বলেছেন, এ-সম্পর্কে তাঁদের যা করণীয় তার সবই তাঁরা করেছেন। কোনওদিক থেকেই চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। তাঁর বন্ধু এ-কথা ভাবতেই পারেন, কিন্তু মিসেস মারপল এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিজের বিশেষ ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু এটা কি অতিশয় আত্মাভিমানীর মতো শোনাচ্ছে না? আসলে কতটুকুই বা করতে পারেন তিনি? এই প্রসঙ্গে বন্ধুর সতর্ক-বার্তাও তাঁর মনে পড়ল।...তুমি আর আগের মতো অতটা শক্তপোক্ত নও। অর্থাৎ তোমার বয়স বাড়ছে, শক্তি কমে আসছে।

শান্ত চিত্তে নিজের শক্তির পরিমাপ করতে লাগলেন মিস মারপল। নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে গেলে কোন-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে, আর কোনগুলোই বা তাঁর পক্ষে সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে সহায়ক দিকটারই একটা তালিকা করলেন মনে মনে।

১. মানব চরিত্রের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা খুবই কার্যকর হবে।

২. স্যার হেনরি ক্লিথারিং এবং তাঁর ধর্মপুত্র খুব সম্ভবত এখন স্থায়ীভাবে স্কটল্যাণ্ডে আস্তানা গেড়েছেন। গ্রামের ঘোড়দৌড়ের মাঠে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছিল সেই রহস্য সমাধানের ব্যাপারে এই দু'জন তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন।

৩. আমার ভাইপো রেমণ্ডের মেজো ছেলে ডেভিড যে রেলে কাজ করে সে-বিষয়ে আমি প্রায় নিশ্চিন্ত।

৪. গ্রিসেলডার ছেলে লিওনার্দ স্থানীয় মানচিত্র সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল।

মিস মারপল নিজের এই সম্পদগুলো পর্যালোচনা করে সন্তুষ্ট হলেন। বিশেষ করে তাঁর বর্তমান শারীরিক দুর্বলতা যে-প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এদের সাহায্য খুবই জরুরি। এই শরীর নিয়ে তাঁর একার পক্ষে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে সব কিছুর খোঁজখবর নেওয়া কোনওমতেই সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, বয়সটাই এখন তাঁর কাছে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বয়সের তুলনায় তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালোই বলা চলে, তা সত্ত্বেও তিনি যে বর্তমানে বৃদ্ধার দলে পড়েন সে-কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। ড. হেডক তাঁকে বাগান পরিচর্যার কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন ঠিকই, তার বদলে তিনি একজন খুনির অন্বেষণে ঘোরাঘুরি করে বেড়ান সেটাও এই ডাক্তার ভদ্রলোক নিশ্চয় অনুমোদন করবেন না। নিজের এই অক্ষমতার ফাঁকফোকরগুলো তিনি বিশদভাবে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এ-পর্যন্ত তাঁকে যতগুলো খুনের ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে

গেছেন। বর্তমানের এই ঘটনাটাও নিঃসন্দেহে একটা খুনের ঘটনা...কিন্তু তিনি এর অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে আগের মতো আগ্রহী কি না সে-ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত হতে পারলেন না। এখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই মনের মধ্যে ক্লান্তি এসে বাসা বাঁধে। সারা দিনের ক্লান্তির পর এই মুহূর্তে অন্য চিন্তায় মাথাটাকে ভারাক্রান্ত হতে দিতে তিনি রাজি নন। তার বদলে নিজের আস্তানায় ফিরে গিয়ে তাপচুল্লির পাশে বসে সুস্বাদু নৈশভোজ সারার পর বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়াই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি কাম্য বলে মনে হল। এবং আগামীকাল যথাযথভাবে ডাক্তারের নির্দেশ মেনেই বাগানের টুকিটাকি কাজ সারা...

নতুন কোনও অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নেবার পক্ষে তাঁব বয়সটা সত্যিই খুব বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।—চিন্তা করতে করতে মিস মারপল অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। গাড়িটা তখন আবার একটা বাঁক নিতে শুরু করেছে।

একটা বাঁক...

অস্পষ্টভাবে মিস মারপলেব মনের মধ্যে কী যেন নাড়া দিয়ে উঠল।...টিকিট কালেকটর যখন তাঁদের টিকিট পাঞ্চ করে বাইরে চলে গেলেন তখনও বড় একটা বাঁক পেরোচ্ছিল গাড়িটা।

এর থেকে শুধু একটা ধারণার উদয় হয়...আবছা একটা ধারণা। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

মিস মারপলের গালে গোলাপি ছোপ পড়ল। এক মুহূর্তে তাঁর দৈহিক ক্লান্তিও পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজেকে এখন খুব ঝরঝরে মনে হল তাঁর।

কাল সকালেই আমি ডেভিডকে চিঠি লিখব। মনস্থির করে ফেললেন তিনি। সেইসঙ্গে চিরবিশ্বস্ত ফ্লোবেন্সের সঙ্গেও অবশ্যই একবার যোগাযোগ করতে হবে।

যথেষ্ট সুশৃঙ্খলভাবেই মিস মারপল তাঁব অভিযান শুরু করলেন। তবে ক্রিস্‌মাসের দরুন প্রত্যাশিত ফল পেতে যে একটু বিলম্ব হবে সেটাও তিনি হিশেবের মধ্যে ধরে নিয়েছিলেন।

সবার আগে তিনি নিজের ভাইপো রেমণ্ডের মেজো ছেলে ডেভিড ওয়েস্টকে ক্রিস্‌মাসের শুভেচ্ছা জানিযে চিঠি লিখলেন। চিঠির মধ্যে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যটুকুও জানাবার জন্যে অনুরোধ করে পাঠালেন।

সৌভাগ্যবশত গতবারের মতো এবারও তিনি স্থানীয় যাজকের বাসভবনে ক্রিস্‌মাসের দিন নৈশভোজে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সেখানে যুবক লিওনার্দোর সঙ্গেও তাঁর দেখা হলো। বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র সংগ্রহ করাই হচ্ছে যুবকটির নেশা। তাই তিনি যখন দিন কয়েকের জন্যে ছেলেটির কাছে বিশেষ একটা অঞ্চলের নকশা ধার চাইলেন তখন লিওনার্দো কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ না করেই তাঁর বাড়িতে নকশাটি পৌঁছে দিতে রাজি হল।

লিওনার্দ-এর মা গ্রিসেলডা অবশ্য এ-ব্যাপারে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন।—মিস মারপলের হঠাৎ করে ওই অঞ্চলের ম্যাপের দরকার পড়ল কেন?—ছেলের কাছে জানতে চাইলেন তিনি!—ম্যাপ নিয়ে তিনি কী করবেন?

এ-বিষয়ে ছেলে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করায় তিনি আবার বললেন—আমার কাছে ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক মনে হচ্ছে! এতটা বয়স হতে চলল, অথচ অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর স্বভাবটা ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে দেখছি!

দিন কয়েক পরে ডেভিড ওয়েস্টের কাছ থেকেও একটা চিঠি পেলেন মারপল। চিঠির ছত্রে ছত্রে আন্তরিকতার সুর বেশ স্পষ্ট।

প্রিয় জেন দিদা,

এখন তোমার মতলবটা কী বলো তো? অবশ্য যে-সব তথ্য তুমি জানতে চেয়েছ তার সমস্তটাই আমি জোগাড় করেছি। মাত্র দুটো ট্রেনের ক্ষেত্রে ওই ঘটনা ঘটতে পারে। একটা চারটে তেত্রিশের গাড়ি, আর একটা বিকেল পাঁচটার। প্রথমটা ধীরগতির গাড়ি। হলিং ব্রডওয়ে, বারওয়েল হিথ এবং ব্র্যাকহ্যাম্পটনে থামার পর সেটা তার শেষ গন্তব্যস্থল মার্কেট বেসিং পর্যন্ত যায়। পাঁচটার গাড়িটা দ্রুতগতির ওয়েলশ এক্সপ্রেস। সেটাও ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনে দাঁড়ায়। তবে প্রথম গাড়িটা চারটে পঞ্চাশের প্যাডিংটনকে মাঝপথে ধরে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। কারণ প্যাডিংটনের পাঁচ মিনিট আগে সেটার ব্র্যাকহ্যাম্পটনে পৌঁছোনোর কথা। আর দ্রুতগামী ওয়েলশ এক্সপ্রেস ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনের ঠিক আগেই প্যাডিংটনকে পেছনে ফেলে যাবে।

কিন্তু এতসব খুঁটিনাটি খবরে তোমার কী দরকার? এর মধ্যে আমি যেন গ্রামীণ কোনও কেলেঙ্কারির গন্ধ খুঁজে পাচ্ছি। ক্রিস্‌মাসের কেনাকাটা সেরে চারটে পঞ্চাশের গাড়িতে ফিরে আসার সময় তুমি কি পাশের গাড়ির কোনও কামরায় মেয়রের স্ত্রীকে স্যানিটরি ইনসপেকটরের সঙ্গে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দেখে ফেলেছ? তবে ঠিক কোন ট্রেনে ঘটনাটা ঘটেছে সে-ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন বুঝতে পারছি না। তোমার পুলওভারের জন্যে ধন্যবাদ। ঠিক এই রকমটাই আমি চেয়েছিলাম। তোমার শখের বাগান এখন কেমন আছে? বছরের এই সময় যদিও খুব ভালো থাকবার কথা নয়। এত ঠাণ্ডায় সব ফুলের গাছই খুব কাহিল হয়ে পড়ে।

তোমার একান্ত অনুগত

ডেভিড

মিস মারপল মুচকি হেসে চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরে রাখলেন। ডেভিডের কাছ থেকে খুব জরুরি একটা খবর জানতে পারা গেছে। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি নিশ্চিতভাবেই

জানিয়েছেন, সেদিনের ওই ট্রেনটা করিডর ট্রেন নয়। তা হলে আপনা থেকেই ওয়েলশ এক্সপ্রেস বাতিল হয়ে যায়। বাকি থাকে চারটে তেত্রিশের ধীরগতির গাড়িটা।

দেখা যাচ্ছে আরও কিছু ঘোরাঘুরি করতে হবে তাঁকে। হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মারপল। সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ছকও কষে ফেললেন নিখুঁতভাবে।

প্রথমে সওয়া বারোটার গাড়িতে লণ্ডন গেলেন তিনি, তবে ফেরার পথে চারটে তেত্রিশের গাড়ি ধরে ব্র্যাকহ্যাম্পটন পর্যন্ত পৌঁছোলেন। এই যাত্রাপথে বলার মতো তেমন কোনও ঘটনা ঘটল না, তবু কতকগুলো বিষয় তাঁর নজরে পড়ল। সন্ধেবেলা অফিস ছুটির আগেই ট্রেনটা যাত্রা শুরু করে বলে গাড়িটা মোটের ওপর ফাঁকাই থাকে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় মিস মারপল ছাড়া আর একজন মাত্র বৃদ্ধ যাত্রী। নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার পাতায় চোখ ডুবিয়ে বসেছিলেন তিনি। হলিং ব্রডওয়ে এবং বারওয়েল হিথ এই দুটো স্টেশনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যাত্রীদের ওঠানামা খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন মিস মারপল। হলিং ব্রডওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকজন যাত্রী ট্রেনে উঠল। বারওয়েল হিথ-এ বেশ কিছু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নেমে গেল ট্রেন থেকে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় তিনি আর পত্রিকায় চোখ-ডোবানো ওই বৃদ্ধা ছাড়া আর কারুর আবির্ভাব ঘটল না।

ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে ট্রেনটা যখন একটা বড়সড় বাঁক নিচ্ছিল, মিস মারপল তখন পরীক্ষা করে দেখার জন্যে জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার আগে তিনি অবশ্য জানলার পাল্লাটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ...ঠিকই, নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন তিনি, বাঁক নেবার সময় ট্রেনের গতিবেগেরও তারতাম্য ঘটে। তাই দাঁড়িয়ে-থাকা কারুর পক্ষে দৈহিক ভারসাম্য হারিয়ে জানলার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পডাটা খুবই স্বাভাবিক। তার ফলে বন্ধ জানলা খুলে যাওয়া মোটেই কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপাব নয়। আবার তিনি জানলা দিয়ে বাইবে মুখ বাড়ালেন। মিসেস ম্যাকগিলিকাডি যখন গিয়েছিলেন তার চেয়ে পথঘাট এখন অনেক বেশি আলোকোজ্জ্বল, তবুও ভালো কবে সবকিছু দেখা যায় না। খুঁটিয়ে দেখাব জন্যে দিনের বেলায এ-পথে ভ্রমণ করাটা অত্যন্ত জরুরি।

পবের দিন সকালের ট্রেনেই আবার লণ্ডনে পাড়ি দিলেন তিনি। ভালো মওকা বুঝে চারটে সুদৃশ্য বালিশেব ওয়াড়ও কিনে ফেললেন। এর ফলে অনুসন্ধানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কেনাকাটাও কিছু সারা হল। তারপর প্যাডিংটন থেকে সওয়া বাবোটার ট্রেনে উঠে বসলেন। এবারও প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাত্রী বলতে তিনি একা। অত্যাধিক ভাড়াই নিশ্চয় এর প্রধান কারণ। বড় ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণত অন্য কেউ প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের কথা চিন্তা করতেই পারে না। তাদের কাছে এটা নিছক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গাড়ি ব্র্যাকহ্যাম্পটনে পৌঁছোনোর মিনিট পনেরো আগে মিস মারপল লিওনার্দোর কাছ থেকে ধার করা মানচিত্রটা বের কবে কোলের ওপর ছড়িয়ে

রাখলেন। ইতিপূর্বেই গোটা মানচিত্রটা ভালো করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিলেন তিনি। ট্রেনটা এখন ঠিক কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে জানলা দিয়ে এক ঝলক বাইরের দিকে তাকিয়েই সেটা বুঝতে পারলেন। এই বাঁকটা সত্যিই বেশ বড় ধরনের। তিনি তাঁর যাবতীয় মনোযোগ কোলের ওপর ছড়িয়ে থাকা মানচিত্র এবং ব্র্যাকহ্যাম্পটনের শহরতলির দিকে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। অবশেষে ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল।

সেই রাত্রেই মিস ফ্লোরেন্স হিল-এর নামে একটা চিঠি পোস্ট করলেন তিনি। ঠিকানা—চার নম্বর ম্যাডিসন রোড, ব্র্যাকহ্যাম্পটন। পরের দিন সকালে স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে ওই অঞ্চলের পথ নির্দেশিকা, বিভিন্ন অভিজাত ব্যক্তিদের নামধাম, ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক নানান তথ্য, এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও বিস্তারিত-ভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করলেন মিস মারপল।

তাঁর মনের গভীরে যে অস্পষ্ট একটা ধারণার সঞ্চার হয়েছে, এই সমস্ত তথ্যাবলী সে-ব্যাপারে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করল না। তিনি যা অনুমান করছেন সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে। তার ওপর ভিত্তি করেই তিনি এখন সামনের দিকে পা ফেলতে চান।

কিন্তু এর পরবর্তী পদক্ষেপই হচ্ছে অনেক বেশি পরিশ্রম সাপেক্ষ...তাতে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন। শারীরিক দিক থেকে এই জাতীয় কর্মকাণ্ডের পক্ষে বর্তমানে তিনি আদৌ উপযুক্ত নন। তাঁর অনুমান ভুল না সঠিক সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে তাঁকে এখন অন্য কারুর সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কার ওপর এই দায়িত্ব দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন? একে একে অনেকের নামই ভেবে দেখলেন তিনি, কিন্তু কাউকেই তাঁর মনে ধরল না। বিরক্ত হয়ে সব ক'টা নামই শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দিলেন। তিনি যাদের বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ বলে মনে করেন, তারা প্রত্যেকেই নানান কাজে ব্যস্ত। তাদের পক্ষে নিজেদের কাজ শিকেয় তুলে রেখে এই ব্যাপারে সময় দেওয়াও সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা-ভাবনার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা নাম তাঁর মাথার মধ্যে ঝলসে উঠল। হ্যাঁ...ঠিকই তো, লুসি আইলেসবরোর কথা তিনি বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলেন।

।। ৪ ।।

লুসি আইলেসবরোর নামটা ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে বিশেষ পবিচিত লাভ করেছে। লুসির বয়স প্রায় বত্রিশ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক নিয়ে পড়াশুনাও করেছে ও। ছাত্রী হিশেবেও অসম্ভব মেধাবী। সকলে ভেবেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শিক্ষকতাকেই ও শেষ পর্যন্ত নিজের পেশা করে নেবে।

তবে অসাধারণ মেধার পাশাপাশি সহজাত কাণ্ডজ্ঞানও ছিল লুসির। ও দেখল চলমান সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষকদের বিশেষ একটা মূল্য দেয় না কেউ। তাই নিজেকে একজন শিক্ষিকা বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কোনও বাসনাই দেখা গেল না ওর মধ্যে। যদিও সবরকম মানুষজনদের সঙ্গে মিশতে ও ভালোবাসত, বিশেষ করে ওর তুলনায় যারা কম বোধবুদ্ধিসম্পন্ন—তাদের সঙ্গেই। কিন্তু একই পরিমণ্ডলে বেশিদিন বাস করাটাও ওর তেমন মনঃপূত নয় এবং ও যে টাকা-কড়ি পছন্দ করে, সে-কথাও অকপটে স্বীকার করত সকলের কাছে। অবশ্য কেউ তো ওর মুখ দেখে টাকা-কাড়ি দিতে রাজি হবে না, মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদার জোগান দিয়েই সেটা অর্জন করতে হবে, এবং কোথায়-কোথায় এই চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে সে-বিষয়েও বিশদভাবে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

সমাজ-জীবনের একটা অভাব সম্পর্কে ওর জ্ঞান বেশ টনটনে। এখানে দক্ষ পরিচারিকা হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। চেনা পরিচিত সকলকে অবাক করে দিয়ে টাকা উপায়ের পথ হিশেবে এই পেশাটাকেই বেছে নিলে ও। অবশ্য এক জায়গায় স্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়ে থাকাটাও ওর স্বভাব-বর্হিভূত। বড় জোর হপ্তা দু'-তিনের জন্যে কোনও সংসারে কাজের লোকের দরকার পড়লে, এবং তাব জন্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে ও সেখানে যেতে কোনও রকম দ্বিধা করত না।

এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ওর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেব প্রায় সকলেই এখন ওর নাম জানে। এখন স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে হাসিমুখে বলতে পারে—তোমার সঙ্গে আমেরিকা ঘুরে আসতে আর আমার কোনও অসুবিধে নেই। লুসি আইলেসবরো আছে, ঘর-গৃহস্থালির দেখভাল ও-ই করবে। লুসির সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে, যে পবিবারেই ও হাজির হোক-না কেন, প্রথমেই সেখানকার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে। কারুর কোনও সমস্যাই ওর নজর এড়িয়ে যায় না। সংসাবেব প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওর দক্ষতা এক কথায় অপরিসীম। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরিচর্যা, শিশুদের দেখাশোনা, অসুস্থদের সেবা করা, সমস্ত কিছুই ও একা সামলাত। সেইসঙ্গে ওর রান্নার হাতও ছিল অসম্ভব রকমের ভালো। এমন কী পরিবারের মধ্যে একগুঁয়ে বদমেজাজি স্বভাবের কোনও সদস্য বা সেকেলে মনোভাবসম্পন্ন কোনও দাসদাসী থাকলে তাদেরও মানিয়ে নিত সুন্দরভাবে। মাতালদেরও নিপুণ হাতে সামাল দিত লুসি। পোষা কুকুরদের সঙ্গেও সুন্দর ব্যবহার করত। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ঘর-সংসারের কোনও কাজই ওর কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। কিচেন ঝাড়পোঁচ করা, কুকুরের এঁটোকাটা সাফ করা, এইসমস্ত ছোটখাটো ব্যাপারের দিকেও সজাগ নজর থাকতো ওর। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবাই যেন ওর একার দায়িত্ব।

একটা বিষয়ে লুসির নিয়ম ছিল খুবই কঠোর, এক জায়গায় দু'হপ্তার বেশি ও কিছুতেই থাকতে রাজি হত না। তেমন জরুরি প্রয়োজন পড়লে তিন থেকে চার হপ্তা। তার বেশি একদিনও নয়। ওই দুই বা চার হপ্তার জন্যে নিযোগকর্তাকে টাকা-

কড়িও দিতে হত সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু তারপর তাদের আর কোনও চিন্তা থাকত না। নিজেদের খুশিমতো দিনগুলো তারা কাটিয়ে যেতে পারত। লুসি আইলেসবরো মানেই সম্পূর্ণ নিরাপত্তা, পরম ভরসা।

তাই স্বাভাবিক ভাবে লুসির চাহিদাও ছিল বিস্তর। সকলকে সময় দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হত না। ওকে স্থায়ীভাবে রেখে দেবার জন্যে বিস্তর অর্থও দিতে চেয়েছিল অনেকে, লুসি কিছুতেই রাজি হয়নি। হাজার প্রলোভনেও নিজের স্বাধীনতাকে ও কখনও বরবরের মতো বিসর্জন দেবে না। নিজের মর্জি-মাফিক কাটাবার জন্যে বেশ কয়েকটা দিন ও হাতে রেখে দিত। তা চাড়া চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে পছন্দমতো মক্কেলের কাজই ও শুধু গ্রহণ করত। কে বেশি ধনী, আর কে কম ধনী, তা নিয়ে ওর লেশমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। এবং এই জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগও করত ও।

মিস মারপলের নিজের হাতে লেখা চিঠিটা বার দুয়েক খুঁটিয়ে পড়ল লুসি আইলেসবরো। বছর আড়াই আগে এই মহিলার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় লুসির। মিস মারপল তখন সবেমাত্র নিউমোনিয়া থেকে সেরে উঠেছেন। শরীর-স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল। সেই কাবণে তাঁর ভাইপো ঔপন্যাসিক রেমণ্ড ওয়েস্ট পিসির দেখভালের জন্যে লুসির সাহায্য চেয়ে পাঠান। লুসিও সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে সেন্ট মেরী মিডে যায়। বৃদ্ধাকে তখনই খুব ভালো লেগে যায় লুসির। মিস মারপলও লুসিকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতায় তিনি দারুণ খুশি হন। তার যত্নে ও সেবা-শুশ্রূষায় এত তাড়াতাড়ি তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন যে তাঁর চিকিৎসকও ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মিস মারপলের এই চিঠির মধ্যে একটা অস্পষ্ট রহস্যের গন্ধ মেশানো ছিল। চিঠিতে তিনি জানতে চেয়েছেন, লুসি তাঁর হয়ে একটি কাজের দায়িত্ব নিতে পারবে কি না...কাজটা কিন্তু কিছু অস্বাভাবিক ধরনের। এ-ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনাব জন্যে লুসি নিজেব পছন্দ-মাফিক একটা দিনও ঠিক করতে পারে।

ভ্রু কুঁচকে কয়েক পলক চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইল লুসি। এখন ওর হাতে বিস্তর কাজ জমা রযেছে। কিন্তু চিঠির মধ্যে রহস্যের গন্ধ, সেইসঙ্গে মিস মারপলের প্রখর ব্যক্তিত্বের কথাও ওব মনে পড়ে গেল। ও ফোন করে জানিযে দিল, কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন এই মুহূর্তে সেন্ট মেরী মিড যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে আগামীকাল বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত ওর ছুটি। সেই সময় লণ্ডনের যে-কোনও জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও প্রস্তুত আছে।

লুসির ক্লাবেই পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন মিস মারপল। এখানে আলাদাভাবে আলাপ-আলোচনা করার মতো ছোট-ছোট ঘরও আছে কয়েকটা। প্রাথমিক কুশলবার্তা বিনিময়ের পর লুসি তাঁকে সেইরকম একটা ঘরেই নিয়ে গেল।

এই মুহূর্তে পরপর অনেকগুলো কাজের দায়িত্ব আমি নিয়ে ফেলেছি।—লুসি জানাল।—তাই আপনার কাজটা হাতে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না বলতে পারছি না। তবে কী ধরনের কাজের জন্যে আমাকে আপনার প্রয়োজন, সেটা জানাতে আপনি নিশ্চয় ইতস্তত করবেন না?

এটা খুবই সহজ, সাধারণ একটা কাজ।—মারপল বললেন।—একটু অস্বাভাবিক ধরনের হলেও আদতে খুবই সোজা। আমি তোমাকে একটা মৃতদেহ খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিতে চাইছিলাম।

প্রথমে মিস মারপলকে একজন অপ্রকৃতিস্থ মহিলা বলে সন্দেহ হল লুসির। সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে এই ধারণাটা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিল। মিস মারপল পুরোদস্তুর স্বাভাবিক। এখন তিনি যা বলছেন, যথেষ্ট ভেবেচিন্তেই বলছেন। তাঁর বক্তব্য জলের মতোই স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার।

কী ধরনের মৃতদেহ?—আশ্চর্যরকমভাবে নিজেকে সংযত রাখল লুসি আইলেসবরো।

একজন মহিলার মৃতদেহ।—তিনি জানালেন।—চলন্ত ট্রেনের কামরায় গলা টিপে খুন করা হয়েছিল মেয়েটিকে।

লুসি একটু নড়েচড়ে বসল।—কথাটা শুনলে খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। পুরো কাহিনীটা আমায় খুলে বলুন।

মিস মারপলের মুখ থেকে আগাগোড়া ঘটনাটা লুসি শুনল। মাঝপথে কোনও বাধা দিল না। সবটুকু শোনার পর বলল—এর সমস্তটাই নির্ভর করছে, আপনার বন্ধু ঠিক কী দেখেছিলেন বা কী দেখেছেন বলে ভেবেছেন...

বাকিটা শেষ না করেই লুসি চুপ করে গেল। তবে ওর কথার সুরে একটা প্রশ্ন-চিহ্নেরও আভাস পাওয়া গেল।

আমার বন্ধু এল্‌সপেথ ম্যাকগিলিকাডিকে কল্পনা-প্রবণ মহিলা হিশেবে ধরে নিলে মস্ত ভুল করা হবে।—দৃঢ় গলায় নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন মিস মারপল।—সেই কারণেই তার কথার ওপর আমি পুরো ভরসা রাখি। এই একই কাহিনী যদি আমার আর এক বন্ধু ডরোথি কার্টরাইটের মুখ থেকে শুনতাম, তা হলে কিছুতেই এ-বিষয়ে এতখানি নিশ্চিত হতে পারতাম না। ডরোথি যত বেশি কল্পনা-প্রবণ, এল্‌সপেথ ঠিক ততোটাই বস্তুনিষ্ঠ। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক।

এখন সবকিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছি!—লুসির কণ্ঠে চিন্তার ছোঁয়া।—এই কাহিনীটা খাঁটি সত্যি বলেই না-হয় আমরা ধরে নিলাম। কিন্তু এর মধ্যে আমার ভূমিকা কোথায়? কী-ই বা করতে পারি আমি?

তুমি যে ক'দিন আমার সঙ্গে সেন্ট মেরী মিডে ছিলে, তোমার কাজকর্ম এবং বুদ্ধি-বিবেচনায় আমি রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।—অকপটে স্বীকার করলেন মিস মারপল।—শারীরিক দিক থেকে আমি যে আর আগের মতো সক্ষম নেই, সেটা তুমি এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ।

আপনি আমাকে দিয়ে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করাতে চান? বা এই ধরনের কিছু একটা করতে বলছেন? কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই কি এই বিষয়ে খোঁজখবর করা হয়নি? নাকি আপনি মনে করছেন তারা ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবে নিয়েছে? যতখানি গুরুত্ব দিয়ে কাজটা করা উচিত ছিল, তারা তা করেনি?

ওহো, না...না, অযথা আমাকে ভুল বুঝো না!—মিস মারপল সবেগে মাথা নাড়লেন।—তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি। তবে দেহটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা যেতে পারে তা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। তার ফলেই আমার মাথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণার উদয় হয়েছে। দেহটা নিশ্চয় কোথাও-না কোথাও থাকবে। ট্রেনের কামরার মধ্যে যখন পাওয়া যায়নি তখন অবশ্যই সেটা ঠেলে বাইরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লাইনের ধারেও মৃতদেহটার কোনও হদিশ মেলেনি। তাই আমি ট্রেনে চড়ে ওই অঞ্চলটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেছি। আমার এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা জায়গার সন্ধান করা, যেখানে ট্রেনের কামরা থেকে একটা মৃতদেহ ঠেলে ফেলে দিলে দেহটা লাইনের ধারে না পড়ে অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে। এবং এ-ধরনের একটা জায়গার খোঁজও আমি পেয়েছি। ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনে ঢোকার খানিক আগে একটা বড় বাঁক আছে। সেই এলাকাটা উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা। ওই বাঁক নেবার সময় ট্রেনের গতি বেশ কিছুটা কমে যায়। তখন যদি কামরা থেকে একটা দেহ বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তা হলে দেহটা বাঁধের উলটো দিকে গড়িয়ে পড়বে।

তাই যদি হয়, তখনও তো দেহটা সেখানেই পড়ে থাকবে?

হ্যাঁ...তা তো থাকারই কথা, যদি না দেহটা পরে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। ...আমরা খুব শীগগিরই এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, এখন ম্যাপের এই জায়গাটা ভালোভাবে লক্ষ কর।

ব্যাগ খুলে ওই অঞ্চলের ম্যাপটা বের করে তার বিশেষ একটা জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

ম্যাপের এই জায়গাটা হচ্ছে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের শহরতলি অঞ্চল।—মারপল বললেন।—কিন্তু আগে এটা ছিল জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির পল্লীভবন। এখানে বিশাল প্রমোদোদ্যান ছিল, অনেক খোলা জমি-জায়গা ছিল—এখনও সবকিছু একই রকম আছে, শুধু আগের মতো সেই জমকালো চেহারায় নেই। যথাযথ পরিচর্যার অভাবে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এর চারপাশ ঘিরে বড় বড় বাড়ি উঠেছে, ছোট ছোট কুঁড়েঘরও গজিয়েছে অনেক। এটার নাম রাদারফোর্ড হল। আঠারোশো চুরাশি সালে ক্র্যাকেনথর্প নামে এক ধনী ব্যবসায়ী এটা তৈরি করেন। তাঁর একমাত্র জীবিতসন্তানের এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা সবাই যে-যার কাজে বাইরে থাকে। শুধু এক মেয়েকে নিয়ে তিনি এখানেই স্থায়ীভাবে থাকেন বলে শুনেছি। তাঁর বিশাল ভূ-সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক অংশের পাশ দিয়ে রেলপথটা বাঁক নিয়েছে।

আপনি আমার কাছে ঠিক কী চান?—লুসি জিজ্ঞেস করল।

আমি চাই তুমি এখন রাদারফোর্ড হল-এ একটা কাজ নাও।—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন মিস মারপল।—প্রত্যেকের সংসারেই এখন দক্ষ পরিচারিকার দারুণ অভাব। তাই তোমার পক্ষে এখানে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া কোনও কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে আমার মনে হয় না।

না, তা হয়তো হবে না।

অবশ্য মি. ক্র্যাকেনথর্প সম্পর্কে আমি যতদূর খবর জোগাড় করতে পেরেছি, লোকটা নাকি খুবই কৃপণ স্বভাবের। সহজে তাঁর হাত দিয়ে জল গলতে চায় না। তাই তোমাকে কিছুটা কম মাইনেতে কাজ করতে রাজি হতে হবে। আমি অবশ্য নিজে থেকে সেই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেব, তোমার সাধারণ যা-রেট তার থেকে বরং একটু বেশিই দেব।

কারণ কাজটা যথেষ্ট কঠিন বলে?

না,...কাজটা বিশেষ কঠিন বলে আমি অন্তত মনে করি না। বাড়তি দেবার কারণ, এর মধ্যে বিপদের ঝুঁকি আছে বলে। এবং এই বিপদ সম্পর্কে গোড়াতেই তোমাকে সতর্ক করে দেওয়াটাও আমার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

বিপদের ভয়ে পিছিয়ে আসা আমার স্বভাব নয়।—চিন্তামগ্ন গলায় লুসি বলল।— আসল সমস্যা হচ্ছে সময় নিয়ে।

আমিও তা মনে করি না।—মাথা নেড়ে সায় দিলেন মারপল।—সে জাতের মেয়েই নও তুমি।

আপনি হয়তো ভেবে থাকতে পারেন, এই ধরনের কাজ আমাকে আকৃষ্ট করবে? জীবনে মাত্র কয়েকবারই আমি বিপদের মুখোমুখি হয়েছি। এবং সেগুলোও তেমন কিছু বলার মতো ঘটনা নয়। আচ্ছা...আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে এই কাজটা বিপজ্জনক হতে পারে?

কোনও একজন,—মিস মারপল বললেন—বেশ নিপুণ হাত একটা খুন করেছে। সেই খুনের ঘটনা এখনও পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। এ নিয়ে কোনও শোরগোলও শুরু হয়নি। দু'জন বয়স্কা মহিলার এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে পুলিশ একটা তদন্ত করেছিল বটে, তবে কিছু ফল হয়নি। তাই সবকিছু এখন শান্ত এবং চুপচাপ আছে। অতএব সেই লোকটা...সে যেই হোক-না-কেন...কখনও চাইবে না যে ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে কেউ আবার নাড়াচাড়া করুক।...বিশেষ করে তুমি যদি এতে সফল হও, সেটা তো তার পক্ষে মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমাকে ঠিক কোন জিনিশের খোঁজ করতে হবে?

ওই বাঁধের ধার ঘেঁষে কোনও চিহ্ন, যেমন কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো...ভাঙা ঝোপঝাড় বা এই ধরনের অন্য কিছু।

লুসি ঘাড় দোলালো।—আর তারপর?

আমি সবসময় তোমার খুব কাছাকাছিই থাকব।—মিস মারপল জানালেন। —ফ্লোরেন্স নামে আমার বহুদিনের বিশ্বস্ত এক পরিচারিকা এখন বয়েস হয়ে যাবার দরুন কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই ব্র্যাকহ্যাম্পটনেই স্থায়ীভাবে আস্তানা

গেড়েছে। সে এখানে দীর্ঘদিন ধরে তার বুড়ো বাপ-মায়ের দেখাশোনা করত। তারা দু'জনেই গত হয়েছে। তাই ফ্লোরেন্সে তার বাসার বাড়তি ঘরগুলো এখন বাইরের লোকদেরও ভাড়া দেয়। আমার জন্যে দু'খানা ঘরের বন্দোবস্ত সে ইতিমধ্যেই করে রেখেছে। আন্তরিকভাবেই আমার দেখভালের দায়িত্ব নেবে সে। আমিও মনে করি এই অঞ্চলের কাছাকাছি থাকাটাই আমার কাজের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক হবে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি জানাবে এই এলাকায় তোমার এক বৃদ্ধা জেঠিমা বাস করেন। এবং সেই কারণেই তুমি কাছাকাছি কোনও বাড়িতে একটা কাজের খোঁজ করছ। আর এই শর্তেই তুমি কাজ নেবে, যাতে অবসর সময়টা তুমি তোমার এই বৃদ্ধা জেঠিমার সঙ্গে কাটিয়ে আসতে পারো।

হ্যাঁ, বুঝলাম।—আবার ঘাড় দোলাল লুসি।—আগামী পরশু দিন তিন হপ্তার জন্যে ছুটি কাটাতে টাওরমিনা যাবার কথা ছিল আমার। আপাতত সেটা না হয় মুলতুবি রাখা যাবে। এই তিনটে হপ্তা আমি আপনাকে এখানে থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। কিন্তু তারপরে আমাকে চলে যেতেই হবে। আগাম কথা দেওয়া আছে আমার।

তিন হপ্তাই আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট।—মিস মারপল জানালেন।—এই তিন হপ্তার মধ্যে যদি আমরা কিছু খুঁজে বের করতে না পারি, তা হলে পুরো ব্যাপারটাই দেখার ভুল বলে ধরে নিয়ে পাততাড়ি গুটোতে হবে।

মিস মারপল বিদায় নেবার পর সামান্য চিন্তা করল লুসি। তারপর যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরে ঠেলে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের এক রেজিস্ট্রি অফিসে ফোন করল। সেখানকার ম্যানেজার একজন মহিলা। তিনি লুসির পূর্বপরিচিত। লুসি তাঁকে নিজের প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলল। অসুস্থ জেঠিমার কাছাকাছি থাকার জন্যে ওই অঞ্চলে একটা কাজ চায় ও। ভদ্রমহিলা খাতাপত্তর দেখে কয়েকটা জায়গার নাম করলেন। যেখানে মাইনেও বেশ ভালো। কিন্তু সেই এলাকাগুলো ওর জেঠিমার বাসা থেকে দূরে হয়ে যাচ্ছে বলে ও একটু ইতস্তত করতে লাগল। অবশেষে রাদারফোর্ড হলের নামোল্লেখ করলেন ম্যানেজার।

হ্যাঁ, এ-জায়গাটা হলে সবদিক থেকেই আমার খুব সুবিধে হয়।—খুশি-খুশি গলায় লুসি জানাল।

রেজিস্ট্রি অফিস থেকে মিস ক্র্যাকেনথর্পকে ফোন করা হল। ক্র্যাকেনথর্প আবার ফোনে লুসির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দু'দিন বাদে লণ্ডন থেকে রাদারফোর্ড হলের উদ্দেশে যাত্রা করল লুসি।

নিজের ছোট গাড়িটা নিজেই ড্রাইভ করে লুসি আইলেসবরো রাদারফোর্ড হল-এর বিশাল লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। গেটের ঠিক পেছনেই দরোয়ানদের বসবাসের জন্যে ছোটমাপের একটা কুটির। যদিও সেটা এখন সম্পূর্ণ ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যুদ্ধের দরুন, নাকি অবহেলার ফলে

বর্তমানে কুটিরটার এই হাল হয়েছে—কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ এগিয়ে গেছে মূল বাড়িটার দিকে। পথের দু'ধারে চিরহরিত রডোডেনড্রনের ঝোপ। তার ফলে দিনের বেলাতেও বেশ খানিকটা ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে পথটাকে। বাড়ির সামনে পৌঁছে লুসি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ঠিক যেন উইণ্ডজ্যার ক্যাস্‌ল-এর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। প্রধান দরজার মুখে পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত সিঁড়ি। তার সামনে নুড়ি বেছানো উন্মুক্ত ফাঁকা জমি। ঠিকমতো তদারকির অভাবে তার ভেতর দিয়ে আগাছা গজিয়ে জায়গাটাকে সবুজ করে তুলেছে।

পেটা লোহার তৈরি সাবেক আমলের ঘণ্টি ঝুলছে দরজার পাশে। তার দড়ি ধরে টানতেই ঘণ্টার ঠং ঠং আওয়াজ প্রতিধ্বনি, হয়ে উঠল সারা বাড়িময়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নোংবা চেহারার একজন স্ত্রীলোক নিজের পোশাকে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটি কয়েক পলক তাকিয়ে রইল লুসির দিকে।

আজ আপনাব আসার কথা, তাই না?—সে বলল।—কী যেন নাম বললেন মালকিন, মিস...মিস কী বরো?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি।—লুসি ঘাড় দোলালো।

বাড়ির ভেতরটা অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা। মেয়েটির পেছন পেছন যেতে যেতে লুসি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল। তবে মেয়েটি যে-বসার ঘরে লুসিকে নিয়ে হাজির হল সেই ঘবটা কিন্তু সত্যিই বেশ মনোরম। দেওয়াল-আলমারিগুলোতে পরিপাটিভাবে নানারকমের বই সাজানো, চেয়ারগুলো সুদৃশ্য কাপড় দিয়ে মোড়া, সব কিছুর মধ্যেই এক ধরনের আভিজাত্যের ছাপ পাওয়া যায়।

মালকিনকে আমি আপনার আসার খবর দিচ্ছি।—মেয়েটি বলল। দরজা ভেজিয়ে ঘর ছেড়ে বিদায় নেবাব আগে এক ঝলক তীব্র বিরাগ-ভরা দৃষ্টিতেও তাকিয়ে দেখল লুসির দিকে।

কয়েক মিনিট বাদে ভেজানো দরজা ঠেলে এমা ক্র্যাকেনথর্প নামে যে মহিলা ভেতরে প্রবেশ করলেন তাঁকে বেশ মনে ধরল লুসির। শাদাসিধে মাঝবয়সী মহিলা। চেহারার মধ্যেও তেমন কোনও বৈশিষ্ট্যের ছাপ নজরে পড়ে না। সুন্দরী বলা না গেলেও তিনি কুরূপা নন। পোশাক-আশাকও মার্জিত, রুচিসম্পন্ন। পশমের জামার ওপর শুধুমাত্র একটা পুলওভার। মাথার কালো চুলগুলো পরিপাটিভাবে পেছন দিকে আঁচড়ানো। চোখের রং হালকা বাদামি। কণ্ঠস্বরও বেশ মোলায়েম, শ্রুতিমধুর।

তা হলে তুমিই মিস আইলেসবরো?—এগিয়ে এসে লুসির সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বরে এক ধরনের সন্দেহের ছায়া উঁকি দিল।—আমি ভাবছি এখানকার এই চাকরিটা তোমার ঠিক পছন্দসই হবে কিনা? কারণ ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম তদারকির জন্যে আমাদের কোনও লোকের দরকার নেই। আমরা চাই সত্যিকারের একজন কাজের লোক।

হ্যাঁ, বেশিরভাগ সংসারেই কাজের লোকের দরকার হয়।—লুসি জবাব দিল।

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে এমা ক্র্যাকেনথর্প বললেন—এমন অনেকের সঙ্গেই তোমার পরিচয় আছে, শুধু ঝাড়পোঁছের জন্যেই যাদের কাজের লোকের দরকার হয়। কিন্তু এইসব হালকা কাজ আমি নিজেই করে নিতে পারি।

আপনি ঠিক কী বলতে চান আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।—লুসি মাথা নাড়ল।—আপনি এমন একজনকে চান যে রান্নাবান্না করবে, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করবে, ঘর-গৃহস্থালির অন্যান্য টুকিটাকি কাজ ছাড়াও গরম জলের ব্যবস্থা করে রাখবে, তাই না? এই জাতীয় যাবতীয় কাজই আমি করে থাকি। কোনও কাজকেই আমি ভয় পাই না।

বাড়িটা কিন্তু আয়তনে বিশাল, তাই এখানে কাজ করার ঝামেলাও অনেক বেশি। আমরা যদিও শুধু এর একটা অংশে বাস করি। আমি আর আমার বাবা। বাবাকে এখন প্রায় অথর্ব বলা চলে। এবং আমরা অনাহূত ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে খুব শান্তভাবে জীবন কাটাতে ভালোবাসি। আমার অবশ্য দু'একজন ভাই আছে, যদিও তারা কদাচিৎ এখানে আসে। কাজের মেয়ে আছে দু'জন। মিসেস কিডার রোজ সকালে এসে ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সেরে চলে যায়। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব মিসেস হার্টের। সে আসে হপ্তায় তিন দিন করে। তোমার কি নিজের গাড়ি আছে?

হ্যাঁ। তবে তার জন্যে আলাদা কোনও জায়গার দরকার হবে না। অনেক ক্ষেত্রে আমি খোলা আকাশের নীচেই গাড়ি রেখে দিই।

এখানে জায়গার কোনও অভাব নেই। আস্তাবলটা এমনিই পড়ে থাকে। সেখানে তুমি তোমার গাড়ি রাখতে পার।—ভ্রু কুঁচকে কী যেন চিন্তা করলেন তিনি। —আইলেসবরো...নামটা বেশ অদ্ভুত ধরনের! আমার এক বন্ধুর কাছে আমি লুসি আইলেসবরোর নাম শুনেছিলাম।...সম্ভবত কেনেডিদের মুখ থেকে!

হ্যাঁ, আমি-ই সেই লুসি আইলেসবরো। কেনেডিদের বাড়ি নর্থ ডেভনে। মিসেস কেনেডি যখন সন্তান-সম্ভবা হন, তখন কয়েক হপ্তা আমি তাঁদের কাছে ছিলাম।

এমা ক্র্যাকেনথর্প মুচকি হাসলেন।—আমার সেই বন্ধু তো তোমরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেখানকার সমস্ত দায়িত্ব তুমি একাই নাকি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলে। অন্য কাউকে কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে দাওনি। তবে তোমার রেট শুনেছি অনেক বেশি! আমি যা মাইনে দেব বলে জানিয়েছি...।

এখানে কম টাকাতেই আমার পুষিয়েই যাবে।—কেননা, বর্তমানে আমি ব্র্যাকহ্যাম্পটনের কাছাকাছি কোনও এলাকায় একটা কাজের খোঁজ করছিলাম। আমার এক বৃদ্ধা জেঠিমা আপাতত এখানেই আছেন। তাঁর শরীরটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। তাই আমি এখন তাঁর আশেপাশেই থাকতে চাই। কাজের বিনিময়ে কত পেলাম বর্তমানে সেটা মুখ্য কথা নয়। তবে দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ আমার ছুটির প্রয়োজন। ওই সময়টা আমি তাঁর পাশে থাকব। তাতে তিনিও মনে মনে স্বস্তি পাবেন।

অবশ্যই...অবশ্যই! সকালের কাজ শেষ হবার পর বিকেল ছ'টা পর্যন্ত তুমি অবসর নিতে পার। আশা করি এতে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না?

না...না, এরপর তো অসুবিধের আর কোনও কারণই থাকতে পারে না।

পরবর্তী বক্তব্য শুরু করার আগে মিস ক্র্যাকেনথর্পের মধ্যে খানিকটা ইতস্তত ভাব লক্ষ করা গেল।—আমার বাবার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আর...আর বেশি বয়সের মানুষেরা অনেক সময় অবুঝের মতো আচার-আচরণ করে। তার ওপর বাজে খরচ বা অপচয় বাবা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। সময়-সময় এমন সব উলটো-পালটা কথা বলে বসে যে শুনলে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। তাই আমি চাই না যে...

মাঝপথে ভদ্রমহিলাকে থামিয়ে দিল লুসি।—বয়স্ক মানুষদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমি তাদের ভালোভাবেই সামলে রাখতে পারি।

এমা ক্র্যাকেনথর্পকে এবারে কিছুটা আশ্বস্ত দেখাল।

বাপকে নিয়েই যত ঝামেলা!—মনে মনে লুসি বুঝল।—বৃদ্ধ নিশ্চয় দিনভর একা বসে গজগজ করেন!

লুসির থাকার জন্যে একটা প্রমাণ সাইজের আধো-অন্ধকার ঘরের বন্দোবস্ত করা হল। সেখানকার রুম-হিটারটা এতই ছোট যে তার সাহায্যে ঘরটা পুরোপুরি উষ্ণ হয় না। গোটা বাড়িটাও ঘুরে দেখানো হল তাকে। বাসভবন বিশাল হলেও বসবাসের পক্ষে কোনওমতেই স্বস্তিকর বলা চলে না। একটা দরজা পেরিয়ে যাবার সময় আচমকা ঘরের ভেতর থেকে চাপা গর্জনের মতো আওয়াজ ভেসে এল।

এই যে...এমা, নতুন কাজের মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের চোখে ভালো করে দেখে নিতে চাই।

এমার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বিব্রত দৃষ্টিতে লুসির দিকে তাকালেন তিনি।

দবজা পেরিয়ে এমার সঙ্গে লুসি ভেতরে ঢুকল। সারা ঘরে পুরু মখমলের গালচে পাতা। অপরিসর জানলাগুলোর ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো ভেতরে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। গোটা ঘরটা ভিক্টোরিয়ান যুগের আসবাবপত্রে ঠাসা। সেগুলো সবই ভারী মেহগনি কাঠের তৈরি।

বৃদ্ধ মি. ক্র্যাকেনথর্প পঙ্গুদের জন্যে নির্মিত বিশেষ ধরনের একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর হাতের কাছে একটা শক্ত ছড়ি। ছড়ির মাথার দিকটা রুপোর পাত দিয়ে মোড়া।

বেশ লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারার হলেও কেমন একটা শুকনো-শুকনো ভাব। মাংসগুলো ভাঁজ হয়ে ঝুলে পড়েছে শরীর থেকে। মুখের আদল বুলডগের মতো। চিবুক দেখলে মনে হয় সবসময় যেন ঝগড়া করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। মাথার ঘন কালো চুলে ধূসর ছোপ পড়তে শুরু করেছে। কুতকুতে সন্দিগ্ধ দুটো চোখ।

সামনে এসো...মেয়ে, তোমাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নিই।—লুসিকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন।

হাসি মুখে এবং সহজ ভঙ্গিতেই লুসি সোজাসুজি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

এখানে একটা জিনিশ প্রথমেই তোমার বুঝে নেওয়া দরকার। আমরা এই বিশাল বাড়িতে বাস করি বলেই ধরে নিও না যে, আমরা মস্ত বড়লোক। আমরা মোটেই বড়লোক নই। আমরা হচ্ছি সাধারণ ছাপোষা মানুষ। কী,...কথাটা মাথায় ঢুকল? তাই বলছি, বিশেষ কোনও উচ্চাশা নিয়ে এখানে এসে থাকলে সে-আশা তোমার পূরণ হবে না। বড়মানুষী করাটাকে আমি বিলাসিতা বলে মনে করি। এই কথাটা প্রতিটি মুহূর্তে মনে করে রেখে দেবে। আর একটা কথা, অপচয় করাটাও আমি আদৌ সহ্য করতে পারি না। আমি এখানে আছি, কারণ আমার বাপ-ঠাকুর্দা এখানেই তাঁদের দিন কাটিয়ে গেছেন। এই বাড়িটাকে আমি ভালোবাসি। আমি মরলে আমার বংশধরেরা এটা বিক্রি করে দিতে পারে। এবং সেটাই তারা করবে তাও আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। এ-যুগের ছেলে-মেয়েদের কাছে পারিবারিক ঐতিহ্যের কোনও দাম নেই। এই বাড়িটা কত সুন্দর ভাবে তৈরি করা হয়েছিল, এর ভিতও কত মজবুত। এটা আমাদের ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি। এখানে থাকলে আমরা আমাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারি। কিন্তু যেহেতু বর্তমান বাজারে এই জমিটার দাম অনেক, তাই ওরা শুধু আমার চোখ বোজার অপেক্ষায় দিন গুনছে। তার আগে পর্যন্ত এই বনেদি বাড়ি থেকে একটা পা-ও কেউ আমাকে নড়াতে পারবে না।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লুসির দিকে তাকিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

এটাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই যুক্তিসঙ্গত।—লুসি বৃদ্ধকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করল।

আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?

না...না, মোটেই না। শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গ্রামীণ জীবনের প্রশান্তি সবই পাওয়া যায় এখানে। শহরতলি অঞ্চলে এমন একখানা বিশাল বাড়ির মালিক হওয়া আক্ষরিক অর্থেই গর্বের বিষয়।

তুমি অবশ্য খুব একটা মিথ্যে কথা বলোনি! এমন বাড়ি গোটা তল্লাটে আর একটাও খুঁজে পাবে না। ব্র্যাকহ্যাম্পটন শহরের একবারে প্রান্তে এতবড় একটা গোচারণের উপযোগী মাঠের কথা কেউ ভাবতে পারে? বাতাস এইদিকে বইলে শহর থেকে যানবাহনের শব্দ ভেসে আসে বটে, বাকি সময়টা গ্রামীণ পরিবেশই বজায় থাকে।—তারপর সেই একই সুরে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার ওই হাঁদারাম ডাক্তারকে একবার ফোন করো। তাকে বোলো যে আগের ওষুধটায় কোনও কাজই হয়নি আমার।

লুসি ও এমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না-আসতেই তিনি আবার মেয়েকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন—যে আকাট মেয়েমানুষটা বাড়ি-ঘর সাফশুতরো করতে আসে তাকে যেন আমার ঘরের ত্রিসীমানায় দেখতে না পাই। আমার সাজানো বইপত্তরগুলো সব একবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। একটাকেও তার পুরোনো জায়গায় খুঁজে পাচ্ছি না।

যেতে যেতে লুসি জিজ্ঞেস করল—আপনার বাবা কি দীর্ঘদিন ধরে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন?

ছল করে এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে এমা বললেন—তা প্রায় বেশ কয়েক বছর হতে চলল।...হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের কিচেন।

প্রকাণ্ড সাইজের রান্নাঘর। তার বেশিরভাগ অংশই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একধারে একটা আগা স্টোভ। লুসি এমার দিকে তাকিয়ে বলল—এখন আমি সবকিছু জেনে নিয়েছি। আর চিন্তা করবেন না। সব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

সেদিন রাতে পরিপূর্ণ স্বস্তি নিয়ে নিজের বিছানায় শুতে গেলেন এমা ক্র্যাকেনথর্প। কেনেডিরা একেবারে খাঁটি কথাই বলেছে। মনে মনে এমা ভাবলেন। মেয়েটার কাজকর্ম এককথায় অপূর্ব। ওর ওপর নির্ভর করে চোখবুজে বসে থাকা যায়।

পরের দিন ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে প্রথমে লুসি ঘরের কাজ সারল। আনাজপত্তর কেটে নিয়ে রান্না করল, প্রাতরাশও পরিবেশন করল নিজের হাতে। মিসেস কিডারের সহযোগিতায় বিছানাগুলোও পরিপাটিভাবে গুছিয়ে রাখল। তারপর ঠিক বেলা এগারোটায় দু'পেয়ালা কড়া চা, আর খানকয়েক বিস্কুট নিয়ে দু'জনে কিচেনে এসে বসল। ইতিমধ্যে কিডার বুঝে নিয়েছে ওর ওপর লুসির কোনও রাগ-দ্বেষ নেই। তা ছাড়া চা-টাও বেশ জুতসই হযেছে। তাই ও মনের আনন্দে খোশগল্প শুরু করে দিল। এটাই ওর বরাবরের অভ্যেস।

আমাদের এই বুড়ো মনিব পয়লা নম্ববেব কঞ্জুস প্রকৃতির। মিস ক্র্যাকেনথর্প মনে মনে কী ফন্দি আঁটছেন বোঝা দায়। তা না হলে হরবকত বুড়ো বাপের বকুনি খেয়ে পড়ে থাকার মহিলা তিনি নন। প্রয়োজন পড়লে মিস তাঁর স্বমূর্তি ধারণ করতে দ্বিধা করেন না। ভদ্রলোকেরা যখন এখানে আসেন তিনি তাঁদের জন্যে ভলো-ভালো খাবাবদাবারের ব্যবস্থা করে থাকেন। বুড়ো মনিবের তর্জন গর্জনের বিন্দুমাত্র ধার ধারেন না।

ভদ্রলোকেরা মানে?

হ্যাঁ, তা তো হবেই! এটা একটা বিশাল পরিবাব। সবচেয়ে বড় ছেলেব নাম মি. এডমণ্ড, অবশ্য গত যুদ্ধে তিনি মারা গেছেন। তারপর মি. সিড্রিক। তিনি বাইরে কোথায় থাকেন, এখনও পর্যন্ত বিয়ে করার ফুরসত পাননি। বিদেশে ঘুরে ঘুবে তিনি শুধু বিভিন্ন জায়গায় ছবি একে বেড়ান। পরের জন মি.হ্যারল্ড স্থায়ীভাবে লণ্ডনে আস্তানা গেড়েছেন। বিয়ে করেছেন জনৈক জমিদারের কন্যাকে। মি. হ্যারল্ডের পরের জন মি. অ্যালফ্রেড। তাঁর কথাবার্তা, চাল-চলন খুবই চমৎকার। যদিও লোক-ঠকানোই তাঁর ব্যবসা। এর ফলে ঝামেলাতেও জড়িয়ে পড়েছেন দু'-একবার। তাঁকে সকলে বংশের কুলাঙ্গার বলে। মিস এডিথের স্বামী মি. ব্রায়ানও এই পরিবারেরই একজন সদস্য হয়ে গেছেন। স্ত্রী মারা গেলেও ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ থেকে গেছে। মিস এডিথের একমাত্র ছেলে মাস্টার অ্যালেকজাণ্ডার। মা-মবা ছেলেটা ছুটিছাটা পেলেই মামার বাড়িতে

বেড়াতে আসে। খুবই দুরন্ত স্বভাবের। ও এখানে এলে মিস এমা সারাক্ষণ ওর পেছন-পেছন তাড়া করে বেড়ান।

লুসি ওর সহকারিণীর পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে দিতে এই সমস্ত খবরাখবর আত্মস্থ করল। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মিসেস কিডার।—এবারে ঘর-সংসারে কাজকর্ম সব সেরে ফেলা দরকার। আমি কি আলুর খোসাগুলো ছাড়িয়ে রেখে দেব?

ইতিমধ্যেই সে-কাজ আমি শেষ করে রেখেছি।

আপনি তো খুব করিৎকর্মা মহিলা দেখছি! তা হলে এখানে এখন আমার আর কোনও কাজ নেই। আমি যাই, বাকি কাজগুলো শেষ করে নিজের বাসায় ফিরে যাব।

মিসেস কিডাব বিদায় নেবার পর লুসি রান্নাঘরের টেবিল পরিষ্কার করল। এই কাজটা মিসেস কিডারকে দিয়েও করানো যেত। কিন্তু লুসি সব কিছু নিজের হাতে করতে চায়। তাই মেয়েটা যাতে মনঃক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্যেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। তারপর বাসনপত্তরগুলো ঘষেমেজে ঝকঝকে তকতকে করে রাখল। লাঞ্চের জন্যে রান্নাবান্না করল মন দিয়ে। লাঞ্চের পর এঁটো কাপ-প্লেট ধুয়ে মুছে রাখল। বেলা আড়াইটে নাগাদ হাতের কাজ শেষ করে আসল অভিযানের জন্যে তৈরি হল ও। তার আগে বিকেলের চা তৈরি করে ফ্লাস্কে ঢেলে রেখে দিয়েছিল। ট্রে-র ওপর স্যাণ্ডুইচ এবং রুটি মাখন। যাতে খাবারগুলো শক্ত হয়ে না যায় তাই তার ওপর ভিজে তোয়ালে চাপা দেওয়া।

প্রথমে ও বাগানের চারধারে ইতস্তত পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যে-কোনও নতুন লোকের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হবে। বাসগৃহ সংলগ্ন তরিতরকারির ক্ষেতে আনাজপাতির ফসল প্রায় নেই বললেই চলে। প্রতিটি পথেই অসংখ্য আগাছা গজিয়েছে। একমাত্র মূল বাড়িটার কাছাকাছি ফুলগাছের যে বেড়া দেওয়া আছে সে জায়গাটাই কেবল ছিমছাম, পরিষ্কার। এমা নিশ্চয় নিজের হাতে বাগানের এই অংশটুকুর পরিচর্যা করেন। মালীটা প্রায় বুড়ো অথর্ব হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া কানেও বেশ কম শোনে। তাকে দিয়ে কাজের কাজ কিছু হয় না বললেই চলে। লুসি কয়েক মিনিট হাসি মুখে কথা বলল ওর সঙ্গে। বড় আস্তাবলটার পাশেই ওর আস্তানা।

আস্তাবলের ধার দিয়ে নুড়ি বিছানো লম্বা রাস্তা। রাস্তাটা সোজাসুজি একটা পার্কে এসে মিশেছে। পার্কের দু'ধারে মজবুত করে লোহার রেলিং দেওয়া। তার খানিকটা পেছন দিয়েই রেলপথটা ধনুকের পিঠের মতো বাঁক নিয়েছে।

কয়েক মিনিট অন্তর অন্তরই জোরে গর্জন করতে করতে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে লাইনের ওপর দিয়ে। লুসি লক্ষ করল, বাঁকের মুখে এসে প্রতিটি ট্রেনের গতি আগের তুলনায় অনেক শ্লথ হয়ে আসছে এবং সেই রকম শ্লথগতিতেই পেরিয়ে যাচ্ছে বাঁকটা। লাইন টপকে লুসি সামনের রাস্তায় এসে পৌঁছোল। দেখেই বোঝা যায় এ-পথে খুব কম লোকই চলাচল করে। পথের একদিকে রেললাইন, অন্যদিকে

ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের উঁচু-উঁচু পাঁচিল। পথ দিয়ে এগোতে এগোতে লুসি শহরের ছোট্ট একটা রাস্তায় এসে পড়ল। খানিকটা দূর থেকে শহরের ব্যস্ত মানুষজনের কথাবার্তার টুকরো-টুকরো আওয়াজও ওর কানে ভেসে আসছে। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল লুসি। পাশেই একটা বাড়ির দরজা খুলে একজন মহিলা বাইরে বেরিয়ে এল। হাত নেড়ে লুসি তাকে থামাল।

মাপ করবেন, কাছাকাছি কোথায় পাবলিক টেলিফোন আছে বলতে পারেন?

এই রাস্তার মোড়েই ডাকঘর। সেখান থেকেই আপনি ফোন করতে পারবেন।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লুসি ডাকঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল। সেটা শুধু ডাকঘর নয়, নানান ধরনের টুকিটাকি জিনিশপত্রও কিনতে পাওয়া যায় সেখানে। মিস মারপলের নম্বর ডায়াল করতেই নারীকণ্ঠের ক্রুদ্ধ ঝংকার শোনা গেল।

মিস এখন বিশ্রাম করছেন। আমি এখন তাঁকে ডেকে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে পারব না। অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। তাঁর তো কিছুটা বিশ্রামের দরকার! পরে খবর দেবার সময় কী নাম বলব আপনার?

তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবার কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁকে বোলো, মিস আইলেসবরো যথাস্থানে এসে পৌঁছেছে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। এবং তেমন বিশেষ কোনও খবর থাকলে আমি তাঁকে সময়মতো জানিয়ে দেব। এ নিয়ে তিনি যেন অযথা চিন্তা না করেন।

লুসি রিসিভার নামিয়ে রেখে পায়ে পায়ে আবার রাদারফোর্ড হল-এ ফিরে এল।

।। ৫ ।।

আমি যদি অবসর সময়ে মাঠে গিয়ে কিছুক্ষণ গলফ্-এর শট প্র্যাকটিস করি তাতে নিশ্চয় আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না?—জানতে চাইল লুসি।

না...না,—মাথা নাড়লেন এমা,—এতে আর অসুবিধের কী আছে! গল্ফ বুঝি তোমার খুব প্রিয় খেলা?

তা বলতে পারেন, আমাকে যদিও কোনওমতেই একজন পাকা খেলোয়াড় বলা চলে না, তবে অভ্যেসটা আমি বজায় রাখতে চাই। পার্কে হেঁটে বেড়ানোর চেয়ে এতে শরীরচর্চার কাজটা অনেক বেশি ভালো হয়। এর ফলে দেহটাও বেশ মজবুত থাকে।

আমার এই এলাকাটা ছাড়া হেঁটে বেড়াবার মতো আর কোনও জায়গা নেই এখানে।—বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প রাগে গরগর করে উঠলেন।—চারদিকে শুধু শান-বাঁধানো রুক্ষ রাস্তা, আর পায়রার খোপের মত ছোট ছোট অস্বাস্থ্যকর বাড়ি। এই এলাকাটা গ্রাস করে ওরা আরও পায়রার খোপ বানাতে চায়। কিন্তু আমি না-মরা পর্যন্ত সে-প্রচেষ্টা ওদের সফল হবে না। আর কাউকে বাধিত করার জন্যে সাত তাড়াতাড়ি আমি মরতে যাচ্ছি না। তেমন কোনও ইচ্ছেও নেই আমার।

এমার গলায় মৃদু অনুযোগের সুর।—বাবা, আবার তুমি...

মেয়ের কথায় কান না দিয়ে একই ভঙ্গিতে বৃদ্ধ বলে চললেন—ওরা কী ভাবছে আর কীসের জন্য অপেক্ষা করছে সবই আমার জানা। ওদের প্রত্যেককেই আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। সিড্রিক, আর ওই ধূর্ত শেয়াল হ্যারল্ড সারাক্ষণ মুখের ওপর ভদ্রতার মুখোশ এঁটে থাকলেও দু'জনেই পয়লা নম্বরের ফন্দিবাজ। আর অ্যালফ্রেড তো যে কোনও উপায়ে আমাকে এই ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেবার মতলব ভেঁজে চলেছে। এমন কী ক্রিস্‌মাসের সময় এ-ধরনের চেষ্টা-চরিত্র ও করেছে কিনা, সে ব্যাপারেও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। তা না হলে আমার শরীরটাই বা হঠাৎ করে এত খারাপ হল কেন? অভিজ্ঞ কুইম্পারের চোখেও ব্যাপারটা খুব দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল। এ সম্পর্কে নানারকম চোখা-চোখা প্রশ্নও করেছিলেন আমাকে।

মাঝে মধ্যে প্রত্যেকেরই হজমের গোলমাল ঘটতে পারে। এই সামান্য ঘটনাটাকে তুমি অযথাই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলবার চেষ্টা করছ!

ঠিক আছে...ঠিক আছে!—ব্যাজাব ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন তিনি।—স্পষ্ট করে বললেই হয়, আমি বরাবরই একটু বেশি খেয়ে থাকি। এই কথাটাই তো তুমি বোঝাতে চাইছ, তাই না? আর কেন আমি বেশি খাই জানো? কারণ খাবার টেবিলে অপর্যাপ্ত খাদ্য পরিবেশন করা হয়। সত্যিই খাবারের পরিমাণটা খুব বেশি। এটা নিছক অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। হ্যাঁ...মনে পড়েছে.—এবারে লুসিকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন—লাঞ্চের সময় তুমি পাঁচটা আলুসেদ্ধ পাঠিয়েছিলে, এবং প্রতিটিই বেশ প্রমাণ সাইজের। যে-কোনও লোকের পক্ষে দুটো আলুই যথেষ্ট। তাই এবার থেকে লাঞ্চে চারটের বেশি আলু পাঠাবে না। বাকি আলুটা আজ অকারণে নষ্ট হয়েছে।

এই সেদ্ধ আলুটা আমি নষ্ট হতে দিইনি, মি. ক্র্যাকেনথর্প। আজ রাতে স্প্যানিশ ওমলেট বানাবার সময়ে ওটাকে আমি কাজে লাগাব বলে মনস্থ করে রেখেছি।

তাই বুঝি!—বৃদ্ধকে এবারে খানিকটা সন্তুষ্ট দেখাল। কফির ট্রে হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসাব পথে বৃদ্ধের চাপা কণ্ঠস্বর লুসিব কানে ভেসে এল।—মেয়েটি খুবই চালাক, চটপটে। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব যেন ওর ঠোঁটের আগায় লেগে আছে। তা ছাড়া রান্নার হাতও বেশ ভালো এবং দেখতেও যথেষ্ট সুশ্রী।

লুসি আইলেসবরো ওর জিনিশপত্রের মধ্যে থেকে একটা হালকা গল্‌ফস্টিক আর বল হাতে করে বাইরে এসে দাঁড়াল। আগে থেকে ভেবেচিন্তেই এই সমস্ত সাজসরঞ্জামগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ও। বেড়া পেরিয়ে ও এবার পার্কে ঢুকল।

বলটা মাটির ওপর বসিয়ে স্টিকের সাহায্যে তাতে জোরে আঘাত করল লুসি। এইভাবে বারকয়েক আঘাতের পর বলটা একসময় রেললাইনের বাঁধের ওপর এসে পড়ল। বাঁধের ওপর উঠে লুসি বলটা খুঁজতে শুরু করল। সেখান থেকে বাড়িটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখল ও। ওই জায়গা থেকে বাড়িটার দূরত্ব বেশ অনেকটাই হবে। একা ওখানে দাঁড়িয়ে ও কী করছে সে দিকেও নজর নেই কারুর। আগের মতোই বলটা খুঁজে চলল ও। খুঁজে পাবার পর সেটাকে আবার

স্টিক দিয়ে মেরে বাঁধের নিচে সবুজ ঘাসের মধ্যে পাঠিয়ে দিল। সারা বিকেল ধরে বাঁধটার প্রায় তিনভাগের এক ভাগ ও খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু কিছু লাভ হল না। বলটাকে মারতে মারতে ও আবার বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দ্বিতীয় দিনে একটা জিনিশ ওর নজরে পড়ল। বাঁধের ঢালের মাঝ বরাবর এক জায়গায় একটা কাঁটাঝোপ গজিয়ে উঠেছিল। তার মাথার দিকটা এখন কেমন ভাঙাচোরা। সেই ভাঙাচোরা টুকরোগুলো আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। লুসি ঝোপটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখল। ভাঙা গাছটার এক জায়গায় ছেঁড়া পশমের একটুখানি টুকরো আটকে আছে। পশমের রংটা ফ্যাকাশে বাদামি হওয়ায় কাঁটাগাছের রঙের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে মিশে গেছে। দুটোকে আলাদা করে চেনা শক্ত। কোটের পকেট থেকে ছোট সাইজের একটা কাঁচি আর খাম বের করে সাবধানে গাছের ওই অংশের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে খামের ভেতর পুরল। বাকি অংশটুকু ঝোপের গায়েই আটকে রইল। তারপর নীচে নেমে এসে আরও নতুন কোনও সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তারই চেষ্টা করতে লাগল। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে অসমতল তৃণভূমির একদিকে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। মনে হল এই জায়গার লম্বা ঘাসের ওপর দিকে কেউ যেন হাঁটাচলা করেছে। যদিও চিহ্নটা খুবই আবছা, অস্পষ্ট। ও যে-পথ ধরে এতক্ষণ ঘোরাফেরা করেছে সেখানকার মতো এত স্পষ্ট নয়। সম্ভবত চিহ্নটা বেশ কিছুদিনের পুরোনো। এমন কী সত্যিই ওটা কারুর হাঁটা-চলার চিহ্ন কিনা সে-বিষয়েও এখন ওর মনে সন্দেহ দেখা দিল। সবটাই ওর মনেব অহেতুক কল্পনাবিলাস নয় তো!

ওই জায়গাটা থেকে আবার ভাঙা কাঁটাঝোপের ধার পর্যন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ও। এবারে ওর পরিশ্রম স্বার্থক হল। লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে এনামেল করা ছোট্ট একটা পাউডারের কৌটো পড়েছিল। ঢাকনার ভেতব দিকে কাচ লাগানো শস্তা দরের পাউডারের কৌটো। সেটাও ও রুমালে জড়িযে নিজের কোটের পকেটে ভরে নিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেখানে নতুন আর কোনও বস্তুর সন্ধান মিলল না।

পরের দিন বিকেলে লুসি নিজের ছোট গাড়ি চেপে ওর অসুস্থ জেঠিমার সঙ্গে দেখা করতে বেরোল। যাবার সময় এমা বললেন—তোমায় ফেরার জন্যে তাড়াতাড়ি করতে হবে না। ডিনারের আগে এসে পৌছোলেই চলবে।

ধন্যবাদ।—লুসি ঘাড় দোলাল।—তবে আমি সন্ধে ছ'টার আগেই ফিরে আসব।

চার নম্বর ম্যাডিসন রোডে সাময়িকভাবে আস্তানা গেড়েছিলেন মিস মারপল। শাদামাটা রাস্তার ওপর মেটে রঙের একখানা ছোট বাড়ি। তবে বাড়িটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জানলার পর্দাগুলোও খুব সুন্দর। দরজার গায়ে ঝকঝকে পেতলের হাতল লাগানো। বেল বাজাতে লম্বা গড়নের একজন বয়স্কা মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। তার পরনে কালো রঙের পোশাক, দু'চোখের দৃষ্টিও বেশ কঠোর। লুসিকে ভালো করে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তবেই সে তাকে মিস মারপলের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল।

মিস মারপল পেছন দিকের বসার ঘরটা দখল করে ছিলেন। তাপচুল্লির পাশে একটা চেয়ারে বসে কুরুশ-কাঠি দিয়ে নিপুণ হাতে মোজা বোনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। ভেতরে ঢুকে লুসি প্রথমে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর মিস মারপলের মুখোমুখি একটা খালি চেয়ারে বসতে বসতে বলল—আপনার ধারণাই এখন সঠিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

পকেট থেকে জিনিশ দুটো বের করে ও টেবিলের ওপর রাখল। কীভাবে ওগুলোর সন্ধান পেয়েছে তারও বর্ণনা দিল বিশদভাবে।

সব শুনে মিস মারপলের চোখ-মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—এখনই নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না, তবে মনে হচ্ছে আমার অনুমানে কোনও ভুল হয়নি। এই ধরনের একটা সম্ভাবনার কথাই আমি ভেবে রেখেছিলাম।

একটু থেমে পশমের টুকরোটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।—এল্‌সপেথ বলেছে, মেয়েটা হালকা রঙের কোট পরেছিল। আমার মনে হয় মৃতদেহটা যখন ছুঁড়ে ফেলা হয়, তখন দেহটা ঢালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসার সময় পাউডারের এই কৌটোটা কোটের পকেট থেকে ঘাসের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এর সাহায্যে হয়তো নিশ্চিতভাবে কিছু প্রমাণ করা যাবে না। তা হলেও জিনিশটা আমাদের কাজে লাগবে।...আচ্ছা, তুমি পশমের সমস্ত টুকরোটাই কেটে আনোনি তো?

না, আমি শুধু খানিকটা নিয়ে এসেছি। বাকি অংশটা এখনও কাঁটাঝোপের সঙ্গেই লেগে আছে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে লুসির দিকে ফিরে তাকালেন বৃদ্ধা।—সত্যিই তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। একবারে উপযুক্ত কাজ করেছ। কারণ পুলিশ সবকিছু যাচাই করে দেখে নিতে চাইবে। তাদের কাছে এটা একটা বড় ধরনের সূত্র।

এই সমস্ত জিনিশ আপনি পুলিশকে ডেকে দেখাবেন নাকি?

না, মানে ঠিক এই মুহূর্ত নয়...!—মিস মাবপলকে কিছুটা চিন্তান্বিত দেখাল।—আমার মনে হয়, প্রথমে মৃতদেহটার হদিশ করা দবকার। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

হ্যাঁ...তা ঠিক! কিন্তু আপনার এই চাহিদাটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? ধরে নিলাম, আপনার অনুমানই নির্ভুল। খুনি ট্রেন থেকে মৃতদেহটা ধাক্কা মেরে বাঁধের ওপর ফেলে দেয়। তারপর সে নিজে ব্র্যাকহ্যাম্পটনে নেমে পড়ে এবং সুযোগ মতো...সম্ভবত সেই রাতেই দেহটা কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলে। কিন্তু তারপর কী ঘটল? সে যে-কোনও জায়গায় মৃতদেহটাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

না, যে-কোনও জায়গায় নয়।—মিস মারপলের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তার সুর। —আমার ধারণা, এর যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তটা তোমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, মিস আইলেসবরো।

আমাকে আপনি লুসি বলে ডাকলেই আমি বেশি খুশি হব। কিন্তু যে-কোনও জায়গায় সরিয়ে ফেলতে পারবে না, এ-কথা বলছেন কেন?

তা হলে মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য কোনও নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে সে খুন করত, এবং প্রাণহীন দেহটাকে নিজের পছন্দমতো জায়গায় লুকিয়ে রাখত। চলন্ত ট্রেনে খুন করার কারণটা ঠিকমতো বুঝতে পারলে...

আপনি বলতে চান,—লুসি প্রশ্ন করল—চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এই খুনটা খুনির পূর্বপরিকল্পিত?

প্রথম দিকে আমি নিজেও তা মনে করিনি।—ধীরেসুস্থে জবাব দিলেন মিস মারপল।—সাধারণত আগে থেকে প্ল্যান করে ট্রেনের মধ্যে কেউ কাউকে খুন করতে যায় না। তাই ভেবেছিলাম কোনও কারণে হঠাৎ তুমুল ঝগড়া বাধে দু'জনের মধ্যে, আর রাগের মাথায় লোকটি তার সঙ্গিনীকে খুন করে বসে। এর ফলে সে এমন একটা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়, অবিলম্বে যার সমাধান করা নিতান্তই জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা আমার কাছে খুবই অভাবিত মনে হচ্ছে যে, সেই মুহূর্তেই ট্রেনটা বড় এক বাঁকের মুখে এসে পড়ে। আব খুনিও মেয়েটির মৃতদেহ ট্রেন থেকে সরিয়ে ফেলার সুবর্ণ এক সুযোগ পেয়ে যায়। খুনি যদি অন্য কিছু না ভেবে শুধুমাত্র দেহটাকে বাঁধের ওপর ছুঁড়ে ফেলত তা হলে পরে আর সেখানে ফিরে আসত না। দেহটা ওইভাবেই পড়ে থাকত এবং অনেকদিন আগেই কেউ-না-কেউ সেটা দেখতে পেত।

কথা বলতে বলতে মিস মারপল একটু থামলেন। লুসি একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়েছিল।

তুমি নিশ্চয় জানো,—নিজের কথার খেই ধরে পুনরায় শুরু করলেন তিনি—আইনের চোখ এড়িয়ে অপরাধমূলক কোনও কাজেব পরিকল্পনা করতে কতখানি চাতুর্যের দরকার হয়? আমার স্থির বিশ্বাস এক্ষেত্রেও নিখুঁতভাবে ছক কষে এই নৃশংস কাজটা করা হয়েছে। এর মধ্যে ট্রেনেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। মেয়েটি যেখানে থাকত সেখানে তাকে খুন করা হলে খুনির আসা বা যাওযাব সময় কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারত। খুনি যদি গাডিতে করে মেযেটিকে অন্য কোথাও নিয়ে যেত, তখন অন্য কারুর নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। সে হয়তো খুনিকে, বা তার গাড়ির নম্বরটা মনে করে রাখত। কিন্তু ট্রেনে অচেনা লোকের আনাগোনার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। বিশেষ করে ওই ট্রেনে কোনও করিডর ছিল না, তাই খুনিব পক্ষে কাজটা হাশিল করা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খুনের পর তাকে কী করতে হবে তা সে জানত, এবং রাদারফোর্ড হল-এর ভৌগলিক পরিবেশ সম্পর্কেও সে নিশ্চয় পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল ছিল। খুনি জানত এই অঞ্চলটা মূল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন নির্জন এক দ্বীপের মতো। এবং রেলপথের জন্যে গোটা এলাকার অনেকখানি অংশ উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা।

আপনি যা বলছেন, জায়গাটা ঠিক সেরকমই।—ঘাড় নেড়ে সায় দিল লুসি। —যেন অতীতকাল থেকে ছিঁড়ে এনে ওই অংশটা আধুনিক পৃথিবীর বুকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর চারপাশ দিয়ে শহরের নানান ব্যস্ততা অবিশ্রাম গতিতে গড়িয়ে চলেছে, কিন্তু রাদারফোর্ড হল-এ তার সামান্য স্পর্শও পাওয়া যায় না। শুধু

সকালের দিকে জনা কয়েক দোকানদার এসে জীবনধারণের উপযোগী কিছু-কিছু মালপত্রের জোগান দিয়ে যায়, এই যা!

তোমার কথা শুনে আমরা অনুমান করে নিতে পারি, ওই রাতে খুনি তা হলে রাদারফোর্ড হল-এ এসেছিল। কারণ দেহটা যখন বাঁধের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হয় তখনই বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আর সকাল হবার আগে দেহটা আবিষ্কারের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কী, আমার এই সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই তো?

তাই তো মনে হচ্ছে।

এখন জানা দরকার খুনি ওই জায়গায় পৌঁছেছিল কীভাবে? নিশ্চয় একটা গাড়ি করে? কিন্তু কোন পথ দিয়ে?

দু'চার সেকেণ্ড মনে মনে চিন্তা করল লুসি।

ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা আছে। ওই পথে গাড়ি করে বাঁধের ধার পর্যন্ত পৌঁছোনো যায়। তারপর পায়ে হেঁটে বাঁধের ওপর উঠে মৃতদেহটা খুঁজে বেরা করা কোনও শক্ত কাজ নয়। সেখান থেকে সে দেহটাকে গাড়ির কাছে বয়ে নিয়ে আসে।

এবং তারপর,—মৃদুকণ্ঠে মিস মারপল বললেন—নিহত মহিলার দেহটাকে খুনি তার পূর্বনির্ধারিত কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখে। এ-প্রসঙ্গে আগেই আমরা চিন্তা-ভাবনা করেছি। তা ছাড়া রাদারফোর্ড হল থেকে দেহটা সে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবে বলেও আমার বিশ্বাস হয় না। আর যদি যায়ও, তবে নিশ্চয় বেশি দূরে নিয়ে যাবার সাহস করবে না। ধারে কাছে কোথাও মাটির নীচে পুঁতে রাখবে। —নিজের বক্তব্য শেষ করে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে লুসির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আমারও তাই ধারণা।—লুসির চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ।—তবে ব্যাপারটা যত সহজ বলে মনে হচ্ছে আসলে কিন্তু ততটা সহজ নয়।

মিস মারপল সে কথা স্বীকার করলেন।—পার্কের মধ্যে সে ওই দেহটা পুঁতে রাখার চেষ্টা করবে না। কেননা, কাজটা খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ। তার ওপর বাইরের লোকের নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও কিছু কম নয়। কোনও জায়গার মাটি খোঁড়া অবস্থায় দেখলেই সেটা আর পাঁচজনের কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে। তারা ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে।

সম্ভবত আনাজপাতির বাগানটা খুনি তার কাজের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু জায়গাটা মালীর ঘরের খুব কাছে। মালী যদিও বয়সে বৃদ্ধ এবং কানেও কিছু খাটো, তবু খুনির পক্ষে কাজটা তো বিপজ্জনক বটেই! এত বেশি ঝুঁকি কেউ নেবে বলে মনে হয় না।

বাড়িতে কি কোনও পোষা কুকুর আছে?

না।

তা হলে নিশ্চয় পরিত্যক্ত গুদামঘর বা আউটহাউসের মধ্যে দেহটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে?

সেটা বরং অনেক বেশি সহজ, আর কাজটাও খুব দ্রুত সেরে ফেলা যায়। ভাঙাচোরা বা অব্যবহৃত কুটিরের সংখ্যা ওখানে প্রচুর। সে-সমস্ত জায়গায় কেউ কখনও উঁকি মেরেও দেখে না। রডোডেনড্রনের ঝাড় বা অন্য কোনও ঘন ঝোপের মধ্যেও একটা দেহ অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায়।

হ্যাঁ,—মাথা নাড়লেন মিস মারপল।—এই সম্ভাবনটাই সবচেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে।

ভেজানো দরজায় নক্ করে ব্যাজার মুখে ভেতরে ঢুকল ফ্লোরেন্স। তার হাতে-ধরা ট্রে-র ওপর ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, সঙ্গে ঘরে তৈরি কেক।

মারপল স্বাগত জানালেন তাকে।—এসো...ফ্লোরেন্স, এতক্ষণ এই চায়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।—তারপর লুসিকে উদ্দেশ করে বললেন—ফ্লোরেন্স কিন্তু চা-টা ভালো বানায়, আর ওর হাতের কেক খেলে ভুলতে পারবে না।

ফ্লোরেন্সের ব্যাজার মুখে হাসি ফুটল। লজ্জা-পাওয়া ভঙ্গিতে ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

এখন আর কোনও খুন খারাপির কথা নয়।—চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মিস মারপল বললেন—ব্যাপারটা এতই অপ্রীতিকর...

চা পর্ব শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লুসি।

এবার তা হলে আমি উঠি।—লুসি বলল।—তবে আগেই আপনাকে বললাম, যে-ধরনের লোককে আপনি খুঁজছেন, তেমন কোনও লোক রাদারফোর্ড হল-এ থাকে না। সেখানে মানুষ বলতে মাত্র তিনজন। একজন পঙ্গু রগচটা বৃদ্ধ, একজন বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের মহিলা, আর একজন অতি বৃদ্ধ, অথর্ব মালী।

খুনি যে ওখানেই বাস করে সে-কথা কিন্তু আমি একবারও বলিনি।—প্রতিবাদের সুরে মিস মারপল বললেন।—আমি শুধু এইটুকুই এখন বলতে চাই যে রাদারফোর্ড হল-এর হাল-হকিকত সবই লোকটার নখদর্পণে। তবে মৃতদেহটা আবিষ্কারের পরই এ-প্রসঙ্গে আমরা আরও বিশদভাবে আলাপ-আলোচনা করব।

আপনি দেখছি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত!—লুসির গলায় সন্দেহের সুর। —আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনওরকম আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।

তুমি যে সফল হবেই, এতে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নেই...লুসি। কারণ তোমার দক্ষতা অপরিসীম। তোমার দূরদৃষ্টিরও তুলনা মেলা ভার।

কিছু কিছু বিষয়ে আমার যে দক্ষতা আছে আমি নিজেও তা জানি। তবে অতি সাবধানে লুকিয়ে রাখা একটা মৃতদেহ খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই।

এর জন্যে শুধু একটু উপস্থিত বুদ্ধির দরকার।—মিস মারপল উৎসাহ দিলেন লুসিকে।

লুসি মৃদু হেসে বৃদ্ধার দিকে চোখ তুলে তাকাল। প্রত্যুত্তরে তিনিও মৃদু হাসলেন।

পরেরদিন বিকেল থেকে সুনির্দিষ্ট ছক কষে কাজ শুরু করে দিল লুসি। প্রথমে ও আউটহাউসগুলোর চারপাশে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল। সাবেক আমলের শুয়োরের খোঁয়াড়গুলোর ধারে কাছে যে-সমস্ত কাঁটাঝোপ গজিয়েছিল সেখানে খোঁচাখুঁচি করল। গ্রিন হাউসের নীচে বয়লার রুমটা পরীক্ষা করে দেখার সময় ঘাড়ের পেছনে ঘড়ঘড়ে কাশির আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাল। দেখল বুড়ো মালী হিলম্যান দু'চোখে একরাশ আপত্তি নিয়ে ওকে লক্ষ করছে।

আপনি খুব সাবধানে হাঁটাচলা করবেন, মিস।—মালী লুসিকে সতর্ক করে দিল। —পুরোনো আমলের এই সিঁড়িগুলো আর তত নিরাপদ নয়। পায়ের চাপে যে-কোনও সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে।

লুসি ওর চোখে-মুখে নিরাসক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলল।

তুমি নিশ্চয় আমাকে খুব কৌতূহলী স্বভাবের মেয়ে বলে ভাবছ?—সিঁড়িটার কাছ থেকে সরে এসে হাসিমুখে ও বলল।—আমি দেখছিলাম এই জায়গাটা মাশরুম চাষের পক্ষে উপযুক্ত কিনা। আজকাল বাজারে প্রতিটি জিনিশেরই ভালো দর পাওয়া যায়। এখানে সমস্ত কিছুই এমন অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে, দেখলেই বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে।

আসল মুশকিলটা হচ্ছে, এসবের জন্যে আমাদের মনিব একটা পয়সাও খরচ করতে রাজি নন। এতবড় একটা এলাকা ঠিকমতো দেখভালের জন্যে কমপক্ষে আরও দু'জন জোয়ান লোকের দরকার। কিন্তু তিনি আমার কথা কানেই তুলতে চান না। অনেক বলে কয়েও তাঁকে দিয়ে একটা ঘাস-কাটা মেশিন কেনাতে পারলাম না। তিনি চান আমি নিজের হাতে যাবতীয় ঘাস আর আগাছা কেটে গোটা জায়গাটা সাফশুতরো রাখি। কিন্তু কারুর একার পক্ষে শুধুমাত্র একখানা বড় কাঁচির সাহায্যে কি এ-কাজ সম্ভব?

অল্পস্বল্প মেরামত করে নিলে যদি দু'-চার পয়সা বাড়তি আয় হয় তা হলে তো সেটাই আগে করা উচিত!

সেদিকে তাঁর কোনও গা নেই। খরচের কথা শুনলেই একবারে চটে লাল হয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর এ-জায়গাটার কী হাল হবে সেটা অবশ্য তিনি ভালো করেই জানেন। ছেলে-ছোকরারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব কিছু বিক্রিবাটা করে দিয়ে বরাবরের মতো এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে চাইবে। এতদিন ধরে ওরা শুধু মনিবের চোখ বোঝার অপেক্ষায় দিন গুনছে। তারপরে প্রত্যেকেই বিস্তর টাকার মালিক হবে বলে শুনেছি।

তোমার মালিক তো যথেষ্ট বিত্তশালী, তাই না?—জিজ্ঞেস করল লুসি।

তিনি নিজে কিছু করেননি, এই বিশাল বিষয়-সম্পত্তির সমস্তটাই পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। তিনি ছিলেন খুব রাশভারী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তবে কেউ তাঁকে আঘাত করলে তিনি কখনও সেটা ভুলে যেতেন না। আর আমার বর্তমান মনিবের মতো এতো কৃপণও ছিলেন না। তাঁর ছোট ছেলে তখনকার দিকে এক নামকরা অভিনেত্রীকে বিয়ে

করেন। মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে চালাতে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। তাঁর বড় ছেলে...অর্থাৎ আমার বর্তমান মনিবকে তাঁর বাবা বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। দুই ছেলেকেই অক্সফোর্ড থেকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন বটে, তবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাকা-কড়ি কখনও তাঁদের হাতে দিতেন না।

বুড়ো মালীর কথাগুলো লুসি খুব মন দিয়েই শুনছিল, তবে ওর মুখের ওপর তেমন কোনও আগ্রহের ছাপ ফুটে ওঠেনি। হিলম্যান এবারে একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে নতুন করে পুরনো প্রসঙ্গের জের টেনে চলল। কাজের চেয়ে গল্প বলাতেই যেন তার উৎসাহ অনেক বেশি।

যুদ্ধেব আগেই তাঁব মৃত্যু হয। তবে যতদিন বেঁচে ছিলেন একদিনের জন্যেও নিজেব বাশ আলগা হতে দেননি। কেউ তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে সাহস পেত না, তিনি নিজেও তা বরদাস্ত কবতে পারতেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরেই তোমার মনিব এখানে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন?

তিনি, আর তাঁর পরিবার। ছেলে-মেয়েরা অবশ্য কেউ তখনও সাবালক হয়নি।

এবারে বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হল লুসি।—ঠিক আছে, আমি যাই। কথায়-কথায় অনেক সময় নষ্ট হল। তোমার নিশ্চয় এখনও অনেক কাজ বাকি আছে?

উদাস গলায় হিলম্যান বলল—বেলা পড়ে এসেছে। এত কম আলোয় এখন আর কোনও কাজ করা সম্ভব নয়।

ফেরার পথে বাচ এবং অ্যাজ্যালি গাছের ঝোপঝাড়গুলোও লুসি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখে নিল। ভেতরে ঢুকে দেখল হলঘরে দাঁড়িয়ে এমা ক্র্যাকেনথর্প একটা চিঠি পড়ছেন। কিছু আগেই পোস্টম্যান এসে বিকেলের ডাকের চিঠি বিলি করে গেছে।

আগামী কাল আমার বোনপো এখানে আসছে।—লুসিকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন।—সঙ্গে ওর স্কুলের বন্ধুও আসছে একজন। গাড়ি বারান্দার ওপরের ঘরটা হচ্ছে আলেকজাণ্ডারের। ওর বন্ধু জেমস স্টোডার্ট-ওয়েস্ট পাশের ঘরটায় থাকতে পারবে। বিপরীত দিকে বাথরুমও আছে একটা। এর ফলে ওদের কোনও অসুবিধেই হবে না।

আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস ক্র্যাকেনথর্প। আমি ইতিমধ্যে ঘরদুটো সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি।

সকালে লাঞ্চের আগেই ওরা এসে পড়বে বলে জানিয়েছে।—অল্প ইতস্তত করলেন এমা।—কমবয়সী ছেলে, তখন নিশ্চয় দু'জনের পেটের মধ্যে খিদের আগুন জ্বলতে শুরু করবে।

হ্যাঁ, খিদে তো পাবেই!—মাথা নেড়ে সায় দিল লুসি।—ছেলেরা নিশ্চয়ই রোস্ট করা বিফ পছন্দ করবে? আপনি কী বলেন? আর তার সঙ্গে ফলের টুকরো দিয়ে তৈরি মিষ্টি পিঠে।

ঝোলাগুড় দিয়ে মিষ্টি পিঠে আলেকজাণ্ডারের ভীষণ প্রিয়।

পরের দিন সকালের দিকেই দু'জন কিশোর এসে হাজির হল। দু'জনের চুলই পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো, নিষ্পাপ দেবদূতের মতো মুখ, আচার-আচরণও রীতিমতো ভদ্রসভ্য। আলেকজাণ্ডার ইস্টলের মাথার চুল বেশ সুন্দর, চোখের মণি নীল। স্টোডার্ট-ওয়েস্টের চোখ কালো, তা ছাড়া চশমাও আছে ওর।

লাঞ্চ টেবিলে সাম্প্রতিক কালের খেলাধুলো সম্পর্কেই তুমুল আলোচনা চলল দুই বন্ধুর মধ্যে। মাঝেমধ্যে মহাকাশ যানের কাহিনী নিয়েও কথা বলল দু'জনে। ওদের হাবভাবে মনে হয় দুই প্রবীণ অধ্যাপক যেন গুরুগম্ভীর কোনও বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছে। ওদের তুলনায় নিজেকে খুবই কম বয়সী বলে মনে হল লুসির।

মি. ক্র্যাকেনথর্প গজগজ করতে লাগলেন।—তোমরা দু'জনে দেখছি আমার গোটা ঘর-বাড়িটাই খেয়ে শেষ করে ফেলবে।

আলেকজাণ্ডার তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে নীল চোখ তুলে ঠাকুর্দার দিকে তাকাল। —তুমি যদি মাংসের জোগান দিতে না পারো তা হলে আমরা না-হয় পাঁউরুটি আর চীজ খেয়েই থাকব।

আমার সাধ্যের কথা বলছ? না, আমার সাধ্য নেই। কোনও রকম অপচয় আমি বরদাস্ত করব না।

আমরা কিন্তু কোনও অপচয় করিনি, স্যার।—নিজের খালি প্লেটেব দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল স্টোডার্ট-ওয়েস্ট।

তোমরা ছেলে-ছোকরার দল একবেলা যা খাও, তাতে আমাদের গোটা দিন চলে যায়।

আমাদের এখন বাড়ন্ত বয়স,—আলেকজাণ্ডার জানাল।—তাই আমাদের বেশি পরিমাণ প্রোটিনের দরকার হয়।

বৃদ্ধের গলা দিয়ে এক ধরনের ক্রুদ্ধ ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ বেরিয়ে এল।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে দুই কিশোর টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। লুসি শুনতে পেল বন্ধুকে উদ্দেশ করে চাপা গলায় আলেকজাণ্ডার বলছে—আমার ঠাকুর্দার কথায় তুই কিছু মনে করিস না, জেমস। ডাক্তারের নির্দেশে তাঁকে এখন কম খেয়ে থাকতে হচ্ছে বলে অন্য কারুর বেশি খাওয়া তিনি সহ্য করতে পারেন না। তার ওপর মানুষটাও খুব নিকৃষ্ট প্রকৃতির। আমার মনে হয় এটা এক জাতীয় মানসিক রোগ বা এই ধরনের অন্য কিছু হবে।

স্টোডার্ট-ওয়েস্ট মনে হল ব্যাপারটা ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে।—আমার এক বুড়ি পিসি আছেন। সব সময় তাঁর ধারণা, তিনি পুরোপুরি দেউলিযা হয়ে যাচ্ছেন। অথচ তাঁর আলমারিটা সোনাদানা আর ব্যাঙ্ক নোটে ভর্তি। এ-সমস্তই হচ্ছে মনোবিকারের লক্ষণ।...আচ্ছা অ্যালেক্স, তুই কি ফুটবলটা সঙ্গে করে এনেছিস?

লাঞ্চের পর এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে মুছে লুসি বাইরে বেরিয়ে এল। কিছু দূরে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন থেকে ছেলে দুটোর গলার আওয়াজও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গল্‌ফ স্টিক হাতে নিয়ে লনের বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল লুসি। সেইসঙ্গে

রডোডেড্রনের প্রতিটি ঝোপঝাড়ই স্টিক দিয়ে সাবধানে খুঁচিয়ে দেখছিল। মাঝেমধ্যে উঁকি মেরেও দেখছিল ঝোপের ভেতরটা। হঠাৎ পেছনে আলেকজাণ্ডার ইস্টলের নম্র গলার আওয়াজ শুনে ও চমকে উঠল।

আপনি কি এখানে কিছু খুঁজছেন, মিস আইলেসবরো?

একটা গল্‌ফ বল।—সঙ্গে সঙ্গে লুসি জবাব দিল।—একটা কেন, আসলে বেশ কয়েকটা। প্রায় প্রত্যেক বিকেলেই আমি একা-একা গল্‌ফের শট প্র্যাকটিস করি। ঝোপে-ঝাড়ে কতকগুলো বল হারিয়েও গেছে। তাই ভাবলাম আজ তাদের দু'-একটা অন্তত পক্ষে খুঁজে বের করব।

এ-ব্যাপারে আমরা কি সাহায্য করব আপনাকে?—বাধিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল আলেকজাণ্ডার।

তা হলে তো খুব ভালোই হয়। আমি ভেবেছিলাম তোমরা দু'জনে ফুটবল খেলছ।

দু'জনে ফুটবল খেলাটা ঠিক জমে না।—স্টোডার্ট-ওয়েস্ট অসহায় ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল।—শুধু ছোটাছুটিই সার হয়। আপনি গল্‌ফ খেলেন নাকি?

গল্‌ফ আমার প্রিয় খেলা। তবে এই খেলার জন্যে বেশি সময় করে উঠতে পারি না।

তা না পারারই কথা। আপনাকে তো এখানে রান্নাবান্না করতে হয়, তাই না?

হ্যাঁ, তা করতে হয় বইকী।

আজকের লাঞ্চ কি আপনিই তৈরি করেছিলেন?

হ্যাঁ, কেন, তোমাদের পছন্দ হয়নি?

হয়নি আবার! এমন রান্না জীবনে খাইনি।—আলেকজাণ্ডার বলল।—স্কুল-বোর্ডিংয়ে যে-ধরনের মাংস আমাদের খেতে হয় সেসব কেমন শুকনো, রসকষহীন। আমি লালচে রসালো মাংসই পছন্দ করি। আর ঝোলাগুড় মাখানো পিঠেটা তো এক কথায় অপূর্ব।

তোমরা কী কী খেতে ভালোবাসো নিশ্চয় আমাকে জানাবে?

আমরা কি একদিন আপেলের কেক পেতে পারি না? এটা আবার খুব প্রিয় খাবার।

অবশ্যই পাবে।—ইতিবাচক ঘাড় দোলাল লুসি।

এবারে বেশ খুশি-খুশি দেখাল আলেকজাণ্ডারকে।

সিঁড়ির নীচে গল্‌ফের এক সেট সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে।—ও বলল।—আমরা তো সেগুলো এনে এই লনের মধ্যেই গল্‌ফ খেলার বন্দোবস্ত করতে পারি। তাই না, স্টোডার্ট?

এ-ব্যাপারে লুসিও উৎসাহ দিল ওদের। ওরা দু'জন মিলে সিঁড়ির তলা থেকে গল্‌ফ খেলার জিনিশপত্রগুলো বের করে আনল। দেখা গেল টিনের প্লেটগুলোয় মরচে ধরে যাবার ফলে তাদের গায়ে লেখা নম্বরগুলো ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না। এগুলোর ওপর শাদা পেন্ট করা দরকার।—লুসি ওদের পরামর্শ দিল।—কাল সকালেই পেন্ট জোগাড় করে কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

বাঃ, খুব ভালো মতলব করেছেন আপনি!—আলেকজাণ্ডারের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—আমার মনে হচ্ছে পুরোনো গুদামঘরের মধ্যে কয়েকটা রঙের পাত্র এখনও পড়ে আছে। গতবার ঘর-বাড়ি রং করার সময় সেগুলো কেনা হয়েছিল।

পুরনো গুদামঘর? সেটা আবার কোথায়?—জিজ্ঞেস করল লুসি।

বেশ খানিকটা দূরে বাড়ির পেছন দিকে পাথর-বাঁধানো একটা বিল্ডিংয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখা আলেকজাণ্ডার।

এটা অনেক প্রাচীন আমলের।—আলেকজাণ্ডার বলল।—ঠাকুর্দা একে ফাটা গুদাম বলেন। আরও বলেন যে এটা রানী প্রথম এলিজাবেথের আমলে তৈরি। তবে এসব নিছক বাতেলা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার প্রতিপতামহ যখন এই খামার বাড়িটা কিনেছিলেন তখনও সবকিছু এমনই ছিল। তিনিই সমস্ত ভেঙেচুরে এই বদখত বাড়িটা তৈরি করেছিলেন।—একটু থেমে আবার বলল—আমার ঠাকুর্দার সংগৃহীত অনেক জিনিশপত্রও ওই ঘরটার মধ্যে রাখা আছে। যুবক বয়সে যখন তিনি বাড়ির বাইরে থাকতেন সেইসময় ওগুলো সংগ্রহ করে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বেশিরভাগই অতিশয় ভয়ংকর আকৃতির। ভাঙাচোরা আসবাবপত্র এবং আরও অনেক কিছুই ওর ভেতর জড়ো করে রাখা হয়েছে। যদি দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন।

বেশ আগ্রহ সহকারেই ওদের পিছু নিল লুসি।

গুদাম ঘরের দরজাটা ভারী ওক কাঠের তৈরি। তার গায়ে মোটা-মোটা অসংখ্য পেরেক পোঁতা।

দরজার ডানদিকে আংটার গায়ে একটা লম্বা চাবি ঝুলছিল। লক্-এর মধ্যে চাবি ঢুকিয়ে একবার ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

ভেতরে পা দিয়ে প্রথমেই লুসির মনে হল ও যেন একটা নিম্নমানের মিউজিয়ামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সামনেই টেবিলের ওপর মার্বেল পাথরের তৈরি প্রাচীন দুই রোমান সম্রাটের দুটো মুণ্ডু বসানো। মুণ্ডু দুটো যেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তাদের চোখগুলো। একদিকের দেওয়ালের ধার ঘেঁষে প্রমাণ সাইজের প্রস্তরনির্মিত এক শবাধার। সেটা গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থার শিল্পকলার এক নিদর্শন। একটা বেদির ওপর রোমানদের প্রেমের দেবতা ভেনাসের মূর্তি দাঁড় করানো। তাঁর সারা মুখে বোকার মতো হাসি-হাসি ভাব। গা থেকে একমাত্র কাপড়টা খসে পড়ার উপক্রম। তিনি এক হাতে সেই পড়ন্ত কাপড়টাকে খিমচে ধরে আছেন। এই সমস্ত শিল্পকলার নিদর্শনের পাশে ব্যবহারের অনুপযোগী কতকগুলো চেয়ার-টেবিল গাদা করে রাখা। এরসঙ্গে আরও কিছু টুকরো-টাকরা জিনিশ। যেমন, জং ধরা ঘাস কাটার যন্ত্র, দুটো ভাঙা বালতি, এক জোড়া পোকায়-কাটা গাড়ির গদি, লোহার তৈরি সবুজ রঙের এক-পা ভাঙা একটা বেঞ্চি।

এদিক-ওদিক হাতড়াতে হাতড়াতে অবশেষে একটা ছেঁড়া পর্দার নীচ থেকে আলেকজাণ্ডার কয়েকটা রঙের কৌটো ও ব্রাশ বের করে আনল। তার মধ্যে শাদা রঙের কৌটোও ছিল একটা। কিন্তু ব্রাশগুলো সব শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

এখন তোমাদের খানিকটা তার্পিন তেল জোগাড় করতে হবে।—লুসি জানাল। —তার্পিনে না ভেজালে এ-ব্রাশ নরম হবে না।

কিন্তু বাড়িতে কোথাও তার্পিন তেল পাওয়া গেল না। দু'জনে ঠিক করল সাইকেলে চেপে বাইরের কোনও দোকান থেকে আজই তারা এই তেল কিনে আনবে। লুসিও এ-ব্যাপারে উৎসাহ দিল ওদের। ওরা যদি টিনের প্লেটে রং করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তা হলে ও-ও গুদাম ঘরটা ভালো করে খুঁজে দেখার জন্যে হাতে কিছুটা সময় পাবে।

এই ঘরটা ভীষণ অগোছালো হয়ে আছে!—ওদের শুনিয়ে স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল লুসি।

তাতে কিছু এসে যায় না!—অবহেলার ভঙ্গিতে জবাব দিল আলেকজাণ্ডার। —কেউ যদি ব্যবহারই না করে, তবে গোছগাছের দরকারটাই বা কী? আর এই সমস্ত পাথরের ভারী মূর্তিগুলোও কারুর কাজে লাগবে বলে মনে হয় না!

ঠিক আছে, তোমরা যাও। এদিকে কতটা কী করা যায় আমি দেখছি। চাবিটা ওই আংটার গায়েই ঝোলানো থাকে তো?

আলেকজাণ্ডার মাথা নাড়ল, তারপর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

বন্ধ পাথরের ঘরে লুসি এখন একা। ওর চোখের সামনে মি. ক্র্যাকেনথর্পের শিল্প-প্রীতির যে-সমস্ত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তাতে করে ভদ্রলোকের প্রতি ওর মনে কোনওরকম শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল না। বেছে-বেছে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্প-সম্ভার সংগ্রহের যেন এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাঁর।

ছেলেদুটো বিদায় নেবার পর এবার ঘরের চারধারে ভালো করে নজর বোলালো লুসি। পাথরের তৈরি ভারী শবাধারের দিকে তাকাতেই স্থির হয়ে গেল ওর দৃষ্টি।

সম্ভবত এই শবাধারটাই...

গুদাম ঘরের বাতাসে এক ধরনের ভ্যাপসা বাসি গন্ধ। দরজা-জানালা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার ফলেই এটা ঘটেছে। পায়ে পায়ে শবাধারটার দিকে এগিয়ে গেল ও। ভারী পাথরের ঢাকনা দিয়ে সেটা এঁটে বন্ধ করা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে রইল এই অদ্ভুত বস্তুটার দিকে।

এক সময় ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কিচেন থেকে একটা ভারী শাবল নিয়ে আবার সন্তর্পণে সেই ঘরের মধ্যেই এসে ঢুকল।

কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়, কিন্তু লুসিও নাছোড়বান্দা প্রকৃতির মেয়ে।

অনেক পরিশ্রমের পর শাবলের চাপে ধীরে ধীরে ঢাকনটাকে বেশ খানিকটা সরানো গেল।

ভেতরে কী আছে সেটা দেখার জন্যে লুসির পক্ষে এই ফাঁকটুকুই যথেষ্ট...

।।৬।।

মিনিট কয়েক বাদে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে লুসি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। দরজা লক্‌ করে চাবিটা ঝুলিয়ে রাখল ডানদিকে আংটার গায়।

দ্রুতপায়ে ও এবার আস্তাবলের দিকে পা চালাল। নিজের ছোটগাড়িটা ড্রাইভ করে বাড়ির পেছনের রাস্তা দিয়ে সরাসরি আগের সেই পোস্ট অফিসে এসে পৌঁছোল। টেলিফোন বক্সের সামনে এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় কয়েন ফেলে রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাল।

অন্য প্রান্ত থেকে সাড়া পেতেই এক নিশ্বাসে ও বলল—আমি মিস মারপলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, মিস। আপনিই তো মিস আইলেসবরো, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি...মিস, আমি এখন কিছুতেই তাঁকে বিরক্ত করব না। তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলা, তাঁর এখন যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

আমি যা বলছি, শোনো! এক্ষুনি তাঁকে খবর দাও। বিষয়টা খুবই জরুরি।

প্রয়োজন দেখা দিলে লুসি নিজের কণ্ঠস্বরকে ধারালো ইস্পাতের ফলার মতো করে তুলতে পারে। ফ্লোরেন্সও সেই কণ্ঠস্বরের ধাক্কায় বিব্রত বোধ করতে লাগল।
—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি।

অবশেষে মিস মারপলের গলা ভেসে এলো।—হ্যাঁ...লুসি, কী খবর বলো?

জোরে শ্বাস নিল লুসি।—আপনার ধারণা নির্ভুল।—ও বলল।—আমি দেহটা খুঁজে পেয়েছি।

একজন মহিলার মৃতদেহ্‌ তো?

হ্যাঁ। দেহটা কোনও স্ত্রীলোকের। তার গায়ে ফারের কোট। একটা পাথরের তৈরি শবাধারের মধ্যে রয়েছে। মূল বাড়ি থেকে কিছু দূরে এক গুদাম ঘর। সেটাকে গুদাম ঘর আর মিউজিয়ামেব সংমিশ্রণও বলা যেতে পারে। এখন আপনি আমাকে কী করতে বলেন? আমার মনে হয় ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো উচিত।

তা তো বটেই! যত শীগগির সম্ভব পুলিশকে খবরটা জানিয়ে দাও। এক মুহূর্তও দেরি করা ঠিক হবে না।

কিন্তু...কিন্তু অন্যান্য বিষয়? আপনার সম্পর্কেও তো আমাকে সব কিছু খুলে বলতে হবে? প্রথমেই তারা জানতে চাইবে কেন আমি এখানে উঁকিঝুঁকি মারছিলাম। এত ভারী একটা পাথরের শবাধারের ঢাকনা সরাবার ঝামেলাই বা নিতে গেলাম কেন। আপনি কি চান, এ-সম্পর্কে আমি একটা গপ্পো বানিয়ে বলব? আমি তা পারি কিন্তু।

না। আমার বিশ্বাস. তুমি নিশ্চয় জানো যে,—স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় মিস মারপল বললেন—সোজাসুজি সত্যি কথা বলাটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।

আর আপনার বিষয়ে?

সব বিষয়েই।

লুসির মুখে স্বস্তির হাসি ফুটল।

তা হলে তো আর কোনও ঝামেলাই রইল না।—ও জানাল।—কিন্তু এত সহজে ওরা সবকিছু বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।

থানায় ফোন করার পর দু'-চার মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হল লুসিকে। অবশেষে অপর প্রান্ত থেকে পুলিশ অফিসারের ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—কে বলছেন?

নিজের নাম বলল লুসি। তারপর বলল—খানিক আগে রাদারফোর্ড হল-এর গুদাম ঘর থেকে আমি এক মহিলার মৃতদেহ আবিষ্কার করেছি। দেহটা পাথরের তৈরি শবাধারের মধ্যে রাখা আছে।

কী বললেন?

লুসি নিজের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল।

গাড়ি ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরল লুসি। হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে মনে কয়েক মিনিট চিন্তা করল ও। তারপর সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে লাইব্রেরি ঘরের দিকে পা বাড়াল। সেখানে মিস ক্র্যাকেনথর্প তাঁর বাবাকে টাইমস পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

মিস ক্র্যাকেনথর্প, আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি আলোচনা আছে। যদি একটু সময় দেন...

এমা এমন দৃষ্টিতে লুসির দিকে চোখ তুলে তাকালেন, যেন সে কী বলতে চায় তিনি বুঝে ফেলেছেন। আসলে ঘর-গৃহস্থালি সংক্রান্ত কোনও সমস্যার প্রসঙ্গে বলতে গেলে কাজের লোকেরা এইভাবেই বলে থাকে। তিনিও নিশ্চয় সেই রকমই কিছু একটা ভেবে নিয়েছেন।

ঠিক আছে, কী বলতে চাও বলে ফ্যালো।—বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের গলা দিয়ে বিরক্তির সুর ঝরে পড়ল।—চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

এমাকে উদ্দেশ করে লুসি বলল—কথাটা আমি এখন শুধু আপনাকেই বলতে চাই। দ্বিতীয় কাউকে শোনাতে চাই না।

যত সব অর্থহীন কথাবার্তা!—ঝাঁজিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।—তোমার যা বলার আছে এখানেই স্পষ্ট করে বলো!

একটু ধৈর্য ধরো, বাবা।—এমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ওসব তুচ্ছ কথা পরে শুনলেও চলবে।—বৃদ্ধের কণ্ঠে আগের মতোই ঝাঁজের সুর।

না, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর।—অকপটে জবাব দিল লুসি।

মি. ক্র্যাকেনথর্প রাগে গরগর করতে লাগলেন।—কী অসম্ভব ধৃষ্টতা! এ তো কল্পনাও করা যায় না!

এমা লাইব্রেরি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে লুসি তাঁকে অনুসরণ করল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এমা লুসির দিকে মুখ তুলে তাকালেন।—ব্যাপারটা কী? যদি মনে হয় ছেলেদুটোর জন্যে তোমাকে বেশি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে, তা হলে আমিও না হয় এই বাড়তি কাজের দায়িত্ব তোমার সঙ্গে ভাগ করে নেব।

কাজের ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু বলতে আসিনি।—লুসি মাথা নাড়ল। —মি. ক্র্যাকেনথর্পের সামনে কথাটা আমি বলতে চাইনি, কারণ তিনি পঙ্গু মানুষ। তা ছাড়া অনেক বয়সও হয়েছে তাঁর। এই ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে পারেন। এইমাত্র সাবেক আমলের গুদাম ঘরের মধ্যে আমি একটা মৃতদেহ দেখেছি। কোনও স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। দেহটা বিশাল শবাধারের মধ্যে পড়ে আছে।

এমা ক্র্যাকেনথর্পেব দু'চোখেব দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল।—শবাধারের মধ্যে নিহত স্ত্রীলোকের মৃতদেহ? এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার!

তা হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, ঘটনাটা সত্যি। ইতিমধ্যে থানায় ফোনও করেছি আমি। যে-কোনও মুহূর্তে ওরা সদলবলে এখানে এসে হাজির হবে।

এমার দু'গালে ঈষৎ রক্তিম আভা দেখা দিল।—পুলিশে খবর দেবার আগে ঘটনাটা আমাদের জানানো উচিত ছিল।

এজন্যে আমি দুঃখিত, মিস ক্র্যাকেনথর্প।—ঘাড় নেড়ে লুসি নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিল।

কিন্তু তুমি কখন ফোন করলে? আমি তো কোনও ফোনের আওয়াজ শুনিনি! —সন্দেহের দৃষ্টিতে হলঘবেব একপাশে টেবিলের ওপর রাখা ফোনটার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।

রাস্তার মোড়ের পোস্ট অফিস থেকে ফোন করেছি।

এটা কি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়? বাড়ির মধ্যে ফোন থাকা সত্ত্বেও...

দ্রুত একটা অজুহাত তৈবি করে নিল লুসি।

আমি ভাবলাম...মানে, হলঘর থেকে ফোন করলে কথাটা যদি কোনওভাবে ছেলেরা শুনে ফেলে...

হ্যাঁ, তেমন একটা সম্ভাবনা ছিল বইকী!—এমা ঘাড় দোলালেন।—মনে হচ্ছে পুলিশ এসে পড়েছে। আমি যেন একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি...

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সদর দরজার সামনের গাড়ি ব্রেক কষার কর্কশ শব্দ শোনা গেল। দরজার গায়ে লাগানো ঘণ্টিটাও বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

আপনাকে এমন সব প্রশ্ন করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত...সত্যিই ভীষণ দুঃখিত!—নরম সুরে ইনসপেকটর বেকন বললেন।

এমা ক্র্যাকেনথর্পের হাত ধরে গুদাম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলেন তাঁরা। এমার চোখ মুখ ফ্যাকাশে, বিবর্ণ। খুবই দুর্বল দেখাচ্ছিল তাঁকে। তবু তিনি সোজা হয়েই হাঁটছিলেন।

আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এই মহিলাকে আগে কখনও দেখিনি। এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই আমার।

আপনার প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মিস ক্র্যাকেনথর্প। আমরা শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত আপনি এখন নিজের বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চান?

আমি এখন বাবার কাছে যাব। এই ঘটনার কথা শোনার পরই ড. কুইম্পারকে ফোন করে দিয়েছি। বর্তমানে তিনি আমার বাবার কাছেই আছেন।

তাঁরা হলঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ড. কুইম্পার লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে এলেন। লম্বা চেহারা, মানুষটিও বেশ হাসিখুশি প্রকৃতির। তাঁর এই অমায়িক, সদালাপী স্বভাবের জন্যে রুগীরাও তাঁকে দেখে বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ডাক্তার এবং ইনসপেকটর ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানালেন।

মিস ক্র্যাকেনথর্প যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গেই অস্বস্তিকর কাজটার মোকাবিলা করে ফেলেছেন।—বেকন বললেন।

এটা তো দস্তুরমতো সুখবর...এমা!—ডাক্তার এমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। —তুমি যে-কোনও সময় যে-কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পার, সেটা আমি গোড়া থেকেই জানতাম। তোমার বাবা এখন দিব্যি সুস্থ আছেন। তুমি এখনই গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলো। তারপর ডাইনিং-রুমে গিয়ে এক গেলাশ ব্র্যাণ্ডি পান করবে। এটা হচ্ছে আমার ব্যবস্থাপত্র।

এমা কৃতজ্ঞচিত্তে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ালো।

এই মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ।—এমার চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন ডাক্তার।—ওর যে এখনও বিয়ে হয়নি, সেটাই খুব আক্ষেপের ব্যাপার। পরিবারের অনেক পুরুষদের মধ্যে একমাত্র মেয়ে হবার মাশুল গুনতে হচ্ছে ওকে। ওর আর একি বোন সতেরো বছর বয়সেই বিয়ে করে স্বামীর ঘরে চলে যায়। এমা কিন্তু বাস্তবিকই সুদর্শন। স্বার্থক স্ত্রী এবং মা হবার সবরকম গুণই ওর মধ্যে বিদ্যমান।

আমি শুনেছি, মিস ক্র্যাকেনথর্প তাঁর বাবার খুব অনুরক্ত।—ইনসপেকটর বেকন মন্তব্য করলেন।

বাইবে থেকে যা মনে হয়, আসলে কিন্তু ততটা নয়। কোনও-কোনও মেয়ের একটা সহজাত গুণ থাকে, যার সুবাদে সে নিজের পরিবারের পুরুষ মানুষদের খুশি রাখতে পারে। এমা জানে, ওর বাবা সকলের চোখের সামনে নিজেকে অকর্মণ্য, পঙ্গু হিশেবে জাহির করাটাই বেশি পছন্দ করেন। ও-ও বাবার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁকে সেইভাবেই থাকতে দেয়। ভাইদের সঙ্গেও একই রকম ব্যবহার করে ও। তারা নিজেরা নিজেদের যেভাবে প্রতিপন্ন করতে চায়, ও-ও তাতে সমান তালে সায় দিয়ে যায়। এমা যথার্থই একজন চালাক-চতুর মেয়ে। কোনওমতেই ওকে

বোকা বলে চলে না। সে যা হোক, আমাকে কি এখন আপনার কোনও প্রয়োজন আছে? আপনি কি চান মৃতদেহটা আমি একবার পরীক্ষা করে দেখি? পুলিশ-সার্জন জনস্টোন নিশ্চয় ইতিমধ্যে দেহটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন। দেখা যাক, তাঁর দেখার সঙ্গে আমার দেখার কোনও তফাত ঘটে কি না?

আমি চাই, আপনিও মৃতদেহটা একবার দেখুন...ডাক্তার। অজ্ঞাত-পরিচয় এই স্ত্রীলোকটিকে কেউ শনাক্ত করুক সেটাই এখন বিশেষ জরুরি। বৃদ্ধ মি. ক্র্যাকেনথর্পের পক্ষে গুদাম ঘরে গিয়ে দেহটা দেখে আসা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। এর ফলে তাঁর শরীরের ওপর প্রচণ্ড রকম ধকল পড়তে পারে।

ধকল? পুরোটাই মস্ত ভুল ধারণা। বরং তাঁকে যদি দেহটা একবার উঁকি মেরে দেখতে না দেওয়া হয়, তা হলে তিনি আমাদের জীবনেও ক্ষমা করবেন না। এই জন্যে তিনি এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। বিগত পনেরো বছরের মধ্যে এটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে উত্তেজক ঘটনা। এর দরুন তাঁর শরীর-স্বাস্থ্যেরও কোনও অবনতি ঘটবে না।

আপনি বলতে চান আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, তিনি ততটা অসুস্থ নন।

তাঁর বয়স এখন বাহাত্তর।—ডাক্তার বললেন।—এই বয়সে প্রায় প্রতিটি মানুষই কোনও-না-কোনও অসুখে ভোগেন। মাঝে মধ্যে তিনি বাতের ব্যথায় কষ্ট পান, এ-বয়সে একটু আধটু বাতের ব্যথা সকলেরই থাকে...কিন্তু এটাকেই তিনি চিরস্থায়ী বাত হিশেবে গণ্য করেন। আহারের পর তাঁর হৃৎস্পন্দন একটু দ্রুত হয়, তিনি ভাবেন এটা তাঁর হার্টের রোগ। কিন্তু নিজের খেয়াল-খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই তিনি করতে পারেন। অনেক ধরনের রুগীর চিকিৎসা আমাকে করতে হয়। আমি দেখেছি, প্রকৃতই যাঁরা অসুস্থ সাধারণত আর পাঁচজনের সামনে তাঁরা নিজেদের সুস্থ হিশেবে প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। তা হলে চলুন, দেহটা একবার দেখে আসা যাক। যদিও কাজটা খুবই অস্বস্তিকর...

জনস্টোনের অনুমান দুই থেকে তিন হপ্তা আগে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু ঘটেছে।

সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো আরও বেশি মাত্রায় অস্বস্তিকর!

প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীন শবাধারের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভেতরে উঁকি দিয়ে সবকিছু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। পেশাগত অভিজ্ঞতার জোরে তিনি চোখে-মুখে অবিচলিত ভাব ফুটিয়ে তুললেও দৃশ্যটা চোখের পক্ষে সাংঘাতিক পীড়াদায়ক।

মহিলাকে আগে কখনও দেখিনি।—ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় দোলালেন তিনি। —আমার কোনও পেশেন্ট তো নয়-ই, এমন কী ব্র্যাকহ্যাম্পটনেও কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে জীবদ্দশায় মহিলা যে দেখতে শুনতে ভালোই ছিলেন সে-কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

সেখান থেকে বেরিয়ে আবার তাঁরা খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালেন। ড. কুইম্পার সাবেক আমলের গুদাম ঘরটার দিকে ফিরে তাকালেন একবার।

এখানে শবাধারের মধ্যে অজ্ঞাত-পরিচয় এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়াটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা। দেহটা কে প্রথম আবিষ্কার করেন?

মিস লুসি আইলেসবরো।

ওহো, নতুন যে কাজের মেয়েটি এখানে এসেছেন? কিন্তু তিনি এখানে কী করছিলেন? আর এই ভারী শবাধারটাই বা তাঁকে আকৃষ্ট করল কেন? এর ঢাকনা খোলাও তো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার!

সে প্রসঙ্গে,—কঠিন গলায় ইনসপেকটর বেকন জানালেন—আমি এখনই তাঁকে ডেকে জেরা শুরু করব। কিন্তু মি. ক্র্যাকেনথর্পের ব্যাপারে কী করা যাবে? আপনি কি...

আমি নিজে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

মি. ক্র্যাকেনথর্প ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে দু'হাতে দস্তানা পরে এবং গলায় পুরু মাফলার জড়িয়ে দ্রুতপায়ে সেখানে এসে হাজির হলেন। ড. কুইম্পারও তাঁর পাশে-পাশে আসছিলেন।

কী লজ্জাকর ঘটনা!—মন্তব্য করলেন বৃদ্ধ।—ওই শবাধারটা আমি ফ্লোরেন্স...না ...না, ফ্লোরেন্স নয়...ন্যাপল্‌স্ থেকে কিনে এখানে পাঠিয়েছিলাম। প্রাচীন শিল্পকলার কী সুন্দর একটা নিদর্শন!

আপনি এখন নিজের মনকে শক্ত করে ধরে রাখুন!—ডাক্তার তাঁকে সতর্ক করে দিলেন।—কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনাকে যে দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হবে, সেটা কোনওমতেই স্বস্তিদায়ক নয়!

আমি যতই অসুস্থ হই না কেন, আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। তাই নয় কী?

গুদাম ঘরে মাত্র মিনিট খানেক থাকার কথা হলেও মি. ক্র্যাকেনথর্প কিন্তু দীর্ঘ সময় নিয়ে মৃতদেহটা পর্যবেক্ষণ করলেন। অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলে।

না, মেয়েটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।—নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন।—ওই শবাধারটি প্রাচীন শিল্পকলার কী অপূর্ব এক নিদর্শন! আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে, হতভাগা মেয়েটিকে শেষকালে এর মধ্যেই মরতে হল! মরার জন্যে সারা দুনিয়ায় আর কোনও জায়গা খুঁজে পেল না!

বলতে-বলতে ওভারকোটের বাঁদিকটা আঙুল দিয়ে খিমচে ধরলেন তিনি। —এমন একটা বীভৎস দৃশ্যের মুখোমুখি হওয়া...আমার হার্ট, আমার হার্টটা কেমন...এমা কোথায়? ডাক্তার...

ড. কুইম্পার এগিয়ে এসে বৃদ্ধের একটা হাত জোরে আঁকড়ে ধরলেন।

এক্ষুনি আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।—তিনি বললেন।—শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য এখন আপনার এক পাত্তর ব্র্যাণ্ডি পান করা দরকার।

ডাক্তারের সঙ্গে বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন মি. ক্র্যাকেনথর্প।

স্যার! দয়া করে আমাদের একবার অনুমতি দিন...স্যার!

ইনসপেকটর পেছনে তাকিয়ে দেখলেন সাইকেলে চেপে দুই কিশোর সেখানে এসে হাজির হয়েছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় শ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। চোখে-মুখে আকুল আকুতি।

দয়া করুন...স্যার, মৃতদেহটা একবারের জন্যে আমাদের দেখতে দিন!

না...না, এসব ব্যাপার তোমাদের নাক গলাবার কোনও প্রয়োজন নেই।—মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন ইনসপেকটর বেকন।

ওহো...স্যার, আপনি আমাদের এভাবে বাধা দেবেন না। বলা যায় না, আমরা হয়তো দেহটিকে শনাক্তও করতে পারি। দয়া করে আমাদের ওপর আপনি অবিচার করবেন না। একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। আমাদের গুদাম ঘরে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলাব মৃতদেহ পড়ে আছে, আর আমরাই তা দেখতে পাব না! এমন সুযোগ জীবনে আর ক'বার আসে?

তোমরা কারা?

আমি হচ্ছি আলেকজাণ্ডার ইস্টলে, আর এ আমার বন্ধু জেমস স্টোডার্ট-ওয়েস্ট।

তোমরা কি বাদামি রঙের পশমের কোট গায়ে সোনালি চুলের কোনও মহিলাকে এই এলাকায় আগে কখনও দেখেছ?

দেখেছি কি না সেটা এই মুহূর্তে ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না।—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি করে জবাব দিল আলেকজাণ্ডার।—তবে যদি অনুগ্রহ করে একবার আমাদের দেখতে দেন...

ওদের একবার ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেহটা দেখিয়ে দাও, স্যাণ্ডার্স।—গুদাম ঘরের দোরগোড়ায় পাহারারত কনস্টেবলকে নির্দেশ দিলেন বেকন।—দু'জনকে একসঙ্গে নিয়ে যেও না। একজন বেরিয়ে এলে তবেই দ্বিতীয়জনকে ঢোকার অনুমতি দেবে।

ধন্যবাদ...স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ!—দু'জনে গদগদ হয়ে উঠল।—আপনি সত্যিই অসম্ভব দয়ালু!

বেকন বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

এখন,—মনে মনে চিন্তা করলেন তিনি,—লুসি আইলেসবরোকে যাচাই করে দেখে নেওয়া দরকার।

পুলিশবাহিনীকে প্রাচীন গুদাম ঘরের কাছে পৌঁছে দিয়ে এবং কীভাবে মৃতদেহটা আবিষ্কার করল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার পর লুসি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তবে পুলিশ যে আবার তাকে ডেকে পাঠাবে, নানা দিক থেকে তাকে জেরা করবে, সে-বিষয়ে ওর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

লুসি যখন ডিনারের জন্যে পটেটো-চিপ্‌স্ তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন খবর পেল নীচে লাইব্রেরি ঘরে ইনসপেকটর বেকন ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন। হাতের কাজ ফেলে রেখে নীচে গিয়ে ইনসপেকটরের সঙ্গে দেখা করল ও। সামনে একটা

খালি চেয়ার দেখিয়ে তিনি ওকে বসতে বললেন। স্থির হয়ে চেয়ারে বসে ইনসপেকটরের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হল লুসি।

বেকনের কথামতো প্রথমে নিজের নাম বলতে হল ওকে, ওর লণ্ডনের ঠিকানাও জানাল বেকনকে। তারপর নিজে থেকেই বলল—আমি আপনাকে কয়েকজনের নাম জানাতে পারি। ইচ্ছে করলে তাঁদের কাছ থেকেও আপনি আমার সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর পেতে পারেন।

লুসি যাঁদের নাম করল তাঁরা প্রত্যেকেই সমাজেব উঁচু তলার মানুষ। বেকন সকলের নাম-ধামই নিজের ডায়েরিতে লিখে নিলেন। নামগুলো লিখতে লিখতে লুসির সম্পর্কে তাঁর নিজের মনেও একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে উঠল।

তা হলে...মিস আইলেসবরো, শুধুমাত্র রঙের খোঁজে আপনি ওই গুদাম ঘরে ঢুকেছিলেন, তাই না? এবং রঙের কৌটো খুঁজে পাবাব পরেও আপনি একটা শাবল জোগাড় করে প্রাচীন শবাধারের ঢাকনা খুলে এই মৃতদেহটা দেখতে পান? শবাধারের মধ্যে আসলে আপনি কীসের খোঁজ করছিলেন?

একট মৃতদেহের।—অকপটে স্বীকার করল লুসি।

আপনি শবাধারের মধ্যে একটা মৃতদেহের খোঁজ করছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেয়েও গেলেন? এই কাহিনীটা কি আপনার নিজের কাছে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না?

ও...হ্যাঁ, অস্বাভাবিক তো বটেই! কিন্তু আগে আপনি আমাকে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বলার সুযোগ দিন! তা না হলে...

ঠিক আছে...ঠিক আছে!—অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন বেকন।—আপনি ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে আসল বৃত্তান্তটা আমাকে খুলে বলুন।

সংক্ষেপে লুসি ইনসপেকটর বেকনকে ওর কাহিনী শোনাল। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথাই বাদ গেল না ওর কাহিনী থেকে। কাহিনীটা হজম কবতে কিছু সময লাগল বেকনের। অবশেষে তিনি যেন রাগে ফেটে পড়লেন।

একজন বৃদ্ধার কথায় আপনি এখানে কাজ নিয়েছেন? তিনি এই এলাকায় একটা মৃতদেহ খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আপনাকে? আপনি কি সেই কথাই আমাকে বলতে চান?

হ্যাঁ।

কে সেই বৃদ্ধা মহিলা?

তাঁর নাম মিস জেন মারপল। বর্তমানে তিনি চার নম্বর ম্যাডিসন রোডে আছেন।

ইনসপেকটর তাঁর ডায়েরি বের করে ঠিকানাটা টুকে নিলেন।—এই গল্পটা আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলছেন?

লুসি ভদ্রভাবে জবাব দিল—মিস মারপলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সঙ্গে এ-সম্পর্কে কথাবার্তা না-বলা পর্যন্ত আমি আপনাকে কোনও কিছুই বিশ্বাস করতে বলছি না।

যত শীগগির সম্ভব আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। বৃদ্ধার মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে!

লুসি মনে করিয়ে দিল না যে, কারুর ধারণা সঠিক প্রমাণিত হওয়াটাই তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার পরিচয় বহন করে না। তার পরিবর্তে বলল—মিস ক্র্যাকেনথর্পকে আপনি আমার সম্পর্কে কী বলবেন বলে ভাবছেন?

হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

মিস মারপল আমায় যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি তা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছি। শেষ পর্যন্ত মৃতদেহটার হদিশ পাওয়া গেছে। কিন্তু এখনও আমি মিস ক্র্যাকেনথর্পের বাড়িতেই কাজ করছি। দু'জন ক্ষুধার্ত বালক ডিনারের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এই ঝুটঝামেলা মিটে গেলে বাড়ির বড়রাও খেতে চাইবে। আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আপনি যদি এখন তাঁকে গিয়ে বলেন, একটা মৃতদেহ খোঁজার জন্যে আমি এখানে কাজ নিয়েছিলাম, তা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমায় বিদায় নিতে বলবেন। এ-ব্যাপারে তাঁকে কিছু না জানালে আমি আমার নিজের কাজটুকু করে যেতে পারি।

ইনসপেকটর কঠিন চোখে সরাসরি লুসির দিকে তাকলেন।

এই মুহূর্তে আমি কাউকে কিছু জানাতে যাচ্ছি না।—তিনি বললেন।—কারণ এখনও আমি আপনার বিবৃতি যাচাই কবে দেখার সুযোগ পাইনি। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি স্বচ্ছন্দে নিজের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারেন।

লুসি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি তা হলে কিচেনে গিয়ে বাড়ির সকলের জন্যে ডিনারের ব্যবস্থা করি।

॥ ৭ ॥

বেকন, এ-ব্যাপারে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্য চেয়ে পাঠাবার দরকার আছে বলে তুমি কি কিছু ভেবেছ?

চিফ কনস্টেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইনসপেকটর বেকনের দিকে তাকালেন। ইনসপেকটর বেশ শক্তপোক্ত চেহারার, তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হয় মানুষের আচার-আচরণে তিনি যেন তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

এখানকার কোনও স্থানীয় মহিলা নন...স্যার,—তিনি বললেন।—অন্তর্বাস দেখে মনে হয় বিদেশ থেকে সম্প্রতি এখানে এসেছিলেন। অবশ্য অনুসন্ধান শেষ না-হওয়া অবধি আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা আমরা বাইরে প্রকাশ করব না।

করোনারের বিচারপর্ব নিশ্চয় সাধারণ প্রথানুযায়ী হবে।

হ্যাঁ...অবশ্যই! আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

কখন সময় দিয়েছেন তিনি?

আগামীকাল। খবর পেলাম ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও সেখানে হাজির থাকবেন। বলা যায় না, তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো দেহটা শনাক্তও করতে পারেন।

ইনসপেকটর তাঁর হাতে-ধরা একটা তালিকার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। —হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্প, শুনেছি তিনি শহরের একজন নামকরা গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারপর অ্যালফ্রেড, তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে এখনও কিছু জানতে পারিনি। সিড্রিক, তিনি বাইরে থাকেন। ছবিটবি আঁকেন।—ইনসপেকটরের প্রতিটি কথায় রাগের ঝাঁজ মিশেছিল। তাই গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসলেন চিফ কনস্টেবল।

ক্র্যাকেনথর্প পরিবার যে এই অপরাধটার সঙ্গে যুক্ত, সেটা বিশ্বাস করার মতো এখনও কোনও কারণ ঘটেনি। তাই নয় কী?

না, তা অবশ্য ঘটেনি। তবে দেহটা ওদের এলাকার মধ্যে থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে।—ইনসপেকটর বেকন বললেন।—খুব সম্ভবত ওই চিত্রকর ভদ্রলোক এই মৃত মহিলাকে শনাক্ত করলেও করতে পারেন। সমস্ত কিছুর মধ্যে ট্রেনের ঘটানাটাই আমার কাছে সবচেয়ে অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছে।

তা ঠিক। তুমি নিশ্চয় ওই বৃদ্ধা...কী যেন নাম...হ্যাঁ...মনে পড়েছে, মিস মারপলের সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছ?

হ্যাঁ...স্যার এবং তিনি এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত। মহিলা একটু খ্যাপটে প্রকৃতির কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে একচুলও নড়ানো গেল না। তাঁর বন্ধু যে ট্রেনে যেতে যেতে বাস্তবিকই এই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে-বিষয় তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অনেক মহিলার যেমন বদ্ধমূল ধারণা থাকে যে তাঁরা তাঁদের বাগানে ভিন্ন গ্রহ থেকে নেমে আসা উড়ন্ত চাকি দেখেছেন, বা পাড়ার পাবলিক লাইব্রেরিতে ছদ্মবেশী রাশিয়ান গুপ্তচরের সাক্ষাৎ পেযেছেন, এও অনেকটা সেইরকম। তবে ওই তরুণী পরিচারিকা যে তাঁর নির্দেশেই রাদারফোর্ড হল-এ কাজ নিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মেয়েটিকে তিনি ওখানে একটা মৃতদেহের অনুসন্ধান করতে বলেছিলেন। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা ছুতোয় মেয়েটি সেই খানা-তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছিল।

এবং পরিশেষে একটা দেহ সে খুঁজে পায়।—চিফ কনস্টেবল মন্তব্য করলেন। —কাহিনীটা খুবই উল্লেখযোগ্য নয কী? মাবপল, মিস্ জেন মারপল ..নামটা কেমন চেনা-চেনা ঠেকছে! যা হোক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একবার খোঁজখবব নিতে হবে। এটা যে স্থানীয কোনও মামলা নয়, এ-সম্পর্কে তোমার ধারণাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানে সংবাদ-মাধ্যমকে এই প্রসঙ্গে যতটা কম জানানো যায ততই ভালো।

করোনারের বিচারপর্ব পুরোপুরি সাধারণ নিয়ম-রীতি অনুসারে সম্পন্ন হল। স্ত্রীলোকের মৃতদেহটিকে কেউ-ই শনাক্ত কবতে এগিয়ে এলেন না। দেহটি উদ্ধারের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবার জন্যে লুসির ডাক পড়ল। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়া। টুকিটাকি আরও কয়েকটা কাজ সারার পর বিচারপর্ব সাময়িকভাবে মুলতবি রাখলেন করোনার।

ক্র্যাকেনথর্প পরিবার বিচারসভা শেষ হবার পর যখন হল-এর বাইরে এসে দাঁড়ালেন তখন তুষার ঝড় শুরু হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীরের সব রক্ত জমাট বাধার উপক্রম। সংখ্যায় তাঁরা মোট পাঁচজন। এমা, সিড্রিক, হ্যারল্ড, অ্যালফ্রেড এবং ব্রায়ান ইস্টলে। ব্রায়ান এমার মৃত বোন এডিথের স্বামী। তা ছাড়া যে সলিসিটর-ফার্ম ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখাশুনার দায়িত্বে আছেন, সেই ফার্মের প্রধান অংশীদার মি. উইমবর্নও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও শুধুমাত্র এই বিচারসভায় যোগ দেবার জন্যে লণ্ডন থেকে আসতে হয়েছে তাঁকে। কয়েক মিনিট শান-বাঁধানো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লাগলেন সকলে। আরও অনেক কৌতূহলী মানুষ ভিড় করেছিলেন সেই সভায়। প্রাচীনকালের প্রস্তর-নির্মিত শবাধারে অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলার মৃতদেহ—এই শিরোনামে বেশ ফলাও করে সংবাদপত্রে ছাপাও হয়েছিল খবরটা।

তাঁদের দেখে একটা গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে।—ওই যে, ওঁদের বাড়িতেই...

এমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া দরকার।

ভাড়া-করা বড় সাইজের ডিমলার গাড়িটা ফুটপাতের ধার ঘেঁষে ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। এমা লুসিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। মি. উইমবর্ন, সিড্রিক এবং হ্যারল্ডও তাঁদের অনুসরণ করলেন। ব্রায়ান ইস্টলে বললেন—অ্যালফ্রেডকে আমি আমার ছোটগাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

ডিমলারের শোফার গাড়ির দরজা বন্ধ করে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল।

আরে, দাঁড়াও...দাঁড়াও।—চেঁচিয়ে উঠলেন এমা।—ছেলেদুটো কোথায় গেল?

অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও দুই কিশোরকে বাদারফোর্ড হল-এ রেখে আসা হয়েছিল। কিন্তু তাদের দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বড় গাড়িতে সকলে বেরিয়ে যাবার পর ওরা নিজেদের বাইসাইকেলে চেপেই বিচারসভায় হাজির হয়েছিল। গেটে পাহারারত পুলিশ কর্মচারীটি অনুগ্রহ করে ওদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়। একবারে শেষের দিকে বসেছিল দু'জনে।

আশাকরি, আমরা আসায় তুমি কিছু মনে করনি, মিস ক্র্যাকেনথর্প?—বিনীত কণ্ঠে স্টোডার্ট-ওয়েস্ট বলল।

না..না, এমা কিছু মনে করেনি।—বোনের হয়ে সিড্রিক জবাব দিলেন। —তোমাদের বয়স কম, তা ছাড়া এই প্রথম তোমরা কোনও বিচারসভায় হাজির থাকার সুযোগ পেলে।

পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে খুব হতাশজনক মনে হল!—আলেকজাণ্ডার মন্তব্য করল।—সবকিছু এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল...

মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা এভাবে অযথা সময় নষ্ট করতে পারি না! —হ্যারল্ডের গলায় বিরক্তির সুর।—চারদিকে ভিড় জমে গেছে। অনেকের কাঁধে ক্যামেরাও ঝুলছে দেখছি।

দুই কিশোর নিজেদের বাইসাইকেলে উঠে বসল। শোফারও দরজা বন্ধ করে গাড়ি ছেড়ে দিল। ছেলে দুটো হাসিমুখে হাত নাড়ল তাঁদের উদ্দেশে।

সবকিছু খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল!—সিড্রিক বললেন।—নিষ্পাপ কিশোরদের মনে এমন ধারণাই স্বাভাবিক। ওরা জানে না যে এই তো সবে শুরু!

খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। গোটা পরিস্থিতিটাই চরম দুর্ভাগ্যজনক!—বুক উজাড় করে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন হ্যারল্ড।—আমার মনে হয়...

বলতে বলতে মি. উইমবর্নের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। ভদ্রলোক নিজের সিটে হেলান দিয়ে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। ব্যাজার ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন।

আমি আশা করব,—জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেবার সুরে তিনি বললেন—যত শীগগির সম্ভব এই ব্যাপারটার একটা ফায়সালা হয়ে যাক। আমাদের বর্তমান পুলিশবাহিনীও অতিশয় দক্ষ। তবে হ্যারল্ড যা বলেছেন সে-কথাও অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সত্যিই এটা একটা মস্তবড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

নিজের বক্তব্য শেষ করে উইমবর্ন আড়চোখে লুসির দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর সেই চাহনির মধ্যে বিরক্তিব চিহ্ন খুবই স্পষ্ট। একটু থেমে তিনি আবার বললেন—এই তরুণীটি যদি এতসব ঝামেলা না বাধাতেন, তা হলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টিই হত না।

তাঁর বক্তব্যেব অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, লুসি তার এক্তিয়ারের সীমা ছাড়িযে অনাবশ্যকভাবে এধার-ওধাব নাক গলিয়ে বেড়িয়েছে। তাই তাকে তিনি অপরাধীব কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছেন।

হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পও মি. উইমবর্নের কথার সূত্র ধরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা মিস.. মিস . আইলেসবরো, ওই শবাধারের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারারই বা আপনার এত দরকার পড়ল কেন?

পরিবাবের কারুব মনে যে এই জাতীয একটা প্রশ্নের উদয় হবে লুসিও তা জানত। লুসি এও জানত যে পুলিশেব তবফ থেকেই এ-প্রশ্নটা তাকে আগে কবা হবে। কিন্তু পবিবারেব কোনও সদস্যের মনে এত দেরিতে এ-প্রশ্নের উদয় হল কেন সেটাই ওকে অবাক কবে দিল।

সিড্রিক, এমা, হ্যারল্ড এবং মি. উইমবর্ন প্রত্যেকেই স্থিব দৃষ্টিতে ওর মুখেব দিকে ফিরে তাকালেন। আগে থেকেই এই বিশেষ মুহূর্তটির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল লুসি। এর জুতসই একটা কৈফিয়ৎ তৈরি করে রাখতে বেশি সময়ও লাগেনি ওর।

সত্যি বলতে কি,—কণ্ঠস্বরে সামান্য ইতস্তভাব ফুটিয়ে তুলল ও—এসবের কিছুই আমি জানতাম না।...আমি মনে করেছিলাম, পুরো জায়গাটা ভালোভাবে পরিষ্কাব করা দরকার। সবকিছু কেমন এলোমেলো, অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে। সেইসঙ্গে কেমন একটা—আবার ও একটু ইতস্তত করল—ভ্যাপসা দুর্গন্ধও নাকে এসে লাগছিল।

এ-কথা শুনে যে-কোনও মানুষই যে অল্প-বিস্তর সিটিয়ে উঠবে লুসি আগেই সেটা অনুমান করে নিয়েছিল। বাস্তবেও ঠিক তাই ঘটল।

মি. উইমবর্ন চাপা কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন—হ্যাঁ...তা তো বটেই!...পুলিশ সার্জেনের অভিমত হচ্ছে, হপ্তা তিনেক আগেই নাকি...যাক গে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই ভালো।—উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে হাসি-হাসি মুখে এমার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।—অবশ্য হতভাগ্য ওই মহিলা যে কোনওভাবেই আপনাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত নন, সেটাই খুব স্বস্তির কথা।

কিন্তু সে-ব্যাপারে এখন আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি না, তাই নয় কি? —সিড্রিকের গলায় সংশয়ের সুর।

লুসি আইলেসবরো কৌতূহলী দৃষ্টিতে সিড্রিককে লক্ষ করতে লাগল। তিন ভাইয়ের মধ্যে চেহারার পার্থক্য অনেক আগেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সিড্রিক বেশ দশাসই আকৃতির, রোদে-জলে পোড়-খাওয়া রুক্ষ চেহারার মানুষ। এক মাথা না-আঁচড়ানো কালো চুল, আমুদে ফুর্তিবাজ স্বভাবের। দাড়ি-গোঁফ না কামানো অবস্থাতেই এয়ারপোর্ট থেকে এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন। আজকে বিচারসভায় উপস্থিত থাকার জন্যে যদিও দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু পোশাক-আশাক পালটায়নি। যে-পোশাক পরে এখানে এসেছেন, এখনও সেই একই পোশাক পরে আছেন। মনে হয় তাঁর এই একটা মাত্রই পোশাক। পুরোনো ছাইরঙা ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার, তাপ্পি লাগানো রোঁয়া ওঠা ঢিলেঢালা জ্যাকেট। দেখতে শুনতে একবারে জাত বাউণ্ডুলে, এবং এতেই যেন তাঁর গর্ব।

অপর পক্ষে তাঁর ভাই হ্যারল্ড যেন শহরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর প্রতিভূ, নামীদামি অনেক কোম্পানির ডিরেক্টরও তিনি। তাঁর সোজা হয়ে বসার ভঙ্গির মধ্যে একটা রাশভারী ভাব মিশে আছে। মাথার চুল কালো, তবে কপালের দিকে সবেমাত্র টাক পড়তে শুরু করেছে। নাকের নীচে ছোট্ট কালো গোঁফজোড়া। পোশাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত, ত্রুটিহীন। তাঁকে দেখলেই একজন সফল ব্যবসায়ী হিশেবে সহজে চিনে নেওয়া যায়।

তিনি এখন কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর ভাইয়ের দিকে তাকালেন।—সত্যিই...সিড্রিক, তোমার মুখ থেকে এ-ধরনের মন্তব্য আমরা কেউ আশাই করতে পারিনি!

ভুলটা কী বললাম এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না! আমাদেব গুদাম ঘরের মধ্যে থেকেই মৃতদেহটা উদ্ধার করা হয়েছে। সেটা ওখানে এলই বা কীভাবে?

খুব সম্ভবত বাইরের কেউ এসে দেহটা ওখানে রেখে গিয়েছিল। গুদাম ঘরের চাবি যে পাশেই আঙটার গায়ে ঝোলানো থাকত আশেপাশের অনেকেই নিশ্চয় তা জানত। তাই খুনির পক্ষে কাজটা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই জাতীয় অসতর্কতার জন্যে এবারে তাঁর গলায় রাগের ঝাঁজও ফুটে উঠল। এবং সে-ঝাঁজ এতই তীব্র যে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে এমাকে বলতে শোনা গেল— গতযুদ্ধের সময় থেকেই এটা চালু হয়েছিল। সেনাবাহিনীর লোকেরা ওখানে স্টোভ জ্বালিয়ে

কোকো তৈরি করত। তারপর থেকে চাবিটা দরজার পাশে হুকের গায়েই টাঙানো থাকত। গুদাম ঘরে দামি কোনও জিনিশপত্র না থাকায় আমরাও এই ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। তার ওপর এত বিশাল এলাকা দেখাশুনার জন্যে এখানে কাজের লোকও অনেক কম। হঠাৎ দরকার পড়লে চাবিটা যাতে হাতের কাছে পাওয়া যায়...

শেষের দিকে এমার কণ্ঠস্বরে অন্যমনস্কতার ছাপ ফুটে উঠল। যেন যান্ত্রিক ভঙ্গিতে কথাগুলো আওড়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

তাঁর দিকে তাকিয়ে সিড্রিক কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করলেন।—কী ব্যাপার...এমা? তোমাকে কেমন যেন চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে?

বিরক্তির সুরে হ্যারল্ড বললেন—এ-প্রশ্ন করার তোমার কি কোনও নৈতিক অধিকার আছে, সিড্রিক?

অবশ্যই আছে! রাদারফোর্ড হল-এর গুদাম ঘরে অজ্ঞাত পরিচয় এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। এটা যেন ভিকটোরিয়ান যুগের একটা শস্তা নাটকের ঘটনা। আর এই ঘটনায় এমা যে প্রচণ্ড রকম শক্ পেয়েছিল তাও আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না।

যদিও ওর মতো বিচক্ষণ মেয়ে খুব কমই পাওয়া যায়। তা হলে এখন ওকে এত বেশি চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? যা ঘটে গেছে তা নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করে লাভ কী? মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে মুছে ফেলাই তো ভালো। যে-কোনও গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করাব জন্যে আমাদের সারাক্ষণ তৈরি থাকতে হবে।

খুনের মত একটা ঘটনা এত সহজে মন থেকে মুছে ফেলা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।—হ্যারল্ডের গলায় তীব্র ব্যঙ্গের সুর।—ফ্রান্সের কাছাকাছি যে দ্বীপে তুমি বাস কর খুনটা সেখানে হয়তো খুবই শাদামাটা ব্যাপার, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এটা খুবই সাংঘাতিক ঘটনা হিশেবে গণ্য করা হয়।—একটু থেমে দ্বিগুণ ঝাঁজালো গলায তিনি আবার বললেন—আর সত্যিই সিড্রিক, যে পোশাকে তুমি আজ বিচার সভায হাজির হয়েছিলে....

আমার পোশাক আবার কী দোষ করল? এগুলো তো বেশ আরামদাযক।

কিন্তু সভ্যসমাজের উপযুক্ত নয।

সেক্ষেত্রে কী আর করা যাবে! বর্তমানে এই একটি মাত্র পোশাকই আমার সম্বল। দুঃসংবাদ পাওয়ামাত্র তড়িঘড়ি চলে এলাম, বাক্স-প্যাঁটরা গোছাবার ফুরসত পাইনি। তার ওপর আমি একজন চিত্রকর। চিত্রকররা আরামদায়ক পোশাক-আশাকই পছন্দ করে।

এখনও তুমি চিত্রকর হবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ?

শোনো...হ্যারল্ড, চিত্রকর হবার চেষ্টা চালাচ্ছি মানে তুমি কী বলতে চাও?

মি: উইমবর্ন কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে মৃদু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন।

এই মুহূর্তে এ-ধরনের আলোচনা খুবই অস্বস্তিকর।—ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে দুই ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। শেষে এমাকে উদ্দেশ করে বললেন—আমি

আর কীভাবে তোমাদের কাজে লাগতে পারি, সেটা আমার শহরে ফেরার আগেই তোমরা আমাকে জানাবে।

ভর্ৎসনায় কাজ হল। দুই ভাই নিজেদের ঝগড়া থামিয়ে বসে রইলেন স্থির হয়ে। এমা ক্র্যাকেনথর্প বললেন—আপনি যে হাজার কাজ ফেলে এখানে হাজির হয়েছেন সেটাই আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

না...না, আমি তো শুধু আমার কর্তব্যপালন করেছি। এই বিচারসভায় ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের তরফ থেকে একজন আইনজীবীর উপস্থিত থাকাটা বিশেষ জরুরি ছিল। ওই বাড়িতে ইনসপেকটরের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও করে রেখেছি। এই পরিস্থিতিটা যতই অস্বস্তিকর এবং বেদনাদায়ক হোক-না-কেন, আশা করছি দু'-চারদিনের মধ্যেই গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আসল ঘটনাটা কী ঘটেছিল আমি সেটা মনে মনে আঁচ করে নিতে পারছি। এমা বলেছে গুদামঘরের দরজার পাশেই একটা হুকের গায়ে চাবিটা টাঙানো থাকত। খবরটা নিশ্চয় আশেপাশের আর পাঁচজনের কাছেও অজানা ছিল না। শীতের সময় প্রেমিক-প্রেমিকারা এটা তাদের গোপন অভিসারের জায়গা হিশেব ব্যবহার করত। সেই সময় হয়তো কোনও এক প্রেমিক যুগলের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। রাগের মাথায় প্রেমিকটি তার প্রেমিকাকে খুন করে বসে। তারপর ছেলেটির হুঁশ হয়। ভয় পেয়ে সে মৃতদেহটাকে ওই শবাধারের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। সে ভেবেছিল ওই ভারী শবাধারটা কেউ কোনওদিন খুলে দেখতে যাবে না।

লুসি মনে মনে ভাবল, আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটা যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমে লোকের মনে এই রকম একটা ধারণারই সৃষ্টি হবে।

সিড্রিক বললেন—আপনি বলছেন প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনেই স্থানীয় বাসিন্দা। কিন্তু এখানকার কেউই তো মেয়েটিকে শনাক্ত করতে পারল না?

সময় এখনও চলে যায়নি। দু'-চারদিনের মধ্যেই কেউ-না-কেউ নিশ্চয় দেহটিকে শনাক্ত করতে এগিয়ে আসবে। আর একটা সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুরুষটি স্থানীয় লোক হলেও মেয়েটি হয়তো ব্র্যাকহ্যাম্পটনের অন্য কোনও অঞ্চল থেকে এখানে এসেছিল। এটা তো আর ছোটখাটো শহর নয়, এর আয়তন অনেক বিশাল। আর বিগত বিশ বছরের মধ্যে এখানকার লোকসংখ্যাও বেড়ে গেছে পিলপিল করে।

আমি যদি একজন মেয়ে হতাম, আর আমার প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসতাম, তা হলেও এমন বদ্ধ, ঠাণ্ডা একটা গুদামঘরের মধ্যে ঢুকতে কিছুতেই রাজি হতাম না।—নেতিবাচক মাথা নাড়তে নাড়তে সিড্রিক বললেন।—এর চেয়ে অন্ধকার সিনেমা হলে বসে প্রেম করা অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক। আপনারও কি তাই মনে হয় না, মিস আইলেসবরো?

এই জাতীয় অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তার এখন কি কোনও প্রয়োজন আছে?—আবার ফোঁস করে উঠলেন হ্যারল্ড।

বাগ্‌বিতণ্ডা আর বেশিদূর গড়াবার আগেই প্রমাণ সাইজের ডিমলার রাদারফোর্ড হল-এর মূল ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। একে একে গাড়ি থেকে নেমে এলেন সকলে।

।। ৮ ।।

লাইব্রেরি ঘরে ঢুকেই মি. উইমবর্নের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি ইনসপেকটর বেকনকে অতিক্রম করে তাঁর পাশে বসা সুঠাম সুদর্শন যুবা-পুরুষটির ওপর গিয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত চোখ মিটমিট কবলেন তিনি। ইতিপূর্বেই বেকনেব সঙ্গে তাঁর আলাপ-পবিচয় হযেছিল। কিন্তু যুবকটিকে তিনি এই প্রথম দেখছেন।

ইনসপেকটব বেকনই যুবকটিব সঙ্গে তাঁর পবিচয় কবিয়ে দিলেন।—ইনি হচ্ছেন নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইনসপেকটর ক্র্যাডক।

নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড...?—আপনা থেকেই মি. উইমবর্নের ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল।

এবারে ডারমট ক্র্যাডকই কথা শুরু করলেন। তাঁব বাচন-ভঙ্গিও স্বচ্ছ এবং সাবলীল।

এই মামলায় আমাদের সাহায্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে, মি. উইমবর্ন।—নরম সুরে তিনি বললেন।—আর যেহেতু আপনি ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের আইনগত দিকগুলোর দেখাশুনা করেন, তাই আপনাকে একটা গোপন খবর জানানো বিশেষ জরুরি বলে মনে করছি।

গোপন তথ্যের সামান্য একটু অংশ প্রকাশ করে সেটাকেই পুরো খবর হিশেবে প্রতিপন্ন করার মতো দক্ষতা একমাত্র ইনসপেকটর ক্র্যাডকই দেখাতে পারেন। এই বিষযে তাঁকে একজন মহাপুরুষ বলা চলে।

এখন ঘটনা হচ্ছে,—তিনি বললেন—এযাবৎ আমরা যে-সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ কবতে পেরেছি, তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় এই মৃত মহিলা এখানকার কোনও স্থানীয় বাসিন্দা নন। তিনি প্রথমে বিদেশ থেকে লণ্ডনে এসে পৌঁছোন। ঠিক কোত্থেকে এসেছিলেন সে-বিষয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত হওযা না গেলেও, দেশটা ফ্রান্স বলেই অনুমান করা হচ্ছে। প্রথমে ফ্রান্স থেকে লণ্ডন, এবং পরে লণ্ডন থেকে এখানে আসার পথে মহিলাকে অজ্ঞাত-পরিচয় আততায়ীর হাতে খুন হতে হয।

আবার উইমবর্নের ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল।—তাই নাকি?—বিড়বিড় করলেন তিনি।—সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা!

এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার।—মাথা নেড়ে সায় দিলেন বেকন।—চিফ কনস্টেবল মনে করেন, এই জাতীয় জটিল মামলার সমাধান করতে হলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্যটা খুবই জরুরি।

আমি শুধু আশা করব,—বিরস কণ্ঠে উইমবর্ন বললেন—যত দ্রুত সম্ভব এই রহস্যেব জট খুলে যাক। কেননা, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই বিশ্রী ঘটনাটা গোটা ক্র্যাকেনথর্প পরিবাবেব কাছে কী দারুণ মর্মপীড়ার কারণ হয়ে

দাঁড়িয়েছে? যদিও ব্যক্তিগতভাবে পরিবারের কেউ-ই এই অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। পাকেচক্রে ওঁরা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন।

দম নেবার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড থামলেন মি. উইমবর্ন। কিন্তু ই-সপেকটর ক্র্যাডক যেন খেই ধরার জন্যে আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিলেন।

তা তো বটেই! নিজের ভূ-সম্পত্তির মধ্যে অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়াটা কিছুতেই স্বস্তিদায়ক হতে পারে না। এ-সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাদা-আলাদাভাবে আমাকে কথাবার্তা বলতে হবে। আমি অবশ্য যতটা সংক্ষেপে সম্ভব এই পাটটা চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করব।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...

এ-প্রসঙ্গে আমার কাছে তাঁদের আর নতুন করে কী বলার আছে, তাই তো? এই কথাই তো বলতে চান আপনি? সম্ভবত সে-ধরনের কিছুই হয়তো বলার নেই...তবে আগে থেকে তো একটা ধারণা করে বসা উচিত নয়। তা ছাড়া তাঁরা যা বলবেন তার বেশিরভাগ খবরই আমি হয়তো আপনার কাছ থেকে পেয়ে যেতে পারি। যেমন, এই বাড়ি এবং ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের ইতিবৃত্ত... এবং অজ্ঞাত পরিচয় এক বিদেশিনী মহিলার এখানে এসে নিহত হবার পেছনে কী কী সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে, নিশ্চয় তার একটা ফিরিস্তিও চান আপনি?

হ্যাঁ, এটা একটা কথা বটে!—ক্র্যাডক ঘাড় দোলালেন।—মহিলা এখানে এলেন কেন? কোনও সময় কি এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল? তিনি কি আগে এখানে পরিচারিকার কাজ করতেন, অথবা কোনও মহিলার সহকারী হিশেবে নিযুক্ত ছিলেন? রাদারফোর্ড হল-এর প্রাক্তন কোনও বাসিন্দার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়েও তিনি হয়তো এখানে এসে হাজির হতে পারেন?

মি. উইমবর্ন শীতল সুরে বললেন—আঠারোশো চুরাশি খৃষ্টাব্দে জোশিয়া ক্র্যাকেনথর্প এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁরাই এই বিশাল সম্পত্তির মালিক।

এই ইতিহাসটা নিজে থেকেই খুব চিত্তাকর্ষক।—মন্তব্য করলেন ক্র্যাডক। —সংক্ষেপে যদি আমাকে সেটা খুলে বলেন...

ইতিহাস বলতে খুব সামান্যই।—মি. উইমবর্ন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন।

সুস্বাদু চকোলেট, মুখরোচক বিস্কুট, ভিনিগার, নানা ধরনের সস্ ইত্যাদি তৈরির একটা কারখানা স্থাপন করেন তিনি। এই ব্যবসায় তাঁর লাভও হয় প্রচুর। সেই লাভের টাকাতেই তিনি এই বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। এই বাড়িটা তিনিই তৈরি করেছিলেন। তাঁর বড় ছেলে লুথার ক্র্যাকেনথর্প এখন এখানে বাস করছেন।

আর অন্য ছেলেরা?

হেনরি নামে ওরও এক ছেলে ছিল তাঁর। উনিশশো এগারো সালে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি অকালে প্রাণ হারান।

এখন যিনি বাস করছেন, তিনি কি কখনও এই বাড়িটা বিক্রি করার কথা ভাবেননি?

তাঁর সে ক্ষমতা ছিল না।—আইনজীবী শুকনো হাসি হাসলেন।—তাঁর স্বর্গত পিতাই উইল করে সে-ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

উইলের শর্তগুলো কী ছিল?

সেটা তো আমি আপনাকে বলতে বাধ্য নই।

তা আমি জানি।—ইনসপেকটরের ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। —তবে ইচ্ছে করলে আমি নিজে গিয়ে সমারসেট হাউস থেকে সবকিছু স্বচক্ষে দেখে আসতে পারি।

নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই গোমড়ামুখে দেঁতো হাসি হাসতে হল মি. উইমবর্নকে। —আপনি ঠিকই বলেছেন, ইনসপেকটর। তবে বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক বলেই আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম। স্বগর্ত জোশিয়া ক্র্যাকেনথর্পের উইলের মধ্যে কোনও রহস্য লুকিয়ে নেই। তিনি তাঁর বিশাল বিষয়-সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব ট্রাস্টির হাতে দিয়ে গেছেন। তাঁর বিষয়-আশয় থেকে যে-লাভ হবে সেটা তাঁর বড় ছেলে লুথার পাবেন। লুথার মারা গেলে তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তখন এর অংশীদার হবেন এডমণ্ড. সিড্রিক, হ্যারল্ড, অ্যালফ্রেড. এমা এবং এডিথ। এর মধ্যে এডমণ্ড গত যুদ্ধে মারা গেছেন, এডিথও গত হয়েছেন......তা প্রায় চার বছর হতে চলল। এখন এই সম্পত্তি ভাগ হবে সিড্রিক, হ্যারল্ড, অ্যালফ্রেড, এমা এবং এডিথের ছেলে আলেকজাণ্ডার ইস্টলের মধ্যে।

আর এই বাড়িটা?

বাড়িটা পাবেন লুথার ক্র্যাকেনথর্পের জীবিত সন্তানদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, অথবা তার পুত্র বা কন্যা।

এডমণ্ড ক্র্যাকেনথর্প কি বিয়ে করেছিলেন?

না।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে...

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র...সিড্রিক।

মি. লুথার ক্র্যাকেনথর্প নিজে এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী নন?

না।

পারিবারিক মূলধনের ওপরও তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই?

না।

ব্যাপারটা কি কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয় না?—প্রশ্ন করলেন ইনসপেকটর ক্র্যাডক।—ব্যবস্থাপত্র দেখে এই ধারণাই জন্মায় যে তাঁর বাবা তাঁকে পুরোপুরি পছন্দ করতেন না?

আপনার অনুমান সঠিক!—ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মি. উইমবর্ন।—পারিবারিক ব্যবসার দিকে বড় ছেলের কোনও মনোযোগ নেই দেখে জোশিয়া খুব হতাশ

হয়েছিলেন। শুধু পারিবারিক ব্যবসা কেন, অন্য কোনও ব্যবসার দিকেও লুথারের কোনও ঝোঁক ছিল না। তিনি শুধু দেশবিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে, আর নানান ধরনের উদ্ভট সব জিনিশপত্র সংগ্রহ করে সময় কাটাতেন। সেই সমস্ত জিনিশগুলোর ওপর একটুও দরদ ছিল না বৃদ্ধ জোশিয়ার। তাই তিনি পরবর্তী বংশধরদের সুখ-সুবিধের জন্যে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ট্রাস্টের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু বাবার জীবদ্দশায় এই সম্পত্তির আয়ে নাতি-নাতনিদের কোনও অধিকার ছিল না। এ-ব্যাপারে বাবার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত তাঁদের। অথবা নিজেদের আয়ের ওপর নির্ভর করে দিন কাটাতে বাধ্য হতেন।

আপনার অনুমানই সঠিক। যদিও অজ্ঞাত-পরিচয় এক বিদেশিনীর খুনের সঙ্গে এ-সব প্রশ্নের কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না!

সম্পর্ক আছে বলে আমিও মনে করি না।—চটপট জবাব দিলেন ইনসপেকটর ক্র্যাডক।—আমি শুধু যাবতীয় তথ্যের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকতে চাই।

মি. উইমবর্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তরুণ ইনসপেকটরের আপাদ-মস্তক জরিপ করে নিলেন। এবারে যেন তাঁকে কিছুটা সন্তুষ্ট মনে হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

এবারে আমাকে লণ্ডনের দিকে রওনা দিতে হবে।—পর্যায়ক্রমে দু'জনের দিকেই ফিরে তাকালেন তিনি।—আপনাদের যদি আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে...

না...না, আর আপনার সময় নষ্ট করব না।—ক্র্যাডকের গলায় বিনয়ের সুর।—অজস্র ধন্যবাদ, স্যার।

হলঘরের বাইরে থেকে গুরুগম্ভীর ঘণ্টার আওয়াজ সঙ্গীতের সুরের মতো শোনাল।

ওহো...অনেক বেলা হয়ে গেল।—হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মি. উইমবর্ন মন্তব্য করলেন।—ছেলেদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় লাঞ্চের ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

বাড়ির সকলকে নির্বিঘ্নে লাঞ্চ সারতে দেবার জন্যে আমরা এখন বিদায় নেব। তবে দু'জনেই আবার ফিরে আসব।...এই ধরুন সওয়া দুটো নাগাদ। পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাদা করে একবার কথা বলা দরকার।

আপনারা কি মনে করেন. সত্যিই সেটা বিশেষ জরুরি?

হ্যাঁ...মানে,—ক্র্যাডক কাঁধ ঝাঁকালেন,—অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো ব্যাপার। বাস্তবে হয়তো তেমন কিছু ঘটবে না, তবে সবদিক থেকেই আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারুর মনে এমন কোনও ঘটনার কথা উদয় হতে পারে, যার সাহায্যে এই মৃত মহিলার প্রকৃত পরিচয় আমরা খুঁজে বের করতে পারি।

এই ব্যাপারে আমার কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে, ইনসপেকটর। নতুন কোনও সূত্রের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তবু কামনা করি, আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক। তা ছাড়া আগেই জানিয়েছি, এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

হাত বাড়িয়ে দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে দ্রুতপায়ে লাইব্রেরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বিচার সভা থেকে ফিরে সোজা কিচেনে গিয়ে ঢুকেছিল লুসি। গোটা পরিবারের লাঞ্চের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব একা ওর ঘাড়ে। হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে ব্রায়ান ইস্টলে মুখ বাড়ালেন।

আমি কি কোনওভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?—জানতে চাইলেন ব্রায়ান।—এ বাড়ির ঘাঁতঘোঁত সবই আমি জানি।

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে লুসি ফিরে তাকাল। নিজের ছোট গাড়ি চালিয়ে ব্রায়ান বিচারসভা থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন। এখনও সবার সঙ্গে ঠিকমতো কথাবার্তা বলে উঠতে পারেননি।

ভদ্রলোককে বেশ পছন্দসই মনে হল লুসির। বয়স তিরিশের কিছু বেশি। মাথার চুল বাদামি। বেদনাভরা নীল চোখের তারা। ঠোঁটের নীচে একজোড়া পুরুষালি গোঁফ।

ছেলেদুটো এখনও ফেরেনি।—ভেতরে ঢুকে কিচেন-টেবিলের ধার ঘেঁষে বসতে-বসতে তিনি বললেন—বাইসাইকেলে এখানে পৌঁছোতে কমপক্ষে আরও মিনিট কুড়ি সময় লাগবে ওদের।

লুসি হাসল।—ওদের কৌতূহলের অন্ত নেই। একটা জিনিসও ওরা নজর এড়িয়ে যেতে দেবে না।

এজন্যে ছেলেদুটোকে দোষ দেওয়া যায় না। অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ওদের জীবনে এই প্রথম। এবং সত্যি বলতে কী, এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই বেওয়ারিশ লাশটার খোঁজ পাওয়া গেছে।...আজকের লাঞ্চের আইটেম কী কী?

ইয়র্কশায়ার পুডিং আর রোস্ট বিফ।

বাঃ...চমৎকার! নাম শুনেই আমার পেটের খিদে চাগিয়ে উঠতে চাইছে।

আপনি হয়তো নিজের হাতে কোনওদিন রান্না করে খাননি?

প্রায়ই আমার রান্না আমাকে নিজে করে নিতে হয়, তবে আইটেমগুলো কখনও এত জাঁদরেল হয় না। ডিম সেদ্ধ করা, নুনে জরানো শুয়োরের মাংস সেদ্ধ করে নেওয়া, মাছ বা মাংসের ফালি আগুনে ঝলসানো—এই ধরনের টুকিটাকি খাবার-দাবার আমি বানিয়ে নিতে পারি। এর সঙ্গে বাজার থেকে কেনা টিনের কৌটোর সূপ তো আছেই।

আপনি কি লণ্ডনেই বাস করেন?

একে যদি বাস করা বা বেঁচে থাকা বলে, তবে তাই!—ব্রায়ানের গলায় নৈরাশ্যের সুর ঝরে পড়ল।—আপনাকে দেখে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির কিচেনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন অবশ্য আমি নিতান্তই একজন বালক মাত্র।

লুসি আবার ব্রায়ন ইস্টলের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। আগে ভেবেছিল ভদ্রলোকের বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশের মধ্যে, এখন বুঝতে পারল তার চেয়ে অনেক বেশি। চল্লিশ না পেরোলেও তার আশেপাশে তো বটেই। বিষাদগ্রস্ত চেহারার এই ভদ্রলোককে আলেকজাণ্ডারের বাবা হিশেবে ভাবতে কষ্ট হয়। ছেলেবেলায় দেখা কম বয়সী অনেক পাইলটের মুখ ওর মনে পড়ল। তখন লুসির বয়স তেরো কি চোদ্দ। যুদ্ধের পরেই ওর বোধবুদ্ধি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রায়ানকে দেখে মনে হয় তাঁর বয়সটাই শুধু বেড়েছে, মানসিক দিক থেকে তিনি সেই আগের মতোই রয়ে গেছেন। প্রথম যৌবনে ভদ্রলোক যে দ্রুতগামী যুদ্ধ-বিমানের পাইলট ছিলেন, সে-কথাও লুসি এমার মুখে শুনেছে।

আপনি তো আমাব স্ত্রী এডিকে দেখেননি? অবশ্য কী করেই বা দেখবেন? এদের সবার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল সে। একবারে টাটকা তাজা ফুলের মতো। এডির ধারণা ছিল, ওর বাবার মাথায় ছিট আছে। বৃদ্ধকে তো·আপনি দেখেছেন? এমন কঞ্জুস লোক সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা কথা তিনি ভেবে দেখেন না, টাকা-কড়ি কি কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে! তাঁব মৃত্যুর পর সমস্তটাই তো ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। এডির অংশটা অবশ্য আলেকজাণ্ডার পাবে। যদিও একুশ বছর বয়স হবার আগে ও সে-সম্পত্তিতে হাত ছোঁয়াতে পারবে না।

ঠিক তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে আলেকজাণ্ডার এবং স্টোডার্ট-ওয়েস্ট সেখানে এসে হাজির হল।

বাবা, তুমি এখানে? মিস লুসির রান্নার হাত কিন্তু দারুণ! একবার খেলে জীবনে ভোলা যায় না!

আলেকজাণ্ডারকে থামিয়ে দিয়ে লুসি বলল—এত প্রশংসায় কাজ নেই। তুমি বরং দৌড়ে গিয়ে লাঞ্চের ঘণ্টা বাজিয়ে দাও। আমার সব রেডি হয়ে গেছে। ...জেমস, তুমি এই ট্রে-টা ডাইনিং-রুমে নিয়ে যাও। মি. ইস্টলে, আপনিও হাত লাগান। আলু সেদ্ধ আর ইয়র্কশায়ার পুডিংয়ের দায়িত্বটা আমি নিজে নিচ্ছি।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একজন এখানে এসেছেন।—আলেকজাণ্ডার বলল। —তিনিও কি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ সারবেন?

সে-ব্যাপারে তোমার মাসিমণি যা ঠিক করবেন তাই হবে।

মাসিমণি যে কিছু মনে করবেন না তা আমি বেশ ভালোই জানি। তিনি খুবই অতিথিপরায়ণ। আমার দুশ্চিন্তা শুধু হ্যারল্ড মামাকে নিয়ে। এই খুনের ঘটনাটা তাঁর কাছে ভীষণ রকম অস্বস্তিকর।—একটা ট্রে হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় আরও একটা খবর শোনাল আলেকজাণ্ডার। —লাইব্রেরিতে বসে মি. উইমবর্ন এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনসপেকটরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তবে তিনি লাঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করবেন না, এক্ষুনি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছেন।

এমা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে দেখলেন মি. উইমবর্ন হলঘরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে দস্তানা পরছেন।

আপনি কি সত্যিই আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে যেতে পারবেন না, মি. উইমবর্ণ? সব কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে।

না, আমার হাতে সময় খুব কম। লণ্ডনে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ট্রেনের ডাইনিংকারেই আমি আজ লাঞ্চ সেরে নেব।

এত ঝামেলা সত্ত্বেও আপনি যে শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে পেরেছেন, সেজন্যে সত্যিই আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পুলিশ অফিসার দু'জন লাইব্রেরি হল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

এমার একটা হাত ধরলেন মি. উইমবর্ন।—দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, মিস ক্র্যাকেনথর্প—সাহস জোগাবার ভঙ্গিতে তিনি বললেন।—ইনি ডিটেকটিভ ইনসপেকটর ক্র্যাডক। এই মামলার তদন্ত করতে নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এখানে এসেছেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে সওয়া দুটো নাগাদ এঁরা আবার এখানে ফিরে আসবেন। তবে আগেই বললাম, এ-নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।—শেষে তিনি ক্র্যাডকের দিকে ফিরে তাকালেন।—আমাকে যা বলেছেন, সেই খবরটা কি আমি মিস ক্র্যাকেনথর্পকে জানাতে পারি?

হ্যাঁ...স্যার, অবশ্যই পারেন।

ইনসপেকটর ক্র্যাডক এইমাত্র আমাকে জানিয়েছেন, এটা স্থানীয় অপরাধ নয়। যে-মহিলার মৃতদেহ এখানে পাওয়া গেছে তিনি লণ্ডন থেকে এসেছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি বিদেশ থেকে লণ্ডনে হাজির হয়েছিলেন।

এমার গলা চিরে একটা আর্তস্বর উঠে এল।—বিদেশিনী? ফরাসি নন তো?

মি. উইমবর্ন এতক্ষণ ভরসা দেবার ভঙ্গিতেই কথা বলছিলেন। এমার মন্তব্যে এবার তিনিও খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন। ডারমট ক্র্যাডকের অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি তাঁর মুখ থেকে দ্রুত সরে গিয়ে এমার মুখের ওপর পড়ল।

একটা চিন্তাই ক্র্যাডকের মাথার মধ্যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করল। মিস ক্র্যাকেনথর্পের মনে হঠাৎ করে এমন একটা ধারণার উদয় হল কেন যে, মৃত মহিলা জাতে ফরাসি? তা ছাড়া তাঁকে এত বিচলিত দেখাবারই বা কারণ কী?

।। ৯ ।।

দুই কিশোর ছাড়া লুসির হাতে তৈরি চমৎকার লাঞ্চের যিনি যোগ্য সম্মান দিলেন তিনি হচ্ছেন সিড্রিক ক্র্যাকেনথর্প। এমন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্যেই নিতান্ত বাধ্য হয়ে আজ তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে হয়েছে। যদিও ঘটনাটা তাঁর ওপর লেশমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি। গোটা ব্যাপারটাই ভীতিপূর্ণ অশুভ এক ঠাট্টা বলে মনে হল তাঁর কাছে।

লুসি লক্ষ করল, সিড্রিকের এই জাতীয় ধ্যান-ধারণা তাঁর ভাই হ্যারল্ড আদৌ বরদাস্ত করতে পারছেন না। তিনি মনে করেন এই ঘটনাটা সমগ্র ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের মান-সম্মান একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এর ফলে তাঁর বুকের

মধ্যে এত বেশি ক্রোধের সঞ্চার হল যে এতসব সুস্বাদু আহার্যবস্তুর সামনে বসেও বিশেষ কিছু মুখে তুলতে পারলেন না। এমাকেও যথেষ্ট চিন্তিত আর অখুশি দেখাল। তিনিও খুব কম খেলেন। অ্যালফ্রেড নিজের চিন্তায় বিভোর, লাঞ্চ টেবিলে বসে প্রায় কোনও কথাই বললেন না। তিনি অবশ্য যথেষ্ট সুদর্শন, রং হালকা বাদামি। তবে চোখদুটোর অবস্থান যেন একটু বেশি কাছাকাছি।

লাঞ্চের পর দু'জন পুলিশ অফিসারই আবার রাদারফোর্ড হল-এ হাজির হলেন। যথেষ্ট শান্ত-সংযত ভঙ্গিতে প্রথমে সিড্রিক ক্র্যাকেনথর্পকে ডেকে পাঠালেন তাঁরা। ইনসপেকটর ক্র্যাডকের হাবভাব, চালচলন সবই বেশ হাসিখুশি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ।

সামনে একটা খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—বসুন মি: ক্র্যাকেনথর্প। খবর পেলাম, ভূমধ্যসাগরের ব্যালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে আপনাকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। বর্তমানে আপনি তো সেখানেই থাকেন?

গত ছ'বছর ধরে আছি। এখন যে-দ্বীপে বাস করি তার নাম ইভিজা। এই বিষণ্ণ নিরানন্দ দেশের চেয়ে ওই জায়গাটা আমার পক্ষে অনেক বেশি উপযুক্ত বলে মনে হয়।

আমাদের এই দেশের চেয়ে ওখানে সূর্যের আলো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। —ক্র্যাডকও ঘাড় নেড়ে সে-কথা স্বীকার করলেন।—সামান্য কিছুদিন আগে ক্রিস্‌মাসের সময় তো আপনি এখানে এসেছিলেন? তা হলে এত তাড়াতাড়ি আপনাকে আবার ফিরে আসতে হল কেন?

সিড্রিক দেঁতো হাসি হাসলেন।—আমার বোন এমার কাছ থেকে একটা জরুরি তার পেলাম। আমাদের এই বাগান বাড়ির মধ্যে আগে কখনও খুনখারাপি ঘটে-নি। ব্যাপারটা আমাকে যথেষ্ট কৌতূহলী করে তুলল, তাই সটান এখানে চলে এলাম।

আপনি কি অপরাধতত্ত্বে আগ্রহী?

ওহো...না, এত পরিশীলিত শব্দ প্রয়োগের কোনও দরকার নেই। আসলে খুন, রহস্য, এসব আমি ভালোবসি। এ-ধরনের একটা রহস্য নিজে থেকে আমাদের বাড়ির দরজায় এসে হাজির হয়েছে, এমন ঘটনা জীবনে ক'বার ঘটে? তা ছাড়া ভাবলাম এমারও এখন সাহায্যের দরকার। আমাদের বৃদ্ধ বাবা, পুলিশের ঝক্কি-ঝামেলা সবকিছু একা হাতে সামলাতে হলে হিমশিম খেয়ে যাবে বেচারি!

এখন বুঝতে পারছি। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব এবং পারিবারিক কর্তব্যবোধই আপনার এখানে এসে হাজির হবার মূল কারণ। এর ফলে আপনার বোন যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন তাতেও আমার কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য তাঁর অপর দুই ভাইও এখন তাঁদের বোনের সঙ্গে আছেন।

কিন্তু ওকে প্রফুল্ল রাখা বা স্বস্তি দেবার উদ্দেশ্যে ওরা এখানে হাজির হয়নি। —সিড্রিক মন্তব্য করলেন।—হ্যারল্ড নিজেই তো সাংঘাতিক রকম বিব্রত হয়ে পড়েছে। বিতর্কমূলক একজন স্ত্রীলোকের খুনের ঘটনার সঙ্গে শহরের গণ্যমান্য

লোকেরা সহজে নিজেদের জড়াতে দিতে চায় না। এটা নাকি ওদের পক্ষে খুবই সম্মান হানিকর ব্যাপার।

ক্র্যাডক ধীরে ধীরে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।—নিহত মহিলা সত্যিই কি খুব বিতর্কিত চরিত্রের ছিলেন?

এই জাতীয় খবরাখবর সংগ্রহের ব্যাপারে আপনারাই তো স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। বাইরে থেকে দেখে আমার যা মনে হয়েছে আমি শুধু সেটাই বললাম।

আমি ভেবেছিলাম, ইতিমধ্যে আপনি হয়তো স্ত্রীলোকটির প্রকৃত পরিচয় আঁচ করতে পেরেছেন।

শুনুন...ইনসপেকটর, আপনি নিশ্চয় জানেন, কিংবা আপনার সহকর্মীরা খুব সম্ভবত আপনাকে জানিয়ে থাকবেন, এই মহিলাকে শনাক্ত করতে আমি পারিনি।

আমি শুধু অনুমান বা ধারণার কথা বলছিলাম, মি. ক্র্যাকনথর্প। স্ত্রীলোকটিকে আপনি হয়তো আগে কখনও চাক্ষুষ দেখেননি, কিন্তু তিনি কে হতে পারেন সে-সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা তো আপনার মনে জাগতে পারে?

সিড্রিক জোরে মাথা ঝাঁকালেন।—আপনি ভুল দরজায় কড়া নাড়ছেন। এ-ব্যাপারে আমার নিজের কোনও ধারণাই নেই। আমার মনে হয়েছিল, আমাদের পরিবারের কারুর সঙ্গে গোপনে মিলিত হবার জন্যেই তিনি ওই গুদামঘরে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ-ই এখানে থাকি না। থাকার মধ্যে শুধু এমা, আর আমার বৃদ্ধ, অথর্ব বাবা। আপনি নিশ্চয় মনে করেন না যে, আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মহিলা এখানে এসেছিলেন?

আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে...এবং ইনসপেকটর বেকনও আমার সঙ্গে একমত যে, অতীতে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে হয়তো এ বাড়ির কোনও সম্পর্ক ছিল। সেটা আজ থেকে বহু বছর আগেও হতে পারে। আপনি একটু মন দিয়ে পুরোনো দিনগুলোর কথা স্মরণ করার চেষ্টা করুন, মি. ক্র্যাকেনথর্প।

দু'-এক মিনিট চিন্তা করলেন সিড্রিক, তারপর নেতিবাচক মাথা নাড়লেন।

ঘর-সংসারের কাজে সাহায্যের জন্যে সময় সময় বিদেশী মহিলাও আমরা নিযুক্ত করেছিলাম, তবে বর্তমান ঘটনার সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি বরং এ-ব্যাপারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জিজ্ঞেস করুন, আমার চেয়ে তারা অনেক বেশি খবর রাখে।

হ্যাঁ...অবশ্যই, প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করব। —বেকন জানালেন।

ক্র্যাডক নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন।—করোনারের বিচার সভায় আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন, সরকারি ডাক্তার মৃত্যুর যে-সময় নির্ধারণ করেছেন সেটা খুব একটা সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি বলেছেন, কমপক্ষে দু'হপ্তা আগে, কিন্তু চার হপ্তার মধ্যে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, ক্রিস্‌মাস বা তার কাছাকাছি কোনও সময়ে স্ত্রীলোকটিকে খুন করা হয়েছিল। আপনি আমাদের জানিয়েছেন, ক্রিস্‌মাসের

দিনগুলো আপনি এখানে পরিবারের আর সকলের সঙ্গে কাটিয়েছেন। কবে আপনি ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছোন, আর কবেই বা ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যান?

মনে মনে চিন্তা করলেন সিড্রিক।—দাঁড়ান, একটু ভাবতে দিন।...আমি প্লেন ধরে সোজা লণ্ডনে এসে পৌঁছেছিলাম।...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ক্রিস্‌মাসের ঠিক আগের শনিবার। তারিখটা হচ্ছে একুশে ডিসেম্বর।

আপনি তা হলে মেজরকায় প্লেন ধরেছিলেন?

হ্যাঁ। ভোর পাঁচটায় প্লেন ছেড়েছিল। বারোটা নাগাদ লণ্ডনে পৌঁছেছিলাম।

আর কবে ফিরে যান?

পরের শুক্রবার, সাতাশ তারিখে।

ধন্যবাদ।

সিড্রিক দাঁত বের করে হাসলেন।—দুর্ভাগ্যবশত আমিও ওই নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। তবে বিশ্বাস করুন...ইনসপেকটর, শ্বাসরোধ করে কোনও মহিলাকে খুন করাটা আমি ক্রিস্‌মাসের প্রিয় মজা বলে মনে করি না।

সেটা খুবই শুভ লক্ষণ, মি. ক্র্যাকেনথর্প।—ক্র্যাডক ঘাড় দোলালেন।—এবারে আপনি যেতে পারেন। আপাতত আপনার কাছে আমাদের আর কোনও জিজ্ঞাস্য নেই।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে কী বুঝলেন?—সিড্রিক ঘর ছেড়ে বিদায় নেবার পর বেকনকে প্রশ্ন করলেন ইনসপেকটর ক্র্যাডক।

বেকনের গলায় বিরক্তির সুর।—খুব ডাঁটিয়াল, সবজান্তা গোছের।—তিনি বললেন।—আমি নিজে এই জাতীয় মানুষদের আদৌ পছন্দ করি না। সাধারণভাবে এই সমস্ত শিল্পীরা খুব অসংযত জীবন-যাপন করেন। এঁদের সঙ্গে খারাপ মেয়েদের যোগাযোগ থাকাটা মোটেই বিচিত্র নয়।

ক্র্যাডক মৃদু হাসলেন।

তা ছাড়া ভদ্রলোকের পোশাক-আশাকও সভ্য সমাজের উপযোগী নয়।—ব্যাজার মুখে বলে চললেন বেকন।—বিচারসভায় ওই ধরনের নোংরা ট্রাউজার পরে যেতে আমি জীবনে আর কাউকে দেখিনি। গলার টাইয়েরই বা কী ছিরি! যেন মনে হয় রংবেরঙের সুতো দিয়ে তৈরি একটা ব্যাগ ঝুলছে। আমার মতে, সিড্রিকের মতো লোকেরা কোনও মহিলাকে গলা টিপে খুন করতে একটুও ইতস্তত করবে না।

তবে মেজরকা থেকে একুশে ডিসেম্বর রওনা হলে সিড্রিকের পক্ষে এই মহিলাকে খুন করা সম্ভব নয়। আমরা খুব সহজেই এই বিষয়টা অনুসন্ধান করে জেনে নিতে পারি।

বেকন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্র্যাডকের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।—আমি লক্ষ করে দেখছি, খুনটা ঠিক কোন তারিখে ঘটেছিল সে-সম্পর্কে আপনি কোনও আভাস-ইঙ্গিতও দিচ্ছেন না।

না, আপাতত এই বিষয়টা আমরা অন্ধকারে রাখতে চাই। তদন্ত শুরুর প্রথম দিকে আমি আমার আস্তিনের নীচে কিছু একটা লুকিয়ে রাখাই বেশি পছন্দ করি।

পূর্ণ সমর্থনের ভঙ্গিতে বেকন ঘাড় দোলালেন।—এবং সুযোগ বুঝে প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি বেকুব বানিয়ে দেওয়া...হ্যাঁ, আপনার এই মতলবটা অবশ্য খুবই চমৎকার...

এখন আমরা,—ক্র্যাডক বললেন—আমাদের গণ্যমান্য শহুরে ভদ্রলোকের কথা শুনব। এ-ব্যাপারে তাঁর নিজের কী বক্তব্য সেটা জানা দরকার।

হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্প বেশ চাপা স্বভাবের মানুষ। বিশেষ কিছু বলারও ছিল না তাঁর। খুবই অপ্রীতিকর...খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, এই একই ভাঙা রেকর্ড বারবার আওড়ে চললেন তিনি। পত্রিকাওয়ালাদের ভয়ে তিনি সারাক্ষণ কণ্টকিত হয়ে আছে, এবং রিপোর্টাররাও যে তাঁর ইণ্টারভিউয়ের জন্যে সারাক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সে কথাও জানাতে ভুললেন না। গোটা ব্যাপারটাই ক্রমশ তাঁর কাছে দারুণ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ছাড়াছাড়া ভাবে কথা বলতে-বলতে হ্যারল্ড এমন ভঙ্গিতে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন, যেন একটা বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ চারদিক থেকে তাঁকে আবৃত করে রেখেছে। ইনসপেকটর অনেক খোঁচাখুঁচি করেও তাঁর পেট থেকে নতুন কোনও কথা বের করতে পারলেন না। নিহত মহিলা কে, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই ভদ্রলোকের। হ্যাঁ, ক্রিস্‌মাসের সময় তিনি এখানে এসেছিলেন। তবে হাতে অনেক কাজ জমে থাকার দরুন চব্বিশে ডিসেম্বর সন্ধেবেলা রাদারফোর্ড হল-এ এসে পৌঁছোন। অবশ্য ক্রিস্‌মাসের পরে গোটা হপ্তাটা এই বাড়িতেই কাটিয়ে তারপর লণ্ডনে ফেরেন।

ক্র্যাডক বুঝতে পারলেন হ্যারল্ডের সঙ্গে আর বেশি কথা বলে লাভ নেই। তাই তিনি তাঁকে বিদায় দিয়ে অ্যালফ্রেডের খোঁজ করলেন। ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন অ্যালফ্রেড, তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। তবে এই নির্বিকার ভঙ্গিটা যে জোর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেটা বুঝে নিতে তাঁদের কোনও অসুবিধে হল না।

অ্যালফ্রেডের দিকে তাকিয়ে ক্র্যাডকের মনে হল, ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের এই সদস্যটিকে তিনি যেন আগে কোথাও দেখেছেন। ভদ্রলোকের মুখটা তাঁর খুব চেনা-চেনা ঠেকল। তিনি কি কোনও পত্রিকায় অ্যালফ্রেডের ছবি দেখেছিলেন? অবশ্য যেখানেই দেখুন না কেন, তার সঙ্গে একটা কলঙ্কিত অধ্যায়ও জড়িত ছিল। অ্যালফ্রেডের পেশার বিষয়ে প্রশ্ন করে যা উত্তর পেলেন সেটাও খুব ভাসা-ভাসা।

সম্প্রতি আমি ইন্সিওরেন্সের কাজ করি। এর আগে আমি নতুন ধরনের এক কথা-বলা যন্ত্র বাজারে ছেড়েছিলাম। জিনিশটার কাটতিও হয়েছিল বেশ প্রচুর। এটা একটা বৈপ্লবিক আবিষ্কার বলা চলে। জনসাধারণের মধ্যেও রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল।

ইনসপেকটর ক্র্যাডক সপ্রশংস দৃষ্টিতে অ্যালফ্রেডের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, তিনি ভদ্রলোকের বাইরের ঠাট-বাটটাই খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন। নিজেকে চটপটে, সপ্রতিভ প্রতিপন্ন করার জন্যে বেশ ফিটফাট হয়েই হাজির হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর পরনের স্যুটটা যে খুবই শস্তা, খেলো ধরনের একটু নজর দিয়ে দেখলেই সেটা বুঝতে পারা যায়। সিড্রিকের

পোশাক-পরিচ্ছদ তাপ্পিমারা, রোঁয়াওঠা হলেও এককালে সেগুলো বেশ দামিই ছিল। বনেদি দরজির হাতের ছাপও আছে তার মধ্যে। অ্যালফ্রেডের সবটাই লোক-দেখানো ব্যাপার। ভদ্রলোকের পোশাক-আশাকের মধ্যে দিয়েই আসল লোকটিকে চিনে নেওয়া যায়। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই তিনি ক্র্যাডকের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলেন। তাঁর কথার সুরে কিছুটা কৌতুকের ভাবও মিশে ছিল।

হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্যি হলেও হতে পারে। অতীতে কোনও সময় স্ত্রীলোকটি হয়তো এখানে ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন, যদিও নির্দিষ্ট কোনও মহিলার সহচরী হিশেবে কাউকে কখনও এখানে নিয়োগ করা হয়নি। অবশ্য ইদানীং অনেক বিদেশী মহিলাই কাজের খোঁজে এসব অঞ্চলে এসে থাকেন। পোল্যাণ্ডের একজন মহিলা এখানে কিছুদিন কাজ করে গেছেন, বদমেজাজি জার্মান তরুণীও ছিলেন একজন। তবে এমা যখন বলেছে এই স্ত্রীলোকটিকে সে চেনে না, তখন তার ওপর আর কোনও কথাই থাকতে পারে না। এমার স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক প্রখর। কোনও মুখ একবার দেখলে সে জীবনে কখনও ভোলে না। এই নিহত মহিলা যদি লণ্ডন থেকে এখানে এসে থাকেন...আচ্ছা, মহিলা যে লণ্ডন থেকেই এখানে এসেছিলেন এ-ধারণাই বা আপনার মনে উদয় হল কেন?

খুব হালকাভাবে প্রশ্নটা করলেও উত্তরটা শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন অ্যালফ্রেড।

ইনসপেকটর ক্র্যাডক মুচকি হেসে জবাবটা এড়িয়ে গেলেন।

অ্যালফ্রেড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্র্যাডককে লক্ষ করছিলেন। বললেন—আমাকে জানাতে আপনি রাজি নন, তাই তো? মহিলার কোটের পকেটে হয়তো লণ্ডনের রিটার্ন টিকিট পাওয়া গিয়েছিল?

তাও সম্ভব, মি. ক্র্যাকেনথর্প।

ঠিক আছে, ধরে নিলাম লণ্ডন থেকেই না-হয় এই হতভাগ্য মহিলা এখানে হাজির হয়েছিলেন। এবং যে-লোকটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি অবশ্যই আমাদের এই গুদাম ঘরের বিষয়ে সবকিছু জানতেন। মহিলাটিকে এখানে খুন করার পরিকল্পনা তিনি আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। আমি পুলিশ ইনসপেকটর হলে প্রথমে সেই লোকটিকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম।

আমরাও তাই করছি।—জবাব দিলেন ক্র্যাডক। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত এবং সংযত।

অ্যালফ্রেড বিদায় নেবার পর বেকনকে উদ্দেশ করে ক্র্যাডক বললেন—ভদ্রলোককে আগে যেন কোথায় দেখেছি! এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

বেকনও তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন।—হ্যাঁ খুবই ধারালো মক্কেল এতই ধারালো যে মাঝে মধ্যে নিজের ধারে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েন।

আমি ভেবেছিলাম যে আমার সঙ্গে কথা বলার আপনাদের কোনও দরকার হবে না।—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সামান্য ইতস্তত করলেন ব্রায়ান ইস্টলে।—সঠিক অর্থে আমি তো এই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নই।

আপনিই তো ব্রায়ান ইস্টলে, এডিথ ক্র্যাকেনথর্পের স্বামী? পাঁচ বছর হতে চলল আপনার স্ত্রী মারা গেছেন?

হ্যাঁ?—মাথা নেড়ে সায় দিলেন ব্রায়ান।

আপনি যে দয়া করে দেখা করতে রাজি হয়েছেন, তাতেই আমরা খুশি...মি. ইস্টলে। বিশেষত এই ব্যাপারে যদি আমাদের কোনও আলোর সন্ধান দিতে পারেন...

কিন্তু আমি এর কিছুই জানি না। জানলে অনেক ভালো হত। সমস্ত ব্যাপারটাই এত জঘন্য এবং এতই অদ্ভুত...শীতের সময়ে বদ্ধ গুদাম ঘরের মধ্যে একজন মহিলাকে ডেকে এনে খুন করা, এ-কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না!

সত্যিই খুব বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি!—ইনসপেকটর ক্র্যাডকও সে-কথা স্বীকার করলেন।

মহিলা যে বিদেশিনী কথাটা কি সত্যি? চারদিকে এইরকমই একটা গুজব শোনা যাচ্ছে।

তা হলে কি আপনি আমাদের নতুন কোনও তথ্য দিতে পারেন?—ক্র্যাডক সরাসরি ব্রায়ানের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। যদিও ভদ্রলোকের মধ্যে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না।

বোকার মতো মুখ করে বললেন—না...না, মহিলা স্বদেশী বা বিদেশী যেই হোন না কেন, এ-ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।

তিনি হয়তো জাতে ফরাসি হতে পারেন!—সন্দিগ্ধ গলায় মন্তব্য করলেন বেকন।

এবারে যেন ব্রায়ানকে কিঞ্চিৎ উদ্দীপিত মনে হল। তাঁর নীল চোখের তারায় আগ্রহের চিহ্ন ফুটে উঠল। অজান্তে নিজের পুরু গোঁফজোড়াতেও একবার মোচড় দিলেন তিনি।

তাই নাকি? ফরাসি মেয়েরা বেশ ফূর্তিবাজ হয় বলেই শুনেছি।—তারপর অসহায় ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন।—সেক্ষেত্রে গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে আরও বেশি অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর! প্রাচীন শবাধারের ভেতর কাউকে খুন করার মধ্যে কোনও সংস্কা জড়িয়ে আছে বলে কি আপনি মনে করেন? এই ধরনের আর কোনও ঘটনার কি আগে কখনও আপনি শুনেছেন?

ইনসপেকটর ক্র্যাডক এ-প্রশ্নের জবাব দেবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভ করলেন না। পরিবর্তে তিনি নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন—ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের সঙ্গে কি ফ্রান্সের কোনও যোগসূত্র আছে? তাঁদের কোনও আত্মীয় বা আত্মীয়া কি জাতে ফরাসি?

সে-বিষয়ে আমার অন্তত কিছু জানা নেই।—ব্রায়ান মাথা নাড়লেন।—হ্যারল্ডের বিয়ে হয়েছে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। অ্যালফ্রেড সর্বদা নিজের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত, সে বড় একটা মেয়েদের ধার ধারে না। তবে ইভিজায় জনা কয়েক স্প্যানিশ তরুণী সিড্রিককে নিয়ে মাতামাতি করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। মেয়েরা বরাবরই সিড্রিককে একটু বেশি পছন্দ করে। যদিও দাড়ি-গোঁফ কামাবার কথা সিড্রিকের মনে থাকে না, ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা পোশাক-আশাক পরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান—তা সত্ত্বেও মেয়েরা কেন যে তাঁর পিছু ছাড়ে না, বোঝা দুষ্কর!...আমি হয়তো আপনাদেব বিশেষ সাহায্য করতে পারলাম না, তাই না?

মুচকি হাসলেন ব্রায়ান।—এ-ব্যাপারে আপনারা আলেকজাণ্ডারের সাহায্য নিতে পারেন। ও আর ওর বন্ধু জেমস স্টোডার্ট-ওয়েস্ট তো সূত্রের সন্ধানে সাবা এলাকাটা চোষে বেড়াচ্ছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ওরা কিছু একটা খুঁজে বের করবেই।

আশাকরি ওদের চেষ্টা সফল হোক।—ক্র্যাডক বললেন। তারপর সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানালেন ব্রায়ানকে। ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে বিদায় নেবার পর এমার ডাক পড়ল।

ইনসপেকটর ক্র্যাডক আগের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে এমা ক্র্যাকেনথর্পকে লক্ষ করতে লাগলেন। লাঞ্চের আগে এই মহিলার মুখের যে-অভিব্যক্তি তাঁর নজরে পড়েছিল সেটাই এখন তাঁকে বেশি করে ভাবিয়ে তুলল।

যথেষ্ট শান্তশিষ্ট স্বভাবের মহিলা। নির্বোধ নন, তবে বেশি বুদ্ধিমতীও বলা চলে না। সংসারের সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্যে এই জাতীয় মহিলাই সবচেয়ে উপযুক্ত। ইট-কাঠ-সিমেন্ট দিয়ে তৈবি একটা বাড়িকে এঁরাই নীড় হিশেবে গড়ে তুলতে পারেন।

এই জাতীয় মহিলাদের প্রায়শই সঠিক মূল্যায়ন কবা হয় না। বাইবে থেকে দেখে শাদাসিধে শান্ত প্রকৃতির মনে হলেও এঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। এঁরা কোনওমতেই হেলাফেলার পাত্রী নন। সম্ভবত, ক্র্যাডক ভাবলেন, পাথরের তৈরি সাবেক আমলের শবাধাবের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় এই মহিলার মৃত্যু-রহস্যের সূত্র এমার মনের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে রাখা আছে।

ক্র্যাডক যখন মনে মনে এই সমস্ত চিন্তা করছিলেন, তখন কিন্তু তিনি মিস ক্র্যাকেনথর্পকে নানান ধরনের টুকিটাকি প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। যদিও এই প্রশ্নগুলোর বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয়।

আমি আশা করছি ইনসপেকটর বেকনকে আপনি যা বলেছেন, এ-সম্পর্কে তার বেশি কিছু আপনার বলার নেই।—মোলায়েম সুরে ক্র্যাডক বললেন।—তাই আপনাকে খুব বেশি প্রশ্ন করে আমি আর বিরক্ত করতে চাই না।

আপনার পছন্দমতো যে কোনও প্রশ্নই আমাকে করতে পারেন। আমি তাতে একটুও বিরক্ত হব না।

মি. উইমবর্ন নিশ্চয় আপনাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন? নিহত মহিলা স্থানীয় বাসিন্দা নন বলেই আমরা মনে করি। এতে নিশ্চয় আপনারা খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করবেন। মি. উইমবর্ন তো তাই মনে করেন। যদিও আমাদের কাছে পরিস্থিতিটা আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। মহিলাকে শনাক্ত করার কাজটা এখন যথেষ্ট কঠিন হবে।

হ্যাণ্ডব্যাগ বা কোনও কাগজপত্রও কি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি?

ক্র্যাডক মাথা নাড়লেন।—না, কিচ্ছু না। মহিলার কোটের পকেটে এক টুকরো কাগজেরও হদিশ পাইনি আমরা।

তাঁর নাম, বা কোত্থেকে এখানে এসেছিলেন তাও আপনারা জানতে পারেননি?

মনে মনে চিন্তা করলেন ক্র্যাডক। নিহত মহিলার প্রকৃত পরিচয় জানার জন্যে ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন মিস ক্র্যাকেনথর্প। অজ্ঞাত পরিচয় এই মহিলা কে হতে পারেন সে-ব্যাপারে মিস ক্র্যাকেনথর্প কি কিছু আঁচ করতে পেরেছেন? আগে থেকেই কি তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল? তা হলে তো এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। বেকন একজন দক্ষ পুলিশ অফিসার। তাঁর মনে প্রশ্নটা আগেই জাগা উচিত ছিল। অথচ...

এই মহিলার বিষয়ে কিছুই আমি জানি না।—ক্র্যাডক বললেন।—তাই ভেবেছিলাম আপনাদের মধ্যে কেউ হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার পক্ষে আদৌ সেটা সম্ভব নয়? মহিলাটিকে যদি চিনতে নাও পারেন, কিন্তু তিনি কে হতে পারেন তার একটা ধারণাও কি...

ক্র্যাডকের কথা শেষ হবার আগেই এমা বলে উঠলেন—আমি একবারে কিছুই জানি না!

ইনসপেকটর ক্র্যাডকের হাবভাবে সূক্ষ্ম একটু পরিবর্তন ঘটল। কণ্ঠস্বরেও সামান্য কাঠিন্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

মি. উইমবর্ন যখন আপনাকে জানালেন নিহত মহিলা একজন বিদেশিনী, তখন কেন আপনার মনে হল তিনি জাতে ফরাসি হতে পারেন?

এমা একটুও বিচলিত হলেন না। শুধু তাঁর ভ্রুজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হল।

এ-কথা আমি বলেছিলাম নাকি। হ্যাঁ, এ-ধরনের একটা মন্তব্য আমি হয়তো করে থাকতে পারি। তবে কেন করেছিলাম আমি তা নিজেই জানি না। বিদেশী শুনলেই সাধারণত আমরা ফরাসি বলে ধরে নিই। কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ বিদেশীই হচ্ছে ফরাসি। কি, আমি ঠিক বলিনি?

আমি অবশ্য আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, মিস ক্র্যাকেনথর্প। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্য ঠিক মানা যায় না। সব দেশের লোকই এখন ইংল্যাণ্ডে এসে ভিড় জমিয়েছে। শুধু ফরাসি কেন, ইতালিয়ান, জার্মান, অস্ট্রিয়ান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, কোনও দেশই আর বাদ নেই।

হ্যাঁ, আপনি অবশ্য খুব একটা ভুল বলেননি।

প্রথমেই স্ত্রীলোকটিকে আপনি ফরাসি বলে অনুমান করে নিলেন, এব পেছনে কি বিশেষ কোনও কারণ নিহিত নেই?

এ-প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে এমা একটুও তাড়াহুড়ো করলেন না। কয়েক মুহূর্ত চিন্তার পর অবশেষে বিমর্ষ চিত্তে মাথা নাড়লেন।—না, কিছু ভেবে আমি এমন মন্তব্য করিনি।

অসংকোচে, নির্বিকার ভঙ্গিতে তরুণ ইনসপেকটরের চোখের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। ক্র্যাডক এবার ইশারায় বেকনকে কিছু বললেন। বেকন সামনের দিকে ঝুঁকে পকেট থেকে এনামেল-করা ছোট সাইজের একটা পাউডারের কৌটো বের করে এমাকে দেখালেন।

এটা কি আপনি চিনতে পারেন, মিস ক্র্যাকেনথর্প?

এমা কৌটোটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন।—না, এ-জিনিশ আমার নয়।

কার হতে পারে সে-বিষয়ে আপনার কি কোনও ধাবণা আছে?

না।

তা হলে আপাতত আপনাকে আর আমরা বিরক্ত করতে চাই না।

ধন্যবাদ।—তাঁদের দিকে তাকিয়ে এমা ছোট্ট করে হাসলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। সবটাই হয়তো ক্র্যাডকের কল্পনা, তবু তাঁর মনে হল মিস ক্র্যাকেনথর্প যেন একটু দ্রুত পায়েই বিদায় নিলেন, এবং সেই সঙ্গে একটা স্বস্তির ছাপও ফুটে উঠল মহিলার চোখে-মুখে।

মনে হচ্ছে তিনি হয়তো কিছু জানেন?—মন্তব্য করলেন বেকন।

তদন্তের প্রথম পর্যায় এমন একটা ধারণা মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেকে যা বলছে তার চেয়ে তারা কিছু বেশি জানে। অথচ তাদের কেউ-ই ঝেড়ে কাশতে রাজি নয়। বিশেষ করে পুলিশের কাছে তো নয়-ই।

সাধারণভাবে সকলেই তাই করে।—নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বেকন বললেন। —অথচ মূল মামলার সঙ্গে প্রায়শই সেই না-বলা তথ্যের ছিটেফোঁটাও যোগাযোগ থাকে না। কোনও পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটি, বা সংসারেব কোনও কলঙ্কের কথা যাতে বাইরের কেউ জানতে না পারে, তারা প্রাণপণে সেই চেষ্টাই চালিয়ে যায়।

আমিও তা জানি। তবে, অন্ততপক্ষে...

কিন্তু ইনসপেকটর ক্র্যাডক কী বলতে যাচ্ছিলেন সেটা অজ্ঞাতই থেকে গেল। কারণ সেই মুহূর্তে সশব্দে ভেজানো দরজা ঠেলে বৃদ্ধ মি. ক্র্যাকেনথর্প দর্শন দিলেন। চোখ-মুখ রাগে ফেটে পড়ছে। কণ্ঠস্বরেও তাঁর ঝাঁজ পেতে অসুবিধে হল না।

এ তো দেখছি চমৎকার ব্যবস্থা! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এখানে একজন ইনসপেকটর এসে হাজির হলেন, অথচ গৃহকর্তার সঙ্গেই যে প্রথম কথা বলা উচিত এই সৌজন্যবোধটুকুও তাঁর মধ্যে দেখা গেল না! এ বাড়ির কে আসল কর্তা আমি জানতে চাই? জবাব দিন। কাকে আপনারা আসল গৃহকর্তা বলে মনে করেন?

অবশ্যই আপনি, মি. ক্র্যাকেনথর্প।—বৃদ্ধকে শান্ত করার উদ্দেশে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমল সুরে জবাব দিলেন ক্র্যাডক।—তবে আমি শুনলাম, আপনার যা জানাবার ইতিমধ্যেই ইনসপেকটর বেকনকে আপনি তা জানিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া আপনার শরীর-স্বাস্থ্যও বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। এই অবস্থায় এতখানি ধকল নেওয়াটা উচিত হবে না। ড. কুইম্পার বললেন...

হ্যাঁ, সে-কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আমি আর আগের মতো ততটা শক্ত-সমর্থ নই। কুইম্পারও যথেষ্ট ভালো ডাক্তার। নিয়মিত এসে আমাকে পরীক্ষা করে যান। আমার ধাতটাও তিনি বেশ ভালো বোঝেন। কিন্তু আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় শুইয়ে রাখতে চান। আমার খাবার-দাবারের ব্যাপারেও তিনি খানিকটা বাতিকগ্রস্ত প্রকৃতির। ক্রিস্‌মাসের সময় বদহজমের দরুন আমার একটু পেট খারাপ হয়েছিল। কিন্তু আমায় পরীক্ষা করে দেখার পর সাত-সতেরো প্রশ্ন জুড়ে দিলেন। কী খেয়েছিলাম? কখন খেয়েছিলাম? কে রান্না করেছিল? কে পরিবেশন করেছিল? এই জাতীয় অবান্তর সব প্রশ্ন। আমার শরীরটা এখন বিশেষ ভালো না থাকতে পারে, তবু সবরকমভাবে আপনাদের সাহায্য করার মতো শক্তি আমার আছে। সাংঘাতিক ধরনের একটা খুন হয়ে গেল...আর সেটা হল আমার ওই গুদাম ঘরের মধ্যেই। গুদাম ঘরটা তৈরি হয়েছিল রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়। স্থানীয় স্থপতিরা যদিও তা মানতে চায় না, তবে ওদের জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, পনেরোশো আশি সালের আগেই ওর নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।...যাক গে, ওসব আলোচনায় লাভ নেই। এখন আপনারা কী জানতে চান, বলুন? এই প্রসঙ্গে আপনাদের বর্তমান সিদ্ধান্তই বা কি?

এই তো সবে তদন্ত শুরু করেছি, মি. ক্র্যাকেনথর্প। সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার মতো সময় এখনও আসেনি। তা ছাড়া নিহত মহিলার প্রকৃত পরিচয়ও এ-পর্যন্ত আমরা খুঁজে বের করতে পারিনি।

বিদেশিনী মহিলা, তাই তো সন্দেহ করছেন আপনারা?

আমাদের তো সেইরকমই মনে হচ্ছে।

শত্রুপক্ষের চর নয় তো?

তেমন সম্ভাবনা খুবই কম। আমার অন্তত তাই বিশ্বাস।

আপনার বিশ্বাস! আপনাদের এই বিশ্বাস নিয়েই ধুয়ে জল খান! চারদিক থেকে বিদেশীরা কেমন পিলপিল করে দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ছে তার খবর কিছু রাখেন? স্বরাষ্ট্র দফ্‌তর যে কেন এদের ঢোকার অনুমতি দেয় সেটাই আমার মাথায় ঢোকে না। আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও ওরা দিব্যি গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। এই মেয়েটাও নিশ্চয় সেই কাজে নিযুক্ত ছিল।

এই ব্র্যাকহ্যাম্পটনে?

কলকারখানা তো সর্বত্রই রয়েছে। আমার বাড়ির গেটের পাশেই আছে একখানা।

ক্র্যাডক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বেকনের দিকে তাকালেন। ঘাড় নেড়ে সায় জানালেন বেকন।—হ্যাঁ ধাতুর বাক্স তৈরির কারখানা।

ওরা যে সত্যিই ধাতুর বাক্স তৈরি করে, অন্য কিছু করে না...সে-কথাই বা আমরা জানব কীভাবে? যে যা বলবে সবই আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে? ঠিক আছে, না-হয় ধরে নিলাম মেয়েটা গুপ্তচর নয়। তা হলে ওর আসল পরিচয়টাই বা কী? আমার কোনও ছেলের সঙ্গে ওর কি ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে আপনারা মনে করছেন? তাই যদি হয়, তবে সে অ্যালফ্রেড ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কেননা, হ্যারল্ড অতিশয় সাবধানী প্রকৃতির। আর সিড্রিক কখনও নিজের জায়গা ছেড়ে এদেশে এসে বাস করতে রাজি হবে না। সেক্ষেত্রে অ্যালফ্রেড্রের সঙ্গেই মেয়েটার নটঘট ছিল বলে ধবে নেওয়া যায়। কোনও শয়তান প্রকৃতিব লোক হয়তো মেয়েটার পিছু নিয়ে এখানে হাজির হয়েছিল, পরে সুযোগ বুঝে আমার গুদাম ঘরের মধ্যেই তাকে খুন করে। আমার এই ধারণা কি খুবই ভিত্তিহীন বলে মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে?

ইনসপেকটর ক্র্যাডক সংযত ভঙ্গিতে জানালেন, মি. ক্র্যাকেনথর্পেব অনুমানকে মোটেই অযৌক্তিক বলা চলে না। তার সঙ্গে এটাও যোগ করলেন যে, মি. অ্যালফ্রেড ক্র্যাকেনথর্প কিন্তু এই মহিলাকে চেনেন না বলেই পুলিশের কাছে এজাহার দিয়েছেন।

অ্যালফ্রেড বলেছে! ও তো নিজেই একটা ভিতুব ডিম! তাব ওপর পয়লা নম্বরের মিথ্যেবাদী। মুখের ওপর সমানে মিথ্যে কথা বলে যেতে ওব একটুও বাধে না। আমার কোনও ছেলেই অবশ্য ভালো নয়। ওরা সব এক ঝাঁক শকুনেব মতো আমার মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছে। সেটাই এখন ওদের সময় কাটাবার একমাত্র উপায়।—বৃদ্ধ মুখ টিপে খুক-খুক করে হাসলেন।—তবে ওরা আশায বুক বেঁধে যত খুশি দিন গুনে যেতে পাবে, কিন্তু ওদের বাধিত করার জন্যে এত তাড়াতাড়ি আমি মরতে যাচ্ছি না। যা হোক, আমার পক্ষে যতদূর সাহায্য করা সম্ভব আমি করেছি। এখন আমার খুব ক্লান্ত লাগছে, আমি বিশ্রাম নিতে চললাম।

পা টেনে টেনে ঘব ছেড়ে বিদায় নিলেন তিনি।

অ্যালফ্রেডের যে মেয়েছেলেব দোষ আছে সে-কথা তো ইতিপূর্বে কেউ আমাকে বলেনি?—বেকনের গলায় সংশয়ের সুর।—আমার বিশ্বাস বৃদ্ধ কথাটা বানিয়ে-বানিয়ে বললেন।—কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি।—অ্যালফ্রেড শঠ, ধান্দাবাজ হতে পারেন, কিন্তু বর্তমানের এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। যদিও ওই প্রাক্তন পাইলট ভদ্রলোককে নিয়ে আমি যথেষ্ট সংশয়ের মধ্যে আছি। যুদ্ধ ফেরত লোকেদের ওপর বিশেষ একটা ভরসা রাখা যায় না।

ব্রায়ান ইস্টলের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। আমি এই ধরনের কয়েকজন মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। তারা নিজেরা ঘটনার স্রোতে অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে বলে মনে করে। তাদের জীবনের যাবতীয়

বিপদ, মৃত্যু-ভয়, উত্তেজনা তারা যেন বড় বেশি তাড়াতাড়ি পার হয়ে এসেছে। মনে হয়, তাদের যেন ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই...পুরোটাই অতীত। এই জাতীয় লোকেরা বিপদের তোয়াক্কা করে না, যে কোনওরকম ঝুঁকি নেবার জন্যে তারা সর্বদা তৈরি হয়ে থাকে। এখন ইস্টলে যদি ঘটনাচক্রে কোনও মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, এবং পরে কোনও কারণে তাঁকে খুন করতে চান... অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন বেকন।—কিন্তু মহিলাকে তিনি খুন করতে চাইবেন কেন? তা ছাড়া কেউ যদি এমন ধরনের কোনও স্ত্রীলোককে খুন করেন, তবে মৃতদেহটা শ্বশুর বাড়ির গুদাম ঘরে লুকিয়ে রাখার কারণটা কী? না...অনেক চিন্তা-ভাবনা করেও আমি ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের কারুর সঙ্গে এই খুনের কোনও যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না। এই ঘটনার সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে, তিনি নিশ্চয় এত কষ্ট করে নিজেদের বাড়ির গুদাম ঘরে একটা পাথরের শবাধারের মধ্যে দেহটাকে রেখে দিতেন না।

ক্র্যাডকও বেকনের এই যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না।

আপনি কি এখানে আর কাউকে জেরা করতে চান?

নেতিবাচক মাথা নাড়লেন ক্র্যাডক।

বেকন তাঁকে ব্র্যাকহ্যাম্পটনে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন। সবিনয় সে-অনুরোধ প্রত্যাখান করলেন তিনি। বললেন, তাঁকে এখন একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বেকনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেক দিনের।

।। ১০ ।।

মিস মারপল সোজা হয়ে চেয়ারে বসে ইনসপেকটর ডারমট ক্র্যাডকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। সামনের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বললেন তাঁকে।

এই মামলাব তদন্তের ভাব তোমাকে দেওয়া হয়েছে জেনে মনে মনে খুশি হয়েছি আমি। আমি নিজেও তাই চেয়েছিলাম।

আপনাব চিঠিটা হাতে পাবার পরই—ক্র্যাডক বললেন,—আমি অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে আপনার চিঠি দেখাই। ঘটনাচক্রে তার কিছু আগেই আমাদের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার ব্র্যাকহ্যাম্পটনেব চিফ কনস্টেবলের কাছ থেকে একটা ফোন পান। তাঁরা অনুমান কবছেন এই খুনের মামলাটা স্থানীয় অপবাধের মধ্যে পড়ে না। আমার মুখ থেকে আপনার নাম শুনে আমার বস্ রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আমার বাবার কাছে আপনার নাম তিনি আগেও বহুবার শুনেছেন।

সত্যিই, স্যার হেনরির কোনও তুলনা হয় না!—মিস মারপলের কণ্ঠস্বর আবেগে কেঁপে উঠল।

বিশেষ করে আমি আপনাকে চিনি জেনেই বস্ এই তদন্তের দায়িত্ব আমার কাঁধেই চাপিয়ে দিলেন। তবে আমি আজ আপনার কাছে সরকারি প্রতিনিধি হয়ে আসিনি। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করার জন্যেই আমার এখানে আবির্ভাব।

আবার মিস মারপলের সারা মুখে প্রশান্ত হাসির আভাস ছড়িয়ে পড়ল।

তোমার সৌজন্যবোধের প্রশংসা না করলে খুবই অন্যায় করা হবে। লজ্জা পেয়ো না। এই মামলার ব্যাপারে এ-পর্যন্ত তুমি কত দূর কী জানতে পেরেছো, আমাকে খুলে বলো।

মোটের ওপর সবই আমার জানা। আপনার বন্ধু মিসেস ম্যাকগিলিকাডি সেন্ট মেরী মিড পুলিশ স্টেশনে যা বলেছিলেন, তার সূত্র ধরে আমরা টিকিট কালেকটর এবং ব্র্যাকহ্যাম্পটনের স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। নিয়মানুযায়ী সব রকম অনুসন্ধানই পুলিশের তরফ থেকে করা হয়েছিল। তবে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি আমাদের সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। এ-বিষয়ে এখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই।

না...না, এতটা প্রশংসা পাবার মতো কোনও কাজ আমি করিনি।—মিস মারপল বললেন।—কারণ আমাকে অনুমানের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়নি। আমার সবচেয়ে বড় সুবিধে এই যে, এল্‌সপেথকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। বাইরের কেউ তাকে সেভাবে চেনে না। কোনও মহিলার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এ-ধরনের রিপোর্টও কেউ করেনি। আর কোনও মহিলার নিখোঁজ হবার সংবাদই যদি না পাওয়া যায় তা হলে ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক, বৃদ্ধ মহিলা নিজের চোখে যা দেখেছেন বলে জানাচ্ছেন সেটা তাঁর কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক বৃদ্ধ মহিলাই একটু বেশিমাত্রায় কল্পনা-প্রবণ হয়ে থাকেন। যদিও আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম, এল্‌সপেথ সে-জাতের মহিলা নয়।

এখন আমরাও তা বুঝতে পারছি।—মৃদু হাসলেন ক্র্যাডক।—ভদ্রমহিলার এই সময়ে সিলোন চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা অবশ্য সেখানেই তাঁর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করছি।

যে-যুক্তির পথ অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহটার হদিশ পাওয়া গেল সেটা আমার নিজের উদ্ভাবিত মৌলিক পদ্ধতি নয়।—অকপটে স্বীকার করলেন মারপল। —এর আদি উদ্ভাবক হচ্ছেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন।—তাঁর একটা গল্পে এক কিশোর কীভাবে তার হারানো ঘোড়া খুঁজে পেল তারই বিবরণ দেওয়া আছে। বালকটি কল্পনা করল, সে নিজে যদি ঘোড়া হত তা হলে কোথায় যেত। এবং সেখানে গিয়েই সে তার হারানো ঘোড়াটাকে খুঁজে পেল।

ভাবলেন, আপনি যদি ঠাণ্ডা মাথার একজন খুনি হতেন তা হলে এই পরিস্থিতিতে কী করতেন?—মিস মারপলের শীর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে ক্র্যাডক মন্তব্য করলেন।—বাস্তবিকই, আপনার মন...

দেওয়ালে গাঁথা কল-লাগানো বেসিনের মত। আমার ভাইপো রেমণ্ডও তাই বলে।—মিস মারপল ধীরেসুস্থে মাথা নাড়লেন।—তবে আমি ওকে বলেছি ঘর-গৃহস্থালির কাজে বেসিন খুবই দরকারি জিনিশ, এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

আপনার চিন্তাধারাকে আর একটু দূর এগিয়ে নিয়ে কি আপনি আমদের বলতে পারেন, আসল খুনি এখন কোথায় আছে?

মিস মারপলের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল।

ততখানি এগোতে পারলে খুবই খুশি হতাম, কিন্তু এ-বিষয়ে আমার নিজের কোনও ধারণাই নেই। আদৌ কোনও ধারণা নেই আমার। প্রকৃত খুনি অবশ্যই এই অঞ্চলের বাসিন্দা, অথবা রাদারফোর্ড হল-এর নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল।

আমিও আপনার সঙ্গে একমত। মুশকিলটা হচ্ছে এক্ষেত্রে অনুসন্ধানের পরিধিটা অনেক বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ অসংখ্য মেয়ে ওখানে ঠিকের কাজ করে গেছে। যুদ্ধের সময় রক্ষীদেরও যাতায়াত ছিল ওখানে। তারা সকলেই সাবেক আমলের ওই গুদাম ঘর, এবং তারমধ্যে রাখা পাথরের তৈরি ওই শবাধারের কথা জানে। চাবিটা যে দরজার পাশে হুকের গায়ে ঝোলানো থাকত সেটাও তাদের অজ্ঞাত ছিল না। আশপাশের অনেকেই সে খবর রাখত। খুনিও এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিল।

হ্যাঁ, তা তো বটেই! তোমার অসুবিধেটাও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

বিরস কণ্ঠে ক্র্যাডক বললেন—দেহটাকে শনাক্ত না-করা পর্যন্ত আমরা আর এক পা-ও সামনে এগোতে পারছি না।

আর সে-কাজও খুব একটা সহজসাধ্য নয়।

পরিশেষে আমবা অবশ্য সফল হবই। ওই বয়সের নিখোঁজ মহিলাদের সম্পর্কেই বিশদভাবে খোঁজ খবব নেওয়া হচ্ছে। মেডিক্যাল অফিসার জানিয়েছেন, নিহত মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যবতী, সম্ভবত বিবাহিতা। অন্ততপক্ষে এক সন্তানের মা। তাঁর গায়ে শস্তা পশমের কোট ছিল, সেটা লণ্ডনের একটা অতি সাধারণ দোকান থেকে কেনা। গত তিন মাসের মধ্যে ওই ধরনের একশোর বেশি কোট বিক্রি হয়েছে ওই দোকান থেকে। এবং তার বেশিরভাগই কিনেছেন স্বর্ণকেশী মহিলারা। দোকানের কোনও সেলস্‌গার্লই ফটো দেখে ওই মহিলাকে শনাক্ত করতে পারেনি। তাঁর অন্যান্য পোশাক-আশাক সবই বিদেশে তৈরি। অনেকগুলোতে পারীব লেবেল আঁটা। কোনও পোশাকের গায়েই ইংল্যাণ্ডের লন্ড্রির চিহ্ন নেই। আমরা পারীর পুলিশের সদর দফ্‌তরে যোগাযোগ করেছি। তারাও এই ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে। দু'-চারদিনের মধ্যেই কেউ নিশ্চয় মহিলাকে শনাক্ত করতে এগিয়ে আসবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পাউডারের কৌটোটা কোনও কাজে আসেনি?

না। ওই রকম শস্তা পাউডারের কৌটো রু দ্য রিভোলির সব দোকানেই পাওয়া যায়। হ্যাঁ...ভালো কথা, আপনার বা মিস আইলেসবরোর ওটা অনেক আগেই পুলিশের কাছে জমা দেওয়া উচিত ছিল।

মিস মারপল শান্তভাবে মাথা নাড়লেন।

না, ওটা পুলিশে জমা না দিয়ে আইনত আমরা কিছু অপরাধ করিনি।—তিনি হাসিমুখে ক্র্যাডকের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।—কেননা, কেউ খুন হয়েছে বলে পুলিশের মনে তখনও কোনও সন্দেহই জাগেনি। একজন যুবতী মহিলা যদি গল্‌ফ প্র্যাকটিশ করার সময় সবুজ ঘাসের মধ্যে থেকে একটা খেলো ধরনের পাউডারের কৌটো কুড়িয়ে পায়, তবে সেটা নিয়ে সে নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে হাজির হবে না?—একটু থেমে মিস মারপল আবার বললেন—আমার বিবেচনায় সেই পরিস্থিতিতে মৃতদেহটা খুঁজে বের করাই অনেক বেশি জরুরি ছিল।

ক্র্যাডক যেন মনে মনে মজা পেলেন।—মৃতদেহটা খুঁজে পাবার ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত ছিলেন আপনি?

হ্যাঁ,...সেটা তুমি ঠিকই বলেছ। লুসি আইলেসবরোর দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধির ওপর কোনও সংশয় ছিল না আমার।

আমিও সে-কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। ওকে জেরা করতে গিয়ে আমি নিজেই নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। খুব সাংঘাতিক মেয়ে। ওই ধরনের মেয়েকে কোনও পুরুষই বিয়ে করতে সাহস করবে কি না সন্দেহ!

আমি ঠিক ততটা বলতে চাই না, ...তবে বুঝতেই পারছ ওর হবু স্বামীকেও বিশেষ চরিত্রের মানুষ হতে হবে।—এই ভাবনাটা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত মিস মারপল আপন মনে মশগুল হয়ে রইলেন। তারপর জানতে চাইলেন—রাদারফোর্ড হল-এ ও কাজকর্ম কেমন করছে?

ক্র্যাকেনথর্প পরিবার তো সম্পূর্ণভাবে মেয়েটার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। বাইরে থেকে দেখে আমার তো সেই রকমই মনে হল। বস্তুতপক্ষে খাওয়াদাওয়ার দায়িত্বটা পুরোপুরি ওর ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে সকলে দিব্যি নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছেন। লুসির সঙ্গে যে আপনার যোগাযোগ রয়েছে সেটা ওঁদের জানানো হয়নি। এই বিষয়টা আমরা গোপন রেখেছি।

আমার সঙ্গে এখন আর ওর কোনও সম্পর্কই নেই। আমি ওকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কাজটা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে। ব্যাস. সেখানেই আমাদের চুক্তির ইতি।

তা হলে ইচ্ছে করলে ও এখনই কাজে ইস্তফা দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে?

স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু তা ও করেনি। এর কারণটাই বা কী?

সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। মেয়েটি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। মনে হয় এই খুনের ঘটনাটা ওকে ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছে।

কৌতূহল কি এই রহস্যজনক মামলটা নিয়ে? নাকি ক্র্যাকেনথর্প পরিবারকে ঘিরে?

একটা জিনিশ হয়তো তোমার নজরে পড়ছে না,—মারপল মন্তব্য করলেন—এই দুটো বিষয়কে আলাদা করা যথেষ্ট কঠিন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্র্যাডক মিস মারপলের দিকে ফিরে তাকালেন।—ওহো...না, আমি তা মনে করি না।

তোমার মনে কি বিশেষ কোনও ধারণার উদয় হয়েছে?

আমার বিশ্বাস, আপনিও সেই একই কথা ভাবছেন?

নেতিবাচক মাথা নাড়লেন মিস মারপল।

হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্র্যাডক।—আজ তা হলে এখানেই আমাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি। একজন পুলিশ কর্মচারীর জীবন যে কত একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন হয়...

কিন্তু তুমি সফল হবেই, আমি এ-ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত।

আমাকে কি কোনও পথের আভাস দিতে পারেন? আরও বেশি উৎসাহব্যঞ্জক কোনও ধারণা...?

আমি কয়েকদিন ধরে ভ্রাম্যমান থিয়েটার কোম্পানিগুলোর কথা ভাবছি।—অনিশ্চিত গলায় মিস মারপল বললেন।—এরা বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে নাটক দেখিয়ে বেড়ায়। এই সমস্ত মানুষদের ঘরের সঙ্গে বিশেষ একটা যোগাযোগ থাকে না। এদের মধ্যে থেকে কোনও যুবতী মহিলা যদি হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়, তবে দলের লোকেরা সেই ঘটনাটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না। এমন ঘটনা ওই সমস্ত দলে হামেশাই ঘটে থাকে।

হ্যাঁ, আপনি হয়তো আমাকে সঠিক পথেরই সন্ধান দিচ্ছেন। এবারে এই দিকটা আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখব। আমি নিজে কথাটা আগে ভেবে দেখিনি। —চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন—আপনি হঠাৎ হাসছেন কেন? আপনার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখতে পাচ্ছি।

আচমকা এল্‌সপেথের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।—মিস মারপল জবাব দিলেন।—ও যখন জানতে পারবে সত্যিই একটা মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন ওর মুখের চেহারাটা যে কী রকম দেখতে হবে...

তা হলে!—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন।—মানে, তা হলে..

বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেললেন তিনি। তরুণ সুদর্শন সরকারি অফিসার যে ফটোটা তাঁকে দেখতে দিয়েছিলেন সেই দিকেই তাকিয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে।

হ্যাঁ, সেদিন ট্রেনে যে-মেয়েটিকে দেখেছিলাম এটা তারই ছবি।—তিনি বললেন।— অবিকল সেই একই চেহারা! আহা...বেচারি! তবে দেহটাকে যে আপনারা খুঁজে পেয়েছেন তাতে আমি খুশি। আমার একটা কথাও কেউ তখন কানে তোলেনি। পুলিশ বা রেলের কর্মচারী সকলেই আমাকে ভুল বুঝেছিল। ব্যাপারটা এতই অস্বস্তিকর যে বলে বোঝানো যায় না। অবশ্য এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে সবটাই নিছক আমার কল্পনা।

তরুণ সরকারি অফিসার এ-প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য না করে শুধু সহানুভূতির হাসি হাসলেন।

কোথায় মৃতদেহটার সন্ধান পাওয়া গেছে বললেন?

রাদারফোর্ড হল-এর গুদামঘরে। জায়গাটা হচ্ছে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের শহরতলি এলাকায়।

আমি আগে কখনও নাম শুনিনি। কিন্তু মৃতদেহটা কীভাবে সেখানে গিয়ে পৌঁছোল, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার!

সুদর্শন সরকারি কর্মচারী এ-প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না।

নিশ্চয় জেন মারপল দেহটা খুঁজে বার করেছে। ওর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। এই বয়সেও...

স্ত্রীলোকের দেহটি,—গম্ভীর গলায় অফিসার জবাব দিলেন—লুসি আইলেসবরো নামে এক তরুণী প্রথম আবিষ্কার করেন।

এই মেয়েটির নামও ইতিপূর্বে আমি কোনওদিন শুনিনি।—ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।—তা হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পেছনে কোনও-না-কোনওভাবে জেন মারপলের হাত আছে।

তা হলে...মিসেস ম্যাকগিলিকাডি, আপনি স্বীকার করছেন যে সেদিন ট্রেনের কামরায় এই মহিলাটিকেই আপনি নিজের চোখে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, সে কথা তো আগেই বললাম। একজন পুরুষ এই মেয়েটিকে গলা টিপে খুন করেছিল।

আচ্ছা, সেই পুরুষটির চেহারার কোনও বর্ণনা দিতে পারেন?

লম্বা গড়ন। গায়ের রং গাঢ় বাদামি।—ম্যাকগিলিকাডি জানালেন।—এর বেশি কিছু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ আমি শুধু তার পিঠটাই দেখেছি। মুখটা দেখতে পাইনি।

তাকে দেখলে কি আপনি চিনতে পারবেন?

অবশ্যই না! লোকটা আমার দিকে পিঠ ফিরিয়েছিল। এক পলকের জন্যেও আমি তার মুখ দেখার সুযোগ পাইনি।

তার বয়স কত, সে ব্যাপারেও কি একটা ধারণা করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়?

মিস ম্যাকগিলিকাডি কয়েক মুহূর্ত নিজের মনে চিন্তা করলেন। তারপর নেতিবাচক মাথা নাড়লেন।—না, সঠিকভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। যদিও লোকটাকে একবারে তরতাজা যুবক বলতে পারি না। পেছন থেকে তার কাঁধ দুটো দেখে বেশ বলিষ্ঠ চেহারার বলে মনে হয়। বয়স অবশ্যই তিরিশের বেশি। সত্যি বলতে কী, আমি তখন লোকটাকে লক্ষ করছিলাম না। শুধু মেয়েটার মুখের দিকেই আমার নজর আটকে ছিল। দুই পেশল হাতে লোকটা প্রাণপণে মেয়েটার গলা টিপে ধরেছে, মেয়েটার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখদুটো

কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে...ওঃ, সে এক বীভৎস দৃশ্য! এখনও মাঝে মাঝে ওই দৃশ্যটা আমরা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এটা সত্যিই খুব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!—সান্ত্বনা দেবার সুরে তরুণ অফিসার বললেন। নোটবুক বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।—কবে নাগাদ আপনি ইংল্যাণ্ডে ফিরছেন?

হপ্তা তিনেকের আগে তো নয়-ই। আমাকে কি আপনারা আরও আগে ফিরতে বলছেন! আমার কি সেখানে হাজির হওয়াটা খুবই জরুরি?

না...না। আপাতত আপনাকে আর আমরা বিরক্ত করতে চাই না। অবশ্য এই খুনের অভিযোগে যদি কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সাক্ষী হিশেবে আপনাকে আমাদের দরকার হতে পারে।

তরুণ সরকারি অফিসার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। পরের দিন বন্ধু মিস মারপলের কাছ থেকে ডাকে একটা চিঠি পেলেন তিনি। মারপলের হাতের লেখা মাকড়সার ঠ্যাঙের মতো লম্বা লম্বা এবং খোঁচা খোঁচা। কোনও-কোনও লাইনের নীচে আবার কালি দিয়ে মোটা করে দাগ টানা। যদিও দীর্ঘদিনের অভ্যেসের ফলে ম্যাকগিলিকাডির পক্ষে সে-লেখা পড়তে একটুও অসুবিধে হল না। মিস মারপল তাঁর বন্ধুর কাছে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। পুলকিত চিত্তে চিঠির প্রতিটি শব্দই যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন বৃদ্ধা।

তিনি এবং জেন দু'জনে মিলে গোটা পুলিশ বিভাগে তুমুল শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছেন তাঁদের। অথচ আগে এই দুই বৃদ্ধাকে তাঁরা কত উপেক্ষার দৃষ্টিতেই না দেখেছিলেন!

।। ১১ ।।

আমি আপনাকে মোটেই বুঝতে পারি না!—সিড্রিক ক্র্যাকেনথর্প বললেন। একটা পরিত্যক্ত শুয়োরের খোঁয়াড়ের দেওয়ালে হেলান দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে লুসি আইলেসবরোর দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি।

আপনি আমার সম্বন্ধে কী বুঝতে চাইছেন?

কীসের জন্যে আপনি এখানে পড়ে আছেন?

কেন? নিজের রুজি-রোজগারের জন্যে।

তরি-তরকারির খোসা ছাড়িয়ে, আর ঘরদোর সাফশুতরো করে?—সিড্রিকের কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর।

আপনি দেখছি খুব সেকেলে ধরনের মানুষ!—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল লুসি। —আমাকে আর পাঁচজন সাধারণ চাকরানীর সঙ্গে এক করে দেখবেন না। ঘর-গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করাই আমার পেশা। এ-ব্যাপারে আমি একজন বিশেষজ্ঞ। সাধারণত সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকেরাই বেশি করে আমার সাহায্য চেয়ে পাঠান।

রান্নাবান্না করা, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করা, বিছানাপত্তর গুছিয়ে রাখা এই সমস্ত কাজ কি আপনার ভালো লাগে?

লুসি হেসে উঠল।—আপনি হয়তো জানেন না, রন্ধন-কার্য এক ধরনের শিল্পের মধ্যে পড়ে। ভালো রাঁধুনির কদরই আলাদা। এবং রান্নার কাজের মধ্যে দিয়ে আমি আমার সহজাত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারি। আর সবকিছু পরিপাটিভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখাটা হচ্ছে আমার স্বভাব। নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন কিছু দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে।

আমি তো চিরকালই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন একটা ঘরে থাকি।—সিড্রিক বললেন। —এবং সেই ঘরে থাকতেই আমি ভালোবাসি।—শেষের দিকে তাঁর কথার সুরে খানিকটা বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠল।

আপনাকে দেখে অবশ্য সেইরকমই মনে হয়।

ইভিজায় আমার যে কটেজ আছে সেটা খুব শাদাসিধে ধরনের। আসবাবপত্রের কোনও বালাই নেই সেখানে। তিনটে প্লেট, দুটো কাপ, খানকয়েক রেকাবি, একটা বিছানা, একটা টেবিল, আর দুটো মাত্র চেয়ার। সারা ঘর ধুলো, রঙের দাগ আর পাথর কুচিতে ভর্তি। ছবি আঁকা ছাড়া আমি পাথর কুঁদে মূর্তি তৈরির কাজও করে থাকি। কাউকে আমার একটা জিনিশও স্পর্শ করতে দিই না। বিশেষ করে মেয়েদের তো তার ধারেকাছে যাওয়া নিষেধ।

কোনও মেয়েকেই দেন না?

আপনি ঠিক কী জানতে চান?

আমি ভেবেছিলাম শিল্পী-মানুষদের প্রেম-ঘটিত অনেক রকম ব্যাপার-স্যাপার থাকে।

তেমন যদি কিছু থেকেই থাকে তবে সেটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। —রাশভারী গলায় সিড্রিক বললেন।—যেটা আমি একবারেই বরদাস্ত করতে পারি না সেটা হচ্ছে কোনও মেয়ে এসে আমার কাজের মধ্যে নাক গলাক, আমার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাক।

আপনার কটেজে একবার যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।—লুসি বলল।—আমার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো ব্যাপার হত।

সে-সুযোগ কোনওদিনই আপনার কপালে জুটবে না।

আমার নিজেরও তাই বিশ্বাস।—একটু থেমে লুসি আবার বলল—আচ্ছা, এতদিন ধরে এই বিশাল এলাকাটাই বা এমন অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে কেন? শুধুমাত্র যুদ্ধের দরুন তো এমন অবস্থা হতে পারে না?

মনে হচ্ছে আপনি আমাদের এত বড় বাগান-বাড়িটাকেও পরিপাটিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চান? আপনার মতো এত বেশি অনধিকার চর্চা করতে আমি আর অন্য কোনও মহিলাকে দেখিনি। এখন আমি বুঝতে পারছি আপনার পক্ষে কেন ওই মৃতদেহটার হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এমন কী প্রাচীন গ্রিক-রোমান যুগের পাথরের তৈরি ভারী একটা শবাধারকেও আপনি নিশ্চিন্তে তার

নিজের জায়গায় থাকতে দিতে রাজি নন।—একটু থেমে পুনরায় নিজের কথার খেই ধরলেন সিড্রিক।—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, এ-বাড়ির এখন যা হাল দেখছেন শুধুমাত্র যুদ্ধই তার একমাত্র কারণ নয়, এর জন্যে প্রধান দায়ী হচ্ছেন আমার বাবা। হ্যাঁ...ভালো কথা, আমার এই পূজনীয় পিতৃদেবটিকে আপনার কেমন মানুষ বলে মনে হয়?

আমার হাতে এত কাজ জমা থাকে যে কারুর সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করার বিশেষ একটা সময় পাই না।

এভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমার বাবার মতো জঘন্য প্রকৃতির মানুষ দুনিয়ায় দুটো পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। আমার ধারণা তাঁর মাথারও গোলমাল আছে। তিনি যে আমাদের প্রত্যেককেই ঘৃণা করেন তাও আমরা জানি। একমাত্র এমাই যা ব্যতিক্রম। আমার ঠাকুর্দার উইলই এর প্রধান কারণ। ়ই

লুসি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিড্রিকের মুখের দিকে তাকাল। ঠটা

আমার ঠাকুর্দা ছিলেন খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি। একমাত্র নিজের প্রচেষ্টায় তিনি এই বি থকেই সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুর্দার ব্যবসার দিকে বাবার বিন্দুমাত্র মনে ছিল না। তিনি শুধু দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে ফূর্তি করতে ভালোবাসতেন। আব ধরনের জবরজং সব জিনিশ কিনে পয়সা নষ্ট করতেন। বাবার বিশ্বাস ছিল সেগুলে সহজে অতি মূল্যবান শিল্পকলার নির্দশন। ঠাকুর্দা যখন বুঝলেন তাঁর এই গুণধর পুত্রটি কো আমার কম্মেব নয়, তখন তিনি একটি ট্রাস্ট গঠন কবে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি সেই ট্রাসে থাক্ত হাতে দিয়ে গেলেন। এবং এমনভাবে উইল করে গেলেন যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে য আয় হবে সেটা আজীবন তাঁর ছেলেই পাবে, কিন্তু মূল বিষয়-সম্পত্তির ওপর ছেলের কোনও অধিকার থাকবে না। ছেলের অবর্তমানে নাতি-নাতনিদের মধ্যে এই সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ হবে। তাই বাবা কি করল জানেন? তিনি এখানে এসে বাস কবতে শুরু কবলেন, এবং টাকা-কড়ি খরচ কবা একেবারে বন্ধ কবে দিলেন। সম্পত্তি থেকে যা আয় হত তার সমস্তটাই সিন্দুকে জমাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তিনি যা সঞ্চয় কবেছেন সেটা আমার ঠাকুর্দাব বিষয়-সম্পত্তিব প্রায় সমান-সমান হবে। এবং বর্তমানে আমবা কেউ-ই, অর্থাৎ হ্যাবল্ড, আমি, অ্যালফ্রেড বা এমা, আমাদের স্বর্গীয় ঠাকুর্দার বিশাল সম্পত্তির একটা কানা-কড়িও ছুঁতে পারছি না। আমি একজন দবিদ্র চিত্রকব। হ্যারল্ড শহবে গিয়ে ব্যবসা করে বেশ দু'পয়সা কামিযেছে। ও এখন শহরেব একজন গণ্যমান্য মানুষ। যদিও কানাঘুষোয় খবর পেলাম ওরও এখন বেসামাল অবস্থা। ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি সব নিলাম হবার উপক্রম। আর অ্যালফ্রেডের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। সবাই ওকে এই পরিবারের কলঙ্ক বলে মনে করে।

কেন?

আপনার দেখছি সব বিষয়েই প্রচণ্ড কৌতূহল! কারণটা হচ্ছে, ও যা কাজকর্ম করে তার পুরোটাই আইনসঙ্গত নয়। বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়তে-পড়তেও কোনওরকমে বেঁচে যায়। তাই এখনও ওকে জেলের ঘানি টানতে হয়নি।

কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে ওর সব জারি জুরি ভেস্তে যেতে পারে। বাঁকা পথে চললে একবার কি দু'বার হয়তো পার পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা খুব বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া যায় না।

একজন অচেনা মানুষের কাছে পরিবারের এই সমস্ত গুপ্তকথা ফাঁস করে দেওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে?

কেন? আপনি কি পুলিশের চর?

হতেও তো পারি!

আমি অন্তত তা মনে করি না। পুলিশের আবির্ভাবের আগে থেকেই আপনি এখানে কাজে যোগ দিয়ে উদয়াস্ত খাটা-খাটুনি শুরু করেছিলেন। বরং আমি বলব...

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই এমা সবজি-বাগানের দোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এই যে...এমা? কোনও কারণে এখন তোমাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

বিছামাকে এখন বাড়িতে ফিরতে হবে।—পরিস্থিতি বুঝে লুসি বলল।

পাখ...না, আপনি যাবেন না।—অনুরোধ জানালেন সিড্রিক।—এই খুনের দরুন থানিও এখন আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছেন।

আমার অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।—লুসি মাথা নাড়াল।—খাবারের ডিশ জাবার জন্যে আমার কিছু সুগন্ধী পাতার দরকার ছিল। তার খোঁজেই এদিকে এসেছিলাম।

সবজি-বাগানের দরজা দিয়েই দ্রুতপায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল লুসি। সিড্রিক তার চলে-যাওয়া পথের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন কয়েক পলক।

মহিলাকে আক্ষরিক অর্থেই সুন্দরী বলা চলে।—মন্তব্য করলেন তিনি।—ওঁর প্রকৃত পরিচয়ই বা কী?

ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত মহলের অনেকেই ওকে চেনেন।—এমা বললেন।—ঘর-গৃহস্থালির কাজে ওর নৈপুণ্যের কোনও তুলনা হয় না। তবে লুসি আইলেসবরোর কথা এখন থাক, একটা ব্যাপারে আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি...সিড্রিক। আপাত দৃষ্টিতে পুলিশ সন্দেহ করছে, এই মৃত মহিলা একজন বিদেশিনী। এবং খুব সম্ভবত জাতে ফরাসি। তোমার কি মনে হয়...সিড্রিক, নিহত মহিলাটি আমাদের মার্টিনা নয় তো?

কয়েক মুহূর্ত সিড্রিক বোকার মতো মুখ করে এমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছোট বোনের কথাটা বুঝি তাঁর মগজে ঢুকল না।

মার্টিনা? কিন্তু এ-নাম তো আগে কখনও...ওহো, তুমি ওই চিঠির মার্টিনার কথা বলছ?

হ্যাঁ। তোমার কি মনে হয় না...

আচ্ছা, পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে এই মেয়েটি মার্টিনা-ই বা হতে যাবে কেন?

মানে, একেবারে আচমকা ওই টেলিগ্রামটা এসে পৌঁছোল। ব্যাপারটা কি সত্যিই বেশ অদ্ভুত নয়? ঘটনা দুটো প্রায় একই সময় ঘটেছে।...তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই সে এখানে এসে হাজির হয়েছিল?

কী সব আবোল তাবোল বকছ! মার্টিনা এখানে এসে গুদাম ঘরেই বা ঢুকতে যাবে কেন? কীসের জন্যে? পুরো বিষয়টাই আমার কাছে সাংঘাতিক রকম অবিশ্বাস্য ঠেকছে!

ইনসপেকটর বেকন বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ অফিসারকে সবকিছু খুলে জানানো কি উচিত হবে বলে তুমি মনে করো?

কী বলবে?

কেন, মার্টিনার ব্যাপারে। ওই চিঠিটার প্রসঙ্গে।

গোটা পরিস্থিতিটা অযথা জটিল করে তোলার চেষ্টা কোরো না, এমা। ওই ঘটনার সঙ্গে এখানকার এই খুনের কোনও যোগসূত্রই নেই। এক্ষেত্রে ওই চিঠিটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। মার্টিনার দস্তখত করা ওই চিঠিটার সম্পর্কে গোড়া থেকেই আমার মনে গভীর একটা সন্দেহ দানা বেধেছিল।

আমার নিজেরও যে খটকা লাগেনি, তা নয়! তবু...

সকালে পেটে কিছু দানাপানি পড়ার আগে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাই লোকে সহজে বিশ্বাস করে নেয়। তারপর পেটে কিছু পড়লে ধীরে ধীরে মগজটাও সাফ হয়। আমার উপদেশ হচ্ছে, এ-ব্যাপারে ঠোঁটে কুলুপ এঁটে চুপটি করে বসে থাকো। মৃতদেহটা শনাক্ত করার দায় শুধু পুলিশের। হ্যারল্ডও নিশ্চয় এই একই কথা বলবে।

তা আমি জানি। শুধু হ্যারল্ড কেন, অ্যালফ্রেডও এ-প্রস্তাবে সায় দেবে। কিন্তু আমি কিছুতেই মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না, সিড্রিক। আমার দুশ্চিন্তা আঠার মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত আমি আদৌ বুঝে উঠতে পারছি না।

কিচ্ছু করবে না।—জোর দিয়ে সিড্রিক বললেন।—পুরোপুরি মুখ বন্ধ রাখবে। যেচে পড়ে ঝুট-ঝামেলার ধারে কাছেও যাওয়া উচিত নয়, এই হচ্ছে আমার নীতিবাক্য।

এমা ক্র্যাকেনথর্প বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধীর পায়ে বাড়ির দিকে এগোলেন। তাঁর চোখ-মুখে সংশয়ের ঘোর তখনও কাটেনি।

তিনি যখন দরজার সামনে এসে পৌঁছোলেন, দেখলেন ড. কুইম্পাব তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর ভাঙাচোরা অস্টিন গাড়িটার দিকে এগোচ্ছিলেন। এমাকে দেখে দ্রুতপায়ে সামনে এগিয়ে এলেন তিনি।

এই যে...এমা,—হাসিমুখে তিনি বললেন—তোমার বাবা তো দেখলাম দিব্যি খোশ মেজাজে রয়েছেন। এই খুনটা তাঁর কাছে টনিকের মতো কাজ করেছে। তাঁর বেঁচে থাকার নতুন রসদ জুগিয়েছে। ভাবছি এবার থেকে আমি আমাব রুগীদের এই জাতীয় রোমহর্ষক উপকরণ প্রেসক্রাইব করব।

এমা যান্ত্রিকভাবে হাসলেন। ড. কুইম্পারের এই সমস্ত সূক্ষ্ম জিনিশ সহজে নজরে পড়ে। বললেন—তোমাকে যেন আজ বড় বেশি অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে?

বড় বড় চোখ তুলে এমা ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ড. কুইম্পারের সদাশয়তা এবং সহানুভূতির ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। এখানে তিনি শুধু একজন চিকিৎসকই নন, একজন পারিবারিক বন্ধুও। অনেক সময় অনেক উপদেশ দিয়ে তিনি এমাকে সাহায্য করেছেন। এমাও সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

হ্যাঁ, সত্যিই আমি চিন্তিত।—এমা স্বীকার করলেন।

চিন্তার কারণটা কি আমাকে খুলে বলবে? অবশ্য এতে তোমার যদি কোনও আপত্তি থাকে...

না...না, আমি তো বলতেই চাই। কিছুটা অবশ্য আপনি আগেও শুনেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে বর্তমানে আমার কী করণীয় সেটাই আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

তোমরা বিচার বুদ্ধির ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। এখন আসল সমস্যাটা কী?

আপনার মনে আছে কিনা জানি না, ইতিমধ্যে হয়তো ভুলেও যেতে পারেন... আমার এক ভাইয়ের কথা একবার আপনাকে আমি বলেছিলাম। গত যুদ্ধে আমার সেই ভাই মারা গিয়েছিল।

হ্যাঁ...হ্যাঁ, আমার মনে আছে। তাঁর বিয়ের কথাও তুমি আমাকে বলেছিলে। তিনি জনৈক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেছেন, কিংবা বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন...এই রকমই কিছু একটা, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিলেন এমা।—আপনার স্মৃতিশক্তি সত্যিই বেশ প্রখর। এখন ঘটনা হচ্ছে, এই চিঠি পাবার দু'-একদিনের মধ্যেই আমার সেই ভাই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। তারপর থেকে সেই মহিলার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। ভাইয়ের চিঠিতে শুধু তার প্রেমিকার ব্যক্তিগত নামেরই উল্লেখ ছিল, উপাধির কথা কিছু জানায়নি। আমরা ভেবেছিলাম সেই মহিলা চিঠি লিখে, অথবা সশরীরে হাজির হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিন্তু তা সে করেনি। এমন কী একমাস আগে পর্যন্ত তার বিষয়ে কিছুই আমরা জানতাম না। ক্রিসমাসের কিছুদিন আগে হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম।

হ্যাঁ, আমিও ওই চিঠির কথা শুনেছিলাম।

চিঠিতে লিখেছিল, সে ইংল্যাণ্ডে আসছে, এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সেই মতোই ব্যবস্থা করা হল। আমরা যখন তাকে একবার চোখে দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তখন একটা তার এল। সে জানাল, জরুরি কাজে তাকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হচ্ছে। তাই আপাতত এখানে আসতে পারছে না।

তাতে কী হল?

পুলিশের সন্দেহ, যে মহিলাটিকে খুন করা হয়েছে সে জাতে ফরাসি।

তাই নাকি! কিন্তু মৃতদেহ দেখে আমি ইংরেজ মহিলা বলেই ভেবেছিলাম। অবশ্য শুধু চোখে দেখে সব সময় সবকিছু বিচার করা যায় না। তবে তোমার এত দুশ্চিন্তার কী কারণ ঘটল? তুমি কি ভাবছ, এই নিহত মহিলা তোমার ভাইয়ের স্ত্রী হতে পারেন?

হ্যাঁ, সেটাই আমার দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ।

আমার তো মনে হয় তেমন সম্ভাবনা খুবই কম।—ড. কুইম্পার বললেন। একটু থেমে আবার বললেন—যদিও তোমার দুশ্চিন্তার কারণটাও আমি উপলব্ধি করতে পারছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

পুলিশকে ঘটনাটা জানাব কিনা তাই ভাবছি। সিড্রিক এবং অন্যদের ধারণা হচ্ছে, এই দুটোর মধ্যে কোনও যোগ নেই। তাই পুলিশকে জানিয়ে ঝামেলা না বাড়ানোই ভালো। এ-ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য?

হুঁ!—ড. কুইম্পার জিব দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিলেন। কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন তিনি। মনে মনে চিন্তা করলেন গভীর ভাবে। অবশেষে যেন খানিকটা অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বললেন—কিছু না জানানোটাই যদিও তোমার পক্ষে বেশি সুবিধেজনক, অনেক বেশি স্বস্তিকর,....তোমার ভাইদের মনোভাবটাও আমি বুঝতে পারছি। তা সত্ত্বেও...

হ্যাঁ,...বলুন?

দরদভরা দৃষ্টিতে কুইম্পার এমার দিকে তাকালেন।—আমি নিজে গিয়ে পুলিশের কাছে সবকিছু খুলে বলি, এই তো তুমি চাও? পুলিশকে না জানানো পর্যন্ত তুমি শান্তি পাবে না, তা আমি জানি।

এমার গাল দুটো ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল।—আমি হয়তো খুব বোকার মত ভাবছি।

তুমি যা ভালো বুঝছ তাই কর। তোমার দাদারা যাই বলুন না কেন তাঁদের কথায় কান দিও না। তোমার বিচার-বুদ্ধিব ওপর আমার পুরো ভরসা আছে। প্রয়োজন হলে আমি তোমার দাদাদের সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে কথা বলব।

১২।।

এই যে মেয়ে,...হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলছি! এদিকে শুনে যাও।

অবাক হয়ে লুসি পেছন ফিরে তাকাল। মি. ক্র্যাকেনথর্প একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আপনি কি আমাকে ডাকছেন, মি. ক্র্যাকেনথর্প?

বেশি বকবক কোরো না, এদিকে এসো।

লুসি এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প খপ করে ওর হাত ধরে টেনে ওকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।—তোমাকে আমি এখন কয়েকটা জিনিশ দেখাতে চাই।—তিনি বললেন।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল লুসি। ঘরটা পরিসরে বেশ ছোট। সাধারণত পড়ার ঘর হিশেবেই এগুলোকে ব্যবহার করা হয়। তবে পড়ার ঘর হিশেবে যে দীর্ঘদিন এটাকে ব্যবহার করা হয়নি, এক ঝলক তাকিয়ে দেখলেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। ডেস্কের ওপর এক তাড়া কাগজ। ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ে গেছে তার ওপর। ঘরের কোণে-কোণে মাকড়সার ঝুল। চারদিক থেকে ভ্যাপসা, ছাতাধরা দুর্গন্ধ উঠে আসছে।

ঘরটা পরিষ্কার করার জন্যে কি এখন আপনি আমাকে এখানে ডেকে আনলেন?

না...না।—জোরে জোরে ঘাড় দোলালেন বৃদ্ধ।—এ ঘরটা আমি এভাবেই চাবিবন্ধ করে রেখে দিতে চাই। এমাও এই ঘরে ঢুকে জিনিশপত্র নাড়াচাড়া করতে চায়। কিন্তু আমি ওকে কোনও কিছুতে হাত দিতে দিই না। এটা হচ্ছে আমার ঘর। এই পাথরগুলো দেখছ? এর প্রত্যেকটিই মূল্যবান ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন।

গোটা বারো-চোদ্দ পাথরের ডেলা একধারে জড়ো করে রাখা ছিল। তার মধ্যে কতকগুলো মসৃণ, পালিশ করা। কতকগুলো এবড়ো-খেবড়ো। সেইদিকে তাকিয়ে কৃত্রিম গলায় লুসি বলল—বাঃ...কী চমৎকার! এগুলো খুবই উৎকৃষ্ট নিদর্শন!

ঠিক বলেছ।—বৃদ্ধের চোখে-মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠল।—যোগ্য জিনিসের কদর করতে জানো তুমি। সত্যিই তুমি বুদ্ধিমতী। এসব আমি সবাইকে দেখাই না। আরও কতকগুলো জিনিশ দেখাব তোমাকে।

আপনি যে আমাকে এত অনুগ্রহ করছেন সেজন্য আপনার প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার এখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। সে কাজগুলো খুবই জরুরি। এখনও পর্যন্ত সমস্ত রান্না করে উঠতে পারিনি। গোটা বাড়িতে ছ'জন লোক...

ওরা সবাই মিলে আমাকে গিলে খাবে। ভালোমন্দ খাবার জন্যেই দল বেঁধে এখানে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু খাবারের খরচ বাবদ একটা কানাকড়িও কেউ পকেট থেকে বের করবে না। প্রত্যেকেই এক-একটা চিনে জোঁক। কেবল আমার চোখ বোজার অপেক্ষায় ব্যাকুল আগ্রহে দিন গুনছে। তা ওরা যত ইচ্ছে দিন গুনুকগে যাক... ওদের প্রাণে খুশির জোয়ার আনার জন্যে এত সহজে আমি মরতে যাচ্ছি না। বাইরে থেকে আমাকে দেখে যা মনে হয় তার চেয়ে আমি অনেক বেশি শক্তপোক্ত। এমন কী এমাও সে-কথা জানে না।

সে তো বটেই! সত্যিই আপনি বেশ শক্তপোক্ত।

তা ছাড়া যা ভাবছ তত বুড়ো আমি এখনও হইনি। এমাই শুধু আমাকে বুড়ো-বুড়ো বলে। সেই মতো আচার-আচরণ করে আমার সঙ্গে। তুমি নিশ্চয় আমাকে ততটা বুড়ো বলে মনে করো না?

অবশ্যই না!—জোর গলায় লুসি জানাল।

তোমার মতো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন তরুণী আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। তুমি হয়তো জানো না, আমার মা ছিলেন রাজপরিবারের মেয়ে। এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর ছিলেন আমার মায়ের পূর্বপুরুষ। শিল্পকলার দিকেও প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল আমার মায়ের। আমার এই শিল্পপ্রীতি নিশ্চয় মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। যদিও আমার বাবা ছিলেন খুব শাদামাটা শ্রেণীর। বংশ মর্যাদা বলতে তাঁর কিছু ছিল না। আমি আমার মায়ের ধাত পাওয়ায় তিনি আমাকে হিংসে করতেন মনে মনে। আমার কোনও কাজটাই তিনি সুনজরে দেখতেন না। নইলে কেউ নিজের ছেলেকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে?

তা ঠিক!—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বিড়বিড় করল লুসি।

এখন আমি তোমাকে নতুন কিছু জিনিশ দেখাব।—বৃদ্ধ লুসির হাত ধরে তাকে একটা বিরাট সাইজের কাঠের আলমারির সামনে এনে দাঁড় করালেন। লুসি ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করলেও বৃদ্ধের হাতে যে এখনও বেশ জোর আছে সেটা ও বুঝতে পারল। অথবা বিশেষ কোনও কারণে আজ হয়তো তিনি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন।

এটা আগে কখনও দেখেছ? লুশিংটন থেকে এই আলমারি আনা হয়েছিল। সেখানে আমার মামার বাড়ি। এটাকে সরাতে গেলে চারজন জোয়ান লোকের দরকার হয়। এর মধ্যে আমি কী রেখেছি তুমি দেখতে চাও?

দয়া করে দেখান।—নরম সুরে লুসি বলল।

খুব কৌতূহল হচ্ছে, তাই না? আমি জানি, মেয়েদের কৌতূহল একটু বেশি। —কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে তার সাহায্যে আলমারির নীচের দিকের একটা ড্রয়ার খুললেন তিনি। ড্রয়ারের ভেতর থেকে নতুন একটা ক্যাশবাক্স বাইরে বের করে আনলেন। আর একটা চাবি দিয়ে ক্যাশবাক্সের ডালা খুললেন। একটা মাঝারি সাইজের থলি ছিল তার মধ্যে। থলির মুখ খুলে লুসিকে দেখালেন তিনি। একরাশ সোনালি চাকতি ছিল তার মধ্যে।

এগুলো কী জানো? স্বর্ণমুদ্রা। হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই সারা গা শিরশির করে ওঠে। কাগজের তৈরি কারেন্সি নোটের চেয়ে এর কৌলীন্য হাজার গুণ বেশি। আরও অনেক মূল্যবান জিনিশ আছে এই বাক্সের মধ্যে। সমস্তই আমি ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছি। এ-কথা কেউ জানে না, এমন কী এমাকেও বলিনি। আজ শুধু তোমাকে দেখালাম। সব কথা তোমাকে খুলে বললাম। কেন জানো?

না,...কেন?

কারণ আমি চাই না আর সকলের মতো তুমিও ভেবে বসে থাকো যে, আমি একজন কপর্দকহীন অথর্ব বৃদ্ধ। এই বয়সেও আমার প্রাণপ্রাচুর্যে কোনও ঘাটতি নেই। বহুদিন হল আমার স্ত্রী গত হয়েছেন। প্রতি পদে পদে তিনি আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতেন। ছেলে-মেয়েদের আমি যে-নামকরণ করেছি তাও তাঁর মনঃপূত হয়নি। তাঁর মধ্যে তেজস্বিতার অভাব ছিল। কিন্তু তুমি যথেষ্ট তেজস্বিনী। তোমাকে একটা ভালো উপদেশ দিচ্ছি, শোনো। কখনও কোনও যুবকের ফাঁদে ধরা দিও না। যুবক মাত্রই বোকা। তুমি আগে তোমার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করবে। তার জন্যে যদি অপেক্ষা করতে হয়, করবে।—আবার আঙুল দিয়ে লুসির একটা হাত আঁকড়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললেন—তুমি বুদ্ধিমতী। এর বেশি তোমায় আমি কিছু বলতে চাই না। একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। ওই বোকারা ভাবে, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। খুব শীগগিরই আমি মারা পড়ব। কিন্তু ওদের ধারণা আগাগোড়া ভুল। আমি যদি ওদের সকলের চেয়ে বেশিদিন বাঁচি, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তখন আমি দুনিয়াটাকে একবার

দেখে নেব। আমার ওপর এত অবিচারের শোধ তুলব। হ্যারল্ডের কোনও ছেলেপুলে নেই। সিড্রিক আর অ্যালফ্রেড তো বিয়েই করেনি। এমা...এমা কোনওদিন বিয়েই করবে না। অবশ্য ডাক্তার কুইম্পারের ওপর ওর একটু টান আছে ঠিকই, কিন্তু কুইম্পার ওকে বিয়ে করার কথা চিন্তাও করবে না। বাকি রইল শুধু আলেকজাণ্ডার। ছেলেটাকে আমি অবশ্য খানিকটা ভালোওবাসি। কথাটা খুব অদ্ভুত শোনালেও আলেকজাণ্ডারকে সত্যিই আমি পছন্দ করি।

একটু থেমে ভ্রু কোঁচকালেন বৃদ্ধ।—ঠিক আছে, তা হলে এই কথাই রইল। তুমিও একবার ভালো করে ভেবে দেখো।

মিস আইলেসবরো...

ভেজানো দরজার ওপাশ থেকে এমার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল। লুসি এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হতে দিল না।

মিস ক্র্যাকেনথর্প আমাকে ডাকছেন। আমার এখন যাওয়া দরকার। এসব আমায় দেখাবার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ...।

আমি যা বললাম, ভুলো না। ওটা আমাদের গোপন ব্যাপার।

না, কিছুতেই ভুলব না।

দ্রুতহাতে দরজা খুলে লুসি বাইরে এসে দাঁড়াল। হলঘরের দিকে যেতে যেতে মনে মনে চিন্তা করল, এইমাত্র কি ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখা হল...নাকি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য কিছু। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

ডারমট ক্র্যাডক নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিজের ঘরের টেবিলের সামনে বসেছিলেন। তাঁর বাঁ হাতে রিসিভার ধরা। ফোনে ফরাসি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন তিনি। কথাবার্তা হচ্ছিল সব ফরাসি ভাষাতেই। এই ভাষাটাও তিনি বেশ ভালোই বলতে-কইতে পারেন।

এটা নিছকই একটা ধারণা বলতে পারো।—তিনি বললেন।

কিন্তু যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ।—অন্যপ্রান্ত থেকে পারী পুলিশের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। —ইতিমধ্যেই আমি অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমার লোকেরা চারদিকে খোঁজখবর নিচ্ছে। সাধারণত পরিবার-পরিজন বা কোনও একজন পুরুষ-প্রেমিক না থাকলে এরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় তার হদিশ পাওয়া খুবই দুষ্কর। কেউ-ই এদের খবর রাখার বিশেষ একটা প্রয়োজন অনুভব করে না। হয় এরা অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, না-হয় এদেশ-সেদেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া তুমি যে ছবিটা পাঠিয়েছ তার সাহায্যে কাউকে সঠিক ভাবে শনাক্ত করা খুবই কঠিন। গলা টিপে খুন করার ফলে নিহতের মুখের আদলটাই পুরোপুরি পালটে যায়। তবে এখন তো আর করার কিছু নেই। এই সূত্র ধরেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। আমার লোকেরা নতুন যে-সব রিপোর্ট নিয়ে আসছে সেগুলো এবার পরীক্ষা করে দেখব। দেখা যাক, তার মধ্যে কিছু পাওয়া যায় কি না। এখন রাখছি, পরে আবার যোগাযোগ করব।

বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্র্যাডকও রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। একজন কর্মচারী এসে তাঁর সামনে একটুকরো চিরকুট বাড়িয়ে দিল। তাতে লেখা ছিল ঃ মিস এমা ক্র্যাকেনথর্প রাদারফোর্ড হল-এর মামলার ব্যাপারে ডিটেকটিভ ইনসপেকটর ক্র্যাডকের সঙ্গে দেখা করতে চান।

মিস ক্র্যাকেনথর্পকে সঙ্গে করে আমার ঘরে নিয়ে এস।—কর্মচারীটিকে নির্দেশ দিলেন তিনি।

লোকটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর তিনি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিজের মনে চিন্তা করতে লাগলেন। তা হলে তাঁর অনুমানে কোনও ভুল হয়নি। এমা ক্র্যাকেনথর্প নিশ্চয় কিছু একটা জানেন...হযতো তেমন জরুরি কিছু নয়, তবে কিছু একটা তো বটেই! আর সেটা তাঁকে জানাবার জন্যে মনস্থির করেই তিনি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

এমা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই তিনি চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাত বাড়িযে করমর্দন করলেন তার সঙ্গে। সামনের খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। তারপর তিনি আবার নিজের চেয়ারে বসলেন। মহিলার চোখে-মুখে ইতস্তত ভাবটাও তাঁব নজরে পড়ল। সম্ভবত যা বলতে এখানে এসেছেন তার জন্যে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ক্র্যাডক বললেন—মিস ক্র্যাকেনথর্প, আপনি নিশ্চয় আমাকে কিছু বলবেন বলে এখানে এসেছেন...তাই না? এ-বিষয়ে আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? কোনও ব্যাপারে হয়তো মনে মনে চিন্তিত বোধ করছেন? সম্ভবত খুবই সামান্য, তুচ্ছ একটা বিষয়। বর্তমানের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সঙ্গে তার যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাও অতিশয় ক্ষীণ। তবে আবার কোথাও কোনও যোগসূত্র থাকলেও-থাকতে-পারে। সেই কারণেই আপনি আজ আমাকে ঘটনাটা খুলে জানাবেন বলে ঠিক কবেছেন। কী, কিছু ভুল বললাম? এই ঘটনার সঙ্গে হয়তো নিহত মহিলার পরিচয়ও জড়িয়ে আছে। ভাবছেন, মহিলাটির সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

না. না, ঠিক তা নয়। আমাব মনে হচ্ছে পুরো বিষয়টা এতই অবাস্তব...কিন্তু...

হয়তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পাবে এবং সেটাই আপনাকে এতবেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কবে তুলেছে? ঘটনাটা বরং আপনি আমাকে খুলেই বলুন. তাতে আপনার মানসিক অশান্তি তো অনেকখানি দূর হবে।

কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন এমা। অবশেষে বললেন—আমার তিন ভাইকে আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। এডমণ্ড নামে আরও এক ভাই ছিল আমার। গতযুদ্ধে সে মারা যায়। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে ফ্রান্স থেকে এডমণ্ড আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল।

হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা পুরোনো চিঠি বের করে এমা পড়তে শুরু করলেন। চিঠির কাগজটা সময়ের স্রোতে হলদে হয়ে এসেছে, ভেতরের লেখাগুলোও কেমন ঝাপসা, ফ্যাকাশে।

আমার এই চিঠি পড়ে তুমি যেন শক্ পেয়ো না...এমি, তবে খুব শীগগিরই আমি একজন ফরাসি মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। ব্যাপারটা কেমন হঠাৎই হয়ে গেল, অবশ্য মার্টিনাকে দেখে তোমাদেরও নিশ্চয় পছন্দ হবে। এবং আমার যদি ভালোমন্দ কিছু ঘটে যায় তা হলে তুমি যে ওর দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে, সে-বিশ্বাস আমার আছে। পরের চিঠিতে বিস্তারিতভাবে সব জানাব—ততদিনে আমাদের বিয়েটাও নিশ্চয় হয়ে যাবে। বাবাকে এখনই তড়িঘড়ি করে কিছু জানাতে হবে না। একটু একটু করে সইয়ে-সইয়ে খবরটা তাঁকে দিও। শোনার পর তিনি যে সাংঘাতিক চটে যাবেন সেটা আমি এখান থেকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

ইনসপেকটর ক্র্যাডক হাত বাড়ালেন। অল্প ইতস্তত করে এমা চিঠিটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

এই চিঠিটা ডাকে আসার ঠিক দু'দিনের মাথায় সামরিক দফ্তর থেকে একটা তার পেলাম। তাঁরা জানালেন, এডমণ্ডের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না, খুব সম্ভবত যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। পরে জানা গেল, এডমণ্ড যে যুদ্ধে মারা গেছেন সামরিক বিভাগ এই বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত। সারা ফ্রান্স জুড়ে তখন এক অরাজক অবস্থা। এডমণ্ডের সত্যিই বিয়ে হয়েছিল কিনা, সমর দফ্তরের রেকর্ড বইয়ে তার কোনও উল্লেখ পাওয়া গেল না। তবে আগেই বললাম, যুদ্ধের ধাক্কায় ফ্রান্স তখন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল। যুদ্ধ থেমে যাবার পর আমি নিজে এই মেয়েটির সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছিলাম। তবে ফ্রান্সের ওই অঞ্চল তখন জার্মানদের দখলে ছিল। আর তার বংশ পরিচয় সম্পর্কেও আমি কিছু জানতাম না। তাই আমার চেষ্টা ব্যর্থ হল। মার্টিনার কাছ থেকেও কখনও কোনও চিঠি পাইনি। তাই ভেবেছিলাম আদৌ হয়তো ওদের বিয়ে হয়নি। কিংবা এডমণ্ডের মৃত্যুর পর মেয়েটি আর কাউকে বিয়ে করে ঘর-সংসার পেতেছে। আর নয় তো যুদ্ধের সময় সেও মারা গেছে।

ইনসপেকটর ক্র্যাডক মন্থরভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন। এমা বললেন—মাস খানেক আগে মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্পের দস্তখত করা হঠাৎ একটা চিঠি পেয়ে আমি যে কতখানি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সে-কথা কাউকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

তাই নাকি? চিঠিটা আপনি সঙ্গে এনেছেন?

এমা ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে ইনসপেকটরের হাতে দিলেন। ক্র্যাডক বেশ কৌতূহল নিয়েই চিঠিটা পড়লেন। ভাষাটা ইংরিজি হলেও হাতের লেখার ধাঁচটা ফরাসি। লেখিকার শিক্ষাদীক্ষারও ছাপ রয়েছে চিঠির মধ্যে।

প্রিয় মাদমোয়াজেল,

আশা করি আমার এ-চিঠি আপনাকে মানসিকভাবে বিচলিত করে তুলবে না। এডমণ্ডের সঙ্গে আমার যে বিয়ে হয়েছিল, এ-কথা

আপনাকে ও জানিয়েছিল কিনা তাও আমি জানি না। অবশ্য আমাকে বলেছিল, খবরটা চিঠি লিখে আপনাকে জানাবে। আমাদের বিয়ের দিন কয়েকের মধ্যেই ও যুদ্ধে মারা যায়, এবং ঠিক তখনই আমাদের গ্রামটাও জার্মানরা দখল করে নেয়। যুদ্ধ থেমে যাবার পর আমি ঠিক করলাম আপনাদের কোনও চিঠি লিখব না, অথবা সাহায্যের জন্যেও আপনাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব না। এডমণ্ড যদিও আমাকে আপনাদের কাছেই যেতে বলেছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর আমি আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করেছিলাম, তাই অন্য কারুর সাহায্যের দরকার হয়নি। তবে এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমার ছেলের জন্যেই এ-চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি আমি। আমার ছেলে হলেও সে আপনার বড় ভাইয়ের সন্তান। যে-ধরনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ওর পাওয়া উচিত তার কিছুই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আগামী হপ্তার প্রথম দিকে আমি ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি তখন গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি। লণ্ডনে আমি একশো ছাব্বিশ নম্বর এলভার্স ক্রেস্ন্ট-এ উঠব।

আপনার অনুগত
মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্প

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ক্র্যাডক। এমাকে ফেরত দেবার আগে আগাগোড়া চিঠিটা আর একবার খুঁটিয়ে পড়ে নিলেন তিনি।

এ-চিঠি ডাকে পাবার পর আপনি কী করলেন, মিস ক্র্যাকেনথর্প?

আমার মৃত বোন এডিথের স্বামী ব্রায়ান ইস্টলে তখন আমাদের সঙ্গেই ছিল। এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। লণ্ডনে হ্যারল্ডের সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করলাম। পুরো বিষয়টাই হ্যারল্ড খুব সংশয়ের চোখে দেখল, এবং আমাকেও খুব সাবধানে অগ্রসর হতে বলল। ওর বক্তব্য, মেয়েটি নিজের যে পরিচয় দিচ্ছে সেটা তার প্রকৃত পরিচয় কিনা সে-বিষয় আগে আমাদের নিঃসন্দেহ হতে হবে।—একটু থেমে আবার বলল—ও অবশ্য কিছু ভুল বলেনি, সাধারণ বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী আমাদের সেটাই করা উচিত। কিন্তু ওই মেয়েটি...মানে এই মহিলা...সত্যিই যদি এডমণ্ডের চিঠির সেই মার্টিনা হয তা হলে তাকে আমাদেব স্বাগত জানানো উচিত। তাই আমি তার দেওয়া ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠালাম। চিঠিতে তাকে রাদারফোর্ড হল-এ এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সাদর আহ্বান জানালাম। এর দিন কয়েক পরে লণ্ডন থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি জরুবি কাজে আমাকে এখনই ফ্রান্সে ফিরে যেতে হচ্ছে, মার্টিনা। তারপর থেকে এই মহিলার আর কোনও চিঠি বা খবর আমরা পাইনি।

এ-সব কতদিন আগেকার ঘটনা?

সামান্য চিন্তা করলেন এমা।—ক্রিস্‌মাসের দিন কয়েক আগে। আমার বেশ মনে আছে, মার্টিনাকে আমি ক্রিস্‌মাসের দিনগুলো আমাদের এখানে কাটিয়ে যাবার কথা

বলব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার বাবাই বাধ সাধলেন। তাই ক্রিস্‌মাসের পরের শনি এবং রবিবার তাকে আমি এখানে থাকার কথা বলেছিলাম। কারণ আমাদের পরিবারের সকলেরই তখন এখানে হাজির থাকার কথা। ক্রিস্‌মাসের মাত্র দু'-তিনদিন আগে টেলিগ্রামে মার্টিনা আমাকে ফ্রান্সে ফিরে যাবার খবরটা জানিয়েছিল।

এখন আপনি মনে করছেন শবাধারের মধ্যে যে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে তিনি আপনাদের মার্টিনাও হতে পারেন?

না...না, আমার তা মনে হয় না। তবে আপনি যখন বললেন মৃত মহিলা একজন বিদেশিনী...তখন ভাবলাম...মানে, যদি কোনও ক্ষীণ সম্ভাবনাও...

বাকিটা শেষ না করেই তিনি চুপ করে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভরসা জোগাবার সুরে ক্র্যাডক বললেন—পুরো ঘটনাটা আমাকে জানিয়ে আপনি খুব যুক্তিসঙ্গত কাজই করেছেন। আমরা সবকিছু অনুসন্ধান করে দেখব। যদিও আপনার মতো আমিও মনে করি, যিনি আপনাকে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন খুব সম্ভবত তিনি আবার ফ্রান্সেই ফিরে গেছেন এবং তিনি এখনও বেঁচেবর্তেই আছেন। তবে আপনি ওই চিঠি এবং তারটা যখন পেয়েছিলেন, তারই কাছাকাছি কোনও সময়ে অজ্ঞাত-পরিচয় এই মহিলাকে খুন করা হয়েছিল। যাকগে, এ-ব্যাপারে আপনি অযথা চিন্তা করবেন না...মিস ক্র্যাকেনথর্প। দায়িত্বটা পুরোপুরি আমাদের ওপরই ছেড়ে দিন।—দু'-চার সেকেণ্ড নীরব থাকার পর ঘরোয়া মেজাজে আবার বললেন—ওই চিঠিটার প্রসঙ্গে আপনি মি. হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। কিন্তু আপনার বাবা এবং অন্যান্য ভাইয়েরা...?

বাবাকে তো ব্যাপারটা বলতেই হল। তিনি যে ঘটনাটা ভালো চোখে দেখলেন না সে-কথা বলাই বাহুল্য।—মৃদু হাসলেন এমা।—তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এ-সবই তাঁকে ঠকিয়ে টাকা হাতাবার ফন্দি। টাকা খরচের সামান্য কোনও সম্ভাবনা দেখলেই বাবা একবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। বাবা মনে করেন, বরং বলা ভালো মনে করতে ভালোবাসেন যে তিনি ভীষণ গরীব। এবং তাঁর এখন প্রতিটি কপর্দকই বাঁচানো উচিত। বৃদ্ধমানুষদের মগজের মধ্যে প্রায়শই এই জাতীয় উদ্ভট সব ধ্যান-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আসলে কিন্তু ঘটনাটা সত্যি নয়। বাবার বার্ষিক আয় প্রচুর। তিনি তাঁর সিকিভাগও ব্যয় করেন না। প্রায় পুরোটাই সিন্দুকে জমিয়ে রাখেন। —একটু থেমে দম নিলেন এমা।—আমার অন্য দুই ভাইকেও এই চিঠির কথা বলেছিলাম। অ্যালফ্রেড তো বিষয়টাকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিল। মনে মনে ও অবশ্য ঘটনাটাকে প্রতারকের কারসাজি বলেই ধরে নিয়েছিল। আর সিড্রিক তো সারাক্ষণ নিজের চিন্তায় বিভোর। এ-সম্পর্কে ও কোনও আগ্রহই প্রকাশ করল না। আমরা ভেবেছিলাম, পরিবারের সকলেই মার্টিনার সঙ্গে মিলিত হব। এবং আমাদের আইনজীবী মি. উইমবর্নও সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

এই ব্যাপারটাকে মি. উইমবর্ন কীভাবে নিয়েছিলেন?

এ-প্রসঙ্গে তার সঙ্গে পরামর্শ করার কোনও সুযোগই আমরা পাইনি। তার আগেই মার্টিনার ওই টেলিগ্রাম হাতে পেলাম।

আপনারা এই বিষয়ে আর বেশিদূর অগ্রসর হবার চেষ্টা করেননি?

হ্যাঁ...করেছিলাম। মার্টিনা লণ্ডনের যে-ঠিকানা দিয়েছিল সেখানে একটা চিঠিও পাঠিয়েছিলাম। খামের ওপর লিখে দিয়েছিলাম, মার্টিনা অন্যত্র চলে গেলে খামটা যেন তার নতুন ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও আমরা কোনওরকম উত্তর পাইনি।

হুঁ, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে।—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন ক্র্যাডক।—এ-সম্পর্কে আপনার নিজের কী ধারণা?

এর মাথামুণ্ডু কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না!

সেই সময় আপনার মানসিক কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল? আপনি কি চিঠিটাকে আসল বলে ভেবেছিলেন? নাকি আপনার বাবা এবং দাদাদের ধারণাকেই মেনে নিয়েছিলেন? হ্যাঁ...আর একটা কথা, এই চিঠির ব্যাপারে মি. ইস্টলের অভিমতটাই বা কী?

ব্রায়ান তো চিঠিটাকে সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিল।

আর আপনি?

আমি অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না।

সত্যিই যদি এই মহিলা আপনার বড়ভাই এডমণ্ডের বিধবা স্ত্রী হতেন, তা হলে আপনি কী করতেন?

এমার চোখ-মুখের ভাব নরম হল।

ভাইদের মধ্যে এডমণ্ডই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। বড়দাকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। চিঠিটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, মার্টিনার মতো মেয়েই এমন পরিস্থিতিতে এ-ধরনের চিঠি লিখতে পারে। চিঠিতে তখনকার ফ্রান্সের যে বর্ণনা সে দিয়েছে, বাস্তবের সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে। ভেবেছিলাম যুদ্ধের পর সে হয়তো আর কাউকে বিয়ে করেছিল। কিংবা নিজের সন্তানকে বাঁচানোর জন্যে অন্য কারুর সঙ্গে থাকত। সে হয়তো বর্তমানে মারা গেছে, বা তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও সরে পড়েছে। এবং নিরুপায় হয়েই সে অবশেষে এডমণ্ডের পরিবারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। এডমণ্ডও তাকে এই কথাই বলে গিয়েছিল। সত্যি বলতে কী, চিঠিটা যে জাল হতে পারে একবারের জন্যেও আমার তা মনে হয়নি। কিন্তু হ্যারল্ডের কথা শুনেই আমার মনটা কেমন বিভ্রান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও..., মাঝপথে থেমে গেলেন এমা।

ঘটনাটা সত্যি হোক বলেই আপনি মনে মনে কামনা করেছিলেন?—শান্ত গলায় ক্র্যাডক বললেন।

এমা কৃতজ্ঞচিত্তে ইনসপেকটরের দিকে তাকালেন।—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। ঘটনাটা সত্যি হোক, এটাই আমি চেয়েছিলাম। এডমণ্ডের একটা ছেলে থাকলে খুবই খুশি হতাম আমি।

ক্র্যাডকও মৃদু মন্দ ঘাড় দোলালেন।

আপনার কথা শুনে বোঝা যায়, চিঠিটা হাতে পাবার পর প্রথমে সেটাকে সত্যি বলে মনে নেওয়াই বেশি স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরবর্তী ঘটনাবলীই সবচেয়ে

আশ্চর্যজনক। মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্প হঠাৎ করে পারী ফিরে গেলেন, এবং আপনার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগও করলেন না। আপনি যদিও যথেষ্ট ভদ্রভাবেই চিঠি লিখেছিলেন, রাদারফোর্ড হল-এ আসার জন্যে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন তাঁকে। সেক্ষেত্রে মার্টিনাকে যদি জরুরি কাজে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হত, তা হলে পরে তিনি আপনাকে আর একটা চিঠিই বা লিখলেন না কেন? আপনি যদি আপনাদের আইনজীবী মারফত মার্টিনা সম্পর্কে খোঁজখবর করতেন, তখন জাল মার্টিনার পক্ষে গা ঢাকা দেবার একটা যুক্তি ছিল। কিন্তু আপনি তা করেননি। অবশ্য আপনার অন্য কোনও ভাই হয়তো গোপনে এই মেয়েটির সম্পর্কে অনুসন্ধান করে থাকতে পারেন। এবং গতিক সুবিধের নয় বুঝতে পেরে মহিলা বেপাত্তা হয়ে যান। জাল মার্টিনা হয়তো ভেবেছিলেন শুধুমাত্র আপনাকে বশ করতে পারলেই তিনি তাঁর কার্যোদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু আপনার যে আরও দু'-তিনজন জাঁদরেল ভাই আছে, সে-খবর হয়তো তিনি জানতেন না। এর একটা গুরুতর আইনগত দিকও আছে। এডমণ্ড ক্র্যাকেনথর্পের যদি কোনও বৈধ সন্তান থাকে তবে সেও তার ঠাকুর্দার সম্পত্তির একজন অংশীদার হয়ে দাঁড়াবে।

এমা ইতিবাচক মাথা নাড়লেন।

তার ওপর, মি. উইমবর্নের কাছ থেকে আমি যতদূর জেনেছি, এই রাদারফোর্ড হল এবং এর সংলগ্ন জমি-জায়গার মালিকানাসত্ত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে তার ওপরই বর্তাবে। আজকালকার বাজারে এই সম্পত্তির মূল্য নেহাত কম হবে না।

এবার একটু সচকিত দেখাল এমাকে।—হ্যাঁ...তা ঠিক। এদিকটা আমি আগে ভেবে দেখিনি।

তবে আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই,—আবার সান্ত্বনা দিলেন ইনসপেকটর ক্র্যাডক।—আমার কাছে এসে আপনি ভালোই করেছেন। গোটা বিষয়টা আমি তদন্ত করে দেখব। সম্ভবত কিছু টাকা-কড়ি হাতিয়ে নেবার মতলবেই কেউ আপনাকে এই চিঠিটা লিখেছিলেন। শবাধারে অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলার মৃতদেহের সঙ্গে তার কোনও যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা খুব কম।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনাকে সমস্তটা খুলে জানিয়ে আমি এখন অনেক হালকা বোধ করছি। আপনার সহৃদয় ব্যবহারের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

এমাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ক্র্যাডক। তারপর ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে ফোন করে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ওয়েদারয়লকে ডেকে পাঠালেন।

ওয়েদারয়ল হাজির হবার পর তিনি বললেন—শোনো...বব, তোমার জন্যে একটা কাজ আছে। তোমাকে এখন একবার একশো ছাব্বিশ নম্বর এলডার্স ক্রিসেণ্ট-এ যেতে হবে। যাবার সময় রাদারফোর্ড হল-এ নিহত মহিলার এককপি ছবিও সঙ্গে নেবে। সেখানে মিসেস মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্প নামে কোনও মহিলা

থাকতেন কিনা জানার চেষ্টা করবে। তিনি সেখানে থাকতেও পারেন, অথবা চিঠিপত্র আসার জন্যে কোনও বক্সও ভাড়া নিতে পারেন। সময়টা হচ্ছে পনেরোই ডিসেম্বর থেকে ওই মাসের শেষ হপ্তার মধ্যে।

ঠিক আছে...স্যার।

ববকে বিদায় দিয়ে ক্র্যাডক অন্য কাজে মগ্ন হয়ে পড়লেন। টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ জমা হয়ে আছে। সেগুলো একে একে পরিষ্কার করা দরকার। বিকেলের দিকে একজন পরিচিত থিয়েটারের এজেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু তাঁর এই অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হল না। পরে অফিসে ফিরে এসে দেখলেন পারীর পুলিশ দফ্তর থেকে তাঁর নামে একটা তার এসেছে। তারের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ

> তুমি যে বর্ণনা পাঠিয়েছ তার সঙ্গে ব্যালে মারিৎস্কির অ্যানা স্রাভিনস্রের অনেক মিল আছে। আমার অভিমত হচ্ছে, সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হবার জন্যে তুমি নিজে একবার এখানে এসো।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস উঠে এল ক্র্যাভকের বুক ঠেলে। তাঁর চোখ-মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অবশেষে যেন একটা আলোর দিশা পাওয়া গেছে। নিজের মনে চিন্তা করলেন তিনি। মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্পের কথা পরে ভাবলেও চলবে। আজ রাতেই তিনি পারীর ফেরি ধরবেন।

।। ১৩ ।।

চায়ের আসরে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনি খুবই বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন।—এমা ক্র্যাকেনথর্পকে উদ্দেশ্য করে হাসি-হাসি মুখে মিস মারপল বললেন।

মিস মারপলকে তালগোল পাকানো মোলায়েম পশমের বলের মতোই দেখাচ্ছিল। যেন মিষ্টি স্বভাবের এক বৃদ্ধা মহিলার প্রতিচ্ছবি। উজ্জ্বল মুখেই ঘরের আর সকলের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পের পরনে বনেদি দর্জির হাতে তৈরি গাঢ় রঙের স্যুট। অ্যালফ্রেড মন-ভোলানো হাসি হেসে তাঁর দিকে স্যাণ্ডুইচের ট্রে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সিড্রিক রোঁয়া ওঠা টুইডের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে তাপচুল্লির ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হয় যেন পরিবারের আর সকলকে ভেংচি কাটছে।

কষ্ট করে আপনি এসেছেন বলে আমরা প্রত্যেকেই দারুণ খুশি হয়েছি।—নম্র সুরে এমা বললেন।

সেদিন লাঞ্চের আগে পর্যন্ত খবরটা কেউ জানতে পর্যন্ত পারেননি। লাঞ্চ শেষ হবার মুখে এমা হঠাৎ করে বললেন—ওহো, একটা কথা আমি তোমাদের জানাতে ভুলে গেছি। মিস আইলেসবরোকে আমি বলে দিয়েছি, বিকেলে চায়ের আসরে সে যেন তার জেঠিমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

ওকে বারণ করে দাও।—রাগত কণ্ঠে হ্যারল্ড বললেন।—আমরা এখন নিজেদের ঝামেলাতেই জ্বলে পুড়ে মরছি। এর মধ্যে একজন অপরিচিতা মহিলাকে নিয়ে ভিড় বাড়াতে চাই না।

তিনি যদি আসেন, তখন না-হয় রান্নাঘরে কাজের লোকেদের সঙ্গেই তার চায়ের ব্যবস্থা কোরো।—অ্যালফ্রেড জানালেন।

তা হয় না। আমি তা হতে দিতে পারি না।—এমার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার সুর।—সেটা খুব অভদ্র আচরণ হবে।

বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে চায়ের টেবিলে যোগ দিলে তাতে অসুবিধেটা কোথায়?—সায় দেবার সুরে সিড্রিক বললেন।—তাঁর কাছ থেকে বরং আমরা লুসির সম্পর্কে আরও অনেক খোঁজখবর জানতে পারব। এই সুন্দরী মেয়েটা আমার কাছে সত্যিই এক আশ্চর্যের বিষয়! ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় কিনা আমি নিজেই তা বুঝতে পারি না। মেয়েটা অতিরিক্ত চালাক-চতুর।

অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে, এবং ও নিজেও খুবই খাঁটি ও সাচ্চা প্রকৃতির।—জবাব দিলেন হ্যারল্ড।—আমি নিজের উদ্যোগে ওব সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। কেউ যখন গন্ধ শুঁকে-শুঁকে একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করে, তখন তার সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

নিহত মহিলার পরিচয়টা যদি আমরা জানতে পারতাম!—মন্তব্য করলেন অ্যালফ্রেড।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যারল্ড রাগত কণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমার বিচার-বুদ্ধির বহর দেখে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছি এমা! আগ বাড়িয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে এডমণ্ডের ফরাসি মেয়ে-বন্ধুর কথা বলা কোনওমতেই উচিত কাজ হয়নি। তুমি নাকি সন্দেহ প্রকাশ করেছ, এই নিহত মহিলা এডমন্ডের মেয়ে-বন্ধুও হতে পারে। এর ফলে পুলিশ বিশ্বাস করে নেয় সেই ফরাসি মেয়েটি এখানে এসেছিল এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে খুন করেছে।

ওঃ...হ্যারল্ড, অযথা তিলকে তাল করার চেষ্টা কোরো না।

হ্যারল্ড তো ঠিক কথাই বলেছে।—অ্যালফ্রেড বললেন।—তোমার ঘাড়ে এ ধরনের ভূত কেন চাপল আমি বলতে পারি না। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, আমি যেখানেই যাই না কেন সাদা পোশাকের পুলিশ সারাক্ষণ আমাকে ফলো করছে।

আমি তো এমাকে বলেছিলাম, এ-বিষয়ে পুলিশকে কিছু না জানাতে।—সিড্রিকও এবার আলোচনায় যোগ দিলেন।—কিন্তু কুইম্পারের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেই ও নাকি শেষ পর্যন্ত...

কুইম্পার তাঁর অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন!—একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল হ্যারল্ডের গলা দিয়ে।—নিজের রুগীদের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকেই তাঁর বেশি করে মনোযোগী হওয়া উচিত।

তোমারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করো!—ক্লান্ত গলায় এমা বলল।—আমি খুবই আনন্দিত যে বৃদ্ধা মিস...আহা, কী যেন নাম, তিনি আজ

আমাদের চায়ের আসরে যোগ দিতে আসছেন। নিজেদের মধ্যে অনবরত এই একঘেয়ে আলোচনা না করে অচেনা মানুষের সঙ্গে অন্য ধরনের কথাবার্তা বললে মনটা অনেক হালকা হবে। এখন যাই। আমার খানিকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এমা।

লুসি আইলেসবরো নামে এই যে মেয়েটি,—সামান্য ইতস্তত করলেন হ্যারল্ড— সিড্রিক ঠিকই বলেছে, একটি মেয়ের পক্ষে পরিত্যক্ত গুদোম ঘরে ঢুকে ভারী পাথরের তৈরি শবাধারের ঢাকনা খুলে ফেলা বাস্তবিকই প্রচণ্ড শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। ওর এই জাতীয় কাজকর্মের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। লাঞ্চের সময় ওর আচার-আচরণ দেখে আমার তো বেশ...

ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।—অ্যালফ্রেড বললেন।—ও যদি কোনও মতলব নিয়ে এখানে এসে থাকে তা হলে খুব শীগগিরই আমি সেটা ধরে ফেলব।

আমার কেবল সন্দেহ জাগছে, শবাধারের ওই মস্ত ভারী ঢাকনাটাও এত কষ্ট করে খুলতে গেল কেন? এর পেছনে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

ও হয়তো আসলে লুসি আইলেসবরো-ই নয়।—মন্তব্য করলেন সিড্রিক।—নাম ভাঁড়িয়ে এখানে হাজির হয়েছে।

কিন্তু তার তো একটা কারণ থাকা চাই!—হ্যারল্ডকে খুব বিচলিত দেখাল।—হায় ঈশ্বর!

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

আর যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসা একান্তই জরুরি হয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই বিরক্তিকর এক বুড়ী আমাদের সঙ্গে চায়ের আসরে যোগ দিতে আসছেন।

আজ সন্ধেবেলা আমরা না-হয় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলব।—অ্যালফ্রেড জানাল।—সেই অবসরে এই বুড়ীকে চাপ দিয়ে আমরা ওর পেট থেকে লুসির সম্পর্কে সব কথা টেনে বের করে আনব।

তাই মিস মারপল যথাসময়ে লুসির সঙ্গে বাদারফোর্ড হল-এ হাজির হয়ে ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের বৈকালিক চায়ের আসরে যোগ দিলেন। তাপচুল্লির পাশের চেয়ারটাই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্রে-হাতে অ্যালফ্রেডের মুখের দিকে তাকিয়েও তারিফ করার ভঙ্গিতে তিনি মধুর হাসি হাসলেন। সুদর্শন পুরুষদের তারিফ করা তাঁর সহজাত অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ধন্যবাদ...অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কি...ওহো...হ্যাঁ, ডিমের পোচ আর সার্ডিন মাছ। দুটোই আমার ভীষণ প্রিয়। তা ছাড়া বিকেলে চায়ের সময় খাবার-দাবারের ব্যাপারে আমি একটু বেশিমাত্রায় লোভী হয়ে পড়ি। এটা বোধহয় বেশি বয়সের একটা লক্ষণ। রাতের বেলা আমি প্রায় কিছুই খাই না বললেই চলে।...কারণ বদ

হজমের ফলে রাতে ঘুম না হলে সেটা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। এই বয়সে তা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যায় না।—তিনি আবার তাঁর তরুণী গৃহকর্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন।—আপনাদের এই বাড়িটাও ভারী চমৎকার। আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে এখানে। ব্রোঞ্জের তৈরি ওই মূর্তিগুলো দেখে আমার বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পারীর এক এক্‌জিবিশন থেকে তিনিও এই ধরনের কতকগুলো মূর্তি কিনে এনেছিলেন। আপনার ঠাকুর্দারও দেখছি ধ্রুপদী শিল্পকলার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। সেই কারণেই এত মনোরমভাবে সাজিয়ে তুলতে পেরেছেন বাড়িটাকে। তা ছাড়া আপনার ভাইয়েরাও সব আপনার কাছে থাকেন। সেটাও দারুণ সুখবর। আজকালকার দিনে পরিবারের লোকজনরা সবাই প্রায় নানান দেশে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকে। কেউ ভারতবর্ষে, কেউ আফ্রিকায়, এক-এক দেশের আবহাওয়া এক-এক ধরনের।

আমার দু'ভাই লণ্ডনে বাস করে। আর সিড্রিক হচ্ছে একজন চিত্রকর। সে থাকে ইভিজায়।

চিত্রকররা সাধারণত দ্বীপে থাকাটাই বেশি পছন্দ করে।—মন্তব্য করলেন মিস মারপল।—দিন কয়েক আগে গগ্যাঁর সংক্ষিপ্ত একটা জীবনী পড়লাম। কত মহান একজন শিল্পী, কিন্তু কী দুঃখের জীবন! তাঁর বেশির ভাগ ছবিই আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে। তিনি অবশ্য খুব বেশি চড়া ধরনের রং ব্যবহার করতেন। সেটা আবার আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না।—বলতে বলতে সিড্রিকের দিকে বিরস দৃষ্টি এক ঝলক দেখে নিলেন তিনি।

আপনি বরং আমাদের লুসির ছেলেবেলার কথা বলুন।—সিড্রিক বলল।

উজ্জ্বল হাসিতে মিস মারপলের চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।—ছোট থেকেই লুসি অসম্ভব চালাক-চতুর। অঙ্কেও ওর দারুণ মাথা। একবার তো যোগে ভুল করে মুদি কিছু বেশি টাকার বিল পাঠিয়েছিল। বিলের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই লুসি ভুলটা ধরে ফেলে।

লুসির প্রসঙ্গ আর বেশিদূর এগোবার আগেই ব্রায়ান এসে হাজির হলেন। তাঁর পিছু পিছু দুই কিশোর। দু'জনের পোশাক-পরিচ্ছদে ধুলো-কাদার দাগ। ওরা যে সারা দুপুর গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যস্ত ছিল সেটা ওদের গায়ের পোশাক দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই সময় চা এসে পড়ল। ড. কুইম্পারও এসে পৌঁছোলেন। মিস মারপলের সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয় করিয়ে দিলেন এমা। কুইম্পারের চোখে সামান্য বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

এমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—তোমার বাবার আবার ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগেনি তো?

না...না, তেমন কিছু নয়। আসলে বিকেলের দিকে তাঁকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হল।

বোধহয় বাইরের লোকদের এড়িয়ে চলেন, তাই না?—মিস মারপলের ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু হাসি উঁকি দিল।—আমার বাবাও ঠিক এই রকম স্বভাবের মানুষ

ছিলেন। মাকে বলতেন, আমার চা ষ্টাডিরুমে পাঠিয়ে দেবে...ভিড় আমার একেবারেই সহ্য হয় না। আসলে একটু বেশি বয়স হলে মানুষ নিরিবিলি থাকাটাই বেশি পছন্দ করে।

আপনি যেন আবার মনে করে বসবেন না...কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমা, কিন্তু সিড্রিক তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

ছেলেরা বাড়িতে এলে আমার বাবা সব সময় তাঁর চা স্টাডি-রুমেই পাঠিয়ে দিতে বলেন।—তারপর কুইম্পারকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এর মনস্তত্ত্বটা কী ,ডাক্তার?

ড: কুইম্পার তখন পরম পবিতৃপ্তির সঙ্গে স্যাণ্ডুইচ আর কফি দিয়ে তৈবি কেক চিবুচ্ছিলেন। ডাক্তার মানুষ, দিনরাত রুগীদের নিয়েই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে আরাম করে খাবার বিশেষ একটা ফুরসৎ পান না। সেই ভাবটাও তাঁর খাবার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল।

মনস্তত্ত্বটা,—তিনি বললেন—মনোবিদ্যা বিশারদদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে আজকাল সকলেই নিজেদের মনোবিদ্ মনে করে। আমার রুগীরাও তো অনেক সময় তাদের ঠিক কী বোগ হয়েছে সে-সম্পর্কে আমাকে নানা রকম জ্ঞান দেয়। আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগই দেয় না।...ধন্যবাদ এমা, আমি কি আর এক পেয়ালা চা পেতে পারি। কাজের চাপে আজ আর লাঞ্চের সময়ই করে উঠতে পারি নি।

চিকিৎসকদের জীবন কত মহান।—মন্তব্য করলেন মিস মারপল।—পরের জন্যে আত্মোৎসর্গই তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র।

আপনি অনেক কম ডাক্তার দেখেছেন বলেই মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারলেন।—কুইম্পার বললেন।—অনেক ডাক্তারের স্বভাবটাই হচ্ছে চিনে জোঁকের মতো। রুগীদের রক্ত চুষে একেবারে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়। অবশ্য ইদানীং সরকার আমাদেব দিকে একটু নজর দিযেছেন বটে। এখন আর রুগীর বাড়ি বিল পাঠিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না। তাই বলে সমস্যা পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে ভাবলে মস্ত ভুল হবে। রুগীরা এখন সরকারের কাছ থেকে যতখানি সাহায্য পাওয়া যায় তাব সবটাই আদায় করে নিতে চায়। কারুর কিছু হল কি না-হল সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের ডাক পড়ে। এমন কী অতি তুচ্ছ কারণেও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আমাদের রুগীর বাড়ি ছুটে যেতে হয়।—তারপর এমার দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা আজ দারুণ বানিয়েছ, এমা! তোমার রান্নার হাত দেখছি দিন-দিন খুলে যাচ্ছে!

আমি নয়। সব কৃতিত্ব মিস আইলেসবরোর।...আপনি আমার বাবাকে একবার দেখে যাবেন না কি?

এমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে ডাক্তারও তাঁকে অনুসরণ করলেন। মিস মারপল পেছন থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন দু'জনকে।

মিস ক্র্যাকেনথর্প দেখছি বাবার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত।—দু'জনে ঘরের বাইরে চলে গেলে মিস মারপল বললেন।

ওই বুড়ো মানুষটার সঙ্গে সারাক্ষণ যে কেউ লেগে থাকতে পারে সে-কথা আমি ভাবতেই পারি না।—অকপটে মন্তব্য করলেন সিড্রিক।

এখানে ও দিব্যি আছে, আর বাবাও ওকে ছাড়া এক পা চলতে পারে না।—সঙ্গে সঙ্গে হ্যারল্ড জানালেন।

হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে!—সিড্রিক মাথা নেড়ে সায় দিলেন।—ওর হাবভাব ঠিক যেন বয়স্কা পরিচারিকার মতো।

মিস মারপল চোখ মিটমিট করলেন।—আপনি কি তাই মনে করেন?

হ্যারল্ড তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আমার ভাই ওকে অপমান করার উদ্দেশ্যে পরিচারিকা কথাটার উল্লেখ করেনি, মিস মারপল।

ওহো...না, তাতে আমি কিছু মনে করিনি।—মিস মারপল বললেন।—আমি শুধু ভাবছি মন্তব্যটা যথার্থ হয়েছে কিনা। আমার নিজের ধারণা, মিস ক্র্যাকেনথর্প হচ্ছেন সেই জাতের মহিলা...যাঁরা একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেন এবং তাঁদের বিবাহিত জীবন খুবই স্বার্থক হয়।

তবে বিয়ের পর এমা নিশ্চয় এখানে থাকবে না।—সিড্রিক বললেন।—অবশ্য কেউ ওকে বিয়ে করতে যাবে কিনা সে-বিষয়েও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মিস মারপলের দু'চোখ এবার আরও বেশি করে মিটমিট করে উঠল।—কেন? ধর্মযাজক বা ডাক্তাররা তো...

মাঝপথে কথা থামিয়ে তিনি তির্যক দৃষ্টিতে একে একে সকলের মুখের দিকে তাকালেন। প্রত্যেকের কাছে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই বৃদ্ধা এমন কিছুর দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন, যে দিকটা ইতিপূর্বে তাঁরা কখনও ভেবে দেখেননি। এবং বিষয়টা তাঁদের কাছে আনন্দদায়কও মনে হল না।

দু'পায়ে ভর দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস মারপল। এর ফলে কয়েকটা পশমের মাফলার, আর কোলের ওপর রাখা ব্যাগটাও মেঝেতে পড়ে গেল। তিন ভাই ব্যস্ত হয়ে সেগুলো কুড়িয়ে আবার তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।—বিনয়ে গদগদ হয়ে মিস মারপল বললেন—নীল রঙের এই মাফলারটা আমার ভীষণ প্রিয়।...তাছাড়া আজকের এই চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্যেও আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রাণের লুসি কোন বাড়িতে কাজ করছে, এতদিন সেটা শুধু ওর মুখ থেকে শুনেই মনে মনে তার একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলাম। আজ নিজের চোখে সব দেখে নিলাম।

আমাদের এই বাড়ির পরিবেশটা খুব ভালো!—ঠাট্টার সুরে সিড্রিক বললেন।— মাঝে মধ্যে খুনখারাপিও হয়!

আঃ...সিড্রিক!—ঝাঁজিয়ে উঠলেন হ্যারল্ড।

মিস মারপল সিড্রিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

আপনাকে দেখে আমার একজনের কথা মনে পড়ে গেল। টমাস ইভ, আমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ছেলে। তার কথাবার্তা শুনলে লোকে ঘাবড়ে যেত। কিন্তু এই ধরনের লোক দিয়ে তো আর ব্যাঙ্ক চালানো যায় না। তাই ওর বাবা ওকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাঠিয়ে দিলেন। অনেক বিষয়-আশয় রেখে বাবা মারা গেলেন। ছেলেও দেশে ফিরে এল। সে এখন শুযে বসে দিন কাটায়। আয় করার চেয়ে ব্যয় করাতেই তার বেশি আনন্দ।

*　　　　*　　　　*

লুসি নিজের ছোটগাড়িতেই মিস মারপলকে বাসায় পৌঁছে দিল। ও যখন আবার রাদারফোর্ড হল-এব কাছ বরাবর চলে এসেছে তখন অন্ধকার থেকে আচমকা একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে ওর গাড়ির হেড লাইটের সামনে এসে দাঁড়াল। ভালো করে তাকিয়ে দেখে লুসি বুঝতে পারল, ছায়ামূর্তিটি হচ্ছেন অ্যালফ্রেড ক্র্যাকেনথর্প। হাত নেড়ে তিনি থামতে বলছেন লুসিকে।

আপনাকে পেয়ে বেশ ভালোই হল।—গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন।—আজকে দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। ভেবেছিলাম খোলা হাওয়ায় একটু হেঁটে বেড়াব। এত ঠাণ্ডায় সেটা সম্ভব হল না। আপনি বুঝি আপনার জেঠিমাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, আজ বিকেলটা খুব আনন্দে কেটেছে আমার জেঠিমার।

সেটা তো তাঁর হাবভাবেই বুঝতে পারা গেছে। সামাজিক জীবনের প্রতি এই সমস্ত বৃদ্ধাদের আগ্রহ কত প্রবল, তা সে যতই নিরানন্দময় হোক না কেন। আর রাদারফোর্ড হলের মতো এমন একঘেয়ে, বিরক্তিকর বাড়ি এ-অঞ্চলে আর দুটো নেই। আমি তো এখানে দু'দিনের বেশি কাটাতেই পারি না। আপনি যে কীভাবে এতদিন ধরে এ-বাড়িতে পড়ে আছেন, সেটা সত্যিই আমি বুঝে উঠতে পারি না, লুসি। আশা করি আপনাকে লুসি বলে ডাকলে আপনি কিছু মনে করবেন না?

আদৌ না। কিন্তু এই বাড়িটা আমার কাছে মোটেই বিরক্তিকর মনে হয় না। আমি যদিও বরাবর থাকার জন্যে এখানে আসিনি। কিছুদিন বাদেই পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাব।

আমি বেশ কয়েকদিন ধরে আপনাকে লক্ষ্য করছি। সত্যিই আপনি যথেষ্ট চালাক-চতুর মেয়ে ..লুসি। রান্নাবান্না আর ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে অযথা আপনি আপনার সময় নষ্ট করছেন কেন?

আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এই সমস্ত কাজই আমি বেশি পছন্দ করি।

রুজি-রোজগারের অন্য অনেক উপায়ও তো আছে। আপনি তো নিজে স্বাধীনভাবেও কাজ করতে পারেন।

তাই তো আমি করে থাকি।

আমি ঠিক এ-কথা বলতে চাইনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন ঠিকই, তবে সেইসঙ্গে নিজের বুদ্ধিকেও কাজে লাগাবেন।

কীভাবে কাজে লাগাবার কথা বলছেন?

নিজের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগাবেন। আজকাল নানা ধরনের তুচ্ছ আইন-কানুনের বেড়াজালে ইচ্ছে থাকলেও অনেক কাজ করতে পারা যায় না। সরকারি বিধি-নিষেধ প্রতি পদে পদে বেড়ির মতো জড়িয়ে ধরে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, আপনার মগজে যদি যথেষ্ট বুদ্ধি থাকে তবে এর মধ্যে থেকেই আপনি সুকৌশলে ফাঁকফোকর খুঁজে নিতে পারেন। আপনি যে একজন বলিয়ে-কইয়ে চালাক-চতুর মহিলা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কী, আমার বক্তব্য আপনার মাথায় ঢুকল?

সম্ভবত।—আস্তাবলের ধার ঘেঁষে সাবধানে গাড়িটা পার্ক করে লুসি বলল।

কিন্তু পুরোপুরি ভরসা করতে পারছেন না, তাই তো?

আমি আগাগোড়া সমস্তটা ভালো করে শুনতে চাই।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমি চাই আপনি আমার সহযোগিতা করুন। এই জাতীয় কাজের উপযোগী সবক'টা গুণই আপনার মধ্যে আছে।

আপনি কি চান সোনার ইট বিক্রির কাজে আমি আপনাকে সাহায্য করি?

না...না, এত ঝুঁকিবহুল কোনও ব্যাপার নয়। আইনের চোখ এড়িয়ে সামান্য টুকিটাকি... এই আর কী।—একটা হাত দিয়ে লুসির একটা হাত ধরলেন তিনি।—আপনি সত্যিই খুব আকর্ষণীয় মহিলা, লুসি। আমি আপনাকে আমার পার্টনার হিসেবে পেতে চাই।

আপনার এই অত্যধিক প্রশংসায় আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি।

আপনাকে আমি এক্ষুনি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে বলছি না। আগে আপনি ভালো করে চিন্তা করুন। এর মধ্যে যে বেশ একটা মজার দিক আছে সেটাও ভুলে যাবেন না। লোককে বোকা বানানোর আনন্দটা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। তবে এ-কাজের একটাই য়া সমস্যা, সবার আগে আপনাকে কিছু মূলধনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, আমার নিজের কোনও মূলধনই নেই।

ওহো...না, তার জন্যে চিন্তার কোনো কারণ নেই। খুব শীগগিরই আমি একটা বড় রকমের দাঁও মারতে পারব। তার ওপর আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবও চিরকাল বেঁচে থাকতে পারেন না। এমন হীন চরিত্রের লোক আমি আর একটাও দেখিনি। তিনি চোখ বুজলেই আমিও এই বিশাল সম্পত্তির একটা মোটা অংশ হাতে পাব। এখন...লুসি, এ-ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য?

আসল শর্তটা কী?

যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা বিয়ে করতে পারি। যতই স্বাধীনচেতা বা স্বয়ম্বর হোক না কেন, সাধারণত সব মেয়েরাই বিয়ে করে থাকে। তাছাড়া বিবাহিতা মহিলারা নিজেদের স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও পারে না।

হ্যাঁ, এখন আর আপনার কথাবার্তার মধ্যে স্তাবকতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের এই খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসুন, লুসি। আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না, আমি আপনাকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছি?

ব্যাপারটা আশ্চর্যের হলেও লুসিও যেন মনে মনে বিচিত্র ধরনের এক আকর্ষণ অনুভব করল। অ্যালফ্রেডের মধ্যে একটা তীব্র আকর্ষণী শক্তি আছে। যদিও সেটা সম্পূর্ণ জান্তব আকর্ষণ। অ্যালফ্রেড দু'হাত দিয়ে লুসিকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলেন। লুসি চাপা গলায় হেসে উঠে ছিটকে দূরে সরে গেল।

এখন আদর আলিঙ্গনে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমাকে আগে সন্ধ্যের ডিনারের কথা চিন্তা করতে হবে।

তা ঠিক। আপনার রান্নার হাতও বেশ জব্বর। আজকের মেনু কী?

ডিনারে বসলেই দেখতে পাবেন। আপনি দেখছি বাচ্চাদুটোর মতো আচরণ করছেন।

দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। লুসি দ্রুত পায়ে কিচেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্প তার নাম ধরে ডাকলেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল লুসি।

মিস আইলেসবরো, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। আপনি কি একটু সময় দিতে পারবেন?

কথাটা কি পরে বললে হয় না, মি. ক্র্যাকেনথর্প? এই মুহূর্তে আমার হাতে সময় খুবই কম। সকলের জন্যে ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

হ্যাঁ...হ্যাঁ, নিশ্চয়। কাজ থাকলে আমি আপনাকে আটকাব না। ডিনারের পরেই না-হয় কথাবার্তা বলা যাবে।

তা হলে সেই কথাই রইল। তখন আমারও আর কোনও অসুবিধে থাকবে না।

নির্দিষ্ট সময়েই ডিনার পরিবেশন করা হল। পরিতৃপ্তির সঙ্গেই আহার-পর্ব সমাধা করলেন সকলে। ডিনারের শেষে বাসন-পত্তর ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে হলঘরে হাজির হল লুসি। এসে দেখল হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্প তার জন্যে আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করে আছেন।

আপনি আমায় কী যেন বলবেন বলেছিলেন, মি. ক্র্যাকেনথর্প?

হ্যাঁ, আমি এখানে আপনার জন্যেই অপেক্ষা কবছি। চলুন, আমরা ওদিকে গিযে কথা বলব।—লুসিকে সঙ্গে নিয়ে ড্রয়িং রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দু'জনে ভেতরে ঢোকার পর তিনি নিজের হাতে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

কাল সকালে আমি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি।—দু'জনে দুটো খালি চেয়ার দখল করার পব তিনি বললেন।—কিন্তু আপনাব নৈপুণ্য দেখে আমি যে কতখানি মুগ্ধ হয়েছি সে-কথা বলে বোঝানো যাবে না।

ধন্যবাদ।—ছোট্ট করে লুসি বলল। তবে তার গলায় বিস্ময়ের সুর চাপা রইল না।

আমার স্থির বিশ্বাস, এখানে পড়ে থেকে আপনি আপনার মূল্যবান প্রতিভার অপচয় করছেন।...হ্যাঁ, অবশ্যই করছেন।

আপনার কি তাই ধারণা? কিন্তু আমার তো সেরকম কিছু মনে হয় না।

লুসি মনে মনে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠল। আর যাই হোক, ভদ্রলোক নিশ্চয় তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসবেন না। কারণ লণ্ডনে তাঁর জলজ্যান্ত এক স্ত্রী রয়েছেন।

আমাদের চরম সংকটের মুহূর্তে আপনি যেভাবে পাশে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছেন তা ভোলার নয়। আপনি আমার সঙ্গে লণ্ডনে যোগাযোগ করবেন। আমি আমার সেক্রেটারিকে আগে থেকে নির্দেশ দিয়ে রাখব। আসল কথা হচ্ছে, আপনার মতো এমন একজন দক্ষ মহিলাকে আমার ফার্মের কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে চাই। আপনার পক্ষে কোন পদটা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে সেটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। আপনি মাইনেও পাবেন প্রচুর, আপনার ভবিষ্যতও অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা আপনি হয়তো কোনওদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না।

তাঁব চোখে-মুখে মহানুভবতার হাসি ফুটে উঠল।

ছদ্ম বিনয়ের সঙ্গে লুসি বলল—অসংখ্য ধন্যবাদ...মি ক্র্যাকেনথর্প, আপনার এই প্রস্তাবটা আমি অবসর মতো চিন্তা করে দেখব।

তবে ভাবনা-চিন্তার জন্যে খুব বেশি সময় নষ্ট করবেন না। কেউ যদি জীবনে উন্নতি করতে চায় তবে সে নিশ্চয় এ-ধরনের একটা সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিতে রাজি হবে না।

আবার তাঁর সারা মুখে প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল।—শুভরাত্রি, মিস আইলেসবরো। প্রার্থনা করি, রাতে যেন আপনার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে।

বাঃ, এতো বেশ মজার ব্যাপার হল দেখছি! মনে মনে চিন্তা করল লুসি। সবাই আমার ভবিষ্যতের চিন্তায় দারুণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে!

শুতে যাবার ঠিক আগে সিঁড়িতে সিড্রিকের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল।

শুনুন...লুসি, আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

আপনি জানতে চান, আপনাকে বিয়ে করে আমি ইভিজায় গিয়ে আপনার দেখভালের দায়িত্ব নেব কি না, তাই তো?

লুসির কথা শুনে সিড্রিক রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। আগামী কোনও বিপদের আশঙ্কায় খানিকটা সাবধানও হলেন তিনি।

এ-কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করিনি।

দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। আমি-ই তা হলে ভুল কবেছি।

বাড়িতে কোনও টাইমটেবল আছে কিনা আমি শুধু সেই কথাটাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম।

শুধু এই কথা? হ্যাঁ, হলঘরের টেবিলে একটা টাইমটেবল রাখা আছে।

আপনি যেন ভেবে বসবেন না,—ভর্ৎসনার সুরে সিড্রিক বললেন—যে প্রত্যেক পুরুষমানুষই আপনাকে দেখে বিয়ে করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে। আপনি যে সুদর্শনা তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তাই বলে নিজেকে ক্লিওপেট্রা ভাবতে যাবেন না। এই অহংকাবই আপনার পক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। প্রকৃতপক্ষে আপনার মতো একজন মহিলাকে আমি কোনওদিনই নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে যাব না।

তাই বুঝি?—ব্যঙ্গের সুরে লুসি জবাব দিল—তবে এই ব্যাপারে আপনাকে বেশি চিন্তাভাবনা করতে হবে না। আমাকে বিমাতা হিসেবে ভাবতে আপনার কেমন লাগবে?

তার মানে?—সিড্রিকের দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

কেন, আমার কথাটা কি আপনি শুনতে পাননি?—লুসি বলল, তারপর সিঁড়ি পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

।। ১৪ ।।

পারীতে আরমণ্ড ডেসিনের সরকারি বাসভবনে বসে ডারমট ক্র্যাডক কথাবার্তা বলছিলেন। দু'জন দু'দেশের সরকারি অফিসার হলেও তাঁদের বন্ধুত্ব বহুদিনের। এব আগেও অনেক মামলা সম্পর্কে তাঁরা দু'জন একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করেছেন। ইনস্পেকটর ক্র্যাডক ফরাসিটা বেশ ভালোই বলেন। তাই তাঁদের কথাবার্তা সব ফরাসিতেই হচ্ছিল।

এটা আমার নিছক একটা অনুমান মাত্র।—ডেসিন বন্ধুকে সতর্ক করে দিলেন।—ওই ব্যালে নর্তকী দলের আমি একটা গ্রুপ ফটোও জোগাড় করেছি।—পকেট থেকে একটা ছবি বের করে তিনি ক্র্যাডকের হাতে দিলেন।—বাঁদিক থেকে চার নম্বর মেয়েটিকে লক্ষ্য কবো। নিহত মহিলার সঙ্গে এর কোনও মিল খুঁজে পাচ্ছ?

ক্র্যাডক জানালেন, নির্দিষ্ট করে তিনি কোনও অভিমত ব্যক্ত করতে পারছেন না। শ্বাসরোধ করে কাউকে খুন করলে তার মুখের চেহারা অনেক পালটে যায়। শুধু ছবি দেখে তখন তাকে চেনা শক্ত। তা ছাড়া ছবির এই মেয়েটির মুখে চড়া দাগের মেক আপ করা। মাথায় বিচিত্র ধরনের পরচুলা।

হলেও হতে পারে!—তিনি বললেন।—এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়েটি কে? তুমি এর সম্পর্কে কতদূর কী জানো?

প্রায় কিছুই জানি না বললেই সঠিক বলা হয়।—হাসিমুখে বললেন ডেসিং। —আর মেয়েটিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। এবং যে নাচের দলে ও কাজ করত সেটা খুবই একটা তুচ্ছ, সাধারণ দল। বিভিন্ন শহরতলি অঞ্চলে এরা ঘুরে বেড়িয়ে নাচের প্রোগ্রাম করে। এই দলটির কর্ত্রী হচ্ছেন মাদাম জোলিয়েত। এখন আমি তোমাকে তাঁর কাছেই নিয়ে যাব।

মাদাম জোলিয়েত অত্যন্ত চটপটে এবং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ফরাসি মহিলা। দু'চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নাকের নীচে সামান্য গোঁফের রেখাও নজরে পড়ে, আর একটা মোটাসোটা গড়নের।

আমার ডেরায় পুলিশের উপস্থিতি আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। —দু'জনকে দেখামাত্রই গজগজ করে উঠলেন তিনি। অকপটে মনের কথা ব্যক্ত করতেও একটুও ইতস্তত করলেন না।—সুযোগ পেলেই তারা আমাকে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করে। এটা আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

না...মাদাম, এ-কথা বলবেন না।—ডেসিন মাথা নাড়লেন।—আমি কবে আপনাকে ঝামেলায় ফেলেছি, বলুন?

কেন? বোকা মেয়েটা যখন কার্বলিক অ্যাসিড গলায় ঢেলেছিল।—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন মাদাম জোলিয়েত।—একজন অর্কেস্ট্রা-বাদককে সে ভালোবেসে ফেলেছিল। লোকটা কিন্তু মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাত না। এই মেয়েটাকেও সে কোনওরকম পাত্তা দেয়নি। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মেয়েটা কার্বলিক অ্যাসিড গিলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাই নিয়ে আপনি আমাদের কী নাকানি-চোবানিই না খাওয়ালেন! আমাদের দলেরও দুর্নাম হয়ে গেল।

এটা কিন্তু আপনি ঠিক বলছেন না! এর ফলে আপনার দলের প্রচার কত বেড়ে গেল, সেটা একবার ভেবে দেখুন!—ডেসিন বললেন।—আর ঘটনাটা তিন বছর আগের। এতদিন ধরে আমাদের ওপর রাগ পুষে রাখাটা আপনার উচিত হচ্ছে না। আজ আমরা এসেছি অ্যানা স্রাভিনস্কি নামে মেয়েটির খবর নিতে। ওর সম্পর্কে যা জানেন খুলে বলুন।

ওর আবার কী হল?—সতর্ক গলায় প্রশ্ন করলেন মাদাম।

মেয়েটি কি সত্যিই রাশিয়ান?—এবারে ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডকে জানতে চাইলেন।

না...না, আমার তো তা মনে হয় না। আপনি নিশ্চয় মেয়েটার নাম শুনে ওকে রাশিয়ান বলে ভাবছেন! কিন্তু এই সমস্ত মেয়েরা নিজেদের জন্যে এমন ধরনের নামই পছন্দ করে এবং খুশিমতো একটা নাম বেছে নেয়। আর এই মেয়েটা আমার দলের পক্ষে বিশেষ জরুরিও ছিল না। ভালো নাচতেও পারত না ও। দেখতে-শুনতেও এমন কিছু আহামরি নয়। একক নৃত্যে ও কোনওদিন সুযোগ পায়নি, তবে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত।

সে কি ফরাসি?

সম্ভবত। ওর কাছে ফ্রান্সের পাসপোর্টও ছিল। অবশ্য একবার আমাকে বলেছিল ওর স্বামী একজন ইংরেজ।

ও আপনাকে বলেছিল, ওর স্বামী জাতে ইংরেজ? জীবিত না মৃত?

মাদাম জোলিয়েত অবহেলার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন।

হয় মারা গেছে, না-হয় ওকে ছেড়ে চলে গেছে। এতসব হাঁড়ির খবর আমি জানব কী করে? এই সমস্ত মেয়েরা প্রায়শই পুরুষদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নানান ধরনের ঝামেলার সৃষ্টি করে।

আপনি শেষ কবে মেয়েটিকে দেখেছেন?

ছ'হপ্তার জন্যে আমি আমার দলবল নিয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলাম। টর্কি, বুয়ানমাউথ, ইস্টবুয়ান এবং আরও অনেক জায়গায় আমরা অনুষ্ঠান করি। শেষ যে অনুষ্ঠান করি সেটা হ্যামার স্মিথে। তারপর আমরা ফ্রান্সে ফিরে আসি।

অন্যানা কিন্তু আমাদের দলের সঙ্গে ফেরেনি। একটা চিঠি লিখে আমাকে জানায়, ও এখন থেকে ওর স্বামীর পরিবারের সঙ্গেই পাকাপাকি ভাবে থাকার

ব্যবস্থা করেছে। সেই কারণে আমাদের দলেও ও আর কাজ করতে পারবে না। গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে ভাঁওতা বলে মনে হয়েছিল। ভাবলাম নিশ্চয় ও কোনও পুরুষমানুষকে পাকড়েছে, এবং এখন তার সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন। মাদাম জোলিয়েতের পক্ষে যে এই ধরনের চিন্তাই স্বাভাবিক সেটা বুঝে নিতে তাঁর কোনও অসুবিধে হল না।

তাছাড়া ও চলে যাওয়াতে আমার দলেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। ওর চেয়ে আরও ভালো নাচ-জানা মেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা সকলেই প্রায় এক গোত্রের। পুরুষ দেখলেই পাগল হয়ে ওঠে।

ঘটনাটা কোন তারিখের?

আমরা কবে ফ্রান্সে ফিরে আসি জানতে চাইছেন? দিনটা...দিনটা ছিল, ওহো... হ্যাঁ...ক্রিস্‌মাসের আগের রবিবার। তার দু'-তিন দিন আগে অ্যানা আমাদের দল ছেড়ে চলে যায়। তার ফলে সাময়িকভাবে খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল আমাদের। কেননা, হ্যামারস্মিথে আমাদের যে নাচের প্রোগ্রাম ছিল তাতে ওরও ভূমিকা ছিল একটা। শেষ মুহূর্তে আমাদের সেই প্রোগ্রামের বেশ কিছুটা অদল-বদল ঘটাতে হয়।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা যে আপনাদের পক্ষে খুবই বিরক্তিকর আমিও তা বুঝতে পারছি।

না...না, এসব তুচ্ছ বিষয় আমি গ্রাহ্য করি না। ক্রিস্‌মাসের সময় মেয়েটা কোনও পুরুষকে বঁড়শিতে গেঁথে তুলেছিল। ব্যালে নাচের দলে এ-জাতীয় ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।—একটু থেমে কী যেন চিন্তা করলেন জোলিয়েত।—আচ্ছা, আপনারা ওকে কেন খুঁজছেন বলুন তো? ও কি হঠাৎ করে বিস্তর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে?

অপরপক্ষে,—শান্ত গলায় ক্র্যাডক বললেন—আমরা আশঙ্কা করছি, মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে।

হায় ঈশ্বর!—বিস্ময়ের ধাক্কায় মহিলার শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম।—অ্যানা মেয়েটা ছিল সাচ্চা ক্যাথলিক। ওর যে এ-ধরনের শোচনীয় পরিণতি ঘটতে পারে...

এখনই এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এটা শুধু আমাদের অনুমান মাত্র। আচ্ছা, মেয়েটি কি তার ছেলের সম্পর্কে আপনাকে কখনও কিছু বলেছিল?

ছেলে? মানে, আপনি কি বলতে চান অ্যানার ছেলেও ছিল একটা? আমার কাছে সেটা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। ছেলে থাকলে তার তো নির্দিষ্ট ঠিকানাও থাকবে একটা! আমার মতো মঁসিয়ে ডেসিনও এই কথাটা খুব ভালো করেই জানেন।

নাচের দলে যোগ দেবার আগে তার তো কোনও ছেলে থাকতে পারে। —ক্র্যাডক বললেন।—হয়তো যুদ্ধের সময়...

হ্যাঁ, সে-সম্ভাবনাটা একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে সেরকম কিছু থেকে থাকলে আমার অন্তত তা জানা নেই।

দলের মেয়েদের মধ্যে কার-কার সঙ্গে তার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল?

দু'-তিনজনের নাম আমি আপনাকে জানাতে পারি, তবে কারুর সঙ্গেই ও খুব অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করত না।

মাদাম জোলিয়েতের কাছ থেকে এর বেশি কোনও খবর তাঁরা জানতে পারলেন না।

পাউডারের কৌটোটা দেখে তিনি বললেন, এই রকম একটা কৌটো অ্যানার ছিল বটে, তবে তাঁর দলের অনেক মেয়েরাই এই ধরনের পাউডারের কৌটো ব্যবহার করে। অ্যানা লণ্ডন থেকে কোনও পশমের কোট কিনেছিল কিনা তিনি তার খবর রাখেন না। তাঁকে সারাক্ষণ রিহের্সাল আর মঞ্চসজ্জার কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়। দলের শিল্পীরা কে কোন পোশাক পরল সেদিকে নজর দেবার মতো তাঁর কোনও সময় থাকে না।

মাদাম জোলিয়েতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা অ্যানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। মাদাম জোলিয়েতই ইনস্‌পেকটরদের কাছে এদের নাম জানিয়েছিলেন। কিন্তু এরাও অ্যানার সম্পর্কে বিশেষ কোনও খবর দিতে পারল না। অ্যানার সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব ছিল ঠিকই, তবে তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা কাউকে কিছু বলত না। যা বলত পুরোটাই মিথ্যে বলত।

ওর মতো মিথ্যেবাদী দুনিয়ায় খুব কম পাওয়া যায়।—একজন মন্তব্য করল।—বলে কিনা, জনৈক ধনী ইংরেজ ব্যবসায়ী ওকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। আর একবার বলল, হলিউডে গিয়ে সিনেমায় অভিনয় করবে। সব বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়জন বলল—আসলে ও নিজের সম্পর্কে নানারকম অলীক কল্পনা করতে ভালোবাসত। লণ্ডনে গিয়ে আমায় বলেছিল, একজন কোটিপতি বৃদ্ধ ওকে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বেরুবেন বলে ঠিক করেছেন। কারণ বৃদ্ধের একমাত্র মেয়ে বছর কয়েক আগে মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। অ্যানাকে অবিকল সেই মেয়েটির মতো দেখতে।

প্রথম জন বলল—অ্যানা আমাকে বলেছিল খুব শীগগিরই ও নাকি স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছে। সেখানকার এক ধনী জমিদার ওকে তাঁর সঙ্গে হরিণ শিকারে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মেয়ে দুটোর কাছ থেকে জরুরি কোনও তথ্য জানা গেল না। শুধু বোঝা গেল অ্যানা স্ত্রাভিনস্কি নামে নাচের দলের এই মেয়েটি একজন কুশলী মিথ্যেবাদী। সে এখন স্কটল্যাণ্ডের বনে-বাদাড়ে বর্শা হাতে হরিণ শিকার করেও বেড়াচ্ছে না, এবং কোনও কোটিপতি বৃদ্ধের সঙ্গে বিশ্ব পরিভ্রমণের সম্ভাবনাও প্রায় নেই বললেই চলে। তাই বলে তার মৃতদেহ রাদারফোর্ড হল-এর শবাধারের মধ্যে পাওয়া যাবে সে-কথা চিন্তা করাও যথেষ্ট কষ্টকর। ছবি দেখে মাদাম জোলিয়েত বা এই মেয়ে দু'জনের কেউ-ই নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। অ্যানার চেহারার সঙ্গে ছবিটার কিছু-কিছু সাদৃশ্য আছে ঠিকই, তবে এটা অন্য যে-কোনও মেয়ের ছবিই হতে পারে।

এ-সবের মধ্যে থেকে একটি মাত্র তথ্যেরই হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। তা হল উনিশে ডিসেম্বর অ্যানা স্লাভিনস্কি ব্যালে দলের সঙ্গে ফ্রান্সে ফিরে আসেনি, এবং পরের দিন বিশে ডিসেম্বর অ্যানার মতো দেখতে একটি মেয়েকে চারটে তেত্রিশের গাড়ি ধরে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের দিকে রওনা হতে দেখা যায়, এবং সেই মেয়েটিকেই গলা টিপে খুন করা হয়।

শবাধারের মধ্যে ওই মেয়েটি যদি অ্যানা স্লাভিনস্কা না হয় তা হলে অ্যানা এখন কোথায়?

মাদাম জোলিয়েতের কাছে এ-প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ, সরল। অবশ্যই কোনও পুরুষের সঙ্গে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে।

খুব সম্ভবত এটাই সঠিক জবাব, মনে মনে চিন্তা করলেন ক্র্যাডক।

আর একটা সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখা উচিত। অ্যানা ওর বন্ধুর কাছে একবার মন্তব্য করেছিল, ওর একজন ইংরেজ স্বামী ছিল। তিনি কি এডমণ্ড ক্র্যাকেনথর্প হতে পারেন?

কিন্তু তা না হওয়াই সম্ভব। বন্ধুদের কাছ থেকে অ্যানার চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে এই কথাই মনে হয়। যে সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি, তা হচ্ছে অ্যানা হয়তো মার্টিনাকে একসময় চিনত। দু'জনের মধ্যে হয়তো যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও ছিল। মার্টিনার মুখ থেকেই অ্যানা তার ইংরেজ স্বামীর সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করেছিল এবং অ্যানাই সম্ভবত মার্টিনার নাম করে এমা ক্র্যাকেনথর্পের কাছে ওই চিঠিটা পাঠিয়েছিল। ও ভেবেছিল, কিছু টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়বে। পরে যখন জানতে পারল ওকে জেরার মুখোমুখি হতে হবে, ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হবে, তখন আর বেশিদূর না এগিয়ে আগেভাগেই গা ঢাকা দিল। ব্যালে দলের কাজ ছেড়ে দেবার পেছনেও এই চিন্তা কাজ করতে পারে। কিন্তু তা হলে অ্যানা এখন কোথায়?

ঘুরে ফিরে মাদাম জোলিয়েতের উত্তরটাই সামনে চলে আসে, কোনও পুরুষের সঙ্গে...

*   *   *

পারী থেকে ফেরত আসার আগে মার্টিনার প্রসঙ্গে ডেমিনের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন ক্র্যাডক। যুদ্ধের ডামাডোলে যে অনেক জরুরি সরকারি নথিপত্র নষ্ট হয়ে গেছে সে-কথা স্বীকার করেও ডেসিন তাঁর বন্ধুকে পুরোপুরি নিরাশ করলেন না। বললেন, এ-সম্পর্কে তিনি যথাসম্ভব খোঁজখবর নেবেন। চেষ্টার কোনও ত্রুটি ঘটতে দেবেন না। ডানকার্কের পতনের আগে লেফটেন্যান্ট এডমণ্ড ক্র্যাকেনথর্পের সঙ্গে মার্টিনা নামের কোনও মেয়ের বিয়ে হয়েছিল কিনা, এবং হলেও তার কোনও রেকর্ডপত্তর এখনও সরকারি দফতরে জমা আছে কিনা তিনি তা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবেন। যদিও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এতে বিশেষ কোনও লাভ হবে না। কারণ ফ্রান্সের ওই অংশটা জার্মানরা একবারে

তছনছ করে ছেড়ে দিয়েছিল। একটাও ঘরবাড়ি তারা আস্ত রাখেনি।

লণ্ডনে পৌঁছোনোর পর সার্জেন্ট ওয়েদারয়লের কাছ থেকে যে খবর পেলেন তার মধ্যেও কোনও আলোর আভাস পাওয়া গেল না। ক্র্যাডক যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেখানকার কেউ-ই মার্টিনা নামের কোনও মেয়ের বিষয়ে কিছু বলতে পারল না। বাড়িটা আসলে ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং হাউস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে কারা আসছে-যাচ্ছে সেদিকে কারুর নজর থাকে না। মৃত মহিলার ছবি দেখেও কেউ তাকে শনাক্ত করতে পারেনি।

পারী থেকে ইনস্‌পেকটরের ফোন পেয়ে অ্যানা স্ত্রাভিনস্কা সম্পর্কেও খবরাখবর নেওয়া হয়েছিল। দলের আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে ব্রুক গ্রিন নামে একটা শস্তার হোটেলে দিন কয়েকের জন্যে সে ছিল। তবে ডিসেম্বরের ঊনিশ তারিখে অ্যানা হোটেল ছেড়ে চলে যায়। তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সেদিনই দুপুরের দিকে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পব উইমবর্ণের অফিসে এসে হানা দিলেন ক্র্যাডক। উইমবর্ণ সংযত ভঙ্গিতে স্বাগত জানালেন তাঁকে। নিজের চেম্বারে তিনি তখন একাই ছিলেন।

আসুন...ইনস্‌পেকটর। আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি, বলুন?

একটা খালি চেয়ারে বসতে বসতে ক্র্যাডক বললেন—এই চিঠিটার ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই।

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মার্টিনার লেখা চিঠিটা বের করে আইনজীবীর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। মি. উইমবর্ণ একটু বিরক্ত হয়েই চিঠিটা হাতে নিলেন বটে, কিন্তু খুলে দেখলেন না। তাঁর চোখ-মুখের ভাব কিছুটা কঠিন হয়ে উঠল।

গতকালই মিস এমা ক্র্যাকেনথর্পের কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। সেই চিঠিতেই তিনি মার্টিনার ব্যাপারটা আমাকে খুলে জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে তিনি যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তাও আমাকে জানিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই চিঠিটা হাতে পাওয়া মাত্রই আমার সঙ্গে মিস ক্র্যাকেনথর্পের যোগাযোগ করা উচিত ছিল। তিনি যে কেন সেটা করেননি সেটাই আমার কাছে খুব দুর্বোধ্য লাগছে! আমি এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না...

ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক এমন দু'-চারটে গালভরা মন্তব্য করলেন যার ফলে মি. উইমবর্ণ আবার তাঁর মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেলেন।

এডমণ্ডের যে কখন বিয়ে হয়েছিল, বা বিয়ের কথা হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনও ধারণাই ছিল না আমার।—ব্যাজার গলায় বিড়বিড় করলেন মি. উইমবর্ণ।

তখন সেই যুদ্ধের সময়—বাকিটা শেষ না করেই মাঝপথে চুপ করে গেলেন ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক।

হ্যাঁ, সেই সময়ের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা আমাদের সকলেরই স্পষ্ট মনে আছে। আমার বাবা তখন ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের আইন-বিষয়ক উপদেষ্টা হিশেবে নিযুক্ত ছিলেন। ছ'বছর আগে বাবা গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকেও আমি এডমন্ডের বিয়ের কথা কিছু শুনিনি।

তাই এই বিয়ের ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সন্দেহজনক ঠেকছে। মহিলার কাছে এই বিয়ের কোনও প্রমাণপত্র আছে কিনা সেটা আমার জানা দবকার।

বিয়েটা যদি সত্যিই ঘটে থাকে,—ক্র্যাডক প্রশ্ন করলেন—সেক্ষেত্রে এই মহিলা এবং তাঁর সন্তানের সঠিক অবস্থানটা এখন ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

ক্র্যাকেনথর্প পরিবারকেই এই মহিলা এবং তাঁর সন্তানেব দেখভালের দায়িত্ব নিতে হবে।

তা তো বটেই! আমি আইনগত অধিকাবের দিকটা জানতে চাইছি। মহিলা যদি সত্যিই প্রমাণ করতে পারেন যে এডমন্ডেব সঙ্গে ফ্রান্সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল...

হুঁ...বুঝেছি!—গম্ভীব ভঙ্গিতে মি. উইমবর্ণ টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে চোখে পরলেন।—যদি প্রমাণ পাওযা যায় যে মার্টিনা নামে এই মহিলার সঙ্গে এডমণ্ডের আইনসঙ্গত বিযে হযেছিল, এবং সেই বিয়ের ফলেই মার্টিনার সন্তান ভূমিষ্ঠ হযেছে, তখন এই সন্তানও তাঁর ঠাকুর্দার বিষয়-সম্পত্তির একজন অংশীদার হয়ে দাঁড়াবে। এমন কী বড় ছেলের একমাত্র সন্তান হবার সুবাদে ভবিষ্যতে রাদারফোর্ড হলটারও মালিক হবে সে।

অন্য কেউ কি ওই বাড়িটার মালিক হতে চান?

ওখানে বসবাসের জন্যে? না, বর্তমান প্রজন্মের কেউ-ই ওখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে প্রস্তুত নন। সে-ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন...ইনস্‌পেকটর, ওই সম্পত্তির বাজারদর এখন অনেক। তা ছাড়া জমির দরও এখন হু-হু করে বাড়ছে। বিশেষ করে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের মতো শিল্প-প্রধান অঞ্চলে। হ্যাঁ.. ঠিকই, ওই বিশাল এলাকাটাকে এখন সোনার খনি বললেও কিছু ভুল বলা হয় না।

আচ্ছা, আপনি আমায় একবার বলেছিলেন যে লুথার ক্র্যাকেনথর্পের অবর্তমানে সিড্রিকই গোটা বাদাবফোর্ড হল-এব মালিক হবেন?

তখন বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের জীবিত সন্তানদের মধ্যে সিড্রিককেই আমি সবার চেয়ে বড় বলে জানতাম। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সন্তান এডমণ্ডের যদি কোনও বৈধ ছেলে থেকে থাকে তবে পরিস্থিতিটাই সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

আমি যতদূর জানি,—ক্র্যাডক বললেন—অর্থের প্রতি সিড্রিক ক্র্যাপেনথর্পের তেমন কোন মোহ নেই।

মি. উইমবর্ণ শীতল দৃষ্টিতে ইনসপেকটবেব দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

তাই বুঝি? আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে। এটা সত্যি যে পৃথিবীতে এমন দু'চারজন মানুষ আছেন. অর্থের প্রতি যাঁদের কোনও আসক্তি নেই। বাস্তবিকই তাঁরা মহাপুরুষ। কিন্তু এই এতটা বয়স পর্যন্ত সে-ধবনের কোনও মানুষেরই আমি মুখোমুখি হইনি।

মি. উইমবর্ণের চোখে-মুখে গর্বের চিহ্ন ফুটে উঠল। হাবভাব দেখে মনে হয় যেন খুব একটা দামী কথা বলে ফেলেছেন। ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক এই সুযোগটা হাতছাড়া হতে দিলেন না।

শুনলাম, এই চিঠিটা আসার পর হ্যারল্ড এবং অ্যালফ্রেড ক্র্যাকেনথর্প দুজনেই নাকি ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন?

তা হতে পারে।—ধীরেসুস্থে ঘাড় দোলালেন উইমবর্ণ।—আর সেটাই তো স্বাভাবিক!

সেক্ষেত্রে তাঁদের ভাগে টান পড়বে, তাই না?

অবশ্যই। এডমন্ড ক্র্যাকেনথর্পের ছেলে রাদারফোর্ড হল ছাড়াও তার ঠাকুর্দার বিষয়-সম্পত্তির সমান অংশের অংশীদার। তার ফলে সম্পত্তিটা এখন চার ভাগ না হয়ে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ হবে।

তা হলেও তো এক-একজনের অংশের পরিমাণের মধ্যে খুব বেশি তারতম্য হবার কথা নয়?

উইমবর্ণ পুনরায় তির্যক দৃষ্টিতে ইনস্‌পেকটরের মুখের দিকে তাকালেন।

আপনি বলতে চান কাউকে খুন করার পক্ষে মোটিভটা খুব জোরালো নয়?

আমরা খবর পেয়েছি আর্থিক দিক থেকে ওদের সকলের অবস্থাই এখন বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।—ক্র্যাডক বিড়বিড় করলেন।

মি. উইমবর্ণের ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিও অবহেলা ভরে উপেক্ষা করলেন তিনি।

ওহো! পুলিশ তাহলে প্রত্যেকের সম্পর্কেই গোপনে-গোপনে খোঁজখবর নিতে শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, অভাব-অনটন অ্যালফ্রেডের নিত্য সঙ্গী। মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে ওর হাতে টাকাকড়ি কিছু এসে পড়ে বটে, তবে সেটা হাওয়া হয়ে যেতেও বিশেষ সময় লাগে না। আর হ্যারল্ডের সম্পর্কে আপনারা তো ইতিমধ্যেই অনেক খবরা-খবর সংগ্রহ করেছেন। কিছুদিন থেকেই ভদ্রলোককে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। ব্যবসাপত্তর একদম ভালো চলছে না।

বাইরে থেকে দেখে ভদ্রলোককে তো বেশ মালদার মানুষ বলেই মনে হয়।

হ্যাঁ, বাইরের রূপ দেখে মানুষের ভেতরের চেহারাটা চিনে ওঠা দায়। ভেতরে-ভেতরে এ-শহরের অনেকেই পুরোপুরি ঝাঁজরা হয়ে গেছে। ব্যালান্স শিটের কারচুপি অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ঠিকমতো ধরা পড়ে না।

হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পের্ কি সত্যিই এখন টাকার খুব জরুরি দরকার?

তাই বলে তিনি তাঁর বড় দাদার বিধবা স্ত্রীকে খুন করতে যাবেন বলে মনে হয় না।—মন্তব্য করলেন মি. উইমবর্ণ।—লুথার ক্র্যাকেনথর্প খুন হলে না-হয় একটা কথা ছিল। আপনি ঠিক কোনদিকে ইঙ্গিত করতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...ইনস্‌পেকটর?

এ-ব্যাপারের সবচেয়ে মূল সমস্যা হচ্ছে, মনে মনে চিন্তা করলেন ক্র্যাডক, তিনি নিজেই সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছেন না।

।। ১৫ ।।

ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক আগে থেকেই হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। সার্জেণ্ট ওয়েদারমলকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে তিনি তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক বড় বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায় হ্যারল্ডের অফিস। অফিসটা বেশ সাজানো-গোছানো। একজন সুবেশা তরুণী সেক্রেটারি দু'জনকে পথ দেখিয়ে তার বস-এর চেম্বারে পৌঁছে দিল।

চামড়ায় ঢাকা বিশাল ডেস্কের পেছনে সোজা হয়ে বসেছিলেন হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্প। আগের মতোই তাঁকে নিষ্পাপ, আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। তিনি যে সম্প্রতি নিদারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, বাইরে থেকে দেখে তার সামান্য আভাসটুকুও পাওয়া যায় না।

হাসিমুখে তিনি স্বাগত জানালেন দু'জনকে।—আসুন...ইনস্‌পেকটর, সুপ্রভাত। আশা করি সুনির্দিষ্ট কোনও খবর নিয়ে আজ আপনারা আমার কাছে হাজির হয়েছেন?

না...মানে, নির্দিষ্ট কোনও খবর এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌছোয়নি, মি. ক্র্যাকেনথর্প। আমি আপনাকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্যে আমরা এখানে হাজির হয়েছি।

আবও প্রশ্ন? কিন্তু ইতিমধ্যে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই তো আমরা আপনাদের জানিয়েছি।

আপনার হয়তো তাই মনে হতে পারে...মি. ক্র্যাকেনথর্প, কিন্তু তদন্তের কাজ যতই এগোতে থাকে ততই আমাদের নতুন অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এ-সমস্তই হচ্ছে রুটিন-মাফিক কাজ।

ঠিক আছে, এখন কী জানতে চান বলুন?—অধৈর্যের সুরে তিনি বললেন।

বর্তমানে আমার জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে,—ক্র্যাডক বললেন,—গত বিশে ডিসেম্বর বিকেলে আপনি কোথায় ছিলেন? এই ধরুন, বেলা তিনটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। যদি একটু কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা করেন...

হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পের চোখ-মুখ রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল,—আপনি আমাকে খুব অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করলেন। এর অর্থ কী? এটা জানা আমার বিশেষ দরকার।

সৌজন্যের হাসি হাসলেন ক্র্যাডক।—এর উত্তর জানতে পারলে আমাদের তদন্তের পরিধি কিছুটা অন্তত সীমিত হয়ে আসবে।

তা হলে বলছেন, তদন্তের কাজ খানিকটা এগিয়েছে? নিশ্চয় নতুন কোনও তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন আপনারা?

আপাতদৃষ্টিতে সেইরকমই মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমার আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়া আমি আপনাদের কোনও প্রশ্নের উত্তব দিতে প্রস্তুত নই।

আপনার যা অভিরুচি!—ক্র্যাডক মৃদুমন্দ ঘাড় দোলালেন।—এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনওভাবে জোর জবরদস্তি করতে পারি না। আপনি ইচ্ছে করলে আপনার আইনজীবীকে ডেকে পাঠাতে পারেন।

আচ্ছা, আপনি...আপনি কি কোনও বিষয়ে আমাকে সর্তক করে দিতে চাইছেন?

আরে, না...না!—ইনসপেকটর ক্র্যাডক যেন খানিকটা অবাক হলেন।—অযথাই আপনি তিলকে তাল করে তুলছেন। আপনাকে এখন যে প্রশ্ন করছি, ইতিমধ্যে সে-প্রশ্ন আমি আরও কয়েকজনকে করেছি। এটা কোনও ব্যক্তিগত

ব্যাপার নয়। উত্তরটা সঠিকভাবে জানতে পারলে কোনও-কোনও সম্ভাবনা আমরা বাতিল করে দিতে পারি। তদন্তের কাজে তাতে আমাদের অনেক সুবিধে হবে।

আমি নিজেও সবরকমভাবে আপনাদের সাহায্য করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। এই ঝামেলার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু আপনার প্রশ্নের চটজলদি উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। এখানে অবশ্য খুব নিয়মানুগ পদ্ধতিতে আমাদের কাজ হয়। তাই আমার সেক্রেটারি মিস এলিস হয়তো এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে।

ইনটারকামে তিনি তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যে মেয়েটি তাঁদের পথ দেখিয়ে এ-ঘরে নিয়ে এসেছিল সেই আবার হ্যারল্ডের ডাকে ভেতরে এসে দাঁড়াল।

ইনসপেকটর ক্র্যাডককে উদ্দেশ করে তিনি বললেন—এই হচ্ছে আমার সেক্রেটারি মিস এলিস।—তারপর সেক্রেটারির দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।—আচ্ছা...এলিস, এঁরা জানতে চাইছেন...হ্যাঁ, কোন দিনটার কথা বলছেন?

শুক্রবার, বিশে ডিসেম্বর।

গত বিশে ডিসেম্বর বিকেলে এবং সন্ধ্যেবেলা আমি কোথায় ছিলাম। তোমার ডায়েরিতে নিশ্চয় সবকিছু লেখা আছে?

আমি এক্ষুণি দেখছি, স্যার।—দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল এলিস। মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা অফিস ডায়রি নিয়ে আবার ফিরে এল। ডায়রির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল—বিশে ডিসেম্বর সকালে আপনি অফিসেই ছিলেন। মি. গোলডির সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত একটা কনফারেন্সও ছিল আপনার। বার্কলেতে লর্ড ফোর্থভিলের সঙ্গে লাঞ্চ সেরেছিলেন আপনি।

হ্যাঁ...হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে।

সেদিন বেলা তিনটে নাগাদ আপনি অফিসে ফিরে এসে আমাকে গোটা ছয়েক চিঠি ডিকটেড করেন। তারপর সাউথরের নিলাম ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। সেদিন ওই নিলাম ঘরে গোটাকয়েক হাতে-লেখা মূল্যবান পাণ্ডুলিপি বিক্রি হবার কথা ছিল। আপনি আর অফিসে ফিরে আসেননি, তবে সেদিন সন্ধ্যেবেলা ক্যাটারিং ক্লাবের ডিনারে হাজির ছিলেন।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বস্-এর দিকে ফিরে তাকাল এলিস।

ধন্যবাদ...এলিস, আমার আর কিছু জানার নেই। তুমি এখন যেতে পার।

ডায়রি নিয়ে এলিস নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

এবারে আমি সমস্ত ঘটনা নিখুঁতভাবে আপনাদের বলতে পারব। সেদিন সাউথরের নিলাম ঘরে পৌঁছোতে আমার দু'পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে-জিনিসগুলো আমি কিনব বলে ভেবেছিলাম তার দাম এত চড়া ছিল যে শেষপর্যন্ত আমাকে নিজেই পিছিয়ে আসতে হল। বিকেলে জার্মাইন স্ট্রিটের ছোট একটা কাফে থেকে চা-পর্বটাও সেরে নিয়েছিলাম আমি। খুব সম্ভবত কাফেটার

নাম হচ্ছে রাসেল্‌স। আধঘণ্টার জন্যে সংবাদভিত্তিক সিনেমাহলেও সময় কাটিয়েছিলাম। সেখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসি। আমার বাড়ির ঠিকানা তেতাল্লিশ নম্বর কার্ডিগান গার্ডেনস্‌। ক্যাটারিং ক্লাবের ডিনার ছিল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ক্যাটারার্স হল-এ। ডিনার শেষ হবার পর বাড়িতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। এই হচ্ছে আমার বিশে ডিসেম্বরের ফিরিস্তি। আশা করি আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই?

আপনার এই বিবরণের মধ্যে কোথাও একচুল জটিলতা নেই। ডিনারে যাবার জন্যে পোশাক বদলাতে কখন আপনি বাড়ি ফিরে আসেন?

সঠিক সময়টা আমি বলতে পারব না। তবে ছ'টার সামান্য কিছু পরে।

আর ডিনারের পর কখন বাড়ি ফেরেন?

তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে।

বাড়ির দরজা কি আপনার খানসামা খুলে দিয়েছিল? নাকি আপনার স্ত্রী অ্যালিস ক্র্যাকেনথর্প...

আমার স্ত্রী, লেডি অ্যালিস ডিসেম্ববের শুরু থেকেই দক্ষিণ ফ্রান্সে ওর এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে। আমি আমার নিজের ল্যাচ-কী দিয়ে বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি।

তা হলে আপনি ঠিক কখন বাড়ি ফিরেছিলেন সে-বিষয়ে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারবে না?

হ্যারল্ড শীতল দৃষ্টিতে ক্র্যাডকের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।—আমার স্ত্রী তখন বাসায় ছিল না ঠিকই, কিন্তু আমার একজন খানসামা আছে। সে নিশ্চয় আমার দরজা খোলার শব্দ শুনে থাকবে। কিন্তু সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না ইনস্‌পেকটর...

মাপ করবেন, মি. ক্র্যাকেনথর্প। এই জাতীয় প্রশ্ন যে একজন মানুষকে কত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয় তা আমি জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আপনার নিজের কি কোনও গাড়ি আছে?

হ্যাঁ...আছে। একটা হাম্বার হক।

গাড়ি কি আপনি নিজেই চালান?

সাধারণত শনি-রবিবার বা অন্যান্য ছুটি-ছাটার দিন ছাড়া আমি গাড়ি বের করি না। লণ্ডনের পথে-ঘাটে এত বেশি ট্র্যাফিকের ভিড় যে গাড়ি চালানোই এক মুশকিলেব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তবে যখন বাবা বা বোনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্র্যাকহ্যাম্পটনে যান, তখন নিশ্চয় আপনার গাড়িতেই যান?

বেশ কিছুদিনের জন্যে গেলে আমি নিজের গাড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু যখন একদিনের জন্যে যেতে হয়, অর্থাৎ রাতটা কাটিয়ে পরের দিন ফিবে আসি তখন ট্রেনেই যাতায়াত করি। তাতে সময়ও অনেক কম লাগে। গতবার করোনারের বিচারের সময় আমি ট্রেনেই গিয়েছিলাম, এমা একটা গাড়ি ভাড়া করে আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে এসেছিল।

আপনার গাড়ি কোথায় রাখেন?

কার্ডিগান গার্ডেনস-এর পেছনে একটা ভাড়া করা গ্যারেজে। আপনার আর কিছু জানার আছে?

আপাতত এতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।—হাসিমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক।—এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত, মি. হ্যারল্ড।

বাইরে বেরিয়ে আসার পর প্রথম মুখ খুলল সার্জেন্ট ওয়েদারয়ল। সবাইকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা তার বরাবরের অভ্যেস। বলল—আপনার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হল! তিনি যেন খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে যথেষ্ট বিচলিত দেখাচ্ছিল।

সেটাই স্বাভাবিক।—নরম গলায় ক্র্যাডক বললেন।—কেউ যদি খুন না করে থাকে, তা হলে সেই খুনটার জন্যে তাকে অপরাধী ঠাওরালে সে তো মনে মনে বিরক্ত হবেই। বিশেষত হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্প এই শহরের একজন গণ্যমান্য মানুষ। তাঁর তো আঁতে ঘা লাগবেই। এখন আমাদের ওই নিলাম ঘর আর জারমাইন স্ট্রিটের কাফেতে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে। কারণ মধ্যিখানে সময়ের ফারাক বেশ কয়েক ঘণ্টা। ওই সময়ের মধ্যে চারটে তেত্রিশের ট্রেন ধরে ব্র্যাকহ্যাম্পটনে কোনও মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে পরের ট্রেনে লণ্ডনে ফিরে আসা মোটেই অসম্ভব নয়। সেই একই ভাবে সন্ধের ডিনারের পর গাড়ি নিয়ে ব্র্যাকহ্যাম্পটনে গিয়ে নিজের কাজ সেরে ভোর-ভোর ফিরে আসাও কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। তুমি ওই গ্যারেজটায় ভালো করে খোঁজখবর নিতে শুরু করো।

ঠিক আছে, স্যার। তিনি কি এইভাবেই খুনটা করেছিলেন বলে আপনি মনে করেন?

আমি কী করে জানব?—প্রশ্ন করলেন ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক।—তবে ভদ্রলোক বেশ দশাসই চেহারার মানুষ। গায়ের রং-ও গাঢ় বাদামি। ওই ট্রেনে তাঁর উপস্থিতিটা মোটেই কোনও অসম্ভব ব্যাপার বলা চলে না। তাছাড়া রাদারফোর্ড হল-এর সঙ্গেও ভদ্রলোকের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এবারে ছোটভাই অ্যালফ্রেডের সম্পর্কে আমাদের খবরাখবর নেওয়া দরকার।

ওয়েস্ট হ্যামস্টিডে একটা আধুনিক ধাঁচের বড় বিল্ডিংয়ে অ্যালফ্রেড ক্র্যাকেনথর্পের ফ্ল্যাট। তবে বাড়িটা যে শস্তার মাল-মশলা দিয়ে তৈরি সেটা এক ঝলক তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। বাড়ির লাগোয়া উন্মুক্ত বিশাল চত্বর। সেখানে ফ্ল্যাটের মালিকেরা অপরের সুবিধে-অসুবিধের কথা চিন্তা না করেই নিজেদের মর্জিমাফিক যত্রতত্র পার্ক করে রেখেছে।

অ্যালফ্রেডের ফ্ল্যাটটাও আধুনিক ডিজাইনের। আসবাবপত্রগুলোও ভাড়া করা। দেওয়ালের ধার ঘেঁষে লম্বা প্লাইউডের টেবিল, একটা ,কানে খাট, আর বিভিন্ন সাইজের খানকয়েক চেয়ার।

ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক এবং সার্জেন্ট ওয়েদারয়লকে সাড়ম্বরেই স্বাগত জানালেন অ্যালফ্রেড, তবু তাঁকে খানিকটা নার্ভাস মনে হল ক্র্যাডকের।

আপনারা আমার ফ্ল্যাটে আসায় আমি সত্যিই অভিভূত!—অ্যালফ্রেড বললেন। —আপনাদের জন্যে কি পানীয়ের ব্যবস্থা করব, ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক?

না, ধন্যবাদ।—ক্র্যাডক ঘাড় দোলালেন।

আমি সত্যিই বড় অভাগা!—নিজের রসিকতায় নিজেই বোকার মতো হেসে উঠলেন তিনি। তারপর বললেন—এবার বলুন, কীসের জন্যে আপনাদের আগমন?

পুরোনো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন ক্র্যাডক।

বিশে ডিসেম্বর বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমি কী করেছিলাম? সে-কথা আমি জানব কেমন করে? আব...আর তাব দরকাবটাই বা কী? তিন হপ্তা আগে কখন কোথায় ছিলাম...

আপনার দাদা হ্যারল্ড কিন্তু নিখুঁতভাবে আমাদের সবকিছু জানিয়েছেন।

হ্যাঁ, হ্যাবল্ড অবশ্য তা পারে। কিন্তু ছোটভাই অ্যালফ্রেড পারে না।—একটু থেমে কিছুটা বিদ্বেষের সুরে বলল—আমাদের এই পবিবারের মধ্যে হ্যাবল্ডই হচ্ছে সবচেয়ে সফল পুরুষ। সাবাক্ষণই দরকাবি কাজে ব্যস্ত, এবং অত্যন্ত হিসেবি। ও যদি কখনও কাউকে খুন করবে বলে মনস্থ করে. এটা অবশ্য শুধুমাত্র কথার কথা...তা হলেও সেটা খুব হিসেব কবে সতর্ক হয়ে করবে।

এ-ধরনেব একটা দৃষ্টান্ত দেবার পেছনে কি বিশেষ কোনও কারণ নিহিত আছে?

না...না, বিশেষ কিছু ভেবে কথাটা আমি বলিনি। হঠাৎ মনে এল তাই বলে ফেললাম। যদিও এটা একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আব কিছুই নয়।

এবাবে আপনার কথাটা বলুন।

অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন অ্যালফ্রেড।—আমি তো আগেই বললাম, আমার স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিকবকম দুর্বল। কোথায় ছিলাম, কী করছিলাম তার কিছুই আমার মনে নেই। তবে যদি ক্রিস্‌মাসেব দিনের কথা বলেন, আমি গড়গড়িয়ে আপনার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তব দিতে পারি। সমস্তটা স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে। সেদিন আমি বাবার সঙ্গে ব্র্যাকহ্যাম্পটহনে ছিলাম। কেন যে ছিলাম জানি না! খরচের ভয়ে তিনি আমাদের আপদ বলে মনে করেন। আমরা তাঁর কাছে যাই সেটা তিনি একেবারেই ববদাস্ত করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে আমরা যাই এমাকে খুশি করতে।

এবারও সেই কারণে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, শুধুমাত্র এমার জন্যেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার বাবা ঠিক সেই সময অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই না?

ইচ্ছে করেই ক্র্যাডক আলোচনার বিষযবস্তুকে অন্যদিকে ঘুরিযে দিতে চাইলেন। পেশাগত অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি নিজেকে এ-বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে পেরেছেন। এর ফলে তদন্তের কাজে বহুক্ষেত্রে অনেক উপকারও পেয়েছেন তিনি।

হ্যাঁ, হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আর হবেন না-ই বা কেন! খরচের ভয়ে বছরভর চড়ুই পাখির মতো খাওয়া-দাওয়া করেন। সেই ভাবেই তিনি অভ্যস্ত। তাই ক্রিস্‌মাসের ভুরিভোজ তাঁর পেটে সহ্য হয়নি। সেটাই হচ্ছে বদহজমের মূল কারণ।

এটাই কি তাঁর অসুস্থতার একমাত্র কারণ বলে আপনি মনে করেন?

অবশ্যই! এ-ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে?

কিন্তু আমি যতদূর খবর পেয়েছি, এই অসুস্থতার কারণ সম্পর্কে ডাক্তার রীতিমতো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এ-ব্যাপারে অনেক খোঁজখবরও নিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

ওহো, আপনি ডাক্তার কুইম্পারের কথা বলছেন?—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রুপের সুরে মন্তব্য করলেন অ্যালফ্রেড।—ওর কথায় কান দেবেন না, ইনস্‌পেকটর। তুচ্ছ কারণে মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলাই ওর স্বভাব।

তাই বুঝি? তাঁকে দেখে আমার তো একজন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বলেই মনে হয়েছিল।

কুইম্পার হচ্ছে বোকার বেহদ্দ! আমার বাবা মোটেই পঙ্গু বা অকর্মণ্য নন। তাঁর হার্টেরও কোনও ব্যারাম নেই। কিন্তু অসুস্থতার ভান করে কুইম্পারকে তিনি দিব্যি ঘোল খাইয়ে ছাড়ছেন। তাই সত্যিই তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন এমন আদিখ্যেতা শুরু করে দিলেন যে, ডাক্তার নিজেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাবা কী খেয়েছেন, কী পান করেছেন তাই নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। পুরোটাই একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।—শেষের দিকে অ্যালফ্রেডের গলায় তীব্র ঝাঁজের সুর ফুটে উঠল।

ক্র্যাডক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তাঁর এই নীরবতাও যেন যথেষ্ট অর্থবহ। অ্যালফ্রেড একটু উশখুশ করতে লাগলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক ঝলক তাকিয়ে দেখলেন ইনস্‌পেকটরের দিকে। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বললেন—আচ্ছা, আসল ব্যাপারটা কী? তিন-চার হপ্তা আগের এক শুক্রবারের কথাই বা আপনি এত করে জানতে চাইছেন কেন?

তা হলে বিশে ডিসেম্বর যে শুক্রবার ছিল সেটা আপনি এখন স্মরণ করতে পারছেন?

আমার যতদূর মনে পড়ছে, শুক্রবারের কথাটা আপনিই আমাকে আগে বলেছিলেন।

তা হতে পারে।—ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক জানালেন।—সে যা হোক, এখন আপনি আমাকে বিশে ডিসেম্বরের কথাটা খুলে বলুন।

কেন? ওই দিনটাকে আপনি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেন কেন?

এটা আমাদের রুটিন-মাফিক অনুসন্ধান।

ওসব ভাঁওতা আমার জানা আছে। আপনি কি স্ত্রীলোকটির ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছেন? কোত্থেকে তিনি এখানে এসেছিলেন?

এখনও পর্যন্ত আমরা পুরো খবর সংগ্রহ করতে পারিনি।

অ্যালফ্রেড আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইনস্‌পেকটরকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনি নিশ্চয় এমার ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়ে পড়েননি? এবার বিশ্বাস এই স্ত্রীলোকটিই নাকি আমার স্বর্গত বড়ভাই এডমণ্ডের বিধবা স্ত্রী। যত সব আষাঢ়ে চিন্তা-ভাবনা।

মার্টিনা নামে এই মহিলা কি কখনও আপনার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করেননি?

আমার সঙ্গে? না...না, মহিলা কোনওদিনই আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেননি। সেটা খুবই হাস্যকর ব্যাপার হত।

আপনি কি মনে কবেন, আপনার দাদা হ্যারল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার সম্ভাবনা তাঁর বেশি ছিল?

সেরকম সম্ভাবনাই তো সবচেয়ে বেশি। কেননা, ওর নামটা প্রায়ই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। আমার চেয়ে বাজারে ওর পরিচিতি অনেক বেশি। তাছাড়া ও একজন ধনী ব্যক্তি। তাই মহিলা যদি ওর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে থাকেন, তবে সেটা কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। হ্যারল্ড অবশ্য আমার বাবার মতোই কঞ্জুশ প্রকৃতির। ওর কাছ থেকে একটা কানাকড়িও কেউ বের করে নিতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে আমার বোন এমা খুব নবম। খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। এডমণ্ডও ওকে খুব ভালোবাসত। ও-ও কিন্তু এত সহজে সবকিছু বিশ্বাস করে নেবার মতো পাত্রী নয়। চিঠিটা যে কোনও ধাপ্পাবাজের চাল হতে পারে তা ও জানত। তাই মহিলা যখন রাদারফোর্ড হল-এ হাজির হবেন বলে জানিয়েছিলেন, তখন আমরা ছাড়াও আমাদের সলিসিটর যাতে সেখানে উপস্থিত থাকে সেই ব্যবস্থাই ও করেছিল।

কাজটা যে সুবিবেচকের মতো হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।—স্বীকার করলেন ক্র্যাডক।—মহিলা কি কোনও নির্দিষ্ট দিনে এখানে আসবেন বলে জানিযেছিলেন?

ক্রিস্‌মাসের ঠিক পরে, ..সম্ভবত সাতাশে ডিসেম্বর...বলতে বলতে মাঝপথে থেমে গেলেন তিনি।

হুঁ, সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়লেন ক্র্যাডক।—এখন বুঝতে পারছি কিছু কিছু তারিখ আপনার কাছে বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে! কিন্তু গত বিশে ডিসেম্বরের কোনও ঘটনার কথাই আপনি মনে করতে পারছেন না!

খুবই দুঃখিত। আমাব স্মৃতির ভাণ্ডাব বিলকুল ফাঁকা হয়ে গেছে।

আপনি কোনও ডায়েরি ব্যবহার করতেন না?

এসব আমার ধাতে সয় না।

তাবিখটা হচ্ছে বিশে ডিসেম্বর, ক্রিস্‌মাসের ঠিক আগের শুক্রবার। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। আপনার স্মরণে না থাকলেও আপনার বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চয় এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন?

আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। তারা হয়তো পারলেও পারতে পারে। আমাব কথা যদি বলেন, সেদিন ঠিক কি করেছিলাম তা এখন বলতে না পারলেও কী করিনি সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। গুদোম ঘরে কাউকে খুন আমি করিনি।

আপনার মনে হঠাৎ খুনের প্রসঙ্গ উদয় হল কেন?

এর উত্তরও খুবই সোজা, ইনস্‌পেকটর। খুনের ব্যাপারেই তদন্ত করছেন আপনি। এখন যদি আমার ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন, ওমুক দিন ওমুক সময় আমি কোথায় ছিলাম...কী করেছিলাম, তখন এ-কথা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। আপনার নিজেরও কি তাই মনে হয় না?

অ্যালফ্রেডের একজোড়া কালোচোখের ধারালো দৃষ্টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইনস্‌পেকটরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিল। তবে ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডকের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এ-ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাঁর বিশেষ অসুবিধে হল না।

আপনাকে আমরা আপনার অনুমানেব ওপরই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম, মি. থ্যাকেনর্প।—শান্ত গলায় জবাব দিলেন তিনি।

পুলিশের লোকেরা দেখছি মুখে কুলুপ এঁটে রাখাটাই বেশি পছন্দ করে!

শুধুমাত্র পুলিশদের দোষ দিয়ে লাভ হবে না। আমি খুব ভালো করেই জানি... মি. ক্র্যাকেনথর্প, চেষ্টা করলে বিশে ডিসেম্বর আপনি কখন কোথায় ছিলেন সে-কথা আপনি স্মরণে আনতে পারতেন। ইচ্ছে করেই সে-রকম কোনও চেষ্টা আপনি করছেন না। এর পেছনে নির্দিষ্ট কোনও কারণ থাকাও অসম্ভব নয়।

এভাবে আপনি আমায় ফাঁদে ফেলতে পারবেন না, ইনস্‌পেকটর! এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে ওই দিনটার কথা আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ওহো, দাঁড়ান...দাঁড়ান, মনে পড়েছে। ওই হপ্তায় একদিনের জন্যে আমাকে লিড্‌স-এ যেতে হয়েছিল। খুব সম্ভবত দিনটা ছিল শুক্রবার। টাউন হল-এর কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু হোটেলটার নাম আমার মনে নেই। আপনি খোঁজ করলে নামটা নিশ্চয় জানতে পারবেন।

ঠিক আছে। আপনার কথামতো আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব।—নিরাসক্ত গলায় ক্র্যাডক জানালেন। বিদায় নেবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।— আপনি আমাকে বিশেষ একটা সাহায্য করতে পারলেন না। এটা খুবই আক্ষেপের ব্যাপার।

আমার কাছেও এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। সিড্রিকের একটা নিরাপদ অ্যালিবাই আছে। ঘটনার সময় ও অকুস্থল থেকে অনেক দূরে ইতিজায় ছিল। আর হ্যারল্ড একজন গণ্যমান্য মানুষ। শহরের সবাই ওকে চেনে। এখানে পার্টি ওখানে ডিনার, এটা ওর নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর অ্যালিবাইয়ের কোনও অভাব হবে না। একমাত্র আমিই শুধু হতভাগ্য। আমার নিজের কোনও জোরালো অ্যালিবাই নেই। তবে খুন করা আমার স্বভাব নয়। আর অজ্ঞাত পরিচয় একজন মহিলাকে কেন-ই বা আমি খুন করতে যাব? এমন কী ভদ্রমহিলা যদি এডমণ্ডের বিধবা স্ত্রীও হন, তাঁকে খুন করে আমাদের কারুর কোনও লাভ হবে না।

আপনি কি ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছেন স্যার?—সার্জেণ্টের গলায় উত্তেজনার সুর।—ভদ্রলোককে দেখামাত্রই আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। এতক্ষণে সমস্তটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টিনে প্যাক-করা খাবারের মামলায় ডিকি রজার্সের সঙ্গে এই ভদ্রলোকও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইনি অত্যন্ত ঘোড়েল। এঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলাই আমরা দাঁড় করাতে পারিনি। বেশ কয়েকটা নামিদামি রেস্তোরাঁয় বাজে মাল সরবরাহের অভিযোগও ছিল এঁর নামে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি। আরও কয়েকটা মামলায় ধরা পড়তে-পড়তেও অল্পের জন্যে রেহাই পেয়ে যান।

হ্যাঁ, ঠিকই তো! মনে মনে চিন্তা করলেন ক্র্যাডক। প্রথমবার দেখামাত্রই অ্যালফ্রেডের মুখটা তাঁর খুব চেনা-চেনা ঠেকেছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটিকে আগে যেন কোথায় তিনি দেখেছেন। সার্জেণ্টের কথায় এখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ছোটখাটো জাল-জোচ্চুরিতে ইতিমধ্যেই অ্যালফ্রেড বেশ হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। মগজে বুদ্ধিও আছে যথেষ্ট। তাই অন্যের হাতে ধরা পড়লেও আইনের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে প্রতিবারই তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

খুনটা কি এই ভদ্রলোক করেছেন বলে আপনি মনে করেন?

আমার তো তা মনে হয় না।—ক্র্যাডক ঘাড় দোলালেন।—লোকটির স্বভাব-চরিত্র ঠিক খুনিদের মতো নয়। তবে ওর সাহায্যে তাঁর কোনও অ্যালিবাই না-থাকার একটা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে কাউকেই আমি সন্দেহের বাইরে রাখতে রাজি নই। স্বভাব-খুনি না হলেও ফ্যাসাদে পড়ে অনেককেই অনেক কিছু করতে হয়। তুমি এই লোকটির সম্পর্কে বিশদভাবে খোঁজখবর নিতে শুরু করে দাও, ওয়েদারয়ল।

অফিসে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ইনস্পেকটর ক্র্যাডক। হাজার রকমের প্রশ্ন বুদবুদের মতো ভেসে উঠছে তাঁর বুকের মধ্যে। প্যাডের শাদা কাগজে হিজিবিজি আঁচড় কাটতে কাটতে হঠাৎ তিনি লিখতে শুরু করলেন ঃ

> খুন..........লম্বা চেহারার বাদামি চামড়ার মানুষ!
>
> নিহত মহিলা?.....নামটা মার্টিনা হতে পারে। এডমণ্ড ক্র্যাকেনথর্পের বান্ধবী অথবা বিধবা স্ত্রী।
>
> অথবা অ্যানা স্ত্রাভিনস্কা। ঠিক ওই সময় থেকেই মেয়েটির কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যানার বয়স এবং চেহারার সঙ্গে নিহত মহিলার চেহারা ও বয়সের যথেষ্ট মিল আছে। যদিও রাদারফোর্ড হল-এর সঙ্গে ইতিপূর্বে অ্যানার কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা সে-বিষয় এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায় নি।
>
> অ্যানা কি হ্যারল্ডের প্রথম স্ত্রী? ভদ্রলোক কি প্রথম স্ত্রীর কথা গোপন করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন?

অ্যানা কি হ্যারল্ডের রক্ষিতা? এটা কি তা হলে কোনও ব্ল্যাকমেলের ঘটনা?

কিন্তু অ্যালফ্রেডের সঙ্গেই ব্ল্যাকমেলের কথাটা বেশি খাপ খায়। তাঁর নিশ্চয় এমন কোনও গোপন খবর জানা থাকতে পারে যেটা অন্যের পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক।

বিদেশে সিড্রিকের সঙ্গে কি অ্যানার কোনও যোগাযোগ ছিল? পারী বা অন্য কোথাও?

অথবা নিহত মহিলা কি অ্যানা স্ত্রাভিনস্কা, যে নিজেকে মার্টিনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল?

অথবা কোনও অপরিচিতা মহিলা অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে?

এবং এই চিঠিটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।—আপন মনে বিড়বিড় করলেন তিনি। বিমর্ষ চিত্তে সামগ্রিক পরিস্থিতিটাও বিচার করে দেখলেন। খুনের উদ্দেশ্যটাই জানতে না পারলে তদন্তের কাজ ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে সমস্ত মোটিভই খুব খাপছাড়া আর কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়।

বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পকে খুন করা হলে তার পেছনে অপর্যাপ্ত মোটিভ খুঁজে পাওয়া যেত। এমন কী মোটিভের বাড়াবাড়িতে অস্থির হয়ে পড়তে হত তাঁকে।

কয়েকটা বিষয় আবার তাঁর স্মৃতিশক্তিকে নাড়া দিল। প্যাডের কাগজটা তিনি কাছে টেনে নিয়ে লিখলেন ঃ

ক্রিস্‌মাসের সময় লুথার ক্র্যাকেনথর্পের অসুস্থতার ব্যাপারে ড. কুইম্পারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

সিড্রিকের অ্যালিবাই সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে।

বর্তমানে গ্রামীণ কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি নিয়ে মিস মারপলের সঙ্গে গল্প-গুজব করে খানিকটা সময় কাটাব।

।। ১৬।।

ক্র্যাডক যখন চার নম্বর ম্যাডিসন রোডে মিস মারপলের ডেরায় এসে পৌছলেন তখন লুসি আইলেসবরোও সেখানে হাজির ছিলেন। তৃতীয় একজনের সামনে নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবেন কিনা সে-বিষয়ে সামান্য ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর ভাবলেন এই তরুণীও হয়তো এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন।

চেয়ারে বসে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মানিব্যাগ খুলে এক পাউণ্ডের তিনটে নোট এবং তিনটে শিলিং বের করে সযত্নে মিস মারপলের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

এটা কী, ইনস্‌পেকটর?

এটা হচ্ছে পেশাদারি পরামর্শ-দক্ষিণা। এই খুনের ব্যাপারে আমি আজ আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। নাড়ির স্পন্দন, উত্তেজনার মাত্রা, স্থানীয় মানুষের

প্রতিক্রিয়া, এই খুনের সম্পর্কে এখানকার লোকেদের মনে কোন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সমস্ত বিষয়ে শলা-পরামর্শ করার জন্যেই আমি আজ আপনার কাছে হাজির হয়েছি। আপনি নিশ্চয় আমাকে বিমুখ করবেন না। আমাকে একজন অতি সাধারণ গ্রামীণ ডাক্তার হিসেবেই মনে করুন, যে তার রুগীর চিকিৎসার সম্বন্ধে আপনার মতো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছে।

মিস মারপল ক্র্যাডকের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করে। তাঁর দু'চোখে দুষ্টুমির হাসি ঝিকমিক করছে। প্রত্যুত্তরে ইনস্পেকটরও শুকনো হাসি হাসলেন। লুসি আইলেসবরো দু'-এক মুহূর্ত বিস্ময়ে হাঁ করে রইল, তারপর হেসে উঠল শব্দ করে।

তা হলে.. ইনস্পেকটর ক্র্যাডক, আপনিও একজন অতি সাধারণ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন।

আজ আমি কোনও সরকারি তক্‌মা গায়ে চড়িয়ে এখানে আসিনি, এসেছি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে।

তোমাকে তো আগেই আমি বলেছি, এই ছোকরা ইনস্পেকটর আমার পূর্ব পরিচিত।—লুসিকে উদ্দেশ্য করে মিস মারপল বললেন—এর ধর্মপিতা হেনরি ক্লিথারিং হচ্ছেন আমার একজন অতি বিশিষ্ট বন্ধু।

আমার ধর্মপিতা তো মিস মারপলের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ, মিস আইলেসবরো। তাঁর মতে এই বৃদ্ধার মতো সহজাত কুশলী গোয়েন্দা দুনিয়ায় দুর্লভ। মিস মারপলের দূরদৃষ্টি এবং কল্পনাশক্তিরও কোনও তুলনা হয় না। কী ঘটতে পারত বাস্তবে কী ঘটেছিল, কী ঘটা উচিত ছিল, এবং কেন-ই বা ঘটেছিল সমস্তই তিনি নিখুঁতভাবে অনুমান করে নিতে পারেন।

এত বড় প্রশংসাপত্র কিন্তু সহজে কারুর ভাগ্যে জোটে না।—লুসি জানাল।

মিস মারপল যেন কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে-মুখে লজ্জার ছাপ ফুটে উঠল।—স্যার হেনরি সর্বদাই আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। অবশ্য যেহেতু জীবনভর আমি গ্রামে বাস করি, তাই স্বভাবতই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে, এবং মানব চরিত্রের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানও আমি অর্জন করতে পেরেছি।

একটু থেমে দম নিলেন তিনি। কী যেন চিন্তা করলেন নিজের মনে। তারপর আরও সংযত কণ্ঠে বললেন—কিন্তু এক্ষেত্রে অকুস্থলে না থাকার ফলে আমাকে বেশ খানিকটা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কারণ কোনও একজনের চাল চলন দেখে অনেক সময় তারই মতো স্বভাব-বিশিষ্ট অন্য কারুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই একই ধরনের হয়ে থাকে। তাদের শ্রেণীবিভাগ করাটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তদন্তের ক্ষেত্রে এটা যে কতখানি কার্যকর পদ্ধতি সে-কথা বলে বোঝানো যায় না।

লুসিকে কিছুটা ভ্রান্ত মনে হল, কিন্তু ক্র্যাডক সমঝদারের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন।

আপনি তো ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের বৈকালিক চায়ের আসরে একবার যোগ দিয়েছিলেন। তাই না?—মন্তব্য করলেন ইনস্‌পেকটর।

হ্যাঁ, তা ঠিক। বিকেলটা বেশ ভালোই কেটেছিল। কিন্তু বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়নি। সেইটুকুই যা আক্ষেপ থেকে গেল। তবে চাইলেই তো আর সবকিছু একবারে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না। এটুকু আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনও গত্যন্তর নেই!

আপনি কি মনে করেন, খুনটা যে করেছে, তার দর্শন পেলে আপনি তাকে খুনি হিসেবে শনাক্ত করতে পারবেন?—সবিস্ময় প্রশ্ন করল লুসি।

ওহো...না, সে-কথা আমি একবারের জন্যেও বলিনি। বহুক্ষেত্রে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে খুনের মতো এমন জটিল মামলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তে আসাটা মস্ত ভুল করা হবে। এ-সম্পর্কে আমার মত হচ্ছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ কর। সম্ভাব্য কোনও ব্যক্তিকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেবে না। তারপর চিন্তা করে দেখ, তাদের দেখে পরিচিত আর কার-কার কথা তোমার মনে পড়ে।

যেমন সিড্রিককে দেখে আপনার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কথা মনে পড়েছিল?

মিস মারপল সংশোধন করে দিলেন।—ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নয়, আমি তাঁর ছেলের কথা বলেছিলাম। তবে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এডির সঙ্গে হ্যারল্ডের অনেক মিল আছে। দু'জনেই বেশ গোঁড়া প্রকৃতির, এবং অর্থলোলুপ। এই শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের কেলেঙ্কারির কথা চাপা দেবার জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে।

আর অ্যালফ্রেড?—মৃদু হেসে জানতে চাইলেন ক্র্যাডক।

সেণ্ট মেরীমিডে জেনকিন্‌স নামে এক ছোকরার মোটরগাড়ি মেরামতের দোকান আছে। অ্যালফ্রেডের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল আছে। মোটরের ভালো পার্টস খুলে নিয়ে সে খারাপ পার্টস জুড়ে দেয়। ব্যাটারির ক্ষেত্রেও তার ওপর ভরসা করা যায় না। আমি যদিও এসব ব্যাপার ভালো বুঝি না, তবে রেমন্ড আর ওর গ্যারেজে গাড়িই দেয় না। আর এমাকে দেখে—একটু চিন্তা করে মারপল বললেন—আমার জেরালডাইনওয়েবের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। অতিশয় শান্তশিষ্ট স্বভাবের. নিজের পোশাক-আশাকের দিকেও নজর নেই, ধমক-ধামক দিয়ে বুড়িমাকে সারাক্ষণ আগলে-আগলে রাখত। হঠাৎ মায়ের মৃত্যুর পর বিস্তর টাকার মালিক হয়ে গেল জেরালডাইন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে তার ভোলও পুরোপুরি পাল্টে গেল। চুল ছেঁটে, দামি-দামি পোশাক-আশাক পরে দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়ল সে। ফিরে এল একজন সুদর্শন ব্যারিস্টারকে বিয়ে করে। ইতিমধ্যে দুটো সন্তানও হয়েছে তাদের।

তুলনাটা এত পরিষ্কার যে লুসির বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না। অস্বস্তি ভরা গলায় বলল—আপনি কি বলতে চান এমাও বিয়ের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। এর ফলে ওর ভাইদের ধ্যান-ধারণা সব উল্টে-পাল্টে যাবে না?

হ্যাঁ, তা তো যাবেই!—মিস মারপল ইতিবাচক মাথা নাড়লেন।—পুরুষ মানুষেরা এইরকমই হয়। তাদের চোখের সামনে দিয়ে কী ঘটে যাচ্ছে তা তাদের নজরে পড়ে না। তোমার নিজেরও নজরে পড়েছে বলে আমার মনে হয় না, লুসি।

না।—লুসি স্বীকার করল।—আমি নিজেও ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখিনি। আমার কাছে দু'জনের বয়সই এত বেশি মনে হয়...

সত্যিই কি খুব বেশি?—মিস মারপল মৃদু হাসলেন।—আমার ধারণা, মাত্র দু'-একবছর হল ড. কুইম্পার চল্লিশ পেরিয়ে এসেছেন। এবং তিনি যে মনে মনে নিজের গার্হস্থ্য জীবনের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। আর এমা ক্র্যাকেনথর্পের বয়স চল্লিশের কিছু নীচেই। এখনও তার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়নি। অনেকদিন আগেই একটি সন্তান প্রসব করে ডাক্তারের মারা গেছেন বলে আমি শুনেছি। এমার মতো একজন স্ত্রী-ই এখন ডাক্তারের পক্ষে বিশেষ জরুরি।

আচ্ছা, আমরা কি এখানে বিয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি, নাকি এই খুনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি?—লুসি বলল।

মিস মারপলের দু'চোখ আবার চিকচিক করে উঠল।

বয়স হলেই মানুষ কিছুটা রোমান্টিক হয়ে পড়ে। এটা হচ্ছে বেশি বয়সের একটা রোগ। তবে তোমার সঙ্গে আমার যা চুক্তি ছিল তুমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ। তোমার সঙ্গে আমার চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী কাজে যোগ দেবার আগে ইচ্ছে করলে তুমি বাইরে কোথাও ছুটি কাটাতে যেতে পার।

এখন এই রাদারফোর্ড হল ছেড়ে? না, কিছুতেই না। আমি এখন পুরোপুরি একজন মহিলা-গোয়েন্দা। ছেলেদুটো তো সারাক্ষণ সূত্রের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাল দিনভর ডাস্টবিন ঘাঁটাঘাঁটি করে কাটিয়েছে। কিন্তু কী খুঁজে বেড়াচ্ছে তা ওরা নিজেরাই জানে না। ওরা যদি একটা চিরকুট হাতে নিয়ে বিজয়গর্বে আপনার সামনে হাজির হয়...ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক, তা হলে আপনি ওদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে তারিফ করতে ভুলবেন না। মার্টিনার নাম করে আমি একটা কাগজের টুকরো শুয়োরের খোঁয়াড়ে লুকিয়ে রেখেছি। তাতে লেখা আছে, যদি প্রাণের ভয় থাকে তা হলে ভুলেও কখনও গুদোম ঘরের দিকে যাবে না।

শুয়োরের খোঁয়াড় কেন?—মারপল কিছুটা বিস্মিত হলেন।—ওরা কি শুয়োর পোষে নাকি?

না...না, এখন পোষে না। এককালে হয়তো পুষত। আমি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ওখানে চলে গিয়েছিলাম।

বলতে বলতে লুসির দু'গালে লজ্জার লাল ছোপ ফুটে উঠল। আরও বেশি কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস মারপল।

ও বাড়িতে এখন কারা কারা আছেন?—ক্র্যাডক জিজ্ঞেস করলেন।

সিড্রিক আছেন, এই শনিবারে ব্রায়ানও এসেছেন। হ্যারল্ড এবং অ্যালফ্রেডও আগামীকাল আসবেন বলে জানিয়েছেন। আজ সকালে তাঁরা ফোন করেছিলেন। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে...ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক, আপনি পায়রার ঝাঁকে একটা বেড়াল ছেড়ে দিয়েছেন।

ক্র্যাডক মৃদু হাসলেন।—সামান্য একটু নাড়া দিয়েছি মাত্র। গত বিশে ডিসেম্বর দুই ভাই কখন কোথায় ছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে বলেছিলাম।

তাঁরা আপনাকে বলেছেন?

হ্যারল্ড বলেছেন। কিন্তু অ্যালফ্রেড বলতে পারেননি, কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই বলেননি।

অ্যালিবাই খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ।—মন্তব্য করল লুসি।—কোনও একটা নির্দিষ্ট তারিখে কে কখন কোথায় ছিল, কী করছিল...এ-সবের হদিশ পাওয়া রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার।

হ্যাঁ, এর জন্যে ধৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন। তবে আমাদের হাত থেকে পার পাওয়া শক্ত।—একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি।—আমি এখন একবার রাদারফোর্ড হল-এ গিয়ে সিড্রিকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব। অবশ্য তার আগে ড. কুইম্পারের কাছ থেকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন জানার আছে।

আপনি তাহলে ঠিক সময়েই যাচ্ছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যে ছ'টার সময় তিনি ছোটখাটো অপারেশনের কাজ করেন। সাধারণত সাড়ে ছ'টার মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়। আমাকেও এবার ফিরতে হবে। সন্ধ্যের ডিনারের এখনও অনেক কাজ বাকি থেকে গেছে।

একটা বিষয়ে আমি আপনার মতামত জানতে চাই, মিস আইলেসবরো। মার্টিনার ব্যাপারে পরিবারের লোকেদের কী ধারণা? এ-সম্পর্কে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কী ধরনের আলাপ-আলোচনা করেন?

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগল না লুসির।

চিঠিটা নিয়ে এমা আপনার কাছে হাজির হয়েছিলেন বলে প্রত্যেকেই তাঁর ওপর দারুণ খাপ্পা হয়ে আছেন। এবং ড. কুইম্পারকেও তাঁরা সুনজরে দেখছেন না। কারণ চিঠিটা নিয়ে আপনার কাছে হাজির হবার জন্যে ডাক্তারই এমাকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। হ্যারল্ড এবং অ্যালফ্রেডের বিশ্বাস, কেউ প্রতারণা করার জন্যে মার্টিনার নাম নিয়ে এমার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছিল। এমা কিন্তু সে-বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নন। সিড্রিকও চিঠিটাকে জাল বলেই মনে করেন, তবে অন্য ভাইদের মতো এর ওপর এতটা গুরুত্ব দিতে চান না। একমাত্র ব্রায়ানই এটাকে আসল চিঠি বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন।

কেন? সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি বেশ আশ্চর্যের নয়?

ব্রায়ান আসলে ওই রকমই। সহজেই সবকিছু বিশ্বাস করে নেন। তলিয়ে দেখার দরকার মনে করেন না। তাঁর ধারণা ওই চিঠিটা এডমণ্ডের বিধবা স্ত্রীর লেখা, এবং হঠাৎ কোনও জরুরি কাজে মহিলাকে ফ্রান্সে চলে যেতে বলেছে। খুব শীগগিরই

তিনি আবার চিঠি দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মহিলা যে এখনও পর্যন্ত চিঠি লিখে বা অন্য কোনও ভাবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেননি এটাও তাঁর কাছে কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ তিনি নিজেও কখনও কাউকে চিঠি লেখেন না। ভদ্রলোক সত্যিই ভারী মিষ্টি, অমায়িক স্বভাবের মানুষ। ঠিক যেন বাড়ির পোষা কুকুরের মতো, যে তার প্রভুর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্যে সারাক্ষণ উন্মুখ হয়ে থাকে।

তুমি আবার ভদ্রলোককে সঙ্গে করে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওনি তো? —হাসিমুখে মিস মারপল বললেন—মানে, শুয়োরের খোঁয়াড়ের কাছে...

লুসি এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে কপট রাগের দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

ওই বাড়িতে এত বেশি ভদ্রলোকের যাতায়াত!—চিন্তামগ্ন গলায় বিড়বিড় করলেন মিস মারপল।—তোমার মতো এমন একজন সুন্দরী তরুণী, তাঁরা নিশ্চয় তোমার প্রতি বেশি করে মনোযোগ দেন?

লুসির গালদুটো লজ্জায় সামান্য লাল হয়ে উঠল। সিড্রিক, ব্রায়ান, অ্যালফ্রেড, সকলের কথাই একে একে তার মনে পড়ে গেল। অ্যালফ্রেড তো সরাসরি তাকে বিয়ের প্রস্তাবই দিয়ে বসেছে।

ভদ্রলোকেরা,—নিজের কথার খেই ধরে মিস মারপল বললেন—কিছু কিছু বিষয়ে প্রায় একইরকম আচার-আচরণ করে থাকেন। এমন কী বৃদ্ধারাও...

সত্যিই...মিস মারপল,—লুসি বিস্ময়ের সুরে বলল—একশো বছর আগে জন্মালে জনসাধারণ আপনাকে ডাইনি ভেবে পুড়িয়ে মারত, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

বৃদ্ধ মি. ক্র্যাকেনথর্প তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কীভাবে শর্তসাপেক্ষ বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারও নিখুঁত বর্ণনা দিল লুসি।

প্রকৃতপক্ষে—লুসি বলল—তাঁরা প্রত্যেকেই আমার দিকে কোনও-না-কোনওভাবে এগিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। হ্যারল্ড তো শহরে আমাকে বেশি মাইনের চাকরি দেবার লোভ দেখিয়েছেন। তবে আমি সুন্দরী বলেই যে সকলে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছেন তা কিন্তু নয়, তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস বিশেষ কোনও গোপন খবর আমি জানতে পেরেছি। আর সেই কারণেই...

বাকিটা শেষ না করেই লুসি সশব্দে হেসে উঠল।

ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক কিন্তু হাসলেন না।—আপনি সারাক্ষণ খুব সতর্ক থাকবেন, মিস আইলেসবরো। আপনার দিকে এগিয়ে আমার বদলে কেউ আপনাকে খুনও করতে পারে!

তা পারে। আর কাজটাও এমন কিছু কঠিন নয়।—মাথা নেড়ে স্বীকার করল লুসি। হঠাৎ সামান্য কেঁপে উঠলও।—ছেলেদুটোর কথা ভেবেই বেশি ভয় হয়। ব্যাপারটাকে ওরা খেলা বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু এটা মোটেই খেলা নয়। এর মধ্যে যে কতখানি বিপদ জড়িয়ে আছে তা ওরা ভাবতেই পারছে না।

না,—মিস মারপল মাথা নাড়লেন।—খুনটা মোটেই খেলার ব্যাপার নয়।—একটু থেমে আবার বললেন—ওদের স্কুল খুলবে কবে?

আগামী হপ্তায়। তবে কাল ওরা দিন কয়েকের জন্যে জেমস স্টভার্টওয়েস্টের বাড়িতে যাচ্ছে। ছুটির বাকি দিনগুলো ওরা সেখানেই কাটাবে।

সেটা একটা মস্ত সুখবর।—গম্ভীর গলায় মিস মারপল বললেন—ওরা থাকাকালীন ওখানে বিশ্রী ধরনের কোনও ব্যাপার ঘটুক আমার কাছে সেটা মোটেই কাম্য নয়।

আপনি কি বৃদ্ধ মি. ক্র্যাকেনথর্পের কথা ভাবছেন? আপনার কি মনে হয় ওই মহিলার পর বৃদ্ধকেও খুন করা হতে পারে?

ওহো...না,—মাথা নাড়লেন মিস মারপল—বৃদ্ধকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি ভাবছি ওই ছেলেদুটোর কথা। ওদের যদি কোনও বিপদ ঘটে, ...বিশেষ করে আলেকজাণ্ডারের জন্যেই আমি বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সূত্রের সন্ধানে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে কিশোররা খুব ভালোবাসে। এর মধ্যে যে বিপদ লুকিয়ে থাকে তা ওরা ঠিকমতো বুঝতে পারে না।

ক্র্যাডক গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মিস মারপলের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করলেন।

আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না...মিস মারপল, যে এটা অপরিচিতা কোনও মহিলার অজ্ঞাত পরিচয় কোনও আততায়ীর হাতে খুন হওয়ার মামলা নয়। এই খুনটার সঙ্গে রাদারফোর্ড হলও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

আমি মনে করি রাদারফোর্ড হল-এর সঙ্গে এই খুনের সুনির্দিষ্ট যোগসূত্র আছে।

এ-পর্যন্ত আমরা শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছি খুনি একজন লম্বা চেহারার মানুষ, আর তার গায়ের রং গাঢ় বাদামি। আপনার বন্ধু কেবলমাত্র এই সূত্রটুকুই আমাদের জানাতে পেরেছেন। রাদারফোর্ড হল-এর তিন ভাইয়ের চেহারাই ঠিক এই রকম। করোনারের বিচারের দিনে তাঁরা যখন রাস্তার ধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন তখন আমি পেছন থেকে তাঁদের লক্ষ করেছিলাম। তিনজনের চেহারাই আমার কাছে অনেকটা একই রকম মনে হয়েছিল, যদিও চরিত্রগত দিক থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন প্রকৃতির।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ইনসপেকটর। —সমস্যাটা বাস্তবিকই বড় জটিল!

আমি ভাবছি,—অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন মিস মারপল—সমস্যাটা আপাতদৃষ্টিতে যতখানি জটিল বলে মনে হচ্ছে আসলে সত্যিই ততটা জটিল কিনা। প্রতিটি খুনের পেছনেই কোনও-না-কোনও মোটিভ থাকে, তাই সাধারণত খুনের মামলা খুব বেশি একটা জটিল হয় না।

আপনি কি এই রহস্যময়ী মার্টিনার কথা বিশ্বাস করেন, মিস মারপল?

মার্টিনা নামের একটি মেয়েকে এডমন্ড ক্র্যাকেনথর্প বিয়ে করেছিলেন বা বিয়ে করার কথা চিন্তা করেছিলেন, এ-কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজি আছি। এমা তার ভাইয়ের লেখা একটা চিঠিও তোমাকে দেখিয়েছিল, তা আমি জানি। এমাকে আমি

যতটুকু দেখেছি, এবং লুসির কাছ থেকে তার সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে আমার মনে হয় না এ-ধরণের কোনও বাজে ভাঁওতা তার পক্ষে তৈরি করা সম্ভব। তা ছাড়া কেনই বা সে এটা করবে?

সেক্ষেত্রে মার্টিনার অস্তিত্বটা আমরা স্বীকার করে নিলাম।—ক্র্যাডকের গলায় চিন্তার ছোঁয়া।—এখানে একটা মোটিভের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ছেলেকে নিয়ে মহিলা যদি এখানে এসে হাজির হতেন তখন প্রত্যেকের ভাগে কিছুটা করে টান পড়ত। যদিও খুনের পক্ষে সেটা কোনও জোরালো মোটিভ হতে পারে না, তবে তাঁরা সকলেই যে আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তা আমি জানি। এমন কী বাইরের ঠাট-ঠমক যথাযথ বজায় রাখলেও হ্যারল্ডের ব্যবসাপত্তরও এখন বিশেষ ভালো চলছে না। তাঁর এখন প্রচুর টাকার দরকার। তা না পেলে ভদ্রলোক হয়তো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবেন।

তাই যদি হয়..., বলতে-বলতে মাঝপথে থেমে গেল লুসি।

হ্যাঁ...বলুন, মিস আইলেসবরো?

তুমি কী বলতে চাও আমি জানি, সোনা।—মিস মারপল মুচকি হাসলেন।—খুনের জন্যে ভুল ব্যক্তিকে বাছা হয়েছে, তাই না?

অবশ্যই। মার্টিনার মৃত্যুতে শুধু হ্যারল্ড কেন, কারুরই বিশেষ কিছু লাভ হবে না। যতদিন পর্যন্ত...

যতদিন পর্যন্ত লুথার ক্র্যাকেনথর্পের মৃত্যু না হয়। হ্যাঁ, আপনি খুব খাঁটি কথা বললেন। আমিও এদিকটা ভেবে দেখেছি। এবং ড. কুইম্পার আমাকে জানিয়েছেন বৃদ্ধ বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। বাইরে থেকে দেখে তাঁকে খুবই অসুস্থ বলে মনে হয়, কিন্তু সেটা তাঁর একটা ভান মাত্র। আদতে মোটেই তিনি অসুস্থ নন।

যদিও ক্রিস্‌মাসের সময় তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই নিয়ে বেশ হইচই শুরু করে দিয়েছিলেন ডাক্তার। তাঁর সন্দেহ বৃদ্ধের খাবারে বা পানীয়ের মধ্যে কেউ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।—ক্র্যাডকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল লুসি।

কথাটা আমিও শুনেছি।—ক্র্যাডক ঘাড় নাড়লেন।—আর সেই প্রসঙ্গেই আমি আজ ড. কুইম্পারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমিও এবার যাব।—ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল লুসি।—কথায় কথায় অনেকটা দেরি করে ফেললাম।

মিস মারপল কোলের ওপর থেকে বোনার সাজসরঞ্জামগুলো সরিয়ে রেখে টাইম্‌স পত্রিকার ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল-এর পাতাটা টেনে নিলেন। আধখানার সমাধান আগেই করে রেখেছিলেন, এবারে বাকিটা শেষ করবেন।

।। ১৭ ।।

ড. কুইম্পারের দেখা পাবার জন্যে মিনিট পাঁচ-দশ অপেক্ষা করতে হল ক্র্যাডককে। অ শেষে অপারেশনের কাজ শেষ করে তিনি নিজের চেম্বারে এসে হাজির হলেন। কুইম্পারের অনুরোধে এক পাত্তর পানীয় নিতে রাজি হলেন ক্র্যাডক। ডাক্তার নিজের জন্যেও গেলাশে খানিকটা পানীয় ঢেলে ইনস্‌পেকটরের মুখোমুখি বসলেন।

এদের নিয়ে আর পারা যায় না!—ব্যাজার গলায় মন্তব্য করলেন ডাক্তার। —দীর্ঘদিন ধরে যন্ত্রণা চেপে রেখে শেষে যখন একবারে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন আমার কাছে ছুটে আসবে। অথচ কিছুদিন আগে এলে কত সহজে এই যন্ত্রণার উপশম ঘটানো যায় সে-কথা ওরা ভেবে দেখে না। আবার এমন অনেকে আছে, যারা সামান্য কোনও উপসর্গ দেখা দিলেই দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে। এমন লাফঝাঁপ শুরু করে দেয় যাতে মনে হয় তারা ক্যান্সার বা ওই জাতীয় কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে।...যাকগে, এখন আমার কাছে আপনার আগমনের হেতুটা খুলে বলুন।

সবার আগে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। শুনলাম, মিস ক্র্যাকেনথর্প আপনার কথামতোই তাঁর বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর চিঠিটা আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ওহো, এই কথা? চিঠিটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ? আমি অবশ্য নিজে থেকে এমাকে কোনও উপদেশ দিই নি। এমাই আমার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছিল। তখন খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল ওকে। ওর অন্য তিন ভাই চিঠির ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে ভীষণভাবে অনুরোধ করেছিল ওকে। যেন এই চিঠিটার মধ্যেই ওদের সকলের প্রাণ-ভোমরা লুকিয়ে আছে। কারণ ওরা ভেবেছিল, মহিলা হয়তো সত্যিই নিজেকে মার্টিনা বলে প্রমাণ করতে পারবেন।

আপনারও কি চিঠিটাকে আসল বলে মনে হয়েছিল?

আমি এ নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করিনি। এমন কী চিঠিটা পড়েও দেখিনি। আমার ধারণা, কেউ হয়তো মার্টিনার পুরো ঘটনাটা জানত। সেই সুযোগে সে ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। ভেবেছিল এমাকে পটিয়ে-পাটিয়ে কিছু টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়বে। কিন্তু এমা যে বোকা নয়, সেটা সে ভেবে দেখেনি। একজন অপরিচিতা মহিলাকে এমা তার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী বলে বুকে টেনে নেবে, এই ধারণাটাই সম্পূর্ণ অবাস্তব।—অবশেষে কৌতূহলের সুরে বললেন—কিন্তু আপনি এজন্যে আমার কাছে হাজির হয়েছেন কেন? এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে আমার তো কোনও যোগাযোগই নেই।

আজ আমি আপনার কাছে এসেছি সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। কিন্তু কীভাবে বক্তব্যটা উত্থাপন করব ঠিক ভেবে পাচ্ছি না!

ড. কুইম্পার কোনও মন্তব্য না করে অবাক দৃষ্টিতে ইনস্‌পেকটরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়...এই ক্রিস্‌মাসের সময় বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প নাকি বাড়াবাড়ি রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?

ডাক্তারের চোখে-মুখে একটা কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠল। ক্র্যাডকেরও সেটা নজর এড়াল না।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন।

বদ হজমের ফলেই নাকি সাংঘাতিক রকমের অসুস্থ হয়েছিলেন তিনি? এবং তিনি নিজে আপনার কাছে এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর ওপর নাকি বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল?...আপনার মনেও কি এ-ধরনের কোনও সন্দেহ দানা বেঁধেছিল?

কুইম্পার সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন বার কয়েক। অবশেষে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসলেন।

আপনি আমার কাছ থেকে এ-প্রশ্নের কী উত্তর আশা করেন? কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই কি একজন ডাক্তার তার পেশেণ্টের ওপর করা হয়েছে বলে অনুসন্ধান শুরু করে দেবে?

আমি এখন আপনার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও আলোচনা করতে আসিনি, এসেছি আপনার ব্যক্তিগত অভিমতটা জানতে। সত্যিই কি আপনার মনে এমন কোনও ধারণার উদয় হয়েছিল যে, বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের ওপর কেউ বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করেছে?

ছল কবে এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে কুইম্পার বললেন—বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প হচ্ছেন অত্যন্ত মিতাহারী। খরচের ভয়ে তিনি প্রতি পদে পদে খুব হিসেব করে চলেন। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যাবা যখন এখানে আসেন তখন এমা খুব ভুবি-ভোজের আয়োজন করে। বৃদ্ধের পেটে সেই ভুরিভোজ সহ্য হয়নি। সেটাই হচ্ছে বদ হজমের প্রধান কারণ। তবে এই ব্যাপারে তিনি এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে তাব জন্যে আমাকে আবও বিশদভাবে খোঁজ খবর নিতে হল। সেঁকো বিষ প্রয়োগ করলে যে-ধরনেব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বদ হজমের উপসর্গগুলোও প্রায় ঠিক একইরকম। আমাব চেয়ে অনেক বড় বড ডাক্তাবের চোখেও সহজে এই দুয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে না। আর্সেনিক-ঘটিত মৃত্যুকে সরল বিশ্বাসে তাঁরা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেন।

আপনাব এই অনুসন্ধানেব ফল কী হল?

বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প যা সন্দেহ করেছিলেন আদতে ব্যাপারটা তা নয়। এই জাতীয় বদ হজম তাঁর আগেও কয়েকবার হয়েছিল বলে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। এবং প্রতিবার ভুবিভোজের পবেই এটা ঘটত।

অর্থাৎ তাঁব বাড়িতে পরিবারের সব সদস্য এবং অন্যান্য অতিথিরা যখন উপস্থিত থাকতেন তখন?

হ্যাঁ।—ডাক্তার ইতিবাচক মাথা নাড়লেন। —কিন্তু সত্যি বলতে কি...ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক, আমি পুরোপুবি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমাব আগে ড. মরিস বৃদ্ধের দেখাশুনা

করতেন। আমি ছিলাম তাঁর সহকারী। আমি কাজে যোগ দেবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তখন আমি বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের এই উপসর্গগুলো সম্পর্কে ড. মরিসের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করি।

ড. মরিসের কাছ থেকে আপনি কী জানতে পারলেন?

দেঁতো হাসি হাসলেন কুইম্পার।—তিনি আমার সন্দেহের কথা শুনে কড়া ভাষায় ধমক দিলেন। জানালেন, আমি যেন মূর্খের মতো কোনও কাজ না করি। তা হলে বুঝতেই পারছেন,—অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন কুইম্পার—খুব সম্ভবত আমি যথেষ্ট বোকার মতোই কাজ করে ফেলেছিলাম।

আমারও খুব অবাক লাগছে!—স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন ক্র্যাডক। তারপর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরে ঠেলে সরাসরি ড. কুইম্পারের দিকে তাকালেন।—শুনুন ...ডাক্তার, ভালো-মন্দের বিচার-বিবেচনার কথা একপাশে সরিয়ে রেখে এটা আমরা বলতে পারি যে লুথার ক্র্যাকেনথর্পের অবর্তমানে অনেকেই রীতিমতো লাভবান হবেন।—ডাক্তার মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা নেড়ে ক্র্যাডককে সমর্থন জানালেন।—বয়সে বৃদ্ধ হলেও তিনি এখনও দিব্যি সুস্থ-সবল। নব্বুই বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা তাঁর পক্ষে মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়?

নব্বুই কেন, একশো বছর বাঁচলেও আমি অবাক হব না। নিজের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি খুবই সতর্ক। তাছাড়া তাঁর ধাতও বেশ সবল।

এর ফলে ধাক্কাটা তাঁর ছেলে-মেয়েদের ওপর এসে পড়ছে, এবং তাঁরা ক্রমশই মানসিক দিক থেকে অশান্ত হয়ে উঠছেন।

এমাকে আপনি এই দল থেকে বাদ দিতে পারেন। কাউকে বিষ দেবার মতো মেয়ে ও নয়। বাড়ির অন্য সকলে যখন একসঙ্গে উপস্থিত থাকেন তখনই মাঝেমধ্যে তিনি এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমা একা থাকলে তাঁকে কখনও আমি এত বেশি অসুস্থ হতে দেখিনি।

এটা খুবই স্বাভাবিক। মনে মনে ক্র্যাডক ভাবলেন। মহিলা সত্যিই যদি তাঁর বাবাকে বিষ দিয়ে মারতে চান, তবে তিনি একা থাকাকালীন নিশ্চয় সে-কাজ করতে যাবেন না। তবে ক্র্যাডক তাঁর মনের এই চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করলেন না।

একটু থেমে অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করলেন তিনি।

আসল বিষয় হচ্ছে...এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অজ্ঞ। কিন্তু যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে লুথার ক্র্যাকেনথর্পের ওপর আর্সেনিক প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে তাঁর প্রাণে বেঁচে যাওয়াটা কি নেহাত কপাল-জোর নয়?

ঠিক এইখানেই,—ডাক্তার বললেন—আপনাদের মনে কেমন একটু খটকা লাগছে। এবং এই চিন্তাটাই আমাকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সেই কারণে ড. মরিসও আমায় মূর্খ বলে সম্বোধন করেছেন। সাধারণভাবে প্রত্যেক দিনই সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক প্রয়োগ করে যদি কাউকে খুন করা হয়, তাতে

অনেক বেশি দিন সময় লাগলেও সেটাই হচ্ছে আর্সেনিকের সাহায্যে খুনের সঠিক পদ্ধতি। এতে সময় অনেক বেশি লাগে ঠিকই, তবে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও অনেক কম থাকে। বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প কিন্তু একনাগাড়ে পেটের গণ্ডগোলে ভুগছিলেন না। তাই হঠাৎ করে বদ হজমের ফলে তাঁর এত বেশি কাহিল হয়ে পড়াটা আমার কাছে খুব সন্দেহজনক ব্যাপার মনে হয়েছিল। এর আগেও তিনি বারকয়েক এইরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যদি ধরে নেওয়া যায় এটা কোনও স্বাভাবিক অসুস্থতা নয়, কেউ বেশি পরিমাণ আর্সেনিক প্রয়োগে তাঁকে একেবারে প্রাণে মারার চেষ্টা করছে, তা হলে একটা প্রশ্ন সবার আগে মনে ভেসে উঠে। লোকটা কি বারবার একই ভুল করছে? এটা কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য?

আপনি বলতে চান, যে লোকটা বৃদ্ধকে খুন করতে চাইছে সে আর্সেনিকের পরিমাণটা ঠিকমতো আন্দাজ করতে পারছে না?

সেই রকম মনে হওয়াই তো স্বাভাবিক। আবার এও হতে পারে, বৃদ্ধের শরীর-স্বাস্থ্য বেশ সবল। যে পরিমাণ আর্সেনিকে একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়, লুথার ক্র্যাকেনথর্পের ক্ষেত্রে পরিমাণটা আরও বেশি লাগে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে লোকটা আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে না কেন? আমার কাছে এই ব্যাপারটা খুব রহস্যময় ঠেকছে।

একটু থেমে কুইম্পার আবার বললেন—অবশ্য সত্যিই যদি কেউ তাঁর ওপর বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু তেমন কেউ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। সম্ভবত আগাগোড়াই আমি ভুল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এগোবার চেষ্টা করেছিলাম।

হ্যাঁ, সমস্যাটা খুবই অদ্ভুত ধরনের!—ইনস্পেকটরও সে-কথা স্বীকার করলেন।— মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ইনস্পেকটর ক্র্যাডক!

ক্র্যাডক হাত বাড়িয়ে দরজার গায়ে লাগানো বেলটা বাজাতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখন চাপা গলায় নিজের নাম শুনে তিনি চমকে উঠলেন। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন আলেকজাণ্ডার এবং তার বন্ধু স্টডার্ট-ওয়েস্ট অত্যন্ত সতর্কভঙ্গিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

আমরা আপনার গাড়ির শব্দ পেয়েছি। আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু জরুরি কথা আছে।

ঠিক আছে, আগে ভেতরে চলো। ড্রয়িংরুমে বসে আমি তোমাদের সব কথা শুনব।

আমরা একটা সূত্রের সন্ধান পেয়েছি।—উত্তেজিত গলায় আলেকজাণ্ডার বলল।

হ্যাঁ, সত্যিই একটা দারুণ সূত্র।—স্টডার্ট-ওয়েস্ট বন্ধুর কথার পুনরাবৃত্তি করল।— কিন্তু ভেতরে এখন সবাই রয়েছে। কেউ-না-কেউ এসে পড়বে। কথাটা আমরা শুধু আপনাকেই জানাতে চাই।

তার চেয়ে আপনি বরং আমাদের সঙ্গে পুরোনো আস্তাবলে চলুন। ওখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না।—এগিয়ে এসে ক্র্যাডকের একটা হাত ধরল আলেকজাণ্ডার।

লুসি-ই যত নষ্টের গোড়া! মনে মনে তিনি ভাবলেন। যদিও চোখে-মুখে কৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়ে তুলতে একটুও দেরি করলেন না।

পুরোনো আস্তাবলটা একটা গুদোম ঘরের মতো। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলেকজাণ্ডার আলো জ্বালল।

আলোটা জোরালো নয়। তার ওপর বাল্বের গায়ে ধুলো ময়লা জমে থাকার দরুন আরও বেশি অস্পষ্ট দেখাচ্ছে চারধার। যত রাজ্যের ভাঙাচোরা আসবাবপত্র জড়ো করে রাখা আছে তার মধ্যে। একটা ছেঁড়া-খোঁড়া স্প্রিংয়ের গদিকে কোনওরকমে খাড়া করে ডিভানের মতো করা হয়েছে। মরচে-পড়া টেবিলও একটা দাঁড় করানো আছে তার সামনে।

নিজেদের মধ্যে গোপন শলাপরামর্শ করার জন্যে আমরা এই ঘরটাই ব্যবহার করি।—আলেকজাণ্ডার বলল।—সবজি বাগানের পেছনে বড় একটা বাস্কেটের মধ্যে আমাদের বুড়ো মালী হিলম্যান যত রাজ্যের ছেঁড়া কাগজের টুকরো জমিয়ে রাখে। তার ভেতর থেকেই আমরা এটা খুঁজে পেয়েছি।

স্টডার্ট-ওয়েস্ট খুব সাবধানে তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা কুঁচকে যাওয়া খাম বের করে ইনস্‌পেকটরের দিকে বাড়িয়ে দিল। তিনি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। খামের ওপর পোস্ট অফিসের ছাপ মারা। লুসিকে যে কীভাবে এর ব্যবস্থা করল ক্র্যাডক বুঝে উঠতে পারলেন না। ভেতরে কোনও চিঠি নেই। কিন্তু খামে লেখা রয়েছে ঃ মিসেস মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্প। একশো ছাব্বিশ নং এলভার্স ক্রেসেট, এন. দশ।

তা হলে বুঝতে পারছেন,—উত্তেজনার আধিক্যে আলেকজাণ্ডারের প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম—আমার স্বর্গত জ্যাঠামশাইয়ের ফরাসি স্ত্রী এখানে এসেছিলেন। সেই মহিলাকে নিয়েই চারদিকে এত উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি যদি এখানে না এসে থাকেন তবে এই খামটা এল কীভাবে?

স্টডার্ট-ওয়েস্ট বলল—শবাধারে যে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে তিনি-ই কি মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্প?

গাম্ভীর্য বজায় রেখে ক্র্যাডক জবাব দিলেন—এখন তো আমার সেই রকমই মনে হচ্ছে। এই খামটা এখন আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। এর গায়ে কোনও আঙুলের ছাপ-টাপ পাওয়া যায় কিনা সেটা আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তোমাদের এই গোয়েন্দাগিরি আমার কাজকে অনেকখানি সহজ করে দিয়েছে। এর জন্যে তোমাদের দু'জনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্র্যাডকের মুখ থেকে নিজেদের প্রশস্তির কথা শুনে দুই কিশোরের বুকই গর্বে ভরে উঠল।

।। ১৮ ।।

ছেলেদুটোর সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন ক্র্যাডক। দু'জনের চাল চলনে মনে হল এটাই ওদের সাধারণ প্রবেশ পথ। দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথমে রান্নাঘর। শাদা অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে লুসি প্যাস্ট্রি তৈরির কাজে ব্যস্ত। বাসনপত্তর রাখার তাকে হেলান দিয়ে ব্রায়ান ইস্টলে নিরীহ দৃষ্টিতে লুসির কাজকর্ম দেখছেন। বাঁ হাত দিয়ে নিজের গোঁফও মোচড়াচ্ছেন তিনি।

পায়ের শব্দে লুসি চোখ তুলে তাকাল।—শুভসন্ধ্যা, ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক।

আপনি কি কিচেনটা পরীক্ষা করতে এসেছেন?—ব্যস্তভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন ব্রায়ান।

না...না, আমি এসেছি মি. সিড্রিক ক্র্যাকেনথর্পের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতে। তিনি তো এখন বাড়িতেই আছেন, তাই না?

একটু অপেক্ষা করুন। আমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসছি—ব্রায়ান বললেন।—হয়তো আশেপাশে কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন।

ব্রায়ানের সঙ্গে ছেলেদুটোও হইহই করতে করতে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা যেন ঠিক পঙ্গপালের মতো।—মৃদু হেসে লুসি বলল।

কিন্তু আপনারও তুলনা হয় না, ম্যাডাম।—মন্তব্য করলেন ক্র্যাডক।

কেন? এতটা প্রশংসা পাবার মতো কী আবার করলাম?

খামের ওপর ডাকঘরের শিলমোহরটা ম্যানেজ করলেন কীভাবে?

কোন খামের কথা আপনি বলছেন?—অবাক দৃষ্টিতে ক্র্যাডকের দিকে তাকিয়ে রইল লুসি।

ক্র্যাডক যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

ছেলেদের সূত্র জোগানোর জন্যে সবজি বাগানের পেছনে জঞ্জালের বাস্কেটের মধ্যে আপনি একটা খাম লুকিয়ে রাখেননি?

আপনি কি বলছেন তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।—লুসির গলায় বিস্ময়ের সুর।—আপনি কি বলতে চান...

বাড়ির ভেতর থেকে পায়ের শব্দ কিচেনের দিকে এগিয়ে আসতেই লুসি মাঝপথে চুপ করে গেল।

পকেট থেকে খামটা বের করতে গিয়েও ক্র্যাডক আবার সেটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেন ব্রায়ান।—সিড্রিক এখন লাইব্রেরি ঘরে আছেন।—ইনস্‌পেকটরকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন।—ইচ্ছে করলে আপনি এখনই গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

কিচেনের কোণের দিকে একটা টুলের ওপর তিনি বসে রইলেন স্থির হয়ে। ক্র্যাডক লাইব্রেরি ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

সিড্রিক ক্র্যাকেনথর্প ইনস্‌পেকটরের দর্শন পেয়ে যেন বেশ পুলকিত হয়ে উঠলেন।

আপনার তদন্তের কাজ কেমন চলছে?—তিনি জানতে চাইলেন।—নতুন কোনও সূত্র-টুত্র পেয়েছেন?

একেবারেই যে এগোতে পারিনি সে-কথা আমি বলতে চাই না, মি. ক্র্যাকেনথর্প। বেশি না হলেও কিছুটা অন্তত এগিয়েছি।

মৃতদেহটা আসলে কার সে সম্পর্কে কোনও হদিশ পেলেন?

নির্দিষ্ট করে এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই পাইনি, তবে মনে হচ্ছে কিছুটা আভাস পেয়েছি। আপাতত সেই পথ ধরেই আমাদের এগোতে হবে।

এটা তবু মন্দের ভালো!—মুচকি হাসলেন সিড্রিক।

শেষ যে তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের আরও কিছু বিবৃতির প্রয়োজন। আপনি যখন হাতের কাছেই আছেন, তখন আপনার থেকেই শুরু করা যাক...মি. ক্র্যাকেনথর্প।

আমি অবশ্য আর বেশিদিন এখানে থাকব না। দু'-একদিনের মধ্যেই ইভিজায় ফিরে যাব।

তবে তো ঠিক সময়েই এসেছি।

আমার কাছ থেকে আরও কী জানতে চান, বলুন?

বিশে ডিসেম্বর, শুক্রবার আপনি কখন কোথায় ছিলেন এবং কী করছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ চাই আমি।

সিড্রিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একঝলক ইনস্‌পেকটরের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আবার আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে অলস ভঙ্গিতে হাই তুললেন। তাঁর হাবভাবের মধ্যে একটা নির্বিকার উদাসীনতার ছাপ ফুটে উঠল। যেন স্মৃতি রোমন্থন করে বিশে ডিসেম্বরের দিনটা স্মরণে আনার চেষ্টা করলেন।

মনে হচ্ছে আগেই আপনাকে জানিয়েছি, সে-দিনটায় আমি ইভিজায় ছিলাম। আসল সমস্যাটা হচ্ছে, দ্বীপের ওই দিনগুলো প্রায় একইরকমের। একটার সাথে আর একটার বিশেষ পার্থক্য থাকে না। সকালে ছবি আঁকি, দুপুরে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দিবানিদ্রা, তারপর আলো থাকলে কিছুটা স্কেচ করি। সন্ধের দিকে স্থানীয় মেয়র বা ডাক্তারের সঙ্গে কোনও কাফেতে বসে খিদে বাড়াবার জন্যে দু'-এক পাত্তর পানীয় নিই। বাসায় ফিরে ভাঁড়ারে যা আছে তাই দিয়ে কোনওরকমে ডিনার সারি। সন্ধে একটু গড়িয়ে গেলে স্কটির বারে গিয়ে আমার ইতর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হই-হুল্লোড় করি। এই হচ্ছে আমার রোজনামচা। এতে আপনার কাজ হবে তো...ইনস্‌পেকটর?

আমি কিন্তু নির্ভেজাল সত্যিটাই শুনতে চাই, মি. ক্র্যাকেনথর্প।

সিড্রিক সোজা হয়ে উঠে বসলেন।—আপনি খুব আপত্তিকর মন্তব্য করছেন, ইনস্‌পেকটর।

আপনার কি তাই ধারণা? আপনি আমায় বলেছিলেন...মি. ক্র্যাকেনথর্প, একুশে ডিসেম্বর ইভিজা থেকে রওনা হয়ে ওই দিনই আপনি লণ্ডনে এসে পৌঁছোন। এবং এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি এখানে এসে হাজির হন?

হ্যাঁ...মানে, আমার মুখের কথায় বিশ্বাস না হলে আপনি এমাকে ডেকে যাচাই করে নিতে পারেন।

এর মধ্যে আপনার বোনকে অযথা জড়াতে যাবেন না। আমরা রেকর্ডপত্তর ঘেঁটে দেখেছি। উনিশে ডিসেম্বর সন্ধেবেলা আপনি লণ্ডনে এসে পৌঁছোন। এখন নিশ্চয় সবকিছু আপনার মনে পড়বে। উনিশে ডিসেম্বরের সন্ধে থেকে একুশে ডিসেম্বরের দুপুরে লাঞ্চটাইম পর্যন্ত আপনি আপনার গতিবিধির কথা অকপটে আমার কাছে খুলে বলুন। কোনও ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।

সিড্রিকের মুখ দেখে মনে হল তিনি যেন অথৈ জলে পড়ে গেছেন। নিজেকে সামলে নিতে মিনিট খানেক সময় লাগল তাঁর।

আজকাল মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই!— তাঁর গলায় স্পষ্টতই বিরক্তির সুর।—চারদিকে এতসব বিধি-নিষেধের বেড়া যে কেউ তার খুশিমতো কোনও কাজ করতে পারবে না। আচ্ছা, বিশে ডিসেম্বর দিনটা নিয়েই বা আপনারা এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ওই দিনটার মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব আছে?

আমাদের বিশ্বাস, ওই দিনেই হতভাগ্য মহিলাটিকে খুন করা হয়েছিল। এখন যদি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না চান সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে কোনওরকম জোরজবরদস্তি করব না। তবে...

উত্তর দেব না তো আমি বলিনি! আমাকে একটু সময় দিন। প্রাথমিক তদন্তের সময় আপনারা তো খুনের সঠিক সময় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও ধারণাই করে উঠতে পারেননি! নতুন করে হঠাৎ কী ঘটল যার ফলে এখন এতটা নিশ্চিত হয়ে গেলেন?

ক্র্যাডক এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

সিড্রিক আড়চোখে ইনস্‌পেকটরকে একবার দেখে নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে বললেন—হ্যাঁ, উনিশে ডিসেম্বরই আমি ইভিজা থেকে রওনা হই। ইচ্ছে ছিল দিন দুয়েক পারীতে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কাটিয়ে শেষে রাদারফোর্ড হল-এ হাজির হব। কিন্তু প্লেনে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে আমার দোস্তি হয়ে গেল। সে দু'-একদিন লণ্ডনে কাটিয়ে আমেরিকায় ফিরে যাবে। লণ্ডনে তার কিছু কাজ ছিল। উনিশ তারিখে আমিও তার সঙ্গে লণ্ডনে পৌঁছোই। আপনার গোয়েন্দারা যদি এখনও জানতে না পেরে থাকে তাই বলছি, আমরা দু'জনে কিংস্‌ওয়ে প্যালেস-এ একটা ঘর নিয়েছিলাম। সেখানে আমার নাম ছিল জন ব্রাউন। বুঝতেই পারছেন এসব ক্ষেত্রে নিজের আসল নাম ব্যক্ত করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

আর বিশ তারিখে?

সিড্রিক মুখ বিকৃত করলেন।—আগের দিন রাতে বিয়ার আর হুইস্কিতে এত বেশি চুর হয়ে গিয়েছিলাম যে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও আমার খোয়ারি ভাঙে নি।

তারপর বিকেল তিনটের পর থেকে?

দাঁড়ান, আগে মনে করার চেষ্টা করি। দুপুরের দিকে খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াই। ন্যাশনাল গ্যালারিতেও গিয়েছিলাম। রোমাঞ্চকর ওয়েস্টার্ন ছবি চলছিল দেখে লোভ সামলাতে না পেরে একটা সিনেমা হল-এ ঢুকে পড়ি। এই ধরনের ছবি আমার ভীষণ প্রিয়। তারপর একটা বারে বসে কয়েক পাত্তর পান করে হোটেলে ফিরে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিই। প্রায় দশটা নাগাদ নতুন গার্ল ফ্রেণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরোই। লণ্ডনের ঘাঁতঘোঁত তার সব চেনা। সে-ই আমাকে নানান উত্তেজক স্থানে টেনে নিয়ে গেল। ঠিক কোথায়-কোথায় গিয়েছিলাম তার কিছুই এখন আমার মনে নেই। পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও আমার নেশার ঘোর কাটেনি। ভালো করে চোখ মেলে তাকাতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার বান্ধবী দিব্যি সেজেগুজে প্লেন ধরার জন্যে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে পড়ল। নেশা ছাড়াবার জন্যে আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাললাম। দু'-তিন গেলাশ কালো কফি পান কবলাম। শেষে ট্রেন ধরে ব্র্যাকহ্যাম্পটনে পৌঁছে এমন ভাব দেখালাম যেন সবে মাত্র ইভিজা থেকে এসে পৌঁছোচ্ছি। তখন আমার পকেটে একটা কপর্দকও ছিল না। ট্যাক্সির ভাড়া মেটাবার জন্যে এমার কাছ থেকে টাকা ধার করতে হল আমাকে। এই হচ্ছে আমার আসল কাহিনী...ইনস্পেকটর। এখন আপনি সন্তুষ্ট তো?

এর স্বপক্ষে আপনি কি কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেন, মি. ক্র্যাকেনথর্প? এই ধরুন তিনটে থেকে সাতটা পর্যন্ত।

আমার তো তা মনে হয় না। ন্যাশনাল গ্যালারির দ্বাররক্ষী আমার দিকে নিষ্প্রাণ চোখ তুলে তাকিয়েছিল। আর সিনেমা হল তো দর্শকের ভিড়ে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার কেউ আমাকে চিনতে পারবে, সেটা মনে করাই হাস্যকর।

লাইব্রেরি ঘরের দরজায় এমাকে দেখা গেল। তাঁর হাতে একটা ডায়েরি।—আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

হ্যাঁ, অবশ্যই!—ক্র্যাডক বললেন।

শুনলাম, বিশে ডিসেম্বর আমরা কে কোথায় ছিলাম আপনি সকলকে ডেকে পাঠিয়ে সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন?—ক্র্যাডকেব দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন কবলেন তিনি।

আপনি ঠিকই শুনেছেন, মিস ক্র্যাকেনথর্প। তবে আমবা এখন শুধু পুরুষদের গতিবিধি সম্পর্কেই খোঁজখবর নিচ্ছি। আপনার অন্য দু'ভাই তো আরও পরে এখানে হাজির হয়েছিলেন?

হ্যাঁ। অ্যালফ্রেড হাজির হয় শনিবার সন্ধেবেলা। আর হ্যাবল্ড এসেছিল ক্রিস্‌মাসের ঠিক আগের দিন।

ধন্যবাদ, মিস ক্র্যাকেনথর্প। বর্তমানে এতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

আমার জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না,—সামান্য ইতস্তত করলেন এমা—নতুন করে এই জাতীয় অনুসন্ধানের দরকার পড়ল কেন?

ক্র্যাডক তাঁর কোটের পকেট থেকে কাগজ রাখার ছোট একটা ফাইল বের করলেন। দুই আঙুলের ডগা দিয়ে তার ভেতর থেকে সন্তর্পণে একটা খাম টেনে নিয়ে মহিলাকে দেখালেন।

এটা স্পর্শ করবেন না, কিন্তু আপনি কি আগে কখনও এই খামটা দেখেছেন?

এমার দু'চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল।—এটা তো আমারই হাতের লেখা। এই চিঠিটা তো আমি মার্টিনাকে লিখেছিলাম!

আমিও সেই রকম আন্দাজ করেছিলাম।

কিন্তু এটা কীভাবে আপনার হাতে এল? তা হলে...তা হলে আপনি কি মার্টিনার খোঁজ পেয়েছেন?

এখান থেকে আমরা শুধু এই খালি খামটাই খুঁজে পেয়েছি।

এই বাড়ি থেকে পেয়েছেন?

সবজি বাগানের পেছনে যে জঞ্জালের ঝুড়ি আছে, তার ভেতর থেকে।

তবে নিশ্চয় তিনি এখানে এসেছিলেন? আপনার কি মনে হয়, পাথরের শবাধারে যে দেহটা পাওয়া গেছে আসলে সেটাই মার্টিনার মৃতদেহ?

সম্ভাবনার কাঁটা তো সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে, মিস ক্র্যাকেনথর্প।—গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন ইনস্পেকটর।

শহরে পৌঁছোবার পর সম্ভাবনাটা আরও বেশি জোরদার হয়ে উঠল। আর ম্যাঁ দেঁজার পাঠানো একটা খাম তাঁর ডেস্কের ওপর রাখা ছিল। দেঁজা লিখেছেন ঃ

> অ্যানা স্ত্রাভিনস্কার কাছ থেকে তার জনৈক বান্ধবী একটা চিঠি পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অ্যানার প্রমোদভ্রমণের কাহিনী সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। চিঠিটা এসেছে জামাইকা থেকে। বেশ ফূর্তিতেই সময় কাটছে মেয়েটার।

পড়ার পর কাগজটা দুমড়ে-মুচড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন ক্র্যাডক।

*　　　*　　　*

এবারের ছুটির দিনগুলো,—বিছানার ওপুর সোজা হয়ে বসে চকোলেট চিবোতে-চিবোতে আলেকজাণ্ডার বলল—আমার ভীষণ আনন্দে কেটেছে। শেষ পর্যন্ত যে একটা দরকারি সূত্রের সন্ধান পেযেছি, সেটাই এখন আমাদের কাছে মস্তবড় সৌভাগ্যের কথা! এ-ধরনেব ঘটনা আমাদের জীবনে আর কখনও ঘটবে কিনা সন্দেহ!

লুসি হাঁটু মুড়ে বসে আলেকজাণ্ডারের পোশাক-আশাক একটা সুটকেসে ভরছিল।—আমিও আর কোনও দিন এমন বিশ্রী একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাই না।

কিন্তু এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে কিছুতেই আমাদের মন চাইছে না। খুব শীগগিরই হয়তো আর কেউ খুন হতে পারে।

আরও একটা খুন? সেটা ভীষণ সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে!

সব গোয়েন্দা কাহিনীতে সেইরকমই ঘটে থাকে। যদি কেউ কোনও কিছু দেখে ফেলে বা এমন কিছু জানতে পারে যাতে খুনির বিপদে পড়ার সম্ভাবনা, তখন

সুকৌশলে খুনি তাকেও পৃথিবী থেকে বরাবরের মতো সরিয়ে দেয়।.....এমন কী সেই ব্যক্তি আপনিও হতে পারেন।

আমাকে সতর্ক করে দেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, আলেকজাণ্ডার।

আপনি খুন হোন, সেটা অবশ্য আমাদের কাছে মোটেই কাম্য নয়।—আলেকজাণ্ডার ভরসা দিল।—আমি এবং আমার বন্ধু দু'জনেই আপনাকে ভীষণ পছন্দ করি। আপনার হাতের রান্নার সত্যিই কোনও তুলনা হয় না।

আমার রান্না যে তোমার ভালো লেগেছে এ জন্যে আবার আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।—হাসিমুখে লুসি বলল।—তবে তোমাদের খুশি করার জন্যে আমি কিন্তু আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত নই।

তা তো নিশ্চয়! যদিও এ-ব্যাপারে আপনাকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

সুটকেসের ডালা বন্ধ করে লুসি এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।—শুভরাত্রি... আলেকজাণ্ডার। সকালে উঠে শুধু তোমার হাত-মুখ ধোবার জিনিসপত্র, পা-জামাটা ব্যাগে ভরে নেবে।

শুভরাত্রি।—আলেকজাণ্ডার বিড় বিড় করল। তারপর শুয়ে পড়ল বালিশে মাথা দিয়ে এবং চোখ বোজা মাত্রই গভীর তন্দ্রায় ডুবে গেল। ওকে তখন ঘুমন্ত দেবদূতের মতোই দেখাচ্ছিল।

।। ১৯ ।।

পুরো ব্যাপারটাকে কিন্তু ঠিক প্রামাণ্য বলা যায় না!—সহজাত বিমর্ষ কণ্ঠে মন্তব্য করল সার্জেন্ট ওয়েদারয়ল।

হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পের বিশে ডিসেম্বরের গতিবিধির রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন ক্র্যাডক। ওয়েদারয়ল নিজে এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। এরজন্যে তাকে ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে বিস্তর।

বিশে ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ হ্যারল্ড সাউথরের নিলামঘরে হাজির হয়েছিলেন ঠিকই, তবে বেশিক্ষণ সেখানে ছিলেন না। রাসেল-এর চায়ের দোকানের কেউ-ই ছবি দেখে তাঁকে চিনতে পারেন নি। অবশ্য ওই সময়টা দোকানে প্রচুর ভিড় থাকে, আর তিনি সেখানকার নিয়মিত খরিদ্দারও নন। তাই তাঁকে চিনতে না পারাটা কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ভদ্রলোকের গৃহভৃত্য জানিয়েছে, ডিনারে যোগ দেবার জন্যে পোশাক পালটাতে তিনি সওয়া সাতটায় তাঁর বাসায় ফিরেছিলেন। সেদিন ডিনার শুরু হবার কথা ছিল সন্ধে সাড়ে সাতটায়। তাই পোশাক বদলাবার জন্যে বাসায় ফিরতে তাঁর যে কিছুটা দেরি হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই কারণে কিছুটা বিরক্তও মনে হচ্ছিল তাঁকে। ডিনার সেরে তিনি কখন বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন ভৃত্যের তা জানা নেই। কারণ মি. ক্র্যাকেনথর্পের আসা-যাওয়ার খবর সে খুব একটা রাখে না। সে এবং তার স্ত্রী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ে। হ্যারল্ডের গাড়ি থাকে

একটা ভাড়া-করা গ্যারেজে। সেখানে কে কখন এল-গেল সেদিকে কারুর নজর থাকে না। বিশেষ করে বিশে ডিসেম্বরের সন্ধেবেলার কথা কেউ মনে করে রাখেনি।

সবটাই দেখছি নেতিবাচ!—হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক।

ক্যাটারারদের ডিনার পার্টিতেও তিনি হাজির ছিলেন, তবে সভাপতির ভাষণ শেষ হবার আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্র্যাকহ্যাম্পটন এবং প্যাডিংটনের রেলওয়ে স্টেশনেও আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। চার হপ্তা আগের ঘটনা। ছবি দেখে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি।

লম্বা হাই তুলে ক্র্যাডক এবার সিড্রিক সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণটার ওপর নজর দিলেন। এখানেও নির্দিষ্ট কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। কেবল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার সেদিন বিকেলে ওই ধরনের পোশাক পরা একজন ব্যক্তিকে প্যাডিংটনে পৌঁছে দিয়েছিল বলে জানাল। ওই দিনটা তার স্মরণে থাকার কারণ হচ্ছে, সেদিন বেলা আড়াইটের রেসে ক্রলার নামে একটা ঘোড়া বাজি জিতেছিল। ক্রলারের সপক্ষে সেও বেশ কয়েক পাউণ্ড বাজি ধরেছিল। রেডিওতে রেসের খবর শোনার পরই চালক গাড়ি গ্যারেজ করে ফূর্তি করতে বেরিয়ে পড়ে। অদ্ভুত পোশাকের এই ভদ্রলোকই ছিলেন তার সেদিনের শেষ যাত্রী।

ঘোড়ার রেস দীর্ঘজীবী হোক!—মৃদু হেসে ক্র্যাডক রিপোর্টটা আবার ফাইলে রেখে দিলেন।

এবার অ্যালফ্রেডের রিপোর্টটা একটু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখুন, স্যার।—ওয়েদারয়ল বলল।

রিপোর্টের প্রথম দিকে আকর্ষণীয় তেমন কিছু ছিল না। অ্যালফ্রেড তাঁর ফ্ল্যাটে একাই বাস করেন। তিনি কখন ফ্ল্যাটে ফেরেন বা ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যান, অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা তার কোনও খোঁজখবর রাখে না। কিন্তু রিপোর্টের শেষ প্যারাগ্রাফটা ক্র্যাডকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হল।

বেশ কিছুদিন ধরে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার পথে পণ্যবাহী লরিগুলো থেকে মাল চুরি হয়ে যাচ্ছিল। এই ব্যাপারে গোপন অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সার্জেন্ট লিকাই-এর ওপর। বিশে ডিসেম্বর ওয়াডিংটন-ব্র্যাকহ্যাম্পটন জাতীয় সড়কের ধারে তিনি টালি বোঝাই একটা লরি নিয়ে হাজির হন। তাঁর পরনে ড্রাইভারের পোশাক ছিল বলে কেউ তাঁকে পুলিশের লোক বলে চিনতে পারেনি। অন্যান্য লরিচালকের গতিবিধির ওপর নজর রাখাই ছিল লিকাই-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেখানে লরি থামিয়ে তিনি একটা শস্তার পানশালায় গিয়ে ঢোকেন। তিনি যে টেবিলে বসে পান করছিলেন তার পাশের টেবিলে চিক ইভান্‌সকে দেখতে পান। চিক হচ্ছে চোরাই মালের কারবারি ডিকি রজার্সের একজন প্রধান শাকরেদ। চিকের সঙ্গে অ্যালফ্রেড ক্র্যাকেনথর্পও ছিলেন। ডিকি রজার্সের এক মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বলেই অ্যালফ্রেডের মুখটা তাঁর চেনা ছিল। এমন একটা জায়গায় ভদ্রলোককে নিচু গলায় চিকের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন তিনি। খানিক পরে চিককে একা রেখে অ্যালফ্রেড

পানশালা ছেড়ে বেরিয়ে যান। রাত সাড়ে ন'টায় তিনি ভদ্রলোককে ব্র্যাকহ্যাম্পটনগামী একটা বাসে চড়তে দেখেন। ব্র্যাকহ্যাম্পটন স্টেশনের টিকিট কালেকটর উইলিয়াম বেকার জানিয়েছেন, সেদিন তিনি মিস ক্র্যাকেনথর্পের এক ভাইয়ের টিকিট নিজে পাঞ্চ করেছিলেন। তখন রাত প্রায় এগারোটা পঞ্চাশ। ঠিক তার পাঁচ মিনিট পরেই ব্র্যাকহ্যাম্পটন থেকে প্যাডিংটনগামী ট্রেনটা ছেড়ে চলে যায়। মিস এমা ক্র্যাকেনথর্পকে মি. বেকার খুব ভালোভাবেই চেনেন। নাম জানা না থাকলেও মিস ক্র্যাকেনথর্পের প্রত্যেক ভাইয়ের মুখই তাঁর পরিচিত।

তা হলে অ্যালফ্রেড?—রিপোর্টটা যথাস্থানে রাখতে-রাখতে বিড়বিড় করলেন ক্র্যাডক।—আমার কাছে যদিও খুব আশ্চর্যের মনে হচ্ছে...

একমাত্র তাঁর গতিবিধির সঙ্গেই গোটা ব্যাপারটা পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। —ওয়েদারয়ল ক্র্যাডকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল।—চারটে তেত্রিশের ট্রেনে ব্র্যাকহ্যাম্পটন আসার পথে তাঁর পক্ষে কোনও মহিলাকে খুন করে দেহটা ওই বাঁধের ওপর গড়িয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। সেখান থেকে তিনি এই পানশালাতে ফিরে আসেন। দু'-চার পাত্তর গলায় ঢেলে আবার সাড়ে ন'টার বাস ধরে রাদারফোর্ড হল-এ হাজির হন। তিনি একা, অথবা ডিকি রজার্সের কোনও শাকরেদের কারুর সহায়তায় মৃতদেহটা আগের জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ির গুদোম ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখেন। সব কাজ সেরে এগারোটা পঞ্চান্নর ট্রেন ধরে লণ্ডনে এসে পৌঁছোন।

ক্র্যাডকও ঘাড় নেড়ে ওয়েদারয়লের কথায় সায় দিলেন। এই সম্ভাবনাটা একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসল সমস্যাটা হচ্ছে, ডিকিরজার্সের চ্যালা-চামুণ্ডেরা কেউ-ই স্বভাব-খুনি নয়। আর অ্যালফ্রেডের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে, তার সাহায্যে তাঁকে একজন খুনি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

তবে বেকায়দায় পড়লে অনেককেই মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত অ্যালফ্রেড কি...

* * *

বৃদ্ধ লুথার ছাড়া ক্র্যাকেনথর্পের পরিবারের আর সবাই রাদারফোর্ড হল-এর লাইব্রেরিতে জড়ো হয়েছিলেন। হ্যারল্ড এবং অ্যালফ্রেড এসেছিলেন সরাসরি লণ্ডন থেকে। অচিরেই তাঁদের গলা চড়তে শুরু করল, পারিপার্শ্বিক পরিবেশটাও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে।

লুসি নিজের উদ্যোগে বড় সাইজের কাচের জগে বরফ-মিশ্রিত ককটেল তৈরি করে লাইব্রেরি ঘরে পৌঁছে দিতে এল। ভেতরে তখন চিৎকার-চেঁচামেচি চলছিল বলে দরজার সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল ওকে। প্রত্যেকের গলার আওয়াজ বাইরে থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। বেচারি এমা-ই এখন সকলের আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

তোমার দোষেই এই সমস্ত ঘটেছে...এমা!—গম্ভীর ঝাঁজালো গলায় হ্যারল্ড তাঁর ছোট বোনকে ধমকাচ্ছিলেন।—তুমি যে কী করে এমন বোকার মতো একটা কাজ করে বসলে সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না! ওই চিঠিটা নিয়ে যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে না যেতে তা হলে এতসব জবাবদিহিরও কোনও প্রশ্ন উঠত না!

চড়া গলায় অ্যালফ্রেড বললেন—আমার তো মনে হচ্ছে, সেই মুহূর্তে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি বিলকুল লোপ পেয়ে গিয়েছিল? নইলে আগুপিছু না ভেবে এ-কাজ কেউ করে?

এখন ওকে বকে-ঝকে আখেরে কোনও লাভ হবে না।—দুই ভাইকে নিরস্ত করতে চাইলেন সিড্রিক।—যা ঘটার তা ঘটে গেছে। বর্তমানে কী করণীয় সেটাই এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। ওই মৃতদেহটা যদি মার্টিনার হয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছ? মার্টিনার ব্যাপারে পুলিশের কাছে আমরা কোনও আভাস-ইঙ্গিতও দিই নি। ওর সম্পর্কে সবাই একেবারে বোবা হয়েছিলাম।

তোমার পক্ষে এ-ধরণের মন্তব্য করা খুবই সহজ...সিড্রিক।—রাগত কণ্ঠে হ্যারল্ড বললেন।—কারণ যে বিশেষ দিনটা সম্পর্কে পুলিশ সকলের কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেরা করতে শুরু করেছে, সেই বিশে ডিসেম্বর তুমি ছিলে দেশের বাইরে। কিন্তু আমার এবং অ্যালফ্রেডের পক্ষে এই বিষয়টা খুবই অস্বস্তির হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৌভাগ্যবশত সেদিন আমি কখন কোথায় ছিলাম, সেটা আমি স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি। এবং তা করছিও।

হ্যাঁ, তুমি যে পার, আমি জানি!—অ্যালফ্রেডের গলায় ব্যঙ্গের সুর ঝরে পড়ল। —তুমি যদি কাউকে খুন করবে বলে মনস্থ করো...হ্যারল্ড, তা হল আটঘাট বেঁধেই তুমি যে তোমার অ্যালিবাই তৈরি করে রাখবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমার মতো তোমার সে সুযোগ নেই বলেই এখন এত আফশোস!—হ্যারল্ডের কণ্ঠস্বর বরফের মতোই শীতল মনে হল।—আসলে কী বলতে চাও তুমি? এই খুনটা আমিই করেছি, আভাসে-ইঙ্গিতে সেই কথাই বোঝাতে চাইছ?

ওঃ, এবারে তোমরা একটু থামো!—বাগ্‌বিতণ্ডা সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন এমা।—আমরা খুনি নই! আমাদের মধ্যে কেউ-ই ওই মহিলাকে খুন করেনি।

তোমাদের আর একটা খবর জানিয়ে রাখি। বিশে ডিসেম্বর আমি নিজেও ইংল্যাণ্ডের বাইরে ছিলাম না।—সিড্রিক বললেন।—পুলিশও সে-কথা জানতে পেরেছে। তাই আমরা কেউ-ই এখন সন্দেহ-তালিকার বাইরে নেই।

এমা যদি এই কাণ্ডটা না ঘটাত...

তুমি আবার পুরোনো প্রসঙ্গ নতুন করে শুরু কোরো না...হ্যারল্ড!—এমা সবিনয় অনুরোধ জানালেন তাঁকে।

ড. কুইম্পার বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের ক্ষুদ্র স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরী ঘরের দিকেই আসছিলেন। লুসিকে জগ হাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনিও থমকে দাঁড়ালেন।

এটা কী? কোনও আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি?

না, সকলে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যেই আমি এই হিম-শীতল ককটেলের বন্দোবস্ত করেছি। কিন্তু ভেতরে যাবার ভরসা পাচ্ছি না। অভিযোগ আর পালটা অভিযোগের পালা চলছে নাকি?

সবাই মিলে এমাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

ড. কুইম্পার ভ্রু কোঁচকালেন।—তাই বুঝি? ঠিক আছে, আমি দেখছি।—লুসির হাত থেকে ককটেল ভর্তি জগটা নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি।—শুভ সন্ধ্যা।—ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন।

এই যে... ড. কুইম্পার, আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।—হ্যারল্ডের চোখে-মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির আভাস বেশ স্পষ্ট। গলার স্বরও যথেষ্ট চড়া।—আমি জানতে চাই আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলালেন কেন? আমার বোনকে কেন আপনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যেতে বললেন?

শান্তভাবে এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন ড. কুইম্পার।—এ সম্পর্কে এমা আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিল। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে আমি যেটা ভালো মনে করেছি সেই কথাই ওকে বলেছি। এবং আমার বিশ্বাস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ঘটনাটা জানিয়ে এমা উচিত কাজই করেছে।

কোন সাহসে আপনি...

এই যে মেয়ে?—বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের গলার আওয়াজে লুসি পিছন ফিরে তাকাল। নিজের স্টাডিরুমের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

অনিচ্ছা সহকারে লুসি পেছন ফিরে তাকাল।—আমায় কিছু বলছেন, মি. ক্র্যাকেনথর্প?

আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, ডিনারের জনে কী রান্না-বান্না করছ? আজ বরং মশলা দিয়ে মাংসের কারি রাঁধো। অনেকদিন কারি খাইনি।

তাই হবে, মি. ক্র্যাকেনথর্প। আপনার জন্যে আজ আমি মাংসের কারিই রান্না করব।

এই তো ভালো মেয়ের মতো কথা। তুমি আমার দেখভাল করো। আমিও তোমাকে দেখব।

পায়ে-পায়ে লুসি আবার কিচেনে গিয়ে হাজির হল। ও মুরগির মাংস দিয়ে নতুন ধরনের একটা রান্না করবে বলে ঠিক করেছিল। সে-পরিকল্পনা বাতিল করে বৃদ্ধের জন্যে এখন কারি বানাতে হবে। তারই আয়োজন করতে লাগল ও। হঠাৎ সশব্দে সদর দরজা খোলার আওয়াজ ওর কানে ভেসে এল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল রাগে গজগজ করতে-করতে ড. কুইম্পার তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

লুসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছেলে দুটোর জন্যে ওর মনটা আজ কেমন-কোন করছে। কিচেনের এক কোণে বসে নিরীহ দৃষ্টিতে ব্রায়ানও আজ ওর কাজকর্ম লক্ষ্য করছে না।

তা সত্ত্বেও পরিবারের সকলে বেশ তৃপ্তি সহকারেই ডিনার-পর্ব সমাধা করলেন।

*   *   *

রাত তিনটের সময় ড. কুইম্পারের টেলিফোন বেজে উঠল। বিছানা ছেড়ে এসে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা কানে তুললেন তিনি। তখনও তাঁর দু'চোখে ঘুমের ঘোর জড়িয়ে আছে।

হ্যাল্‌লো?

কে? ড. কুইম্পার? আমি রাদারফোর্ড হল থেকে লুসি আইলেসবরো বলছি। আপনি তাড়াতাড়ি একবার এখানে আসুন। এ-বাড়ির সকলেই হঠাৎ করে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!

সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কী ভাবে? রোগের উপসর্গগুলো কী?

বিস্তারিতভাবে সব কথা খুলে বলল লুসি।

লুসিকে তাৎক্ষণিক কিছু নির্দেশ দিলেন তিনি। বললেন—যত শীগগির সম্ভব আমি ওখানে গিয়ে পৌঁছোচ্ছি। ততক্ষণে আপনি আমার নির্দেশমত কাজ শুরু করে দিন।

দ্রুত পোশাক পালটে, জরুরি কিছু ওষুধপত্তর এমার্জেন্সি ব্যাগে ভরে নিয়ে নিজের গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

*   *   *

প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায় লুসি এবং ড. কুইম্পার কিচেন টেবিলের দু'পাশে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসলেন। দুইজনের সামনেই ধূমায়িত কালো কফির দুটো বড় পেয়ালা।

আঃ!—কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আরামসূচক শব্দ করলেন কুইম্পার।—এই সময় আমার কাছে এটার ভীষণ প্রয়োজন ছিল।—প্রথম পেয়ালা শেষ করে ফ্লাক্স থেকে শূন্য পেয়ালা আবার ভর্তি করে নিলেন তিনি।—এখন আসল ব্যাপারটা কী, আমায় বিশদভাবে খুলে বলুন তো, মিস আইলেসবরো। ডাক্তার হিসেবে আমার বিশ্বাস, এখন আর কারুরই জীবনহানির আশঙ্কা নেই। প্রাথমিক ধাক্কাটা সকলেই মোটের ওপর সামলে নিতে পেরেছেন। কিন্তু গত সন্ধের ডিনারটা তো আপনি-ই রান্না করেছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।—ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় দোলাল লুসি।

কী কী আইটেম ছিল?

মাশরুমের সুপ, চিকেন কারি, ভাত। মুরগির মেটে আর নুনে জরানো শুয়োরের মাংস দিয়ে বিষে এক ধরনের মশলাদার তরকারি। তার সঙ্গে দুধের ক্রিম আর মদ দিয়ে তৈরি সিলাবাব।

মাশরুমের সুপ কি দোকান থেকে কিনে আনা টিনে প্যাক করা?

না...না, আধ পাউণ্ড মাশরুমের সঙ্গে মুরগির ক্বাথ, দুধ, মাখন, ময়দা আর লেবুর রস মিশিয়ে আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি। সেই সুপ আমি নিজেও খানিকটা খেয়েছিলাম। আমার তো কিছু হয়নি!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমাকে খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে। কাজটা যদিও খুবই অপ্রীতিকর। আচ্ছা, চিকেন কারিও নিশ্চয় আপনি খেয়েছিলেন?

না, চিকেন কারি আমার বিশেষ পছন্দের ডিশ নয়। তবে রান্না করতে গেলে একটু চেখে দেখতে হয়। তাকে নিশ্চয় খাওয়া বলা চলে না। ডিনারে আমি শুধু সুপ আর সিলেবাব নিয়েছিলাম।

আর সবাইকে কীভাবে সিলেবাব পরিবেশন করেছিলেন?

প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা গেলাশে।

কালকের এঁটো বাসনপত্তর কি সব পরিষ্কার করা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, ধুয়ে-মুছে প্রতিটি জিনিস কাবার্ডে তুলে রেখেছি।

ড. কুইম্পারের গলা দিয়ে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল।—অত্যাধিক কর্ম-তৎপরতাও সময়-সময় অসুবিধের কাবণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান পরিস্থিতির কথা আগে তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

কালকের ডিনারের আর কিছুই কি অবশিষ্ট নেই?

সামান্য খানিকটা চিকেন কারি আর মাশরুম সুপ পড়ে আছে। এগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে আজ একটা নতুন আইটেম বানাব বলে ঠিক করেছিলাম।

ওই কারি আর সুপ আমি পরীক্ষা করার জন্যে নিয়ে যাব। আর চাটনি? এর সঙ্গে চাটনিরও ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়?

হ্যাঁ, পাথরের তৈরি ওই জারের মধ্যে চাটনি রাখা থাকে।

ওর থেকেও আমি খানিকটা বের করে নেব।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। খাবার আগে আর একবার সবাইকে পরীক্ষা করে দেখব। এখনও ঘণ্টা-দুয়েক আপনাকে এদিকটা সামলে রাখতে হবে। আমি ফিরে গিয়েই সর্বপ্রথম একজন অভিজ্ঞ নার্স পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। বেলা আটটাব মধ্যেই সে এসে পড়বে। তার কী করণীয় সেটাও আমি তাকে বুঝিয়ে দেব ভালো করে।

আপনি কি মনে করেন খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই এমন ঘটেছে, না কি কেউ জেনেশুনে খাদ্যবস্তুতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে?

এ-কথা তো আগেই আপনাকে বলেছি। অনুমানের ওপর নির্ভর করে ডাক্তারদের কিছু করা উচিত নয়, আগে তাদের নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। যদি এই সমস্ত খাদ্যবস্তু থেকে ইতিবাচক কিছু জানা যায় তবেই আমার পক্ষে সামনে এগোনো সম্ভব, আর তা না হলে...

না হলে?—ডাক্তারের কথার পুনরাবৃত্তি করল লুসি।

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে লুসির কাঁধে হাত রাখলেন কুইম্পার।—বিশেষ করে দু'জনের ওপর নজর রাখবেন আপনি।

প্রথম জন হচ্ছে এমা। মেয়েটা সত্যিই বড় ভাল। ওর খারাপ কিছু ঘটুক সেটা কখনোই আমার কাম্য নয়। জীবনের কিছুই ওর এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। এমাকে সত্যিই আমি ভীষণ পছন্দ করি। কথাটা অবশ্য কোনওদিন ওকে বলিনি...

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার দিক থেকে একচুল ত্রুটি হবে না।—লুসি আশ্বস্ত করল কুইম্পারকে।

আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ওই বৃদ্ধ মানুষটি। কারণ আমি তাঁর চিকিৎসক। তিনি একজন আদর্শ রুগী না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর কোনও এক ছেলের হাতে আমি তো তাঁকে মরতে দিতে পারি না!

ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে লুসিব দিকে ফিরে তাকালেন ডাক্তার।—আমি হয়তো একটু বেশিই মুখ খুলে ফেললাম। আপনি কিন্তু মুখ বন্ধ কবে দৃষ্টিকে সজাগ রাখবেন।

* * *

ইনস্‌পেকটর বেকনকে রীতিমতো বিচলিত দেখাল।—আর্সেনিক? আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন?

হ্যাঁ। কারির মধ্যে আর্সেনিক ছিল। আমি নিজে জিবে ঠেকিয়ে দেখেছি। বাকিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনি ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে পরীক্ষা করে জেনে নিতে পাবেন। তবে এর মধ্যে যে আর্সেনিক মেশানো হয়েছে সে-ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

তা হলে কোনও একজন ইচ্ছাকৃতভাবে বিষ মিশিয়েছে?

পরিস্থিতি তো সেই কথাই বলছে।—কুইম্পারের কণ্ঠস্বর শুষ্ক, খসখসে।

বাড়ির সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, মিস আইলেসবরোই যা ব্যতিক্রম। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না!

কিন্তু মহিলার মোটিভটা কী?

মহিলা হযতো খ্যাপাটে স্বভাবেব।—বেকন বললেন।—প্রথমে দেখে কিছু বোঝা যায় না। পাগলামিব লক্ষণগুলো যখন মাথার মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে...

হাত নেড়ে বেকনকে থামিয়ে দিলেন কুইম্পার।—আমি একজন ডাক্তার। আমি জানি মিস আইলেসবরো আপনার-আমার মতোই সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ। মগজে বুদ্ধিও ধরেন যথেষ্ট। তিনি যদি কারিতে আর্সেনিক মিশিয়ে পরিবাবেব সকলকে সেই বিষ-মিশ্রিত কাবি খাওয়াতে চাইতেন, তা হলে নিশ্চয় তার পেছনে মহিলার গোপন কোনও উদ্দেশ্য থাকত। তখন তিনি নিজেও সামান্য পরিমাণ কারি খেয়ে অসুস্থতার ভান করতেন। এমন একটা ভাব দেখাতেন যাতে মনে হত অন্য সকলের মতো তিনিও দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যে কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই তাই করবেন।

সেক্ষেত্রে আপনার কোনও বোঝার উপায় থাকত না যে, তিনি যতখানি অসুস্থতার ভান করছেন আসলে ততটা অসুস্থ তিনি নন?

না।—কুইম্পার নেতিবাচক মাথা নাড়লেন।—একবারে 'না' বলছি না, তবে সম্ভাবনা খুবই কম। মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের ওপরও এটা অনেকখানি নির্ভর করে। একই পরিমাণ বিষে একজনের শরীরে যতখানি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, আর একজনের শরীরে ততটা নাও করতে পারে। তবে—একটু থেমে ডাক্তার আবার বললেন—রুগীদের মধ্যে কেউ যদি মারা যায়, তখন বিষের পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

তাহলে আপনি বলতে চান,—বক্তব্যটা শেষ করতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন ইনস্‌পেকটর—পরিবারের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি সামান্য অসুস্থ হয়েই খুব বেশি করে অসুস্থতার ভান করছেন?

দেখুন, এ-সম্পর্কে কোনও মতামত জাহির করা আমাব উচিত হবে না। কথাটা আমার মনে হল বলেই আপনাকে বললাম। এখন অনুসন্ধানের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সব আপনাদের হাতে। আমি একজন দক্ষ নার্সের বন্দোবস্ত করে এসেছি। তবে বুঝতেই পরছেন, একজনের পক্ষে সবার ওপর সমান নজর রাখা খুবই কষ্টসাধ্য। আমি যদিও প্রত্যেককে ভালো করে পরীক্ষা করেছি। যে পবিমাণ আর্সেনিক তাঁদের পাকস্থলীতে গেছে, তার দরুণ কেউ মারা যেতে পারেন বলে আমার অন্তত বিশ্বাস হয় না।

বিষপ্রয়োগকারী কি ভুল করেছেন, বলছেন?

না।—কুইম্পার ঘাড় দোলালেন।—এমনভাবে কাবিতে বিষ মেশানো হযেছিল যাতে মনে হবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই এটা ঘটেছে। আমার তো তাই ধারণা। আর প্রথমেই সকলের দৃষ্টি পড়বে মাশরুমের ওপর। কারণ বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে ইতিপূর্বে অনেকেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। তারপর কোনও একজন আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বেন এবং পরিশেষে মারা যাবেন!

কারণ সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর দ্বিতীয়বার বিষপ্রয়োগ করা হবে?

ডাক্তার ইতিবাচক মাথা নাড়লেন।—সেই জন্যেই আমি এত শীগগির আপনাব কাছে এসে হাজির হয়েছি। আব এখানে আমার আগে একজন অভিজ্ঞ নার্সকেও আমি রাদারফোর্ড হল-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছি। আমি চাই, আপনি এক্ষুণি সেখানে গিয়ে সবাইকে এই খাদ্যে বিষক্রিয়ার কথাটা জানিয়ে দিন। তার ফলে সকলে সতর্ক হয়ে যাবেন। সম্ভাব্য খুনি আর দ্বিতীয়বার কারুর ওপর বিষপ্রয়োগ করতে সাহস পাবে না।

তাঁদের কথার মাঝখানেই ইনস্‌পেকটরের টেবিলে-রাখা ফোনটা ক্রিং-ক্রিং শব্দ করে বেজে উঠল। বেকন ফোনটা কানে তুলে ড. কুইম্পারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।—ধরুন, আপনার নার্সের ফোন।

হ্যাঁ, ড. কুইম্পার বলছি।...কী বললেন?.. হায় ঈশ্বর!...আচ্ছা, আপনি অন্য সকলের ওপর ঠিকমতো নজর রাখুন। আমরা এক্ষুণি ওখানে হাজির হচ্ছি।

রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বেকনের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।

কী খবর?—বেকনের চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

অ্যালফ্রেড।—ধীরে ধীরে ড. কুইম্পার বললেন।—অ্যালফ্রেড মারা গেছেন।

।। ২০ ।।

টেলিফোনের তার বেয়ে ক্র্যাডকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যেন তিনি ইনস্‌পেকটব বেকনের কথাটা আদৌ বিশ্বাস করতে পারছেন না।

অ্যালফ্রেড?...আপনি বলছেন অ্যালফ্রেড?

হ্যাঁ, অ্যালফ্রেড। আপনার গলা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এটা ঠিক আশা করতে পারেন নি?

অবশ্যই না! সত্যি বলতে কী, আগের খুনটার ব্যাপারে আমি তো ভদ্রলোককে ডেকে পাঠিয়ে আরও বেশি করে জেরা করতে যাচ্ছিলাম।

টিকিট কালেকটর যে ভদ্রলোককে শনাক্ত করতে পেরেছেন, আমিও সে-খবর পেয়েছিলাম। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে খুবই জটিল হয়ে দাঁড়াত। মনে হচ্ছিল আমরা যেন আমাদের অভীষ্ট ব্যক্তিটিকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি!

এখন বোঝা যাচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছিলাম!—অকপটে মনের কথা ব্যক্ত করলেন ক্র্যাডক। এক মুহূর্ত নীরবতার পর আবার তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। —ওখানে তো নার্সও ছিলেন একজন। তাঁর নজর এড়িয়ে ব্যাপারটা ঘটল কীভাবে?

মহিলাকে দোষ দেওয়া যায় না। আগের রাতে মিস আইলেসবরো দু'চোখেব পাতা এক করতে পারেননি। তাঁর আর শরীর বইছিল না। তাই তিনি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমোতে গিয়েছিলেন। পাঁচজন রুগীর দেখভালের দাযিত্ব পড়েছিল শুধুমাত্র একজন নার্সের ওপর। বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প. এমা, সিড্রিক, হ্যারল্ড এবং অ্যালফ্রেড। সেই মহিলা তো আর একসঙ্গে সব জাযগায় উপস্থিত থাকতে পারেন না। ঠিক তখনই বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প 'মারা গেলাম..মারা গেলাম' বলে ভীষণ চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিলেন। নার্স বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রথমে শান্ত কবলেন। ফিবে এসে গ্লুকোজ মেশানো চা দিলেন অ্যালফ্রেডকে। অ্যালফ্রেড সেই চা পান কবলেন।

চায়েব মধ্যে আবার আর্সেনিক ছিল?

তাইতো মনে হচ্ছে। তবে এটা আগের আর্সেনিকের জেরও হতে পাবে। কুইম্পার অবশ্য তা মনে করেন না। জন স্টোনও ডাক্তারের সঙ্গে একমত।

আমার ধারণা,—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ক্র্যাডক বললেন—অ্যালফ্রেডকে খুন করাই আততায়ীর মূল উদ্দেশ্য ছিল?

আপনারা সন্দেহের কারণটা আমি বুঝতে পারছি।—বেকনের গলায় কৌতূহলের সুর।—অ্যালফ্রেডের মৃত্যুতে কেউ-ই আর্থিক দিক থেকে এক কপর্দকও লাভবান হবেন না। কিন্তু বৃদ্ধ মারা গেলে প্রত্যেকেই লাভবান হতেন। খুনি হয়তো ভেবেছিল চা-টা বৃদ্ধের জন্যেই করা হয়েছে, তাই সে চায়ের মধ্যে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই চা পান করার ফলে অ্যালফ্রেড মারা যান।

চায়ের মধ্যে যে আর্সেনিক মেশানো হয়েছে, সে-সম্পর্কেই তো এখনও পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় নি? নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করে কি এত দূর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে?

না, তা অবশ্য নয়। আর নার্সও খুব করিৎকর্মা স্বভাবের। সমস্ত কাপ, চামচ, টীপট একবারে ধুয়ে মুছে সাফ করে রেখেছে। তবে এটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্থাৎ রুগীদের সকলেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েননি। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি অপেক্ষাকৃত অনেক কম অসুস্থ। তিনি-ই সুযোগ বুঝে চায়ের পেয়ালায় আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিলেন?

তাই হয়তো হবে! তবে এখন আর নতুন করে কেউ কোনও কারসাজি করতে পারবেন না।—গম্ভীর গলায় বেকন জানালেন।—দু'জন নার্সকে আমি সেখানে নিযুক্ত করেছি। তাছাড়া মিস আইলেসবরোও আছে। প্রত্যেকের ওপর নজর রাখার জন্যে আরও দু'জন লোকের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আপনিও নিশ্চয় সরেজমিন তদন্ত করতে এখানে হাজির হচ্ছেন?

হ্যাঁ, যত শীগগির সম্ভব আমি ওখানে পৌঁছোচ্ছি।

*   *   *

নীচের হলঘরে ইনসপেকটর ক্র্যাডকের সঙ্গে লুসি আইলেবরোর দেখা হল। খুবই বিবর্ণ আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল লুসিকে।

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এখন আপনাকে মারাত্মক দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হচ্ছে।—মন্তব্য করলেন ক্র্যাডক।

মনে হচ্ছে আমি যেন একটা বীভৎস দুঃস্বপ্ন দেখছি!—লুসি জবাব দিল।—গত রাতে সত্যিই আমার মনে হয়েছিল, ওঁরা প্রত্যেকেই বুঝি মারা যাচ্ছেন!

কারির মধ্যে আর্সেনিক মেশানো কার পক্ষে সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

গতকাল আমি কারি তৈরি করার তোড়জোড় শুরু করি বিকেল ছ'টার পর। বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পই আমাকে বিশেষভাবে এই কারি তৈরির অনুরোধ জানান। আমি একটা নতুন টিনের কৌটো কেটে তার ভেতর থেকে কারি পাউডার বের করে নিয়েছিলাম। অতএব সেখান থেকে আর্সেনিক আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আর্সেনিক থাকলে কারিটাও তো মুখে বিস্বাদ ঠেকবে?

না, আর্সেনিকের কোনও স্বাদগন্ধ থাকে না।—অন্যমনস্কভঙ্গিতে ক্র্যাডক বললেন।—এখন প্রশ্ন সুযোগের। কার পক্ষে কারির মধ্যে আর্সেনিক পাচার করার সুযোগ ছিল?

প্রকৃতপক্ষে,—লুসি বলল—সকলেরই সুযোগ ছিল। আমি যখন ডাইনিং রুমে টেবিল সাজাবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন যে-কেউ কিচেনে ঢুকে কারির মধ্যে আর্সেনিক মিশিয়ে দিতে পারতেন।

হুঁ।—চিন্তামগ্ন চিত্তে ক্র্যাডক ঘাড় দোলালেন।—বাড়িতে তখন কে কে ছিলেন? বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প, এমা, সিড্রিক...

হ্যারল্ড এবং অ্যালফ্রেড।—লুসি তালিকাটা সম্পূর্ণ করল। দু'জনে বিকেলের দিকে লণ্ডন থেকে এখানে হাজির হয়েছিলেন। ওহো...হ্যাঁ, ব্রায়ান...ব্রায়ান ইস্টলেও এসেছিলেন। তবে তিনি ডিনারের আগেই বিদায় নেন। ব্র্যাকহ্যাম্পটনে একজনের সঙ্গে তাঁর কীসের দরকার ছিল।

ক্রিস্‌মাসের সময়ও বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প এইরকমই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। —চিন্তিত গলায় ক্র্যাডক বললেন।—কুইম্পারও তখন এর পেছনে আর্সেনিকের ভূমিকা থাকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। গতরাতে সকলের মধ্যে কি একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে লুসি একটু ভেবে নিল।—আমার মতে বৃদ্ধকেই সবচেয়ে বেশি কাহিল মনে হচ্ছিল। তাঁর পেছনে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে ড. কুইম্পারকে। যথার্থই তিনি একজন উঁচুদরের ডাক্তার। সিড্রিক অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি রকমের হইচই শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যবান মানুষেরা বরাবরই এটা করে থাকেন।

আর এমা?

তাঁকেও ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছিল।

অ্যালফ্রেডের মৃত্যুটাই আমাকে সম্পূর্ণভাবে অবাক করে দিয়েছে! খুনি কি অ্যালফ্রেডকেই টার্গেট করেছিল?

আমার নিজের অন্তত তাই বিশ্বাস।—লুসি বলল।—যদিও এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে সে-ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই।

শুধু যদি এই সমস্ত কাণ্ডকারখানার আসল মোটিভটা জানতে পারতাম!—ক্র্যাডকের গলায় স্পষ্টতই হতাশার সুর।—সব ঘটনাগুলোকে কোনওভাবেই একসঙ্গে জোড়া দিতে পারছি না। শবাধারের মধ্যে যে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে তিনি-ই যে মার্টিনা এ-সম্পর্কে আমরা এখন প্রায় নিঃশংসয় হতে পেরেছি। কিন্তু অ্যালফ্রেডকে বিষপ্রয়োগে খুন করা হল কেন? এই দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র কোথায়? কিছুই ছাই বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। আপনি নিজে কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবেন।—লুসিকে সতর্ক করে দিলেন ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডক।—এই বাড়ির মধ্যেই একজন খুনি আত্মগোপন করে আছে, সে-কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাবেন না।

ক্র্যাডক বিদায় নেবার পর ক্লান্ত, মন্থর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল লুসি। বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেতর থেকে ফ্যাশফ্যাশে গলার আওয়াজ ভেসে এল।

এই যে মেয়ে, এদিকে একবার শুনে যাও তো!

লুসি ঘরের মধ্যে ঢুকল। চারদিকে বালিশ-পরিবেষ্টিত হয়ে বিছানার ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে শয়তানি হাসি।—কী বলেছিলাম দেখলে তো?

বলেছিলাম, ওদের সকলের চেয়ে আমি বেশিদিন বেঁচে থাকব। অ্যালফ্রেডতো টেঁশে গেছে! বুক থেকে তবু একটা পাথর নামল। তুমি এমাকে ব:লে দিও, নার্সদুটোকে বিদায় করে দিতে। এতসব খরচপাতি আমি সামলাতে পারব না। তুমি বড় ভালো মেয়ে। তুমিই আমার দেখাশুনো করবে।

বাড়িতে সকলেই এখন অসুস্থ। প্রত্যেকের তদ্বির-তদারক করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়।—ঝাঁজালো সুরে জবাব দিল লুসি।—আর অ্যালফ্রেডের মৃত্যুর খবর আপনি জানতে পারলেন কীভাবে? কে বলেছে আপনাকে?

কেউ বলেনি। আমার চোখ-কান সারাক্ষণ খোলা থাকে। শুয়ে-শুয়েই আমি সব জানতে পারি।

আর কথা না বাড়িয়ে লুসি নিজের ঘরে ফিরে এল। ডিকশনারি খুলে একটা শব্দের মানে দেখল। তারপর খোলা জানলা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

*　　　*　　　*

কী প্রয়োজনে আপনি এখন আমার কাছে হাজির হয়েছেন সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না?—লোমশ ভ্রুজোড়ার ফাঁক দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে ইনস্‌পেকটর ক্র্যাডকের দিকে তাকিয়ে ব্যাজার গলায় ড. মরিস বললেন।

ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের সকলকেই আপনি চেনেন, সেই কারণেই...

হ্যাঁ...হ্যাঁ, ওদের সকলকেই আমি চিনি। এমন কী লুথারের বাবা জোশিয়া ক্র্যাকেনথর্পের কথাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। খুব কঠিন ধাতের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর দূরদৃষ্টিও ছিল প্রচুর। নিজের বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার জোরে জীবনভর বিস্তর অর্থও উপার্জন করেছিলেন।—তারপর প্রসঙ্গ পালটে বললেন—আপনি নিশ্চয় কুইম্পারের কথা শুনে আমার কাছে এসেছেন? ওটা হচ্ছে বোকার বেহদ্দ! ওর একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, আর্সেনিকের সাহায্যে কেউ লুথারকে হত্যা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যতসব আজগুবি ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা! কুইম্পার কীভাবে জানতে পারল যে, লুথারকে আর্সেনিক দেওয়া হয়েছিল?

সেটা অবশ্য তিনি জানেন না, কিন্তু এই ব্যাপারে ভদ্রলোক খুবই চিন্তিত।—ক্র্যাডক বললেন।—তাছাড়া এ-কথা তো সবাই জানে, তিনি মারা গেলে তাঁর ছেলেমেয়েরা অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে বসবে।

হ্যাঁ, আমিও তা জানি। আর এও জানি যে তাদের এখন টাকা-কড়ির বিশেষ দরকার। কিন্তু সেই কারণেই কেউ নিশ্চয় নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বুড়ো বাপকে খুন করতে যাবে না। খুনের দায়ে ধরা পড়লে হয় তার মৃত্যুদণ্ড হবে, আর নয়তো আজীবন জেলে বসে পাথর ভাঙতে হবে।

আমি বিশেষভাবে যেটা জানতে চাই,—ক্র্যাডক বললেন—ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের প্রত্যেকেই কি মানসিকভাবে সুস্থ? তাঁদের কারুর মধ্যে মনোবিকারের কোনও লক্ষণ বা এই জাতীয় কিছু কি কখনও আপনার নজরে পড়েছে?

বৃদ্ধ ডাক্তারের ভুজোড়া আবার কুঁচকে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্র্যাডকের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।—হ্যাঁ, এখন আপনার চিন্তাধারা আমি ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারছি। বৃদ্ধ জোশিয়া ছিলেন খুবই নির্মম প্রকৃতির মানুষ। তাঁর চেহারাটাও ছিল খুব শক্তপোক্ত। জোশিয়ার স্ত্রী ছিলেন বাতিকগ্রস্ত স্বভাবের। সারাক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকতেন। তিনিও ছেলের ওপর বিন্দুমাত্র ভরসা রাখতে পারতেন না। তাই তিনি তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ছেলেকে বঞ্চিত করে নাতি-নাতনিদের নামে উইল করে যান। লুথারের সঙ্গে একটু কথা বললেই বুঝতে পারবেন লোকটা নিজের ছেলেদের আদৌ সহ্য করতে পারে না। শুধু মেয়েদুটোকেই ও কিছুটা সুনজরে দেখত। তার মধ্যে এক মেয়ে এডিথ অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগেই মারা গেছে।

আচ্ছা, ভদ্রলোক তাঁর ছেলেদের এত অপছন্দন করতেন কেন?—জানতে চাইলেন ক্র্যাডক।

এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে হাল-ফ্যাশনের মনস্তত্ত্ববিদের দরজায় ধরনা দিতে হবে। আমার জানা নেই। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, মানুষ হিশেবে লুথার একেবারেই অপদার্থ। ও নিজেও তা জানে। পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াটা ও সহজে মেনে নিতে পারেনি। এটা ওর কাছে অত্যন্ত মানহানিকর ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। সেই কারণেই লুথার সবার চেয়ে বেশিদিন বেঁচে থেকে ওর প্রতি এই অন্যায়-অবিচারের শোধ তুলতে চায়।

ক্র্যাডকের মাথায় হঠাৎ একটা নতুন চিন্তার উদয় হল।—বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প তো আজীবন অনেক অর্থ জমিয়েছেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ নিশ্চয় অন্য কারুর নামে উইল করে যেতে পারেন?

তা নিশ্চয় পারেন। হয় এমা, আর নয়তো তার নাতি আলেকজান্ডার। ছেলেটা তার দাদুর খুব প্রিয়। বিশেষ করে ও তো তার মেয়েরই ছেলে। এডিথের স্বামী ব্রায়ান ইস্টলেকেও লুথার মোটের ওপর সুনজরে দেখে থাকে। ব্রায়ানকে অবশ্য অনেকদিন আমি দেখিনি। শুধু ব্রায়ান কেন, ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের কারুর সঙ্গেই দীর্ঘকাল আমাব আর কোনও যোগাযোগ নেই।

তা হলে আপনি বলছেন, ক্র্যাকেনথর্প পরিবারে বর্তমান বংশধররা প্রত্যেকেই মানসিক দিক থেকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক?

সিড্রিক খানিকটা খামখেয়ালি প্রকৃতির। চিরাচরিত ঐতিহ্যকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েই ও যেন বেশি আনন্দ পায়। তাই ওকে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ বলতে পারি না। শুধু ও কেন, দুনিয়ার কেউ-ই পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়! হ্যারল্ড রীতিমতো সনাতনপন্থী। ওর স্বভাবটাও খুব একটা মধুর বলা চলে না। আর অ্যালফ্রেড হচ্ছে একজন দুষ্কৃতিপরায়ণ। বংশের কালো ভেড়া বলতে যা বোঝায়, ও হচ্ছে ঠিক তাই। তবে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য না-করাই যুক্তিযুক্ত।

অল্প ইতস্তত করে ক্র্যাডক বললেন—আর...আর এমা ক্র্যাকেনথর্প সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

বাইরে থেকে দেখে তাকে খুবই শান্তশিষ্ট, চমৎকার মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু সে মনে মনে কী চিন্তা করছে কেউ-ই তা জানতে পারে না। নিজের ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনাগুলোকে সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে জানে। তাই এক ঝলক দেখে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হদিশ পেলে মস্ত ভুল করা হবে।

এডমণ্ডকে আপনি চিনতেন, গত যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে যিনি শত্রুপক্ষের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, খুব ভালো করেই চিনতাম। সমস্ত ভাইদের তুলনায় ও-ই ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। খোলামেলা প্রকৃতির, সারাক্ষণ মুখে মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। অকালেই প্রাণ হারাতে হল বেচারিকে!

তিনি একজন ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেছেন, বা বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন, তেমন কোনও খবর কি অপানি জানতেন?

ড. মরিস ভ্রু কোঁচকালেন।—হ্যাঁ...একবার শুনেছিলাম মনে হচ্ছে, সে তো বহুকাল আগের কথা!

তিনি তাই করেছিলেন বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে।—ক্র্যাডক বললেন।

মার্টিনা সংক্রান্ত পুরো বৃত্তান্তটা ড. মরিসকে খুলে জানালেন তিনি। সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন ডাক্তার।

কাগজে এই ধরনের একটা খবর পড়েছিলাম বটে! ব্যাপারটা ঠিক যেন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো। বাস্তবে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে বলে শুনিনি। কিন্তু ওই হতভাগ্য মহিলাটিকে কেউ খুন করতে চাইবে কেন? এর সঙ্গে আর্সেনিক-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর যোগসূত্রটাই বা কোথায়?

আমরাও এই একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি।—মৃদুমন্দ ঘাড় দোলালেন ক্র্যাডক।

।। ২১ ।।

মাশরুম হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য জিনিশ!—মন্তব্য করলেন মিসেস কিডার। ইতিপূর্বে এই একই কথা তিনি আরও দশ-বারোবার বলেছেন। লুসি কোনও জবাব দেয়নি।

ঈশ্বরের অসীম কৃপা যে মাত্র একজনের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা কেটে গেছে। নইলে গুষ্টিশুদ্ধু সবাইকে কবরে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হত! এ-বাড়িতে একের-পর-এক কী যে ঘটে চলেছে বোঝা দায়! প্রথমে পাথরের শবাধারের মধ্যে এক অচেনা মহিলাকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল, তারপর মাশরুমের বিষক্রিয়ায় অ্যালফ্রেড মারা গেলেন। এখন আবার কার পালা আসে দেখা যাক!

মনে-মনে অস্বস্তিবোধ করলেও লুসিরও সেটা জানার দারুণ ইচ্ছে।

আমার স্বামী তো আমাকে এখানে আসতে দিতেই চায়নি।—বেসিনের মধ্যে ডজন খানেক ট্রে ধুতে-ধুতে আপন মনে বকে চলল মিসেস কিডার।—তবে আমি ভাবলাম, ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হলেও মিস ক্র্যাকেনথর্প একজন চমৎকার মহিলা। তার ওপর আপনাকে একা হাতে যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা সামলাতে হবে। এতগুলো ট্রে সাজিয়ে প্রত্যেক রুগীর ঘরে পৌঁছে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়।

লুসিও এ-কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। এই মুহূর্তে এ-বাড়ির প্রতিটি অসুস্থ লোকের জীবন যেন শুধু ট্রে-র ওপর নির্ভর করেই কোনও রকমে বয়ে চলেছে।

মিসেস কিডার যদিও তার দৈনন্দিন রুটিন-মাফিক কাজ ছাড়া একটাও বাড়তি কাজ করছিল না, তবু লুসি তাকে আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল—দেখো, এই দুঃসময়ে তুমি যেন হঠাৎ আবার কামাই করে বোসো না। তা হলে আমি দু'চোখে অন্ধকার দেখব!

লুসির এই সামান্য কথাতেই কিডার আনন্দে গদগদ হয়ে উঠল। লুসি প্রথম ট্রে-টা হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

কী এনেছ?—লুসি ট্রে হাতে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির সুরে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প।

গোরুর সুরুয়া আব ভাপানো কাস্টাড্।

এক্ষুনি ট্রে-টা আমার সামনে থেকে সবিয়ে নিয়ে যাও।—জেদি গলায় বৃদ্ধ বললেন।—নার্সকে বলে দিয়েছি, আজ আমি বিফ-স্টেক খাব।

ড. কুইম্পাবের কড়া নির্দেশ, আজ আপনাকে কোনওমতেই বিফ-স্টেক দেওয়া চলবে না।—লুসিও সমান জেদের সুবে জবাব দিল।

বৃদ্ধ যে যথেষ্ট পরিমাণে রেগে গেছেন সেটা বোঝাবার জন্যেই নাক দিয়ে জোরে জোবে ঘোড়ার মতো শব্দ কবলেন।—কাল থেকে আমি উঠে-হেঁটে বেড়াব। এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ। অন্যেবা কে কেমন আছে?

মি. হ্যারল্ড সম্পূর্ণ সুস্থ হযে উঠেছেন। আগামীকালই তিনি লন্ডনে ফিরে যাবেন।

যাক। তবু খানিকটা নিষ্কৃতি পাব। সিড্রিক আর এমার অবস্থা এখন কেমন? সিড্রিকেব কি বিদেয় হবার কোনও সম্ভাবন আছে?

দু'জনেব কেউ-ই এখন বেশ কয়েকদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন বলে মনে হয না।—ট্রে-টা বৃদ্ধের হাতের কাছে টেবিলেব সামনে নামিযে রেখে লুসি দ্রুতপাযে বেরিযে গেল ঘর ছেড়ে।

দ্বিতীয় ট্রে নিযে লুসি এবার এমার ঘরে ঢুকল।

ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ, লুসি। ধীরে-ধীবে আমি আমার হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছি। বেশ খিদেও পেয়েছিল। শরীরটা যে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে এটা তারই লক্ষণ।

তৃতীয় ট্রে নিয়ে সিড্রিকের ঘরে ঢুকে লুসি দেখল ভদ্রলোক কোলের কাছে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে কীসব যেন হিশেব করছেন।

কী ব্যাপার? আজ আপনাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে?—লুসি বলল।—কী এত অঙ্ক কষছেন?

ভাবছি এই সম্পত্তিটা পেলে কী করব।—সিড্রিক জবাব দিলেন।—এটাকে ভালো করে গড়ে তুলব না বিক্রি করে দেব? এখানে একটা নার্সিংহোম বা নার্সারি স্কুল গড়ে তুললেও নেহাত মন্দ আয় হবে না।

এখনও তো সম্পত্তিটা আপনার হাতে আসেনি! আগে হাতে আসুক, তারপর যতখুশি চিন্তা-ভাবনা করবেন। তা ছাড়া আমার ধারণা ছিল, টাকা-কড়িকে আপনি হেয় জ্ঞান করেন। এখন দেখছি ঠিক তার উলটো!

হ্যাঁ, পকেট ফাঁকা থাকলে টাকা-কড়িকে আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। নিজেকে মহিমান্বিত হিশেবে জাহির করার সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায়। সত্যিই তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না!

দুপুরে লাঞ্চের আগে লুসি মিস মারপলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল।

এ ক'দিন আপনার ওখানে যেতে পারিনি, সেজন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু এখানে এত ব্যস্ততার মধ্যে আমি একটুও হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পাইনি। শুধু চরকির মতো এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে ছুটে বেড়াতে হয়েছে।

আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি সব জানি। তবে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা? কার জন্যে অপেক্ষা?

এল্‌সপেথ ম্যাকগিলিকাডিকে তার পাঠিয়ে দিয়েছি। খুব শীগগিরই ও এসে পড়বে।—আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মিস মারপল বললেন।—এখন আর বেশি চিন্তা কোরো না।

তা হলে আপনি বলছেন—বাক্যটা সম্পূর্ণ না করেই মাঝপথে থেমে গেল লুসি।

না, নতুন করে আর কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে না। আমার অন্তত তাই ধারণা। তবে নিশ্চিত করে কেউ কি কিছু বলতে পারে? ওখানে কেউ একজন শয়তান আছে এটা তো আর অজানা নয়।

শয়তান না পাগল?

আধুনিক ছেলেমেয়েরা অবশ্য এই কথাই বলবে। কিন্তু আমরা সাবেক কালের মানুষ, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর বদলাবে না।

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের লাঞ্চের বন্দোবস্ত করতে লুসি কিচেনের দিকে পা বাড়াল।

।। ২২ ।।

পরের দিন কাজ করতে একইভাবে বকবক করছিল মিসেস কিডার। ওর একটা কথাও লুসি মন দিয়ে শুনছিল না। শুধু মাথা নেড়ে তাল দিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। এমন সময় বাইরের দরজায় ঘণ্টি বাজার আওয়াজ শোনা গেল।

নিশ্চয় ড. কুইম্পার এসেছেন।—মিসেস কিডার বলল।—আমি কি গিয়ে দরজাটা খুলে দেব?

আমি দেখছি।—কিচেন ছেড়ে বাইরের সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল লুসি।

দরজা খুলে যাঁর দর্শন পাওয়া গেল তিনি ড. কুইম্পার নন, লম্বা চেহারার একজন সুদর্শন মহিলা। বেশবাশেও আভিজাত্যের ছাপ। গায়ে বাদামি রঙের মহার্ঘ মিংককোট। বাইরে একটা ঝকঝকে রোল্‌স্‌রয়েস গাড়ি দাঁড়িয়ে, চালকের আসনে উর্দি-পরা একজন শোফার।

আমি কি একবার মিস ক্র্যাকেনথর্পের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

মহিলার কণ্ঠস্বরও বেশ শ্রুতিমধুর, শুধু র-এর উচ্চারণটা একটু অস্পষ্ট। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

আমি খুব দুঃখিত।—সবিনয় লুসি বলল।—মিস ক্র্যাকেনথর্প এখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। এই মুহূর্তে তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

তিনি যে অসুস্থ আমি তা জানি। কিন্তু বিশেষ জরুরি প্রয়োজনেই আজ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিশ্বাস করুন, প্রয়োজনটা সত্যিই খুব জরুরি। ...আপনি-ই তো মিস আইলেসবরো, তাই না?—মৃদু হাসলেন তিনি।—আমার ছেলে তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি লেডী স্টডার্ট-ওয়েস্ট। আলেকজাণ্ডাররা এখন আমার বাড়িতেই আছে।

ওহো...তাই বুঝি?

হ্যাঁ। ছেলেদের মুখ থেকে একটা কথা শুনেই আজ আমি ব্যস্ত হয়ে এখানে ছুটে এসেছি। ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এ-সম্পর্কেই মিস ক্র্যাকেনথর্পের সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। দয়া করে আপনি একবার তাঁর কাছে গিয়ে আমার কথা বলুন।

আপনি ভেতরে এসে বসুন। আমি মিস ক্র্যাকেনথর্পকে জিজ্ঞেস করে আসছি। —মহিলাকে ড্রয়িংরুমের বসিয়ে লুসি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল।

লেডী স্টাডার্ট-ওয়েস্টের আসার কথা শুনে এমা বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। —আলেকজাণ্ডারের কোনও রকম বিপদ-আপদ হয়নি তো? আমি এখন অনেকটা ভালো আছি। উঠে বসে কথা বলতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি বরং ভদ্রমহিলাকে আমার এখানেই নিয়ে এসো।

এমা বিছানার ওপর উঠে বসে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিলেন।

লুসি নবাগতা মহিলাকে এমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। লেডী স্টডার্ট-ওয়েস্ট এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন এমার সঙ্গে।

এই অসুস্থ অবস্থায় আপনকে বিরক্ত করার জন্যে আমাকে মার্জনা করবেন, মিস ক্র্যাকেনথর্প। ইতিপূর্বে স্কুলে ছেলেদের খেলার মাঠে আপনাকে দু'-একবার আমি দেখেছি।

হ্যাঁ, আমারও এখন মনে পড়ছে।—এমা মাথা নাড়লেন।—আপনি সামনের এই চেয়ারটায় আরাম করে বসুন।

খালি চেয়ারটা বিছানার কাছে সরিয়ে এনে মহিলা বসলেন।—আমাকে এভাবে আসতে দেখে আপনি নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছেন?—নিচু গলায় তিনি বললেন—কিন্তু এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গুদাম ঘরের মধ্যে অজ্ঞাত-পরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাওয়ায় ছেলেরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ছেলেদের মুখে শুনলাম, যে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে পুলিশের ধারণা তিনি একজন ফরাসি। এবং আপনার যে-ভাই যুদ্ধে মারা গেছেন, ইনি নাকি তাঁর বিধবা স্ত্রী মার্টিনা। কথাটা কি সত্যি?

পুলিশ তো সেই রকমই সন্দেহ করছে।—এমাকে খানিকটা বিব্রত দেখাল। —ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পারে!

কিন্তু এই মহিলাই যে মার্টিনা সে-বিষয় তারা এত নিশ্চিত হল কী করে? তাঁর সঙ্গে কি কোনও কাগজপত্র ছিল?

না, তেমন কিছু অবশ্য ছিল না। কিন্তু মার্টিনার কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম।

মার্টিনার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন আপনি?

হ্যাঁ। চিঠিতে মার্টিনা জানিয়েছিল, সে এখন ইংল্যাণ্ডে আছে, এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি তাকে এখানে আসার জন্যে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলাম। হঠাৎ তার একটা টেলিগ্রাম এল। মার্টিনা জানাল, বিশেষ কারণে তাকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হচ্ছে, তাই এখন আমাদের এখানে আসতে পারছে না। সত্যিই সে ফ্রান্সে ফিরে গিয়েছিল কিনা, তার কিছুই আমরা জানি না। তবে আমি তাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, সেই ঠিকানা লেখা খামটা আমাদের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে। তাই মনে হয় কোনও সময় সে হয়তো রাদারফোর্ড হল-এ এসেছিল। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন ধাঁধার মতো ঠেকছে!

এই ঘটনায় আমার এত আগ্রহ কেন, সেটা আপনার কাছে খুব আশ্চর্যের মনে হতে পারে?—গম্ভীর গলায় লেডী স্টাডার্ট-ওয়েস্ট বললেন।—আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তা হলে আমিও খুব অবাক হতাম। আসলে..আসলে আমিই হচ্ছি মার্টিনা দ্যুবোয়া।

এমা পুরোপুরি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মহিলার মুখের দিকে। নিজেকে সামলে নিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তাঁর।

আপনি...মানে আপনি-ই মার্টিনা।

মহিলা ইতিবাচক মাথা নাড়লেন।—আপনি খুব অবাক হয়েছেন জানি, কিন্তু এটাই সত্যি। ফ্রান্সে এডমণ্ডের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছিলাম। আমাদের বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই এডমণ্ডের আর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায় না। পরে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আপনাদের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করার কথাও আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা এতই বেদনাদায়ক যে মন থেকে

তেমন একটা সায় পেলাম না। এর বছর কয়েক বাদে আমি বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডে চলে আসি। যখন জানতে পারলাম আমার ছেলের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু আলেকজাণ্ডার হচ্ছে এডমণ্ডের বোনের ছেলে তখন ভীষণ খুশি হয়েছিলাম আমি।

আপনি-ই যে মার্টিনা সে-কথা ভাবতেও আমার এখন ভীষণ অবাক লাগছে! —স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন এমা।—কিন্তু মার্টিনার নাম নিয়ে যে আমাকে চিঠি লিখল সে আসলে কে? নিশ্চয় সে এডমণ্ডের এই ঘটনা সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানত?

মহিলা মাথা নাড়লেন।—সেটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তবে আমি কোনওদিন এই বিষয়ে একটা কথাও কাউকে বলিনি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতেও আমার তেমন কেউ ছিল না। আর কেউ যদি বিশেষ কোনও মতলব নিয়ে এ-কাজ করে থাকে, তবে এতদিন বাদে এটা করল কেন? সত্যি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার! খুবই রহস্যজনক!

আমিও কিছু বুঝতে পারছি না।—এমা বললেন।—এ-সম্পর্কে ইনসপেকটর ক্র্যাডকের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

এডমণ্ডের মুখে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।—চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে তিনি বললেন।—ও খুব ভালোবাসত আপনাকে। আমি আমার বর্তমান জীবনে সুখেই আছি। তাই বলে অতীতের স্মৃতি তো মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় না!

এমার বুক উজাড় করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সেই সঙ্গে যেন একটা পাষাণভারও নেমে গেল বুকের ওপর থেকে। অজ্ঞাতপরিচয় ওই মহিলা যে সত্যিই তাঁর বড় ভাই এডমণ্ডের বিধবা স্ত্রী মার্টিনা নয় এটাই তাঁর কাছ মস্ত বড় স্বস্তির কারণ।

।। ২৩ ।।

হ্যারল্ড ক্র্যাকেনথর্পের সেক্রেটারি মনিবের জন্যে চায়ের পেয়ালা নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ধন্যবাদ, মিস এলিস। আমি আজ একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরব।

সত্যিই আপনার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা উচিত, মি. ক্র্যাকেনথর্প।—এলিস বলল।—এখনও আপনাকে যথেষ্ট দুর্বল দেখাচ্ছে।

এলিস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর হ্যারল্ড চায়ে চুমুক দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর বাবার বয়স এখন তিয়াত্তর কি চুয়াত্তর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় যদি কারুর মৃত্যু হয়, তবে তাঁর-ই প্রথম মারা যাবার কথা। কিন্তু মারা গেল শক্তসমর্থ জোয়ান অ্যালফ্রেড।

বাবা মারা গেলে আর্থিক দিক থেকে অনেক লাভবান হতেন তিনি। অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়কে এড়াতে পারতেন। এখন আর তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। সমস্ত রকম সংকট এখন তাঁর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আরাম করে চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিলেন তিনি। মেয়েটা ঠিকই বলেছে। আজ তাঁর অফিসে আসা উচিত হয়নি। এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তা সত্ত্বেও ইচ্ছে করেই আজ অফিসে এসেছেন। চারদিকে কী ঘটছে সেটা জানা তাঁর একান্তই

জরুরি। এই মুহূর্তে তাঁর পুরো ব্যবসাটাই এক প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তার ওপর ঝুলে রয়েছে। এতসব ঠাটবাট চোখের নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে। তবে তিনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। যতক্ষণ পারেন মাথা উঁচু করেই চলবেন। অ্যালফ্রেডের মৃত্যুতে একদিক থেকে তাঁর অবশ্য লাভই হয়েছে। ঠাকুর্দার বিপুল বিষয়-আশয় এখন পাঁচ অংশের বদলে সমানভাবে চারভাগে ভাগ হবে। কিন্তু বাবা যতদিন জীবিত আছেন ততদিন পর্যন্ত...

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টুপি আর কোটটা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন হ্যারল্ড। তাঁর গাড়ি নীচেই পার্ক করা ছিল। বাড়ি পৌঁছোতেও খুব বেশি সময় লাগল না।

গৃহভৃত্য ডারউইন দরজা খুলে দিল।—মিসেস ক্র্যাকেনথর্প এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন, স্যার।

হ্যারল্ড মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। অ্যালিস! হায় ঈশ্বর! আজ কি অ্যালিসের ফেরার কথা ছিল? তিনি বেমালুম সব কিছু ভুলে বসে আছেন। খবরটা দিয়ে ভালোই করেছে ডারউইন। তিনি যদি ওপরে গিয়ে অ্যালিসকে দেখে অবাক হয়ে যেতেন, তাহলে অ্যালিস নিশ্চয় ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখতেন না। যদিও তাতে এমন কিছু আসে-যায় না। কারণ দু'জনের কেউ-ই এখন আর পরস্পর পরস্পরের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ অনুভব করেন না। অ্যালিস কি এখনও তাঁকে ভালোবাসেন? ব্যাপারটা তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না।

দোতলায় ড্রয়িং-রুমে অ্যালিসের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মিষ্টি হেসে স্ত্রীকে সম্ভাষণ জানালেন তিনি।

অফিসে এত কাজ জমে গিয়েছিল যে তোমায় আনতে স্টেশনে যেতে পারিনি। সেজন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে তুমি তো প্লেনে এলেই পারতে? তাতে সময়ও অনেক কম লাগত।

লেডী অ্যালিস এ-প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না। সম্ভবত সময় বাঁচানোর ব্যাপারে কোনও আগ্রহই নেই তাঁর। তিনি শুধু সারাক্ষণ প্রাণভরে বেঁচে থাকতে চান।

এমার টেলিগ্রাম পেয়ে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।—উদাসীন গলায় অ্যালিস বললেন।—বাড়িশুদ্ধু সবাই তোমরা অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়েছিলে?

আর্সেনিকের কথাটা বলবেন কি বলবেন না, মনে মনে চিন্তা করলেন হ্যারল্ড। অবশেষে না-বলাই শ্রেয় মনে করলেন। অ্যালিসের দুনিয়ায় আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় কেউ মারা যায় না। এসব খবর শুধু সংবাদপত্রের পাতাতেই ছাপা হয়।

নিজের ঘরে গিয়ে হ্যারল্ড বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘণ্টাদুয়েক পরে ডিনারের পোশাক পরে নিচে নেমে এলেন। ডিনার টেবিলেও শাদামাটা দু' একটা কথাবার্তা হল স্ত্রীর সঙ্গে।

হ্যাঁ, তোমার একটা ছোট পার্শেল এসেছে। আমি সেটা হলঘরের টেবিলে রেখে দিয়েছি।—অ্যালিস জানালেন।

তাই নাকি? আমার তো নজরে পড়েনি।

শুনলাম, রাদারফোর্ড হল-এর গুদাম ঘরে অজ্ঞাত-পরিচয় এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এ-সম্পর্কে তুমি তো আমায় কিছু বলোনি?

বলার সময় পেলাম কোথায়?—হ্যারল্ড মাথা নাড়লেন।—খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ নেই। তবে পুলিশের ঝামেলা তো আছেই। আর খবরের কাগজের লোকেরা তো এই জাতীয় খবরের জন্যেই ওত পেতে বসে থাকে।

পুলিশ কি মেয়েটার আসল পরিচয় জানতে পেরেছে?

ওদের ধারণা ফরাসি মেয়ে। এর বেশি কিছু বোধহয় এখনও জানতে পারিনি।

ওঃ...ফরাসি!—এমন ভঙ্গিতে কথাটা উচ্চারণ করলেন অ্যালিস, যেন মেয়েটি কোন শ্রেণীর মুহূর্তের মধ্যে তিনি সব বুঝতে পেরে গেছেন।

হলঘরের টেবিল থেকে পার্শেলটা নিয়ে এসে হ্যারল্ড তার মোড়ক খুললেন। ভেতরে একটা ছোট ট্যাবলেটের বাক্স। তার গায়ে লেবেল সাঁটা, প্রতিরাতে দুটো করে। পার্শেলের সঙ্গে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের এক কেমিস্টের দোকানের লেটার প্যাডে লেখা ছিল—ড. কুইম্পারের অনুরোধে এই ট্যাবলেটের বাক্সটা পাঠানো হচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে ওষুধের বাক্সটা হ্যারল্ড খুলে দেখলেন। হ্যাঁ, ড. কুইম্পার এই ট্যাবলেটই তাঁকে প্রেসক্রাইব করেছিলেন। এবং এটাই তিনি নিয়মিত ব্যবহার করতেন। তবে কুইম্পার বলেছিলেন, তাঁর আর ট্যাবলেট খাবার প্রয়োজন নেই। তাই তিনিও আর খাননি।

পার্শেলের মধ্যে কী আছে?—জানতে চাইলেন অ্যালিস।—তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

এমন কিছু নয়, কতকগুলো ট্যাবলেট। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর রোজ রাতে এই ট্যাবলেটই আমি খেতাম। কিন্তু সুস্থ হবার পর কুইম্পার তো আমাকে ট্যাবলেট খেতে বারণ করে দিয়েছিলেন!

তুমি সম্ভবত শুনতে ভুল করেছ। তিনি নিশ্চয় বলেছিলেন ওষুধটা নিয়মিত চালিয়ে যেতে।

তাই হয়তো হবে!—অনামনস্ক ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন হ্যারল্ড। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

সেটাই তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হবে।—ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন অ্যালিস।— শোবার আগে দুটো ট্যাবলেট খেতে ভুলো না। ডাক্তার নিজে থেকে যখন পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয় প্রয়োজন বুঝেই পাঠিয়েছেন।

।। ২৪ ।।

আমি যে কী সাংঘাতিক ব্যাপারের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছি, সে আর কহতব্য নয়!—ব্যাজার গলায় গজগজ করছিলেন ইনসপেকটর ক্র্যাডক। তাঁকে খুব ক্লান্ত

আর হতাশ দেখাচ্ছিল।—এখনও পর্যন্ত এই রহস্যের একটা জটও খুলতে পারলাম না। সমস্তটাই আমার কাছে গোলকধাঁধার মতো মনে হচ্ছে!

মিস মারপলেব ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। কিছু আগে চির বিশ্বস্ত ফ্লোরেন্স তাঁদের জন্যে চা দিয়ে গেছে।

নবম গলায় ইনসপেকটরকে ভরসা দিলেন মিস মারপল।—না...না, এতখানি হতাশ হয়ে পড়ার মত কোনও কারণ ঘটেনি। তুমি যে সঠিক পথেই চলেছ তাতে আমার লেশমাত্র সংশয় নেই।

আপনি বলতে চান আমি ঠিক পথে চলেছি? আমার ভুলে একটা গোটা পরিবাব আর্সেনিকের বিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অ্যালফ্রেড ক্র্যাকেনথর্প মারা গেলেন। হ্যারল্ডকে খুন করা হল। কী যে সব ব্যাপার-স্যাপার ওখানে ঘটে চলেছে কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

বিষাক্ত ট্যাবলেটই হ্যারল্ডের মৃত্যুর কারণ, তাই না?—চিন্তিত গলায় মিস মারপল বললেন।

হ্যাঁ। যে ট্যাবলেটটা তাঁরা আগে খাচ্ছিলেন এই ট্যাবলেটগুলো দেখতে অবিকল সেই একই রকম। আর ট্যাবলেটেব বাক্সটা এসেছে রাদারফোর্ড হল থেকে। আমি বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। উত্তেজনা প্রশমিত করার এই ট্যাবলেটগুলো এমার জন্যে প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল। বাক্সের গায়ে এমা, দু'জন নার্স আব ওষুধের দোকানের কর্মচারীর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে বাক্সটা যে পাঠিয়েছে, সে গোড়া থেকেই আঙুলের ছাপের ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিল।

সামান্য একটু থেমে দম নিলেন ইনসপেকটর। তারপর আবার বললেন—অ্যালফ্রেডকে কে বিষ দিয়েছে আমি জানি না, হ্যারল্ডকে কে বিষ দিয়েছে আমি জানি না, এমন কী যে-মহিলার মৃতদেহকে আমরা মার্টিনার বলে অনুমান করেছিলাম...আসল মার্টিনা রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে আমাদের সেই ধারণাটাকেও ভুল প্রমাণিত করে দিলেন। আর অ্যানা স্ত্রাভিনস্কাকে তো অনেক আগেই বাতিল করে দিতে হয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি অ্যানাকে বাতিলের দলে ফেলা যায়?—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন মিস মারপল।—জামাইকা থেকে সে তার বন্ধুর কাছে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছে। যে-কেউ ইচ্ছে করলে দুনিয়ার যে-কোনও জায়গা থেকে পোস্টকার্ড পাঠাতে পারে। এর মধ্যে অসুবিধেটা কোথায়?

হ্যাঁ, তা অবশ্য পারে!—ক্র্যাডক বিস্মিত দৃষ্টিতে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকালেন। —আসলে মার্টিনার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করার ফলে আমরা এই পোস্টকার্ড বিশেষভাবে যাচাই করে দেখিনি। তা ছাড়া মার্টিনা ক্র্যাকেনথর্পের দস্তখত করা যে-চিঠি এমা পেয়েছিলেন, আসল মার্টিনা সে-চিঠি লেখেননি। মার্টিনার নাম করে অন্য কেউ চিঠিটা লিখেছে।

তা তো বটেই!

লণ্ডনের ঠিকানায পাঠানো এমার লেখা ওই খামটাই বা রাদারফোর্ড হল-এ এলো কীভাবে? যাতে মনে হয় ওই মহিলা সত্যিই রাদারফোর্ড হল-এ এসেছিলেন।

কিন্তু ওই মহিলা রাদাবফোর্ড হল-এ আসেননি।—মাথা নাড়লেন মিস মারপল। —মানে তুমি যে অর্থে বলছ, সেভাবে তিনি এখানে আসেননি। খুন করার পব তাঁব নশ্বর দেহটাকেই শুধু এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ক্র্যাডক মুখে কিছু না বলে শুধু ইতিবাচক ঘাড় দোলালেন।

খালি খামটা এখানে খুঁজে পাবাব ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, খুনি এই বাড়িতেই এসেছিল। সম্ভবত মহিলাকে খুন করার পব সে মৃতের কাছে থাকা কাগজপত্রগুলো নিজের পকেটে মধ্যে ভরে নেয়। কাগজপত্রের মধ্যে এই খামটাও ছিল। খুনি হয়তো ভুল কবে খামটা এখানে ফেলে যায়। অথবা সে ইচ্ছে করেও এ-কাজ কবতে পারে। ইনসপেকটর বেকন এবং তোমার অন্যান্য অনুচররা নিশ্চয ওই এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছিল। তখন তাদের কেউ এই খামটার হদিশ পায়নি। কিন্তু পরে দুই অনভিজ্ঞ কিশোর সবজি বাগানে, পেছনে জঞ্জাল রাখার ঝুড়ির মধ্যে ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এটার সন্ধান পেয়ে গেল।

আপনি বলতে চান, যাতে ওরা খামটার হদিশ পায় সেই উদ্দেশ্যে কেউ ওটা ওখানে রেখে দিয়েছিল?

সেটাই তো মনে হওয়া স্বাভাবিক! কারণ দুই কৌতূহলী বালক সূত্রের সন্ধানে কোন-কোন জায়গায খোঁজ করে বেড়াবে, সেটা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে অনুমান করে নেওয়া মোটেই কোনও কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার নয়। আর এই নতুন আবিষ্কারেব ফলে পুলিশও অ্যানা স্ত্রাভিনস্কা সম্পর্কে বিশেষ একটা মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করবে না। তারা তখন মার্টিনাব ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

ক্র্যাডক বললেন—আপনার বিশ্বাস রাদারফোর্ড হল-এ শবাধাবের মধ্যে যার মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সে-ই অ্যানা?

আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই, পুলিশেব তবফ থেকে অ্যানার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে জানতে পেরে কেউ খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ এই ব্যাপারটা তার কাছে একান্তই অনভিপ্রেত ছিল।

এবারে আমরা মূল সমস্যাটার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারি।—ক্র্যাডক বললেন।—কোনও একজন মার্টিনার ভোল ধরে রাদারফোর্ড হল-এ হাজির হবে বলে মনস্থ করেছিল...এর পেছনে তার কী উদ্দেশ্য ছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর আসেনি। এই গরহাজিরেব কারণটা কী?

এটা খুবই মূল্যবান প্রশ্ন।—স্বীকার করলেন মিস মারপল।

কেউ একজন তাব পাঠিয়ে জানাল, হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ায় মার্টিনাকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হচ্ছে। তাবপব মেয়েটিকে সঙ্গে করে সে ব্র্যাকহ্যাম্পটনের উদ্দেশে

রওনা হয়, এবং এখানে আসার পথে ট্রেনের মধ্যে মেয়েটাকে খুন করে। এ-বিষয়ে আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?

ঠিক তা নয়।—মিস মারপল মাথা নাড়লেন।—তুমি যে ব্যাপারটা এত সহজ করে দেখবে, আমি ভাবতে পারিনি!

ব্যাপারটাকে আমি সহজ করে দেখছি!—ক্র্যাডকের গলায় তীব্র বিস্ময়ের সুর। —আপনিই বরং আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করছেন!

মিস মারপল দুঃখিত চিত্তে জানালেন, সে-জাতীয় কোনও অভিপ্রায় তার নেই। তেমন ধরনের কোনও চিন্তাও তিনি করছেন না।

তা হলে আপনি আমায় বলুন,—ক্র্যাডক বললেন—নিহত এই মহিলার প্রকৃত পরিচয় আপনি জানেন, নাকি জানেন না বলে মনে করছেন?

গম্ভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মারপল।—সঠিক ভাষায় এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া—তিনি বললেন,—সত্যিই কষ্টসাধ্য। আমি বলতে চাই, এই মহিলা আসলে কে তা আমি জানি না। সেই সঙ্গে এ-কথাও বলছি মহিলার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। আমি কী বোঝাতে চাইছি সেটা তুমি নিশ্চয় ধরতে পেরেছ?

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ক্র্যাডক।—আপনি কী বলতে চান তা আপনিই জানেন। এর বিন্দু-বিসর্গও আমার মগজে ঢুকছে না।—কথা বলতে বলতে হঠাৎ বাইরের খোলা জানলার দিকে তাঁর চোখ পড়ল।—আপনার মিস আইলেসবরো এখন এদিকেই আসছেন। তার আগেই আমি কেটে পড়তে চাই। আমার আত্মমর্যাদাবোধ এখন একবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমন একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী, কর্মকুশলী মহিলার সান্নিধ্য এই মুহূর্তে আমি ঠিক সহ্য করতে পারব বলে মনে হয় না।

।।২৫।।

ডিকশনারি থেকে আমি টন্টিন শব্দের অর্থটা দেখে নিয়েছি।—ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে এটা-সেটা নাড়তে নাড়তে লুসি বলল—ষোলোশো তিপান্ন খ্রিস্টাব্দে লোরেঞ্জো টনটি নামে জনৈক ইতালীয় ব্যাংক মালিক এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। এই বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী ঋণদাতামণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে একটা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। এইভাবে চলতে চলতে কোনও সদস্যের মৃত্যু হলে তার প্রাপ্য বৃত্তিটা অন্যান্য জীবিত সদস্যের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। অবশেষে শেষ জীবিত সদস্যই সমস্ত অর্থের মালিক হয়ে যাবে।

সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়লেন মিস মারপল।—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই দেখেছ।

লুসির অস্থিরতা যেন আরও বেড়ে গেল। আরও দ্রুতপায়ে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। মিস মারপল নিজের চেয়ারে বসে ওর হাবভাব লক্ষ করতে লাগলেন। এ-যেন সম্পূর্ণ এক অন্য লুসি। এই লুসিকে তিনি আগে কখনও দেখেননি।

কিন্তু এখানে তো সম্পত্তির পরিমাণ বাস্তব অর্থেই বেশ বিপুল! তাই নয় কী? সামান্য কিছু বাড়তি অর্থের লোভে...বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেস ও মিস মারপলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল।

আসল সমস্যাটা হচ্ছে,—বোনার সাজ-সরঞ্জামগুলো কোল থেকে টেবিলে রেখে মিস মারপল বললেন—কিছু কিছু মানুষ একটু লোভী হয় এবং লোভ থেকেই সচরাচর এই জাতীয় ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। প্রথম থেকেই যে সে খুন করতে শুরু করে, তা নয়। কিন্তু লোভ যখন ক্রমশ দুর্বার হয়ে ওঠে তখনই মানুষের বুকের গভীরে খুনের চিন্তা বাসা বাধে। এক মফস্বল শহরে এই রকমই এক খুনের ঘটনার মাধ্যমে ইনসপেকটর ক্র্যাডকের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। নিরীহ অমায়িক প্রকৃতির এক লোকের বুকে লোভ এসে বাধা বাধে। লোকটা ক্রমশ অগাধ বিত্তের মালিক হতে চায়। অথচ তেমন কোন যোগ্যতাই ছিল না তার। প্রথম প্রথম টুকিটাকি ছোটখাটো ঘটনা দিয়ে শুরু, শেষ পর্যন্ত তিন-তিনটে খুনের পর ঘটনার পরিসমাপ্তি।

এখানেও প্রায় এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে।—মন্তব্য করল লুসি।—এখানেও ইতিমধ্যে তিনটে খুন হয়ে গেছে। প্রথমে জাল মার্টিনা, যিনি নিজেকে মার্টিনা হিশেবে প্রতিপন্ন কতে পারলে তাঁর ছেলে এই সম্পত্তির একজন সমান অংশীদার হত। তারপর অ্যালফ্রেড, এবং সবশেষে হ্যারল্ড। এখন মাত্র আর দু'জন অবশিষ্ট আছেন।

তুমি কি সিড্রিক আর এমার কথা বলছ?

না। এমা তো আর লম্বা গড়নের গাঢ় বাদামি চেহারার মানুষ নন। আমি সিড্রিক আর ব্রায়ান ইস্টলের কথা বলছি। কারণ ব্রায়ানের ছেলে আলেকজাণ্ডারও তো এই সম্পত্তির একজন অংশীদার।

হ্যাঁ, ব্রায়ানের সম্পর্কেও আমি চিন্তা ভাবনা করেছি।—মিস মারপল ঘাড় দোলালেন।—ব্রায়ান যদিও সম্পত্তির অংশীদার নয় সেটা পাবে ওর ছেলে আলেকজাণ্ডার। কিন্তু একুশ বছর বয়সের আগেই যদি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়, তখন ছেলের সম্পত্তি তার বাবা-ই পাবে।

লুসি শঙ্কিত দৃষ্টিতে মিস মারপলের দিকে তাকিয়ে রইল।—শুধু মাত্র অর্থের লোভে কোনও বাবা কি নিজের সন্তানকে খুন করতে পারে? এও কি কখনও সম্ভব?

মিস মারপল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—বাস্তব দুনিযাটা বড়ই কঠিন জায়গা, লুসি! এখানে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। অর্থের লোভে সবকিছু করতে পারে মানুষ। তার ভুরি-ভুরি নিদর্শনও রয়েছে। তবে তোমাকে আর বেশি দুশ্চিন্তা করতে হবে না। যে-কোনও সময় এল্‌সপথে এখানে এসে হাজির হতে পারে।

এ-ব্যাপারে তাঁর কী করণীয় থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না?

না...সোনা, তোমার পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তবে ওর উপস্থিতিটা আমার কাছে বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে।

কিন্তু দুশ্চিন্তা না করেও তো আমি থাকতে পারছি না।—লুসি বলল।— বুঝতেই পারছেন, এই পরিবারের প্রতি এখন আমার এক ধরনের আকর্ষণ জন্মে গেছে।

সেটা বুঝে নেওয়া আমার কাছে খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পকে বাদ দিলে ওই বাড়িতে এখন যে দু'জন পুরুষ রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আকর্ষণীয় চরিত্রের। যদিও দু'জনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

আপনি কী বলতে চান?—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে লুসি বলল।

আমি ওই বাড়ির দু'জন যুবা পুরুষের কথা বলছি।—মিস মারপল বললেন।—বরং বলতে পার একজন ছেলে, আর একজন বিপত্নীক জামাই। যে দু'জন ইতিমধ্যে মারা গেছে তারা ছিল খুব বিরক্তিকর স্বভাবের। সিড্রিকের যে প্রচণ্ড রকম আকর্ষণী শক্তি আছে সে-কথা কোনও মেয়েই অস্বীকার করতে পারে না। আব ব্রায়ান সুপুরুষ হলেও একটু বিমর্ষ, মন-মরা স্বভাবের। অনেক মেয়ে এই ধরনের পুরুষ মানুষ পছন্দ করে। এদের তারা সুখী করে তুলতে চায়।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওদের কাউকেই আমি আমার জীবনসঙ্গী হিশেবে ভাবতে চাই না। সিড্রিক হচ্ছে এক নম্বরের লম্পট। তার ওপর দুই ভাইয়ের অকাল-মৃত্যু ওর মনে একটুও দাগ কাটতে পারেনি। সম্পত্তির অংশ পেলে কীভাবে সেটা কাজে লাগাবে ও এখন সেই চিন্তায় বিভোর। আর ব্রায়ানের মতো মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ মানুষ আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না।

তা হলে আর কী করা যাবে?—অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন মিস মারপল।—তোমার ঘাড়েও দেখছি রহস্যের ভূত চেপে বসেছে। এই জট না খোলা পর্যন্ত তোমাকে এখান থেকে নড়ানো যাবে বলে মনে হয় না। অবশ্য এর জন্যে আমিও অংশত দায়ী। একটু থেমে প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি।—একটা কথা তোমায় জানাতে ভুলে গেছি, সেদিন চারটে তেত্রিশের ওই ট্রেনটায় ব্রায়ানের থাকার সম্ভাবনাও কিছুমাত্র কম নয়। এমা বলেছে, সেদিন চারটে পঞ্চাশের গাড়িতে ব্রায়ানের ব্রবক হ্যাম্পটনে পৌঁছোবার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী ও স্টেশনে গিয়ে ব্রায়ামকে নিয়ে আসে। চারটে পঞ্চাশের বদলে চারটে তেত্রিশের গাড়িতে ব্রায়ান এখানে পৌঁছে খানিকক্ষণ স্টেশনে একা অপেক্ষা করে থাকতে পারে। ওর নিজের গাড়ির স্টার্টারটা গড়বড় করছিল বলে ও সেটা মেরামতের জন্যে গ্যারেজে পাঠিয়েছিল।

ট্রেনে এলেই তো প্রমাণ হয় না যে ব্রায়ান-ই আসল অপরাধী? কিন্তু সন্দেহের তালিকায় নাম থেকে যাওয়াটাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার। প্রকৃত দোষী ব্যক্তির নাম আমরা হয়তো কোনওদিনই জানতে পারব না!

অবশ্যই জানা যাবে...সোনা!—সতেজ গলায় মিস মারপল বললেন।—এর মধ্যেই তুমি এতটা হতাশ হয়ে পোড়ো না। পুলিশ সব রকমভাবে তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আজকালের মধ্যে এল্‌সপেথ এখানে এসে পড়ছে।

।। ২৬ ।।

এখন...এলস্‌পেথ, তোমাকে ঠিক কী করতে হবে সেটা নিশ্চয় তুমি পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়েছ? এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

হ্যাঁ, তোমার সমস্ত কথাই আমি বুঝতে পেরেছি।—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি জানালেন।—কিন্তু তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখো. .জেন, ব্যাপারটা সত্যিই কি বেমানান দেখাবে না? হঠাৎ করে একজনে বাড়িতে গিয়ে যদি বলি, আমার একবার বাথরুমে যাবার বিশেষ দরকার পড়েছে...

এখন ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে,—মিস মারপল তাঁর বন্ধুকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।—আর...আর তুমি ভুল করে এমন কিছু খেয়ে ফেলেছ যেটা তোমার পাকস্থলী ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারছে না। সে-রকম একটা জরুরি পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেরই বাথরুমে যাবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এমনটা আখচারই ঘটে থাকে।

তোমার আসল মতলবটা যে কী, আমাকে যদি তার একটু আভাস-ইঙ্গিত দিতে..., অসুখী গলায় বিড়বিড় করলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।

না, এ-সম্পর্কে তোমাকে আমি এই মুহূর্তে কিছু জানাতে চাই না।—মিস মারপল মাথা নাড়লেন।

তোমার স্বভাবটাই খুব বিরক্তিকর...জেন! প্রথমে নির্দিষ্ট সময়েব আগেই তুমি আমায় তার পাঠিয়ে বিদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে ডেকে আনলে...

সেজন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত!—সবিনয় মিস মারপল বললেন।—কিন্তু বাস্তবিকই এ ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। যে-কোনও মুহূর্তে কেউ একজন খুন হয়ে যেতে পারে। প্রতেকের ওপরই যে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে, আমি তা জানি। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। তবে আমাদের এই খুনিও যে অসম্ভব ধূর্ত, সে-কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তাই তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ... এখানে আসাটা তোমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। আমরা যখন একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম, তখন আমাদের শেখানো হয়েছিল, কর্তব্যে অবহেলা করা একটা গুরুতর অপরাধ। তাই না?

ছেলেবেলার সেই শিক্ষা আমি কখনও ভুলিনি।—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি জানালেন।—কর্তব্য পালনে আমি কোনওদিন অবহেলা করিনি।

তা হলে এবার আমাদের যাত্রা শুরু করা যাক। বাইরে ট্যাক্সির হর্নের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি একই সঙ্গে হালকা এবং গাঢ় রঙে তৈরি পশমের কোটটা গায়ের ওপর চড়িয়ে নিলেন। মিস মারপল গায়ে শাল আর গলায় পুরু

মাফলার জড়ালেন। পশমের টুপিটাও মাথায় চাপাতে ভুললেন না। তারপর ট্যাক্সি চেপে দুই বৃদ্ধা রাদারফোর্ড হল-এ এসে পৌঁছোলেন।

এখন আবার কে আসছেন?—জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এমা। ট্যাক্সিটা ঠিক সদর দরজার সামনে এসে থামল।—মনে হচ্ছে লুসির বৃদ্ধা জেঠিমা।

কী বিরক্তিকর ব্যাপার!—মন্তব্য করলেন সিড্রিক। তাপচুল্লির পাশে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন তিনি।—গিয়ে বলে দাও, তুমি এখন বাড়ি নেই।

তুমি কি বলতে চাও, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে বলব আমি বাড়ি নেই? নাকি লুসিকে দিয়ে এই খবরটা তাঁকে বলে পাঠাব?

এদিকটা আমি ভেবে দেখিনি।—সিড্রিক বললেন।—যখন আমাদের বাড়িতে আরদালি আর খানশামা ছিল, সেই সমস্ত পুরোনো দিনগুলোর কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যুদ্ধের আগেকার সব কথা। একবার এক খানশামার সঙ্গে রাঁধুনির সহকারিণীর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে কী শোরগোলই না শুরু হয়েছিল!

বাইরে ঘন্টির আওয়াজ শুনে ততক্ষণে মিসেস হার্ট সদর দরজা খুলে দিয়েছে। আজ তার ঘরদোর ঝাড়পোঁছের দিন। সর্বাঙ্গ শাল এবং মাফলারে আবৃত মিস মারপল যেন পাখির মতো পাখা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে অনমনীয় চেহারার এক বৃদ্ধা।

আশা করি,—এমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে মিস মারপল বললেন—আপনি আমাদের অনাহূত ভাবছেন না! আসল ব্যাপার হচ্ছে, আগামী পরশু আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। এর মধ্যে আর আপনাদের কাছে এসে ধন্যবাদ জানাবার সময় পাব না। লুসির প্রতি আপনারা যে উদারতা দেখিয়েছেন তার কোনও তুলনা হয় না। ওহো...হ্যাঁ, আমি আমার এই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিসেস ম্যাকগিলিকাডির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

কেমন আছেন?—সৌজন্যের হাসি হেসে এমার সঙ্গে করমর্দন করলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি। তারপর সিড্রিকের দিকে ফিরে তাকালেন। ভদ্রতা দেখিয়ে সিড্রিকও উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। সেইমুহূর্তে লুসিও সেখানে এসে হাজির হল।

আরে...জেঠিমা, তুমি কখন এলে? আমি তো ধারণাই করতে পারিনি...

আমি মিস ক্র্যাকেনথর্পকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছি।—লুসির দিকে ফিরে তাকিয়ে মিস মারপল বললেন।—ইনি যে তোমার প্রতি কত সদয় ব্যবহার করেছেন সেটা তো আমার অজানা নয়।

আপনি ভুল করছেন,—মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন এমা।—আসল ঘটনা ঠিক তার উলটো। আমাদেরই বরং লুসির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সিড্রিকও এমার সুরে সুর মেলালেন।—এই ক'দিন লুসিকে যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে সে-কথাও কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে এতগুলো রুগীর সেবা-শুশ্রূষা পর্যন্ত সমস্তই ও একা হাতে সামাল

দিয়েছে। এবং প্রতিটি কাজই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে। তা না হলে আমাদের প্রত্যেকের যে কী দশা ঘটত...

সিড্রিককে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মিস মারপল বললেন—আপনাদের অসুস্থতার খবর শুনে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় এখন সকলে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠেছেন, মিস ক্র্যাকেনথর্প?

হ্যাঁ, এখন আমরা পুরোপুরি সুস্থ।—ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন এমা।

খাদ্যে বিষক্রিয়া যে কী মারাত্মক জিনিশ তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানেন! সম্ভবত মাশরুম থেকেই এটা ঘটেছে?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! ব্যাপারটা এখনও খুব রহস্যজনক রয়ে গেছে।—এমা জানালেন।

আপনি যেন এমার কথা বিশ্বাস করে বসবেন না!—সিড্রিকের গলায় ব্যঙ্গের সুর।—যে-গুজবটা এই এলাকার আকাশে-বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে সেটা যে আপনারও কানে গিয়ে পৌঁছেছে, এ-কথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি মিস... মিস...

মারপল।—মিস মারপল বললেন।

হ্যাঁ...মনে পড়েছে, মিস মারপল। আমাদের ওপর যে আর্সেনিক প্রয়োগ করা হয়েছিল সে-কথা এই এলাকার প্রত্যেকেই জানে।

সিড্রিক!—এমা চেঁচিয়ে উঠলেন,—তুমি কি একটু থামবে? ইনসপেকটর ক্র্যাডকের নির্দেশ নিশ্চয় তোমার অজানা নেই।

আমাকে পুলিশের কথা শোনাতে এসো না!—সিড্রিক অবহেলার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন।—এ-কথা এখন সবাই জানে। নিশ্চয় সেটা আপনাদের কানে গিয়েও পৌঁছেছে।—মিস মারপল এবং মিসেস ম্যাকগিলিকাডির দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।

আমি নিজে,—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন—সবেমাত্র গত পরশু বিদেশ থেকে ফিরেছি। হপ্তা চারেক হতে চলল ইংল্যাণ্ডের বাইরে ছিলাম আমি।

তা হলে হয়তো এখানকার এই কেলেঙ্কারির খবর এখনও আপনার কানে গিয়ে পৌঁছোয়নি। সন্ধের ডিনারের সময় আমাদের কারিতে কেউ বেশ খানিকটা আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল। এ-খবরটা যে মিস মারপলের অজ্ঞাত নয় সে-ব্যাপারে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত।

হ্যাঁ...আমি স্বীকার করছি,—মিস মারপল বললেন—এই ধরনের একটা উড়ো খবর আমার কানে এসেছিল। কিন্তু উড়ো খবরে কান দিয়ে আমি আপনাদের বিব্রত করে তুলতে চাইনি, মিস ক্র্যাকেনথর্প।

সশব্দে স্টাডি-রুমের দরজা খুলে জোরে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প হাজির হলেন।—এই যে মেয়ে,—লুসিকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন—আজ চায়ের এত দেরি হচ্ছে কেন? আমাকে চা দিতে এত দেরি হবার কারণ কী?

সব তৈরি হয়ে গেছে, মি. ক্র্যাকেনথর্প। এক্ষুনি নিয়ে আসছি। তার আগে টেবিলটা ঠিক করছিলাম।

লুসি ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে সেখান থেকে কিচেনের দিকে পা বাড়াল। এমা মিস মারপল এবং মিসেস ম্যাকগিলিকাডির সঙ্গে বৃদ্ধের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমি নির্দিষ্ট সময়ে আমার খাবারটা পেতে চাই।—বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প বললেন। —নিয়মানুবর্তিতা এবং ব্যয়সংকোচ, এই দুটোর সঙ্গে আমি কোনওরকম আপোস করতে চাই না। এ-দুটোই আমার জীবনের মূলমন্ত্র।

তা তো বটেই।—একবাক্যে সায় দিলেন মিস মারপল।—দুটোই মানুষের জীবনে অত্যন্ত দরকারি।

বড় ট্রে-র ওপর অনেকগুলো পেয়ালা সাজিয়ে লুসি আবার ফিরে এল। তার পেছন-পেছন ব্রায়ান ইস্টলেও প্রমাণ সাইজের একটা ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে-ধরা ট্রে-র মধ্যে স্যাণ্ডুইচ, রুটি, মাখন এবং কেক। কেকটা বিশেষভাবে তৈরি। তার ওপর শাদা চিনির গুঁড়ো ছড়ানো।

কী ব্যাপার? এসব কী ব্যাপার!—কেকটার দিকে তাকিয়ে তাঁর গলা চিরে বিস্ময়ের সুর ঝরে পড়ল।—আমরা কি আজ কোনও পার্টি দিচ্ছি নাকি? কই, কেউ তো আমায় কিছু জানায়নি?

এমার দু'গালে লজ্জার রক্তির আভাস উঁকি দিল।

আমাদের চায়ের আসরে ড. কুইম্পারও যোগ দিতে আসছেন, বাবা। আজ তাঁর জন্মদিন, তাই আমি...

জন্মদিন?—বৃদ্ধ ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন।—তার জন্মদিনে আবাব এত ঘটার কী দরকার? জন্মদিন তো ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে। আমার এত বয়স হতে চলল, কিন্তু আমি তো কখনও জন্মদিনের হিশেব রাখি না।

সে যাই বলো, অনেক শস্তায় কাজ সারা গেছে।—সিড্রিক ফোড়ন কাটল।—কেকটার জন্যেই তোমার একটু খরচ হয়েছে, মোমবাতির জন্যে তো আব বাড়তি পয়সা গুনতে হয়নি!

খরচের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা আমি একদম পছন্দ করতে পারি না। এটা তুমি বেশ ভালো করেই জানো, সিড্রিক।—ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ তাঁর ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

ইতিমধ্যে মিস মারপল নিজে থেকে ব্রায়ান ইস্টলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন।—লুসির মুখে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। সময় পেলেই আপনি লুসির কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। সেজন্যে লুসিও আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

না...না, আমি আর কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারি! লুসি একা যা পরিশ্রম করে তার কোনও তুলনা হয় না।

মিস মারপলের হাত থেকে ব্যাগটা মাটিতে পড়ে যেতেই ব্রায়ান সযত্নে সেটা কুড়িয়ে আবার তাঁর হাতে তুলে দিল। ঠিক তখনই মিসেস ম্যাকগিলিকাডি চোখে-মুখে অস্বস্তির ছাপ ফুটিয়ে এমার কাছে গিয়ে নীচু গলায় তাঁকে কিছু বললেন। তাঁর

চোখে-মুখে অস্বস্তির এই ছাপটা খুব স্বাভাবিক মনে হল। কারণ এই মুহূর্তে তিনি যা করতে চলেছেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ।

মানে, যদি কোনও অসুবিধে না থাকে...আমি একবার দোতলায় গিয়ে...

হ্যাঁ...অবশ্যই! এতে আর অসুবিধের কি আছে?—মাথা নেড়ে সায় দিল এমা।

চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।—লুসি এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডিকে সঙ্গে নিয়ে লুসি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আজকে ঠাণ্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে!—বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করে মন্তব্য করলেন মিস মারপল। যেন এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর বন্ধুর এই বেমানান আচরণের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন।

ব্রায়ান মিস মারপলকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই বাইরের দরজাব দিকে তাঁর চোখ পড়ল।—আসুন...আসুন, ড. কুইম্পার!

হাত ঘষতে-ঘষতে ভেতরে ঢুকলেন ড. কুইম্পার। বাইরের ঠাণ্ডায় বেশ কাবু হয়ে পড়েছিলেন তিনি।—আমার মনে হচ্ছে আজ বরফ পড়বে।—একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে তিনি বললেন।—কেমন আছো, এমা! আরে ব্বাবা, আজ দেখছি বিরাট আয়োজন।

আমরা আপনার জন্মদিনের কেক তৈরি করেছি।—এমা জবাব দিল।—আপনার জন্মদিনের তারিখটা একবার আমায় বলেছিলেন। আপনি হয়তো ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলিনি।

ওহো...তাই নাকি? এটা আমি আশাই করতে পারিনি!—হাসিমুখে কুইম্পার বললেন।—অনেক বছর হতে চলল আমি আমার জন্মদিন পালন করিনি।...শেষ জন্মদিন পালন করেছিলাম আজ থেকে ষোলো বছর আগে।—শেষের দিকে কুইম্পারের কণ্ঠস্বরে পুরোনো দিনের স্মৃতির আবেগ ঘনিয়ে এল।

আপনি কি মিস মারপলকে চেনেন?—ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন এমা।

আমি চিনি।—মিস মারপল বললেন।—একবার ঠাণ্ডা লেগে আমার বুকে সর্দি বসে গিয়েছিল। এঁর ওষুধ খেয়েই সুস্থ হয়েছিলাম।

এখন আর কোনও অসুবিধে নেই তো?—কুইম্পার জানতে চাইলেন।

মিস মারপল জানালেন ডাক্তারের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

আচ্ছা, আমরা তো শুরু করে দিতে পারি।—বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্প বললেন।—শুধু-শুধু দেরি করছি কেন?

হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে শুরু করে দিন!—অনুরোধ জানালেন মিস মারপল।—আমার বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন নেই। তা হলে ও হয়তো খুব বিব্রত বোধ করবে।

টি-পট থেকে সকলে নিজের-নিজের পেয়ালায় চা ঢেলে নিলেন। মিস মারপল চায়ের সঙ্গে একপিস মাখন-রুটি আর একটা স্যাণ্ডুইচ নিলেন।

স্যাণ্ডুইচের মধ্যে কি...?

মাঝপথে থেমে গিয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি।

মাছের পুর দিয়ে তৈরি।—ব্রায়ান জানালেন।—তৈরি করার সময় আমি সাহায্য করেছি লুসিকে।

মি. ক্র্যাকেনথর্প খুক-খুক করে হাসলেন।—মাছের পুরের মধ্যে বিষ মেশানো আছে নাকি? এ-বাড়িতে যা কিছু খাবেন, খুব সাবধানে খাবেন কিন্তু! আমার দুই ছেলেকে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে। এই নাটের গুরুটি যে কে আমার সেটাই ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।

ভয় পাবেন না!—একটা স্যাণ্ডুইচ নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে সিড্রিক বললেন,—একটু আধটু আর্সেনিকে এমন কিছু ক্ষতি হয় না। পরিমাণটা বেশি না হলেই হল।

তোমারটা তুমি খাও, কাউকে উপদেশ দিতে যেও না!—ধমক দিলেন বৃদ্ধ।

ঠিক আছে, তাই খাচ্ছি।—একটা গোটা স্যাণ্ডুইচ মুখের মধ্যে পুরে চিবোতে শুরু করলেন সিড্রিক।

তাঁর কাণ্ড দেখে মুচকি হাসলেন মিস মারপল, তারপর নিজের স্যাণ্ডুইচে একটা কামড় দিলেন।

হঠাৎ যেন তাঁর দমবন্ধ হবার উপক্রম হল।—একটা কাঁটা, গলায় একটা মাছের কাঁটা—কোনওরকমে বিড়বিড় করলেন তিনি।

ব্যস্ত ভঙ্গিতে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কুইম্পার। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন মিস মারপলের দিকে। সযত্নে হাত ধরে তিনি তাঁকে জানলার সামনে আলোর কাছে নিয়ে এলেন। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি রাখার ব্যাগ থেকে ছোট চিমটে জাতীয় একটা বস্তু বের করলেন তিনি।—চিন্তার কিছু নেই, বড় করে হাঁ করুন।—ঘাড় হেঁট করে মিস মারপলের মুখের ভেতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন ডাক্তার।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন দিকের দরজা খুলে লুসির সঙ্গে মিসেস ম্যাকগিলিকাডি ভেতরে ঢুকলেন। ডাক্তারের পেছন দিকটাই শুধু তাঁর নজরে পড়েছিল। তিনি তখন ঘাড় ঝুঁকিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে মিস মারপলের মুখের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত।

দৃশ্যটা একবার নজরে পড়ামাত্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।—কী আশ্চর্য!—উত্তেজিত ভঙ্গিতে তিনি বললেন,—সেদিন ট্রেনের মধ্যে এই ভদ্রলোককেই আমি...

অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে মিস মারপল ডাক্তারের হাত ছাড়িয়ে তাঁর বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিস মারপলের এই বেখাপ্পা আচরণে কুইম্পারও রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন।

আমি জানতাম আসল ব্যক্তিটিকে তুমি ঠিকই শনাক্ত করতে পারবে, এল্‌সপেথ।—সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি বললেন।—না...না, আর কিছু বলতে হবে না তোমায়।—দৃপ্তচোখে তিনি এবার ড. কুইম্পারের দিকে ফিরে তাকালেন।—আপনার হয়তো জানা নেই...ড. কুইম্পার, ট্রেনের কামরায় আপনি

যখন ওই মহিলাকে গলা টিপে খুন করছিলেন তখন সেই দৃশ্যের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থেকে গিয়েছিল। সে হচ্ছে আমার এই বন্ধু মিসেস ম্যাকগিলিকাডি। সমস্ত ঘটনাটা ও নিজের চোখে দেখেছে। কীভাবে সেটা সম্ভব বুঝতে পারছেন না, তাই না? ও তখন অন্য ট্রেনের একটা কামরায় ছিল, যে-ট্রেনটা আপনার ট্রেনের পাশাপাশি একই দিকে একই গতিতে ছুটে যাচ্ছিল।

কী সব আবোল তাবোল বকছেন?—ড. কুইম্পার দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডির দিকে। কিন্তু আবার অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মিস মারপল দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁ,—মিস মাবপল বললেন—ও আপনাকে দেখেছে, এবং দেখামাত্রই চিনতে পেবেছে। মহামান্য আদালতেব মধ্যে দাঁড়িয়ে সে-কথা শপথ করে বলার জন্যে ও প্রস্তুত। সচবাচব এমন ঘটনা ঘটে না বলেই আমাব বিশ্বাস—শান্ত বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে মিস মারপল নিজের কথার খেই ধরে বলে চললেন—যে, কোনও একজন নিজের চোখে আর একজনকে খুন হতে দেখেছে। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করেই সাধারণভাবে খুনের মামলায় রায় দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবনের। এই খুনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থেকে যাওয়ায় বিচারকের কাজটা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়াবে।

তোমরা দু'জন অলক্ষুণে ফন্দিবাজ ডাইনী কোথাকার—প্রচণ্ড ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে মিস মারপলের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন ডাক্তার, এবারে এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধটা সজোরে চেপে ধরলেন সিড্রিক।

তা হলে আপনি-ই এই নাটের গুরু!—সিড্রিক জোরে ধাক্কা দিলেন ডাক্তারকে। —আমি কোনওদিনই আপনাকে সুনজরে দেখতাম না। আমি জানতাম ভেতরে-ভেতরে কোনও মতলব আঁটছেন আপনি। কিন্তু আপনাকে একজন খুনি হিশেবে কখনও ভাবতে পারিনি।

ব্রায়ান ইস্টলেও সিড্রিককে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। বাইরের দরজা দিয়ে ইনসপেকটর ক্র্যাডক এবং ইনসপেকটর বেকনও ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

ড. কুইম্পার,—বেকন বললেন—আমি আপনাকে আইন-মাফিক সতর্ক করে দিতে চাই...

চুলোয় যাক আপনার আইনি সতর্কতা!—রাগে গরগর করতে লাগলেন ডাক্তার। —আপনি কি মনে করেন এই দু'জন ক্ষ্যাপাটে বুড়ি কী বলছে না-বলছে কেউ তা বিশ্বাস করবে? ট্রেনের সম্পর্কে এরা যে-সমস্ত এলোমেলো অসংলগ্ন কথা বলছে তার কি কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কারুর কাছে? এসব আজগুবি কথার অর্থ কী?

মিস মারপল বললেন—এল্‌সপেথ ম্যাকগিলিকাডি বিশে ডিসেম্বর রাতে এই খুনের ঘটনা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছিল। কোনওদিক থেকেই ও নিজের কর্তব্যে কিছুমাত্র অবহেলা করেনি। খুনির চেহারার একটা বিবরণও দিয়েছিল ও।

ড. কুইম্পার অসহায় ভঙ্গিতে দু'কাঁধ ঝাঁকালেন।—ওঃ, আমি যে এখন কী ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়লাম!

কিন্তু..., কী যেন বলতে গেলেন মিসেস ম্যাকগিলিকাডি।

তুমি আর একটাও কথা বোলো না...এলস্‌পেথ।

অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলাকে আমি খুন করতেই বা যাব কেন?—যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন ডাক্তার।

এই মহিলা মোটেই অজ্ঞাত পরিচয় নন।—এবারে ইনসপেকটর ক্র্যাডক জবাব দিলেন।—তিনি ছিলেন আপনার আইন-সম্মত স্ত্রী।

জোঁকের মুখে নুন পড়াব মতো এক নিমেষে চুপসে গেলেন ড. কুইম্পার। তাঁর মুখের রং ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

।। ২৭।।

তা হলে বুঝতে পারছেন,—মিস মারপল বললেন,—আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, মামলাটা খুবই সহজ সরল। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। আমার এই অনুমান অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেছে। অনেক লোকই তাদের স্ত্রীকে খুন করে।

মিসেস ম্যাকগিলিকাডি এবং ইনসপেকটর ক্র্যাডক মিস মারপলের মুখের দিকে তাকলেন। ক্র্যাডক বললেন—যদি আর একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন...

কুইম্পারের সামনে একজন ধনী মেয়েকে বিয়ে করার সুযোগ এসে গিয়েছিল। —মিস মারপল বললেন।—সে হচ্ছে এমা ক্র্যাকেনথর্প। কিন্তু আর এক স্ত্রী বর্তমান থাকায় ও এমাকে বিয়ে করার সাহস পাচ্ছিল না। কারণ এই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে এমার সঙ্গে ওর বিয়েটা আইনেব চোখে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হত তো বটেই, সেইসঙ্গে জেল ও জরিমানা দুই-ই ওর কপালে জুটত। স্ত্রীব সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি ওকে ডিভোর্স দিতে রাজি হননি। ইনসপেকটর ক্র্যাডক আমাকে অ্যানা স্ত্রাভিনস্কা নামে এক মহিলার কথা বলেছিল। তাঁরও একজন ইংরেজ স্বামী ছিল, কিন্তু তিনি তাকে ডিভোর্স দেননি। মহিলা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। ক্র্যাডক বিশদভাবে অনুসন্ধান করে জানতে পারে এই অ্যানাই হচ্ছেন ডাক্তারের স্ত্রী। মহিলা ডিভোর্স দিতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কুইম্পার তার স্ত্রীকে খুনের চক্রান্ত করে। চক্রান্তটা অবশ্য ও খুব নিখুঁতভাবেই করেছিল। নির্জন ট্রেনের কামরায় স্ত্রীকে খুন করে মৃতদেহটা রাদারফোর্ড হল-এর প্রাচীন শবাধারে লুকিয়ে রাখার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে। এমার মুখ থেকে এডমণ্ডের সঙ্গে মার্টিনা নামে এক ফরাসি মহিলার অন্তরঙ্গতার কথা ও আগেই শুনেছিল। তাই মার্টিনার দস্তখত করা একটা জাল চিঠি ও এমার কাছে পাঠাল। তাতে মার্টিনা জানিয়েছিলেন খুব শীগগিরই তিনি রাদারফোর্ড হল-এ এসে ক্র্যাকেনথর্প পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করবেন। এর ফলে অ্যানার

মৃতদেহটাকে পুলিশ মার্টিনার মৃতদেহ বলে সন্দেহ করতে পারে। পুলিশকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্যে আরও অনেক কিছুই ও করেছে। এমন কী ও যখন জানতে পারল পারী-র পুলিশ অ্যানাব সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেছে, তখন ও জামাইকা থেকে অ্যানাব নামে তাঁর এক বন্ধুর কাছে একখানা পোস্টকার্ড পাঠায়। অথচ তার বেশ কিছুদিন আগেই কুইম্পার স্ত্রীকে ইংল্যাণ্ডে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার ছুতো কবে অসহায় ওই মহিলাকে চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যে খুন করে। কীভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল এখন আমরা প্রত্যেকেই তা জানতে পেরেছি। তাই নতুন করে সেই অপ্রীতিকব ঘটনার পুনরুল্লেখ কবছি না।

ডাক্তাব যে প্রচণ্ড লোভী ছিল সে-বিষয়ে আমাব মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ ক্র্যাকেনথর্পকে খুন করার কোনও অভিপ্রায় ওর ছিল না, তা সত্ত্বেও কেউ তাঁব ওপর আর্সেনিক প্রযোগ কবছে বলে ও একটা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল। ওব আসল উদ্দেশ্য ছিল এমার অন্যান্য ভাইদেব খুন কবা, যার ফলে এমা-ই সমস্ত সম্পত্তিব একমাত্র উত্তবাধিকাবিণী হতে পাবে।

কিন্তু কাবির মধ্যে লোকটা আর্সেনিক মেশাল কীভাবে সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না!—ক্র্যাডক বললেন।—কারিটা তৈরিব সময় ও তো ধারেকাছেও ছিল না।

ওহো .না, কারিব মধ্যে কোনও আর্সেনিক ছিল না।—মিস মারপল জানালেন। —পরীক্ষাব জন্যে কারিব অবশিষ্টটুকু ও যখন নিযে গিযেছিল, তখনই তাব মধ্যে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল। তার আগেই শযতানটা ককটেলের জগে আর্সেনিক মিশিয়ে রেখে এসেছিল। হ্যারল্ডের কাছে তরল বিষে ডোবানো ট্যাবলেট পাঠাতেও ওব কোনও অসুবিধে হয়নি। নিজেকে সন্দেহেব হাত থেকে বাঁচাতে তার দিন কয়েক আগেই ও হ্যারল্ডকে এই ট্যাবলেট খেতে নিষেধ করে দিয়েছিল। ওর মতো ঠাণ্ডা মাথার শয়তান পৃথিবীতে খুব কমই খুঁজে পাওযা যায়। আমার মতে প্রাণদণ্ডই ওব উচিত শাস্তি। কিন্তু এখন আর তা হবার উপায নেই। বিশেষজ্ঞরা আইন জারি করে দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, আপনাব এই বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত!—মাথা নেড়ে সায দিলেন ক্র্যাডক।

নিজের কথাব সূত্র ধরে মিস মারপল বলে চললেন—আমার মনে হয়েছিল, শুধুমাত্র পেছন থেকে দেখলেও সেই ব্যক্তির চবিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুটা অন্তত আভাস পাওয়া যায়। তাই ট্রেনের কামরায এলস্‌পেথ যেভাবে খুনিকে দাঁড়িযে থাকতে দেখেছিল, ঠিক সেইভাবে ড. কুইম্পারকে দেখলে ওর মনের মধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা নাড়া দিয়ে উঠবে। উত্তেজনার আধিক্যে ও হয়তো চেঁচিযে উঠতেও পাবে। তাই লুসিব সঙ্গে যুক্তি করে আমি এই ফন্দি এঁটেছিলাম।

পেছন থেকে লোকটাকে দেখামাত্র আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলাম,—মিসেস ম্যাকগিলিকাডি বললেন।—কিন্তু ইতিপূর্বে আমি ওর মুখ দেখিনি। সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে।

সেটা বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আমি ভীষণ শঙ্কিত বোধ করছিলাম। তাই এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে মুখ খুলতে দিইনি। এই কথাটা সকলের সামনে ফাঁস হয়ে গেলে তোমার সাক্ষ্য যে মূল্যহীন হয়ে যেত, সেটা তোমার মগজে ঢোকেনি?

তাই বুঝি! তা হলে তুমি আমায় থামিয়ে দিয়ে ভালোই করেছ দেখছি!

ক্র্যাডক হো-হো করে হেসে উঠলেন।—আপনাদের মতো মানিক-জোড়ের সত্যিই কোনও তুলনা হয় না! যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি!

কিন্তু আমি নতুন এক জোড়ের কথা ভাবছি!—ইনসপেকটরের চোখে চোখ রেখে মিস মারপল মুচকি হাসলেন।

আপনি আবার কোন জোড়ের কথা বলছেন?

তোমার আর মিস আইলেবরোর।

—ঃ—